সম্বন্ধনির্ণয়

—:০:—

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট—প্রথম খণ্ড

ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশাবলী ও কুল-পরিচয়।

৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি

চতুর্থ সংস্করণ।

সম্বন্ধনির্ণয়

—:০:—

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট—প্রথম খণ্ড

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ
বংশাবলী ও কুল-পরিচয়

—:০*০:—

৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি

সন ১৩৪৬

মূল্য এক টাকা বার আনা মাত্র

৯৩।৪ হরিঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে
শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা
প্রকাশিত।

সম্বন্ধনির্ণয়ের অন্যান্য পরিশিষ্ট

প্রথম পরিশিষ্ট	১ম খণ্ড	মূল্য	১।০
তৃতীয় পরিশিষ্ট	১ম খণ্ড	মূল্য	১৷৷০
চতুর্থ পরিশিষ্ট	১ম খণ্ড	মূল্য	১৲
পঞ্চম পরিশিষ্ট	১ম খণ্ড	মূল্য	১৲

কলিকাতা, ৯৩।৪ হরিঘোষ ষ্ট্রীটস্থ
ইউনাইটেড্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন

৺শ্রীশ্রীভগবানের কৃপায় ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গের অনুকম্পায় আমরা গত আষাঢ় মাসে সম্বন্ধনির্ণয়ের প্রথম পরিশিষ্ট প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

দ্বিতীয় পরিশিষ্টে ভরদ্বাজ গোত্রীয় আরও কএকটী বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত বংশের বংশাবলী সংযোগ করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির জন্য এবং সামাজিক ব্যক্তিবর্গের বিশেষ অনুরোধে আমরা ৺শারদীয়া মহা-পূজার পূর্ব্বে এই দ্বিতীয় পরিশিষ্ট প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। যে সমস্ত বংশাবলী দ্বিতীয় পরিশিষ্টের প্রথম খণ্ডে স্থান সমাবেশ করিবার সুযোগ হইল না, সে গুলি ২য় খণ্ডে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। কুলাচার্য্যগণের পুঁথিতে শ্রোত্রিয় বংশাবলী একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। সে কারণ অধিকাংশ শ্রোত্রিয় বংশের ঊর্দ্ধতন পুরুষের নাম বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রোত্রিয়গণই কুলীনগণের একমাত্র নির্দ্দোষ কুলরক্ষার সহায়ক এবং তাঁহারাই কুলীন দৌহিত্র সন্তানগণের আশ্রয়দাতা কোন কোন ক্ষেত্রে পৃথক্ ভদ্রাসন ও ভূসম্পত্তি দান করিয়া তাঁহাদের স্থাপন ও নিজ পরিবার মধ্যে গণ্য করিয়া ভরণপোষণ ও সুশিক্ষা দান করিয়া তাঁহাদিগের সর্ব্ববিধ সুখের কারণ হইয়া আছেন। এতাদৃশ সমাজ রক্ষক গোষ্ঠীপতি ব্যক্তিবর্গের বংশাবলী কুল-গ্রন্থে সন্নিবেশ অতীব বাঞ্ছনীয়। এজন্য প্রত্যেক পরিশিষ্টে শ্রোত্রিয় বংশের পরিচয় যতদূর সম্ভব সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

ইংরাজী ১৮৭৪ সালে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ঐ সংস্করণে বঙ্গদেশীয় জাতি সমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত ও ইতিহাস বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল এবং জাতি সম্বন্ধে প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া প্রথম হইতেই আদরণীয় হইয়া আসিতেছে। এই সংস্করণে বহু নূতন বংশাবলী

সংযোজিত হইয়াছে এবং গ্রন্থকার কর্ত্তৃক পূর্ব্ব প্রকাশিত বংশাবলী গুলির যতদূর সম্ভব পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত করা হইয়াছে। এই নূতন সংস্করণে মাত্র রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের বংশাবলী ও কুলপরিচয় বিবৃত আছে এবং গোত্রানুসারে ৫ খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে।

প্রথম পরিশিষ্টে শাণ্ডিল্য, দ্বিতীয় পরিশিষ্টে ভরদ্বাজ, তৃতীয় পরিশিষ্টে কাশ্যপ, চতুর্থ পরিশিষ্টে বাৎস্য ও পঞ্চম পরিশিষ্টে সাবর্ণ গোত্রীয় বংশ বিবরণ আছে।

সামাজিক ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ বংশাবলী ও কুলপরিচয় পুরাতত্ত্ব অপেক্ষা সমধিক প্রয়োজনীয় মনে করায় আমরা ঐতিহাসিক বিবরণ পৃথক্ রাখিয়া কেবল বংশাবলী অবলম্বন করিয়া তাহাতেই ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি। এই বংশাবলী-খণ্ড গুলি ভবিষ্যতে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ে অনেক সহায়তা করিবে।

সম্বন্ধ-নির্ণয়ের ঐতিহাসিক ভাগ পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া পৃথক্‌ভাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। সেই সঙ্গে অন্যান্য জাতির বংশাবলী ও কুল-পরিচয় বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। ৺শ্রীশ্রীভগবানের ইচ্ছা ও সামাজিক সুধীবর্গের উৎসাহের উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে।

বংশাবলী সংরক্ষণের আবশ্যকতা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। আমাদের দেশে পূর্ব্বে পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপসহ বংশাবলী সংরক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। ঘটক-সম্প্রদায় নিজ নিজ পুঁথিতে উহা সন্নিবেশ করিতেন। এক্ষণে ঘটক-সম্প্রদায় একপ্রকার লুপ্ত প্রায়। একারণ আমি বহু দেশ ভ্রমণ, বহু অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বহু বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছি এবং উহা ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষার মানসে সর্ব্বজনবিদিত প্রতি আদম সুমারীতে (Census) সমাদৃত মদীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺লাল মোহন বিদ্যানিধি মহাশয় প্রণীত আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছি। যাঁহারা স্ব স্ব বংশ বিবরণ লিখিয়া দিয়া এই গ্রন্থের সৌষ্ঠব বর্দ্ধনে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। যে সমস্ত সহৃদয় ব্যক্তি বংশাবলী সংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া পিতৃদেবের এই মহৎ কীর্ত্তি রক্ষার সহায়ক হইয়াছেন তন্মধ্যে ঢাকার সাপ্তাহিক পত্র স্বায়ত্তশাসন সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ, নাট্যবিদ্যাবিনোদ,

জয়দিয়া নিবাসী (মদীয় পূজ্যপাদ স্বর্গীয় পিতাঠাকুর মহাশয়ের প্রিয়তম শিষ্য) শ্রীযুক্ত রাজমোহন মুখোপাধ্যায়, বালীগঞ্জ—কসবা নিবাসী রায় বাহাদুর শ্রীশরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী এম্-এ, বি-টি, দেমুড়ের শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তি-বিনোদ, ঢাকার ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীটস্থ শ্রীফণিভূষণ মালখণ্ডী (ভট্টাচার্য্য), কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেটস্থ দি লিলি এণ্ড কোং'র সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা হাইকোর্টের সুযোগ্য অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই ২য় পরিশিষ্টে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের ফটো দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এযাবৎ অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তির ফটো সংগ্রহ হওয়ায় উহা সংযোগ করা সমীচীন বিবেচনা করিলাম না। সামাজিক ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে এবং ইহার ব্যয়ভার বহন করিলে আমরা আবশ্যকীয় ফটো পুস্তকে সংযোগ করিব।

আমি স্বয়ং যাঁহাদের বংশ-বিবরণ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছি তাহাতে ভ্রম প্রমাদ থাকিলে তাঁহারা বা তাঁহাদের বংশধরেরা উহা জানাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করিব। বহু পরিশ্রম করিয়াও মুদ্রাযন্ত্রের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় নাই, স্থানে স্থানে ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হয়, সমস্তগুলি সংশোধন করিতে পারি নাই। আশা-করি পাঠকগণ সহজেই উহা সংশোধন পূর্ব্বক পাঠ করিতে পারিবেন। অলমতি বিস্তরেণ।

ইতি—
শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

২০শে ভাদ্র, ১৩৪৬
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী।
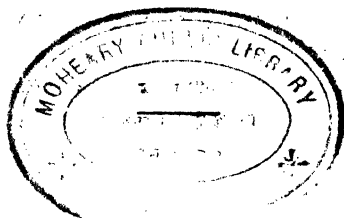
ভরদ্বাজ গোত্র শ্রীহর্ষের পুত্রগণের বেদপ্রচারার্থ আশ্রমের নাম।

পুত্রের নাম	গ্রাম বা গাঁঞি	পুত্রের নাম	গ্রাম বা গাঞি
১। ধাঁধু	মুখুটী	২। জন	ডিণ্ডি বা ডিংসাই
৩। রাম	রায়ীগ্রাম	৪। নান	সাহরি বা সাহড়িয়াল

(রাঢ়ী শ্রেণী)

মুখুটী বংশের উৎসাহ ও গরুড় এই দুই ব্যক্তি বল্লালী কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত। যাঁহারা উক্ত দুই ব্যক্তির বংশধর নহেন তাঁহারা আদি বংশজ।

সাহরি বা সাহড়ীয়াল এবং ডিণ্ডী বা ডিংসাই (শত) এই দুই ঘর সাধ্য শ্রোত্রিয়।

ডিংসাই (জন) ও রায়ী গাঞি এই দুই গ্রামীণ কষ্ট শ্রোত্রিয়।

(ভরদ্বাজ গোত্র বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের গাঁই)

ভাদড় ১। লাড়ুলী ২। ঝামা (বা ঝামাল অথবা ঝম্পটী) ৩। গোস্বা ৪। খাজুরী ৫। আথু ৬। উর্ত্তিবাহী ৭। রত্নাবলী ৮। উগ্ররেখী ৯। শিরাধ ১০। পিস্বীনি ১১। কাঞ্চনগ্রামী ১২। বিশালা ১৩। অস্থক্ ১৪। রাজগ্রামী ১৫। শাকোটক ১৬। ক্ষেত্রগ্রামী ১৭। খনি ১৮। দধিয়াল ৯১। পঙ্‌ক্তি ২০। বৃহতী ২১। নন্দিগ্রামী ২২। পিপ্পলী ২৩। চেঙ্গা ২৪।

লাড়ুলী, ঝম্পটী বা ঝামাল, এই দুই ঘর সিদ্ধ শ্রোত্রিয়।

গোস্বা, খর্জ্জুরী এই দুই ঘর সাধ্যত্ব প্রাপ্ত হন।

অবশিষ্ট ২০ গ্রামীণ কষ্টশ্রোত্রিয়।

ভরদ্বাজ গোত্রে কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম।

১। অদ্বৈত আচার্য্য (মহাপ্রভু—শান্তিপুর)।

২। অনুকূল মুখোপাধ্যায় (জজ হাইকোর্ট)।

৩। অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট)।

৪। আর, এন, মুখার্জ্জি স্যর।

৫। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্যর (জজ হাইকোর্ট)।

৬। ইন্দুভূষণ মুখো (Late Extra Asst. Conservator of Forest).

৭। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী স্যর (প্রখ্যাতনামা ডাক্তার)।
৮। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বসুমতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক)।
৯। উমাপতি ধর (প্রসিদ্ধ কবি)।
১০। উমাপদ মুখার্জ্জি এম্-এস্ (ডাক্তার)।
১১। ঋষিবর মুখোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব্ব জজ কাশ্মীর রাজ্য)।
১২। কমল সার্ব্বভৌম (প্রসিদ্ধ পণ্ডিত)।
১৩। কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাও সাহেব (ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী জয়পুর)।
১৪। কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় (প্রসিদ্ধ সাংবাদিক, ঢাকা)।
১৫। কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় (ডিভিসন্যাল স্কুল ইন্সপেক্টর)।
১৬। কৃত্তিবাস পণ্ডিত (বাঙ্গালা রামায়ণ-রচয়িতা)।
১৭। কে, এস, মুখার্জ্জি (প্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টর)।
১৮। কেশব ভারতী (প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী)।
১৯। কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহামহোপাধ্যায়।
২০। খেলারাম মুখো (গোবরডাঙ্গার আদি জমিদার)।
২১। গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট)।
২২। চারুচন্দ্র মুখো (ডিভিশন্যাল কমিশনার)।
২৩। চৈতন্য (মহাপ্রভু—নবদ্বীপ)।
২৪। জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়।
২৫। জগমোহন মুখোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান, বেহার)।
২৬। জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়, (রাজা, উত্তরপাড়া)।
২৭। তারকচন্দ্র রায় মুখোপাধ্যায় (জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট)।
২৮। ত্রিপুরাচরণ মুখোপাধ্যায় (পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট)।
২৯। দক্ষিণারঞ্জণ (রাজা) তালুকদার, অযোধ্যা।
৩০। দামোদর মুখোপাধ্যায় (প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার)।
৩১। দেবীদাস মুখোপাধ্যায় (দেওয়ান)।
৩২। নীলমণি মুখোপাধ্যায় (প্রসিদ্ধ পণ্ডিত)।
৩৩। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় (কাশ্মীর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব-সচিব)।
৩৪। নৃসিংহ মুখোপাধ্যায় (প্রসিদ্ধ পণ্ডিত)।
৩৫। পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় (পি, এম্, জি, বেঙ্গল ও আসাম)।

৩৬। পি, মুখার্জ্জি (ডিভিসন্যাল স্কুল ইন্সপেক্টর)।
৩৭। পি, বি, মুখার্জ্জি ক্যাপটেন (প্রসিদ্ধ ডাক্তার)।
৩৮। পি, সি মুখার্জ্জি (ডিভিসন্যাল স্কুল ইন্সপেক্টর, বর্দ্ধমান)।
৩৯। প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (রাজা উত্তরপাড়া)।
৪০। ফণীন্দ্রনাথ মুখো (Asst. Secy. Commn. & Works, Bengal).
৪১। বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এডভোকেট, হাইকোর্ট কলিকাতা)।
৪২। বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় (প্রসিদ্ধ ডাক্তার)।
৪৩। বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় (জজ হাইকোর্ট কলিকাতা)।
৪৪। বিষ্ণু ঠাকুর (প্রসিদ্ধ কুলীন)। ৪৫। বাসুদেব সার্ব্বভৌম
৪৬। বৃন্দাবন দাস (বৈষ্ণব সাহিত্যিক ও গ্রন্থ-রচয়িতা)।
৪৭। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (মহাকবি)।
৪৮। ভূদেব মুখোপাধ্যায় (ডাইরেক্টর পাবলিক ইন্সট্রকশন)।
৪৯। মথুরামোহন মুখো চক্রবর্ত্তী বি-এ (অধ্যক্ষ ঢাকা শক্তি ঔষধালয়)।
৫০। মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে, টী (হাইকোর্ট জজ)।
৫১। রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (এড্ভোকেট কলিকাতা হাইকোর্ট)।
৫২। রাজকুমার মুখোপাধ্যায় (প্রসিদ্ধ জুটবেলার)।
৫৩। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার)।
৫৪। রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (ডিভিসন্যাল স্কুল ইন্সপেক্টর)।
৫৫। রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবাচস্পতি।
৫৬। হরিপ্রসন্ন মুখো (ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল, ভাগলপুর কলেজ)।
৫৭। হরিষ মুখোপাধ্যায় (প্রসিদ্ধ সাংবাদিক)।
৫৮। শরচ্চন্দ্র মুখো (ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান নেটিভ ষ্টেট)।
৫৯। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলার C. U.)
৬০। শূলপাণি স্মার্ত্তশিরোমণি
৬১। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় I. C. S. (জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট)।
৬২। সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় স্যর
৬৩। সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (অবসর প্রাপ্ত জেলা জজ, পাটনা)।
৬৪। সুরেশ্বরী দেবী (বিদুষী রমণী)।

সম্বন্ধনির্ণয় ২য় পরিশিষ্ট ১ম খণ্ড ভরদ্বাজ গোত্র শ্রীহর্ষ বংশের শাখা-সূচী।

কুলীন, ভঙ্গ, বংশজ প্রভৃতির বংশ-বিবরণ।

বিষয়	পত্রাঙ্ক

বিষয়	পত্রাঙ্ক
নৃসিংহের সন্তান (শীতলগ্রাম)	৩২৫
,, ,, মদনের ধারা (ভারতচন্দ্র রায়)	৩৫২
লৌলিকের ধারা	২৩২।২৭৮
বলরাম ঠাকুর বংশ	৩০।১৫৫
,, প্রমুখ দুর্গারাম সুত রামপ্রসাদ বংশ	৪১
,, ,, ,, ,, রামশরণ বংশ	৪১
,, ,, জগন্নাথ বংশ	৩৮
,, ,, জগন্নাথ প্রমুখ আনন্দীরাম সুত রামনিধি বংশ	৩৯
,, সুত জয়রাম বংশ	৩৭।৪২
,, সুত ভৃগুরামের ধারা	১৭৪
,, ,, ভৃগুরাম সুত সুন্দররাম বংশ	৩২
,, ,, ,, সুন্দররাম প্রমুখ ধনঞ্জয় বংশ	৩২
,, ,, ভৃগুরাম সুত গঙ্গারাম বংশ	৩৬
বলরাম সুত রঘুনন্দন সুত দুর্গারাম বংশ	৪০
,, ,, রামনারায়ণ বংশ	৪২
বিষ্ণুঠাকুর প্রমুখ কৃষ্ণজীবনের ধারা	১৮২।৩৫৩
,, প্রমুখ পাঁচুর ধারা	১৮৪
,, প্রমুখ শ্যামের ধারা	১৫৩
রমণ প্রমুখ রঘুনাথ বংশ	২২৬
রমণ সহোদর রাজবল্লভ বংশ	১৬
,, ,, ,, সুত রুদ্রেন্দ্র বংশ	১৭
শিবাচার্য্য প্রমুখ জগমোহন বংশ (শান্তিপুর)	১৭৭
শিবাচার্য্য প্রমুখ রমণ ঠাকুর বংশ	১৫

(রাম) ফুলিয়া মেল

বল্লভী মেল

বিষয়	পত্রাঙ্ক

সুরাই মেল

সর্ব্বানন্দী মেল

শ্রোত্রিয় বংশ

* ইঁহারা রাঢ়ী কি বারেন্দ্র তাহা আমাদের অজ্ঞাত।

ভরদ্বাজ গোত্র শ্রীহর্ষ বংশের ব্যক্তিসূচী।

বিষয়	পত্রাঙ্ক
কানাই ছোটঠাকুর	৯
কান্তিচন্দ্র, রাও বাহাদুর (ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী জয়পুর)	৩৪১
কামাখ্যা, B. Sc., M. B.	৩৩৭
কালীচরণ, বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা	২২০
ঐ নন্দ মল্লিক লেন, জোড়াসাঁকো—কলিকাতা	১২৪
কালীপদ, M. B., L. M. (Dublin)	১১৩
কালীভূষণ কবিভূষণ নাট্যবিদ্যাবিনোদ	২৭৫
কিরণচন্দ্র, এম্-এ, বি-লিট, লিটহাম, জনলক স্কলার	২৯০
কিশোরীকিশোর গোস্বামী (প্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টর)	২৯৬
কিশোরীমোহন (পুলিশ ইন্সপেক্টর)	১০৯
কিশোরীলাল (কে, এল, মুখার্জ্জি, প্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টর)	৩৬৩
কিষণচন্দ্র (জোড়াসাকো—কলিকাতা)	২১৭
কুমুদ, বি-ই, সি-ই (Ex. Engineer)	১১৪
কৃত্তিবাস পণ্ডিত	৬।৬৭
কৃষ্ণনাথ গোস্বামী (শান্তিপুর)	৩০৯
কেদারনাথ (মুচ্ছুদ্দী)	৩২০
কেশব ভারতী	১৭১।১৯৬।২৫৮
কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহামহোপাধ্যায়	১৩৯
ক্ষিতিভূষণ, এম্-এ, বি-এল	৭৯
ক্ষীরোদলাল (Addl. Dist. Magistrate)	২৩৯
ক্ষেত্রনাথ (বিষ্ণুপুর)	২২৭
ক্ষেত্রমোহন মহর্ষি	৫৯
ক্ষেত্রমোহন (Pleader Alipur)	৯৩
ক্ষেত্রমোহন (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট)	১৩১

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ত	
তারকনাথ রায় বাহাদুর (ভূতপূর্ব্ব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট)	১১৩।১১৫
দ	
দক্ষিণারঞ্জন (রাজা) অযোদ্ধার তালুকদার	১৫৬
দ্যাকর (কাচনাবাসী)	৩
দুর্গাবর পণ্ডিত	৭
দুর্গাচরণ (মুড়াগাছা—নদীয়া জেলা)	২৪৮
দেবীদাস (মুড়াগাছা—নদীয়া জেলা)	২৪৮
দেবেন্দ্রনাথ (মহিষখাগীতলা—শান্তিপুর)	৮২
দৈবকীনন্দন (অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও দাতা)	৬৮
ধ	
ধীরাজ (মুড়াগাছা—নদীয়া জেলা)	২৪০
ন	
ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার)	৩৪৫
নন্দলাল (বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা)	২২২
নন্দলাল, M. B. B. S., D. P. H.	৯২
নলিনীনাথ	১৮২
নয়ন	৭৪
নয়ান দেঘরিয়া (মানভূম)	৯১
নারায়ণ ঠাকুর	২৫।২৬
নীলকণ্ঠ ঠাকুর	৮
নীলাম্বর ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব কাশ্মির রাজ্য	১৪৮।১৪৯
নৃত্যলাল প্রফেসর	২৩৯
নৃসিংহ বিদ্যারত্ন	৯৪

বিষয় | পত্রাঙ্ক

শুদ্ধিপত্র

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	২	গোপীনাথ (২৪)	গোপীনাথ (২৫)
,,	৩	মহাদেব (২৫)	মহাদেব (২৬)
,,	৫	নীলকণ্ঠ (২৫)	নীলকণ্ঠ (২৬)
,,	৭	মুকুন্দ (২৬)	মুকুন্দ (২৭)
৯	২	গোপীরমণ (২৭)	গোপীরমণ (২৮)
৮৮	১২	প্রতাপকুমার	প্রভাতকুমার
১৫৫	১৫	ভূপেন্দ্র	ভূজেন্দ্র
১৬০	৮	গিরীশ	গিরীন্দ্র
,,	,,	ভূপেন্দ্র	ভূজেন্দ্র
,,	১০	ফণীন্দ্র, নির্ম্মল	ফণীন্দ্র, ঊষা, শোভা ও নির্ম্মল
,,	১১	কানাই	কানাই ও জোৎস্না
১৬৮	১১	পুত্র	পুত্রগণ
,,	২১	পুত্রগণ	পৌত্রগণ
১৭৬	১৫	রার	রায়
,,	১৬	বীরেন্দ্রনাধ	বীরেন্দ্রনাথ
১৯৫	৯	চণ্ডী পুত্র নারায়ণ	চণ্ডী পুত্র গোবিন্দরাম তৎপুত্র নারায়ণ
২০১	২২	শ্যামাদাস ও হৃষিকেশ	শ্যামাদাস ও হৃষিকেশ (উভয়েই অঃ বিঃ)
২০২	২৩	বল্লভপুর, মাহেশ	বল্লভপুর মাহেশ
২০৩	১৪	সুকুমার	সুকুমার (অঃ বিঃ)
২১৪	১৪	মন্মথনাথ মুখো	মন্মথনাথ চট্টো
২১৬	৬	১০নং	২৪নং
২৩০	৫	শিবচরণ	শিবচরণ (১৮পৃঃ)
২৭২	১৩	লক্ষ্মীপাশা	তৎকন্যা শোভা লক্ষ্মীপাশা
৩০৯	৪	গোষ্টগোপাল	গৌরগোপাল
৩১৮	৭	গঙ্গা তটে	গঙ্গা সন্নিকটে
,,	১৮	শ্রীকমলকিঙ্কর	শ্রীকমলাকিঙ্কর
৩১৯	২১	ঊষাঙ্গিনীর পুত্র	ঊষাঙ্গিনীর দত্তক পুত্র
৩৬৮	১০	আনন্দরাম	আনন্দীরাম
৩৭৩	৩	তারকনাথ	৺তারকনাথ
,,	৪	২ কন্যা	৪ কন্যা
,,	৫	সন্ধ্যাজোল	হাটসেরাণ্ডী

সম্বন্ধনির্ণয়

—— :o ——
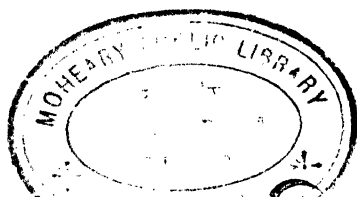
দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ১ম খণ্ড

বংশাবলী ও কুল-পরিচয়।

—— :o: ——

ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ বংশলতা
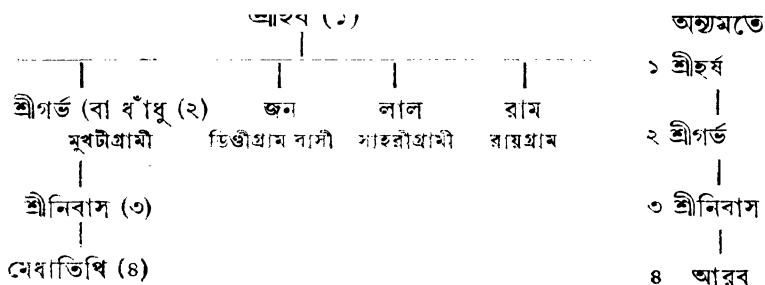
ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ বংশলতা
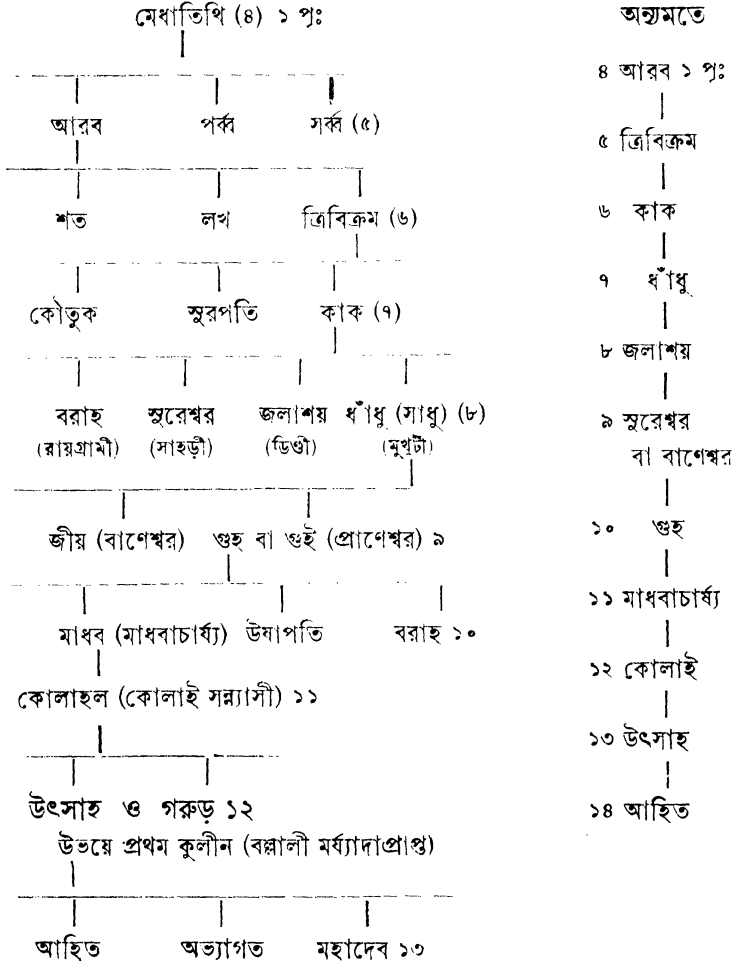
ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ বংশলতা

অধিকাংশ ঘটকের পুথির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আমরা আহিতের পর্য্যায় সংখ্যা ১৪ ধরিলাম।
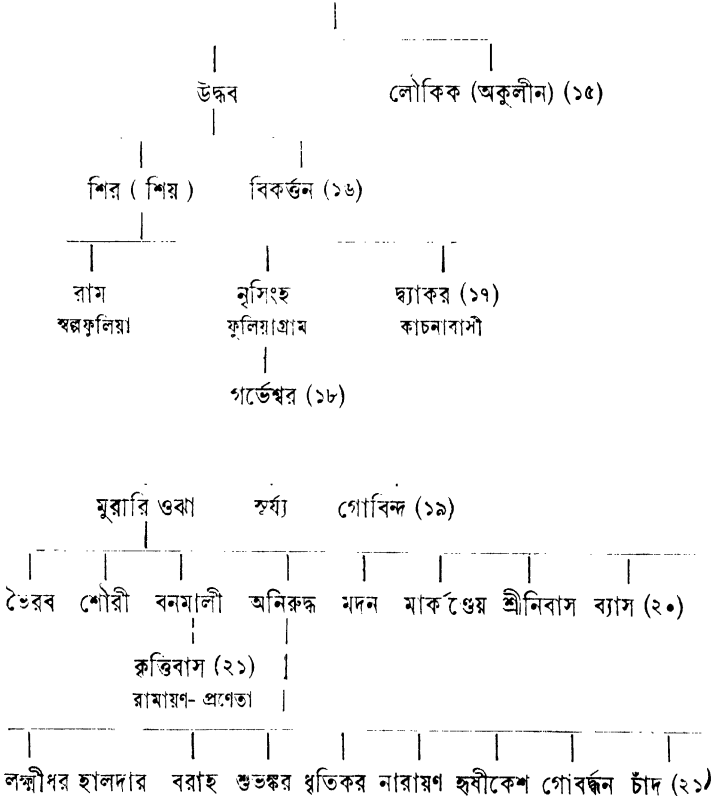
ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ বংশলতা

লক্ষ্মীধর হালদার

- ত্রিলোচন
- **দুর্গাবর** (মেলবন্ধনের কুলীন)
- **মনোহর** (মেলবন্ধনের কুলীন)
  - গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য
    - রামাচার্য্য
      - রাঘবেন্দ্র
        - নীলকণ্ঠ
          - গঙ্গাধর
          - শ্রীধর
          - রঘুনাথ
          - বিষ্ণু
          - রতিকান্ত
          - রাধাকান্ত
          - রামেশ্বর
          - মুকুন্দ (২৭)
        - শ্রীকণ্ঠ
        - যাদবেন্দ্র
        - মহাদেব (২৬)
      - কাশীশ্বর
      - গোপাল
      - বিশ্বেশ্বর
      - গোপীনাথ
      - পার্ব্বতীদাস (২৫)
    - বাসুদেব (২৪)
  - সুষেণ
  - জগদানন্দ
  - বল্লভ
  - পঞ্চানন
- নর
- কিনু
- কমলাকর
- লোকনাথ (২২)

মহারাজাধিরাজ আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ কর্ত্তা
ভরদ্বাজ গোত্রীয় মহর্ষি শ্রীহর্ষের বংশ-বিবৃতি

প্রথম বংশলতা। ১-২ পৃঃ

শ্রীহর্ষ (১)-পুত্র চারি, যথা—শ্রীগর্ভ (বা ধাঁধু), জন, লাল ও রাম (২)। ধাঁধু মুখটী-গ্রামবাসী। শ্রীহর্ষের অধস্তন ১২শ উৎসাহ মুখটী বল্লালের নিকট কৌলীন্য প্রাপ্ত হয়েন। জন ডিণ্ডীগ্রামবাসী। লাল সাহরীগ্রামী। রামের

নিবাসস্থান রায়গ্রাম। এই রায়গ্রাম বর্দ্ধমান জিলার শাতশৈকা পরগণার অন্তর্গত নাদনঘাটের দুই ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।

উৎসাহের পুত্র-সংখ্যা চৌদ্দ। যথা—আহিত, অভ্যাগত, মহাদেব, কামদেব, চক্রপাণি, জয়দেব, ভবদেব, বলদেব, রত্নেশ্বর, গদাধর, পুরন্দর, লক্ষীধর, রাম ও বামন (১৪শ)।

আহিত মুখোপাধ্যায়ের সহিত কুলীন ও শ্রোত্রিয় প্রভৃতির পরিবর্ত্ত হইয়াছিল।

আহিত জ্যেষ্ঠ এবং কুলাংশে শ্রেষ্ঠ। আহিত-পুত্র উদ্ধর (বা উদ্ধব) * এবং লৌকিক (১৫শ)।

দ্বিতীয় বংশলতা। ২ পৃঃ

মুখটী-বংশের কাক শ্রীহর্ষের অধস্তন ৬ষ্ঠ। তদীয় পুত্র ধাঁধু (বা সাধু), পৌত্র জলাশয়, প্রপৌত্র সুরেশ্বর (বাণেশ্বর), বৃদ্ধপ্রপৌত্র গুহ (বা গুই), অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র মাধবাদি পাঁচজন, যথা—মাধবাচার্য্য, উমাপতি, নরহরি, বরাহ ও অশ্বিনী (পর্য্যায় ১১)। এই কয় ব্যক্তির মধ্যে মাধবাচার্য্যের পুত্র কোলাহল (১২) অর্থাৎ কোলাই সন্ন্যাসীর পুত্র উৎসাহ ও গরুড় মুখোপাধ্যায় (১৩) কৌলীন্য পাইয়াছিলেন। অন্য চারিজনের সন্তান-মধ্যে কেহই কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন নাই। তাঁহাদিগের সন্ততি-মধ্যে কৌলীন্য নাই। ঐ চারি ব্যক্তির সন্তানগণ মর্য্যাদার অভাবহেতু দেশান্তরী হইলেন। তাঁহাদিগের কিছু কিছু

---

* সুতা চ বহুরূপস্য উধকেন বিবাহিতা।
ত্রিদেব-মধ্যদেবেন মহাদেবেন যঃ সমঃ॥
উচিতশ্চ কিতশ্চন্দ্রৌ দেবত্বমগমত্ততঃ।
বিকর্ত্তনশিরস্কৌ চ উধকস্য সুতাবুভৌ॥ ধ্রুবানন্দ।

চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট আদি পূর্ব্বাঞ্চলে আছে। তথাকার মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়গণ নামে মুখটী, কাজে কিছুই নহেন। তাঁহাদিগের আদান প্রদান সর্ব্বকুলেই হয়, তথাকার বন্দ্য, চট্ট, গাঙ্গ, ঘোষাল, কুন্দ, পূতিতুণ্ড, কাঞ্জিলাল আদি সবাই সমান। শ্রোত্রিয়ের নাম গন্ধও নাই। মাধবাচার্য্য সুত কোলাহলের অন্য তিন পুত্র দাঞি, বিঠো ও গোপাল কৌলীন্য প্রাপ্ত হয়েন নাই। ইঁহাদিগের সন্তানগণ আদিবংশজ। তাঁহাদিগের সন্ততিগণ পঞ্চকোট, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে মধ্যশ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছেন। মধ্যরাঢ়ে এবং পূর্ব্ববঙ্গে আদিবংশজ বলিয়া পরিচিত (সম্বন্ধনির্ণয় মূল পুস্তক দেখুন)।

১ম বংশলতা। ৩ পৃঃ

আহিত (১৪শ)-সুত উধ ও লৌকিক (১৫শ)। লৌকিক নবগুণহীন, সুতরাং অকুলীন। উধ-সুত শিরো ও বিকর্ত্তন (১৬শ)। শিরো-সুত রাম, নৃসিংহ ও দ্যাকর (১৭শ)। নৃসিংহ ফুলিয়া গ্রামবাসী। রাম স্বল্পফুলিয়া-গ্রামবাসী অর্থাৎ ছোট ফুলে [বদরিকা (বয়রা) গ্রামের নিকট ফুলিয়া-গ্রামের একটী ক্ষুদ্র পল্লী ছিল, ঐ স্থানে] বাস করিতেন। দ্যাকর কাচনাবাসী উহা কাঞ্চনপল্লী (কাঁচড়াপাড়া) নামে খ্যাত (সম্বন্ধনির্ণয় মূল পুস্তক দেখুন)।

নৃসিংহ-সুত গর্ব্বেশ্বর (১৮শ)-পুত্র মুরারি, সূর্য্য ও গোবিন্দ (১৯শ)। মুরারি সুত-সংখ্যা আট। যথা—ভৈরব, শৌরি, বনমালী, অনিরুদ্ধ, মদন, মার্কণ্ডেয়, শ্রীনিবাস ও ব্যাস (২০শ)। অনিরুদ্ধ-সুত সংখ্যার পরিমাণ আট। যথা—লক্ষ্মীধর, বরাহ, শুভঙ্কর, ধৃতিকর, নারায়ণ, হৃষীকেশ, গোবর্দ্ধন ও চাঁদ (২১শ)।

মুরারি ওঝার পুত্র বনমালী সুত **মহাকবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত** (২১শ) বাঙ্গালা রামায়ণ-গ্রন্থকর্ত্তা। **মহাকবি ভারতচন্দ্র রায়** বনমালীর সহোদর মদনের অধস্তন ১০ম পুরুষ (৩০শ) (এই পুস্তকের অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

মেলবন্ধনের কুলীন।

লক্ষ্মীধর হালদার (২১) সুত ত্রিলোচন দুর্গাবর, মনোহর, নরহরি, কিনু কমলাকর, ও লোকনাথ (২২শ)। **মনোহর** ফুলিয়া মেলের অধিনায়ক। **দুর্গাবর** বল্লভী মেলের প্রধান প্রকৃতি (সম্বন্ধনির্ণয় মূল পুস্তক দেখুন)। ত্রিলোচন নরহরি, কমল, কিনু ও লোকনাথ বিনয়াদি সদ্‌গুণের অভাব-হেতু দোষ-সমীকরণে দোষ-ভাগ-বাহুল্য-নিবন্ধন কোন মেলেই স্থান প্রাপ্ত হয়েন নাই।

সুতরাং এই কয়েক ব্যক্তির সন্তানগণ অকুলীন বংশজ মধ্যে পরিগণিত যথা—

"লক্ষ্মীধরের সাত পো। পাঁচ পো নে হোতা থো॥

দুগু মনু দুইটী ভাই। যাহা লয়ে কুল গাই॥" মেলমালা।

দুগু = দুর্গাবর, মনু = মনোহর।

মনোহরের (২২) পাঁচ পুত্র—গঙ্গানন্দ, সুষেণ, জগদানন্দ, বল্লভ ও পঞ্চানন (২৩) গঙ্গানন্দের দুই পুত্র---রামাচার্য্য * ও বাসুদেব (২৪)।

* ফুল্লকুলে গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য (২৩)-প্রমুখ রামানন্দাচার্য্য (২৪)-বংশ।

রামাচার্য্য (২৪)-সুত ছয়, রাঘবেন্দ্র, কাশী।
গোপাল, বিশু, গোপী, পারু (২৫), বীরে দোষী॥
রাঘবের চারি সুত, জ্যেষ্ঠ নীলকণ্ঠ।
যাদবেন্দ্র, মহাদেব, মধ্যম শ্রীকণ্ঠ (২৬)॥
গোপাল (২৫)-পুত্র তিন, মহেশ, অচো, রাজ (২৬)।
কুলে খ্যাত মহেশ পঞ্চানন, সম্রাজ॥
তৎপুত্র মুরহর, একা তর্কবাগীশ (২৭)।
নবগুণে কৌলীন্যে ফুল্লকুলে ক্ষিতীশ॥
কাশী (২৫)-পুত্র চারি, হরি, রমা, জগ, রঘু (২৬)।
চারি সোদরের কেহ নহে কারো লঘু॥

রামাচার্য্য সুত সংখ্যা ছয়। রাঘবেন্দ্র, কাশীশ্বর, বিশ্বেশ্বর, পার্ব্বতীদাস গোপাল ও গোপীনাথ (২৪)।

রাঘবেন্দ্র পুত্র সংখ্যা চারি---নীলকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ, যাদবেন্দ্র ও মহাদেব (২৫)। (পাল্‌টী-প্রকৃতি-বিচারের কারিকাগুলি সম্বন্ধনির্ণয় মূল পুস্তক দেখুন)।

নীলকণ্ঠ ঠাকুর (২৫) বংশ।

নীলকণ্ঠের সুত সংখ্যা আট। গঙ্গাধর, শ্রীধর, রঘুনাথ, বিষ্ণু, রতিকান্ত রাধাকান্ত, রামেশ্বর ও মুকুন্দ (২৬)। সকলেই ঠাকুর নামে বিখ্যাত।

হরি (২৬)-পুত্র রঘু (২৭), খ্যাতি যে তকালঙ্কার।
কাশীর পৌত্র হেতু কুলের অলঙ্কার ॥
বিশুর (২৫) পুত্র গোবিন্দ (২৬) (রামাচার্য্য-পৌত্র)।
রাঢ়ী কুলাচার্য্যের লক্ষ্মীতে বর কুত্র ॥
বর-পত-সঙ্খ্যা ধরি গোবিন্দের পর্য্যায়।
তাহে এক পর্য্যায় হীন কভু দেখা যায় ॥
বাঙ্গাল কুলক্ষ সত্য সত্য লোপে বংশ।
কভু কারো বরে তারে না করে তদংশ ॥
তাই বলরাম (২৭)-পিতা গোবিন্দ ঠাকুর (২৬)।
লক্ষ্মীনাথ-বরে কুলে প্রশংস প্রচুর ॥
কিন্তু তাহা ধরি নিম্নে করে পরিচয়।
বিশুর পৌত্র কিংবা প্রপৌত্র সংশয় ॥
গোপীর (২৫) পুত্র দুই, গোবিন্দ আর কৃষ্ণ (২৬)
গোবিন্দের বংশাভাব, ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ ॥
পার্ব্বতীর (২৫) পুত্র পঞ্চ, পিতৃদোষে দুষ্ট।
চন্দ্র, নারায়ণ, রমা, মাধব (২৬) কনিষ্ঠ ॥
মহাদেব তার জ্যেষ্ঠ নারায়ণ ভঙ্গ।
গঙ্গানন্দের ছয় পৌত্রে কুলে বড় রঙ্গ ॥

গঙ্গাধরের পুত্র পাঁচ যথা রূপনারায়ণ, রামদেব, রামজীবন, রামভদ্র ও গোপীরমণ (২৭)।

গঙ্গাধর ঠাকুর সাগরদিয়া রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া কেশরকুনী ভাব প্রাপ্ত হয়েন। নবদ্বীপাধিপতি রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীকে যাদবেন্দ্র ঠাকুরের কন্যা গ্রহণ করাইয়া কেশরভাবাক্রান্ত করান। রূপনারায়ণ-সন্ততিবর্গের জ্যেষ্ঠ নবদ্বীপাধিপতি রাঘবরায়ের কন্যা বিবাহ করেন। এইস্থানে গঙ্গাধর ঠাকুরে সম্পূর্ণভাবে কেশরকুনী দোষ অক্ষেপ করে।

নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সমস্ত পুত্রই সমানরূপে মান্য, তথাপি **বিষ্ণু ঠাকুরের** পাল্‌টী প্রকৃতির সামঞ্জস্য হেতু **গৌরব অধিক।** তজ্জন্য অগ্রে তাঁহারই বংশের একদেশ বংশলতায় লেখা হইয়াছে।

মুং গঙ্গানন্দ ভ্রাতা জগদানন্দ (২২) বংশ। ৪পৃঃ

জগদানন্দ (২২) সুত অনন্ত, জ্ঞান ও রামভদ্র (২৩)। রামভদ্র সুত যাদবেন্দ্র (২৪)। তৎসুত রাজেন্দ্র ও অচ্যুত (২৫)। রাজেন্দ্র সুত রামেশ্বর, বাসু ও রঘু (২৬)। রঘু সুত রামদেব (২৭)। তৎসুত নন্দকিশোর ও শুকদেব (২৮)। শুক সুত রামচন্দ্র ও রামগোপাল (২৯)।

মুং গঙ্গানন্দ সহোদর সুষেণ-পণ্ডিত-প্রকরণ। ৫পৃঃ

সুষেণ (২৩) সুত শিবাচার্য্য, ভবানী ও কানাই ২৪। শিবাচার্য্য সুত রত্নেশ্বর, গোপীশ্বর ও রামেশ্বর ২৫। রত্নেশ্বর সুত শ্রীরাম, জানকীবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও মথুরেশ ২৬। শ্রীরাম সুত চাঁদ ও কালাচাঁদ, পরশুরাম, সন্তোষ ও রামরাম ২৭। কালাচাঁদ সুত গোরাচাঁদ ২৮। গোরাচাঁদ সন্ততিগণ বর্দ্ধমান জেলার গল্‌সী গ্রামে অবস্থিত।

পরশুরাম (২৭) সুত কৃষ্ণজীবন ও রামকিশোর ২৮। কৃষ্ণজীবন সুত নীল-কণ্ঠ ও নিধিরাম ২৯। ইহারা অধিকারী আখ্যায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। গুলাত গ্রামবাসী। নিধি (২৯) সুত রাম ও শ্যাম ৩০। বেতড়াগড়ী গ্রামে বাস। শ্যাম সুত নিত্যানন্দ, চৈতন্য ও অদ্বৈত ৩১।

জানকীবল্লভ (২৬) সুত রঘুনন্দন ২৭ (ভঙ্গ)। তৎসুত চাঁদ, নারায়ণ, রাম-নাথ, মধু, শরণ ও জীবন ২৮। নারায়ণ সুত রাজারাম, কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম রামানন্দ, দুর্গারাম, রামেশ্বর, আত্মারাম ও রামচন্দ্র ২৯। দুর্গারাম সুত শ্যাম, দেবীরাম, কেবলরাম ও রামরুদ্র (পর্য্যায় ৩০)। বংশ অধিকাংশ রাঢ় দেশে, খোপাপাড়া গ্রামেও (জেলা হুগলী) বসতি আছে।

চাঁদ (২৮) সুত রামরাম, জগন্নাথ ও লক্ষ্মণ ২৯। রামনাথ (২৮) সুত শুক-দেব, কৃষ্ণদেব, বেচারাম ও রামনিধি ২৯।

মুং সুষেণ প্রমুখ শিবাচার্য্য সুত গোপীশ্বর (২৫) বংশ। ৯পৃঃ

গোপীশ্বর (২৫)-সুত রঘুনন্দন, রামকৃষ্ণ ও বীরেশ্বর ২৬। রঘু-সুত গোবিন্দ ও বিশ্বেশ্বর ২৭। গোবিন্দ-সুত গণেশ, পাঁচু, রূপনারায়ণ, সীতারাম, প্রাণবল্লভ, নিধিরাম, বাণেশ্বর, জানকী ও রাঘব ২৮ (স্বকৃতভঙ্গের পুত্র)। সীতারাম-সুত রামগোপাল (মাথাকাটা) ২৯। গণেশ-সুত চান্দু ২৯।

রামকৃষ্ণ (২৬)-সুত মহাদেব, বাসুদেব, শ্রীহরি ও মণিমাধব ২৭। মহাদেব-সুত রামচন্দ্র, হরিরাম ঠাকুর, রামনাথ ও লক্ষ্মীনাথ ২৮। রামচন্দ্র-সুত রূপনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, বলরাম, বাণেশ্বর, মাণিক, রমাকান্ত ও কৃষ্ণচন্দ্র ২৯। লক্ষ্মীনাথ (২৮)-সুত বীরসিংহ, সদাশিব, রামপ্রসাদ, ভোলানাথ, রামকান্ত, বিশ্বনাথ, মুকুট, কাশীনাথ ও কৃষ্ণপ্রসাদ ২৯। ইহারা সকলেই ভঙ্গ। বীরসিংহ-সুত প্রাণনাথ ৩০।

সদাশিব (২৯)-সুত রামকৃষ্ণ, নিত্যানন্দ, রামসুন্দর, কালীশঙ্কর, বিজয়কৃষ্ণ, গোকুল, রামতনু ও দুর্গাপ্রসাদ ৩০। রামকান্ত (২৯)-সুত বিশ্বনাথ ৩০, পৌত্র গোবিন্দ ৩১ (ভঙ্গ)।

মুং সুষেণ প্রমুখ গোপীশ্বর পৌত্র বাণেশ্বর (২৬)-বংশ। ১০পৃঃ

বাণেশ্বর (২৮)-সুত শ্যাম, দয়ারাম, নবকিশোর ও রামানন্দ ২৯ (স্বকৃতভঙ্গের পৌত্র)। কৃষ্ণচন্দ্র (২৯)-সুত গোকুল এবং অক্রূর ৩০। রামনাথ (২৮)-সুত নারায়ণ ২৯।

বাসুদেব (২৭)-সুত পরমানন্দ ও রামশরণ ২৮। পরমানন্দ (২৯)-সুত ভুবনেশ্বর ন্যায়বাগীশ ২৯। তৎসুত কৃপারাম, রামসর্ব্বস্ব ও দয়ারাম ৩০। রামশরণ (২৮)-সুত হরি ও গদাধর ২৯। হরি সুত রামজীবন ৩০, অপবাদগ্রস্ত।

নিধিরাম (২৮)সুত আত্মারাম ও দুর্গারাম ২৯। দুর্গারাম-সুত রামরাম, আনন্দীরাম, নরোত্তম ও রামসুন্দর ৩০। আত্মারাম (২৯)-সুত কাঁঠালগড়িয়া-বাসী।

মুং সুষেণ প্রমুখ গোপীশ্বর সুত বীরেশ্বর (২৬)-বংশ। ১০পৃঃ

বীরেশ্বর (২৭)-সুত জনার্দ্দন ২৭। তৎসুত রামজীবন, রামরাম, রামভদ্র, অনন্তরাম, সীতারাম, আত্মারাম ও বিহারী ২৮। রামজীবন-সুত রঘুদেব রায়, রামদেব ন্যায়বাগীশ ও কৃষ্ণদেব ২৯।

রঘুরায় শিকদার (২৯)-সুত রামানন্দ, রামপ্রসাদ, বেণীচরণ ও বিজয়রাম ৩০। রামদেব (২৯)-সুত শিবনারায়ণ এবং রামকানাই ৩০।

রামরাম (২৮)-সুত, তিতু, রঘুপতি, কৃষ্ণদেব, রামনিধি, মনোহর, রঘুদেব, ভুবন ও শেখর ২৯। তিতু (২৯)-সুত সদানন্দ, গঙ্গানারায়ণ, শঙ্কর, পীতাম্বর,

হরি, নীলাম্বর, নারায়ণ, নিত্যানন্দ, পাঁচু, ব্রজকিশোর, জানকীরাম, সাফল্যরাম ও প্রাণরাম ৩০। রঘুপতি (২৯)-স্মৃত দর্পনারায়ণ, শঙ্কর, অশোকরাম, শিশু-রাম ও জগৎরাম ৩০। ইহাদিগের বংশ প্রায়শঃ বর্দ্ধমান জিলাতেই দেখা যায়।

মুং সুষেণ প্রমুখ বাণেশ্বর (২৮)-বংশ। ১১পৃঃ

শ্যাম (২৯)-স্মৃত রামনাথ, শ্রীরাম, রাজারাম ও রামানন্দ ৩০। বাণেশ্বর (২৮)-স্মৃত পাঁচু ও রামশরণ ২৯। পাঁচু নির্ব্বংশ, রামশরণ ভঙ্গ।

মুং সুষেণ প্রমুখ কানাই ছোট্ঠাকুর (২৪)-প্রকরণ। ৯পৃঃ

কানাই-স্মৃত রামকান্ত ও নারায়ণ ২৫। রামকান্ত-স্মৃত রাম ঠাকুর ২৬। তৎস্মৃত বিশ্বেশ্বর ২৭। তৎস্মৃত শ্যামকিশোর, কৃষ্ণানন্দ, বাণেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর ২৮।

মুং সুষেণ প্রমুখ কানাই ছোট্ঠাকুর-স্মৃত নারায়ণ (২৫)-বংশ। ১২পৃঃ

মুং নারায়ণ-স্মৃত শ্রীবল্লভ, শ্রীরাম, মধু, মথুরেশ ২৬। শ্রীবল্লভ-স্মৃত মহাদেব, হরিদেব, যজ্ঞেশ্বর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ (গোবিন্দ ও মহাদেব ভঙ্গ) ২৭। মহাদেব-স্মৃত জয়দেব, চাঁদ, কৃষ্ণজীবন, নকড়ী-নামক মৃত্যুঞ্জয়, রামগোপাল, অনন্তরাম, পরশুরাম, রামকেশব ও গদাধর ২৮। জয়দেব-স্মৃত মধু, গোপীরমণ এবং যদু ২৯। মধু-স্মৃত কৃপারাম ৩০।

চাঁদ (২৮)-স্মৃত ভুবনেশ্বর ন্যায়বাগীশ, অযোধ্যারাম বাচস্পতি, সিদ্ধেশ্বর, দয়ারাম ও রামরাম ২৯। ভুবনেশ্বর-স্মৃত হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণরাম, কৃষ্ণচরণ, দুলাল, রামকৃষ্ণ, কৃষ্ণবল্লভ, শঙ্কর, বৈদ্যনাথ, শান্তিরাম, ভোলানাথ ও সাধুচরণ প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি (পর্য্যায় ৩০)।

অযোধ্যারাম (২৯)-সুত, ব্রজ, রামপ্রসাদ, বলভদ্র, বিজয়রাম, মাণিক, শিব, রামশঙ্কর প্রভৃতি অষ্টাদশজন (পর্য্যায় ৩০)।

দয়ারাম (২৯)-সুত রামমোহন, রামদুলাল, জগন্নাথ, রামকান্ত, নীলমণি, বাঞ্ছারাম, সীতারাম ও নীলকণ্ঠ ৩০।

কানাই-প্রমুখ কৃষ্ণজীবন ২৯। ইঁহার বাস ইটাগ্রাম, জিলা বর্দ্ধমান। তৎসুত উদয়রাম, শিবরাম, রামচরণ, শ্যামাচরণ, রাধাচরণ, আত্মারাম, তিলকরাম ও বলরাম ২৯। রামচরণ-সুত বাঞ্ছারাম প্রভৃতি ৩০।

নকড়ী (ইহাঁর অপর নাম মৃত্যুঞ্জয়)-সুত বিষ্ণু ২৯। বিষ্ণু-সুত রুক্মিণীকান্ত, রতিরাম, বিজয়রাম ও দীনবন্ধু প্রভৃতি ৩০। দীনবন্ধু-সুত রামরাম, সন্তোষ, দুর্য্যোধন, কৃষ্ণানন্দ ও বলরাম ৩১।

মুং কানাই-প্রপৌত্র হরিদেব (২৭)-বংশ। ১২ পৃঃ

সুত রাজারাম, প্রাণবল্লভ, সীতারাম, জানকীরাম, যাদবেন্দ্র ও জগৎরাম ২৮। জানকী-সুত রামদেব, শুকদেব ও শঙ্কর ২৯। রামদেব-সুত বলভদ্র প্রভৃতির খুলনা জিলার কলারোয়া গ্রামাদিতে বাস। যাদবেন্দ্র (২৮)-সন্তানগণ হুগ্লী জিলার গরিটী গ্রামাদিতে অবস্থান করেন

মুং কানাই ছোটঠাকুরের প্রপৌত্র যজ্ঞেশ্বর (২৭)-বংশ। ১২পৃঃ

যজ্ঞেশ্বর সুত সদাশিব ও আত্মারাম ২৮। সদাশিব-সুত রামানন্দ ও ভবানীচরণ ২৯। রামানন্দের সন্তানগণ বসুয়া গ্রামে অবস্থিত করেন (জিলা হুগ্লী)। রামানন্দ সুত রামকিশোর, রামকান্ত, রামপ্রসাদ, পীতাম্বর, প্রাণকৃষ্ণ ও কার্ত্তিক প্রভৃতি ৩০। ভবানী (২৯)-সুত মাণিকরাম ও রামকান্ত প্রভৃতি ৩০। আত্মারাম-(২৮)-সুত রামসন্তোষ ২৯। ইঁহার সন্তানগণ গুপ্তীপল্লী-নিবাসী।

মুং কানাই পৌত্র গোবিন্দ (২৭)-বংশ। ১২পৃঃ

সুত লক্ষ্মীকান্ত (ভঙ্গ), পরশুরাম (যবগ্রামী), পঞ্চানন, রামরাম, দুর্গারাম, রাধাকান্ত, দেবীরাম ও আনন্দরাম ২৮। লক্ষ্মীকান্ত-সুত দীনবন্ধু, কৃপারাম, সহায়রাম (বা সাহেবরাম), শ্যামসুন্দর ও বাবুরাম প্রভৃতি ২৯। দীনবন্ধু-সুত শঙ্কর ও রামগোপাল প্রভৃতি ৩০। ইঁহারা বর্দ্ধমান জিলার মশাগ্রাম-বাসী সহায়-সুত জগন্মোহন, নবীন, চন্দ্রমণি ও রাসবিহারী ৩০।

রামরাম (২৮)-সুত কালীচরণ ও ব্রজরাম ২৯। ইহারা নদীয়া জিলার আঁইশমালী-গ্রামবাসী। কালীচরণ-সুত দীনবন্ধু ও গদাধর ৩০। দীনবন্ধু-সুত শঙ্কর, ভক্তরাম, কাশীনাথ ও রামহরি প্রভৃতি ৩১। গদাধর (৩০)-সুত আনন্দরাম ৩১।

মুং কানাই ছোটঠাকুর প্রমুখ নারায়ণ পুত্র মথুরেশ (২৬) বংশ। ১২পৃঃ

অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টের সহিত ইঁহার পালটী প্রকৃতি ভাব। সুত রঘুনন্দন রামনাথ ও সাতু ২৭। রঘুনন্দন সুত কৃষ্ণ ২৮। কৃষ্ণ সুত অযোধ্যারাম, অনন্দীরাম, রামলোচন, কালীপ্রসাদ, যুগল, কাশীনাথ ও হরিহর ২৯।

সাতু (২৭) সুত কৃষ্ণকিঙ্কর ও রাধাকৃষ্ণ ২৮। কৃষ্ণকিঙ্কর সুত গোকুল ২৯।

অযোধ্যারাম (২৯) সুত রাজকিশোর, রামপ্রসাদ ও শিবনারায়ণ ৩০। রাজকিশোর সুত কেশবচন্দ্র ও তারাচন্দ্র প্রভৃতি ৩১।

আনন্দীরাম (২৯) সুত চন্দ্রোদয় ৩০। কালীপ্রসাদ (২৯) সুত শম্ভুচন্দ্র, কাশীনাথ ও দুর্গাপ্রসাদ ৩০। ইঁহাদিগের নিবাস উলাগ্রাম। শম্ভু সুত বিধুজীবন রামগতি, রামেন্দ্র, দর্পনারায়ণ ও দিগম্বর ৩১। রামগতি সুত বামাচরণ ও কালীদীন ৩২। কালীদীন সুত মন্মথ, (৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির ১ম জামাতা) যতীন্দ্র ও গোকুল (সব-ওভারসিয়ার) ৩৩। মন্মথ সুত প্রবোধ (অঃ বিঃ মৃত) কন্যা সুষমা ৩৪।

মন্মথনাথ উলার খাঁ চৌধুরীদিগের ষ্টেটে কিছুদিন ম্যানেজারের কার্য্য এবং পরে কৃষ্ণনগরে ওকালতী করিতেন। মন্মথনাথের ২য় পক্ষের পুত্রগণের নাম অজ্ঞাত।

রামেন্দ্র সুত গোপীমোহন ৩২। দর্পনারায়ণ সুত অঘোরনাথ ৩। তৎসুত শ্যামাচরণ ৩৩।

মুং শিবচার্য্য প্রমুখ রমণ ঠাকুরের (২৭) বংশ। ৯পৃঃ

রামেশ্বর সুত, হরিবংশ তৎসুত রমণ ও রাজবল্লভ ৭ *। রমণের ছয় **পুত্র**। যথা—রামগোবিন্দ, ভুবনেশ্বর, আমোরাম (আত্মারাম), লক্ষ্মীকান্ত, গোপাল ও সহস্ররাম ২৮। রমণ ঠাকুরের ময়নাপুরে দীর্ঘাঙ্গী বিবাহ, দামোদর রায়ের কন্যাগ্রহণ। রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পুত্র রঘুদেবের সহিত পাল্টী-প্রকৃতি-ভাব।

---

* হরিবংশপ্রশংশিত-দেব-হরি-ভবসাগরতারক-পাদতরিঃ।
ভুবি ভার বিহারক সোঽপি হরি র্হরিবংশ-সুবংশক-নামধরিঃ ॥
গতিহীনদীনদয়াস্মৃতি-বরভিক্ষুদুঃখবিমোচগতিঃ।
বিকচাজ-সুফুল্ল-কুলে তরণিঃ প্রবলারিকুলেন্ধনকল্পমণিঃ ॥
ভুশদানবিনির্জ্জিতকর্ণধরঃ পররূপবিনিন্দিতপঞ্চশরঃ।
তুলিতোঽমলরাঘববন্দ্যবরঃ স্বকুলেশ-রমাদিক-কান্তপরঃ ॥
অদদচ্চ সুকুলবরেণ ততো বিররাম রমাদিক-কান্তগতঃ।
অজনি প্রথমস্তনুজো রমণঃ পর-রাজকবল্লভ এব জনঃ ॥

শান্তিপুর-নিবাসী রামকুমার সার্ব্বভৌম কুলাচার্য্য-কৃত বংশাবলী।

ফুল্লে ফুল্লারবিন্দে দিনকর-জয়গোপালকঃ শুদ্ধজন্মা
ফুল্লেশঃ সৎকুলেকাঃ ফুলকুলজলধৌ পূর্ণচন্দ্রঃ কুলেন্দ্রঃ।
যত্তুল্যো রামযুক্তো নিধিপদপরতশ্চাগ্রহীত্তস্য কন্যে
নীলকান্তোঽপি গঙ্গাপদযুতপরতঃ কান্তকে সম্বরেঽস্মিন্ ॥
নীলকান্তঃ পুরো জাতো গঙ্গাকান্তস্ততোঽনুজঃ।
শান্তিপুর-নিবাসী রামকুমার সার্ব্বভৌম কুলাচার্য্য-কৃত-বংশাবলী।

লক্ষ্মীকান্ত (২৮) সুত দুর্গাচরণ, জানকী, দেবীচরণ, সদাশিব, রামচরণ, দুলাল, নন্দরাম ও নন্দকুমার ২৯। লক্ষ্মীকান্ত সুত রামলোচন ও পদ্মলোচন ২৮।

সহস্ররাম (২৮) সুত চাঁদ, অযোধ্যারাম, বীরেশ্বর, রামকেশব, রামশঙ্কর ও মুক্তারাম ২৯।

রমণ ঠাকুর-প্রমুখ সহস্ররাম সুত রামকেশব (২৯)-পুত্র দুর্গাচরণ ৩০। তৎসুত মাণিকরাম ৩১। তৎসুত বিশ্বম্ভর ও শ্রীনাথ ৩২। শ্রীনাথ-সুত সীতানাথ, কেদার, বদরিকানাথ, নিশানাথ, রুদ্রনাথ, রাধিকানাথ ও ভবতারা ৩৩। সীতানাথ-সুত সত্য ৩৪। কেদার-সুত চন্দ্র, ইন্দু ও বিধু ৩৪। বদরিকা-সুত ব্রহ্ম, ত্রিলোকী, উগ্রনাথ ও ত্রিপুরানাথ ৩৪। নিশানাথ-সুত ক্ষেত্র ৩৪। ভবতারা-সুত শম্ভু ৩৪। ইঁহারা হুগ্লী জিলার হরিপাল (গোপীনাথপুর থানা)-বাসী।

বিশ্বম্ভর সুত দ্বারকা ও মোহিনী ৩৩।

মুং রাজবল্লভ (২৭)-বংশ। ১৫পৃঃ

রাজবল্লভ ২৭। তৎসুত শ্রীবল্লভ, রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, রামেন্দ্র, রুদ্রেন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও ষষ্ঠীদাস ২৮ *। রামচন্দ্র-সুত হাড়রাম বা কৃষ্ণজীবন ২৯। তৎসুত শ্রীগোপাল (৩০) রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি কেশরভাবাপন্ন; ১১৫৫ সালে বিবাহ হয় (অন্নদামঙ্গলে কৃষ্ণচন্দ্রের

* রাঘবেন্দ্র সুত, কেশর ভূষিত, যাদবেন্দ্র কুলবরে।
রূপগুণযুতা, ষষ্ঠীদাস সুতা, বলাৎকার করি হরে॥
গোপীনাথ সুত, কৃষ্ণ গুণযুত, সেই ষষ্ঠীদাস লৈয়া।
অপর ঠাকুর, নীলকণ্ঠবর, কুল করে যোগ দিয়া॥
তাঁহার তনয়, বিষ্ণু নাম হয়, বিষ্ণুসমান যে কুলে।
মাৰ্জ্জিত কেশর-কুনী যে সাগর-জয়ী হল পুণ্যবলে॥

সভাবর্ণন দেখ)। শ্রীগোপাল-সহোদর জগন্নাথ ও কানাই ৩০ (হরধামবাসী, কেশরভাব)।

কৃষ্ণচন্দ্র (২৮)-সুত রামকান্ত, অনন্তরাম, শঙ্কর ও মৃত্যুঞ্জয় ২৯। রামকান্ত সুত রমাবল্লভ ৩০। অনন্তরাম রাজা রঘুরাম-কন্যা-বিবাহী, কেশরভাব প্রাপ্ত। ইঁহার পুত্র চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (৩০) রায়-উপাধি প্রাপ্ত, শিবনিবাস বাসী।

রামকৃষ্ণ (২৮)-সুত নীলকণ্ঠ, রঘুনাথ, বিশ্বনাথ, রামশম্ভু ও শ্যামচাঁদ (যবগ্রামী সাতশতী-বিবাহী, শিঙেরকোণ) ২৯। রঘুনাথ (২৯)-সুত তারিণী-প্রসাদ ৩০। বিশ্বনাথ (২৯)-সুত ভোলানাথ ৩০।

রমাবল্লভ (৩০)-সুত দুর্গাপ্রসাদ, রাজকিশোর ও কালীনাথ ৩১। কালী-নাথ-সুত গঙ্গাগোবিন্দ, শ্যামাচরণ, অম্বিকাচরণ, প্রসন্নচন্দ্র ও মধুসূদন ৩২।

মৃত্যুঞ্জয় (২৯)-সুত দয়ারাম, কালীপ্রসাদ, ভগবতীচরণ ও রামচন্দ্র ৩০। দয়ারাম-সুত পীতাম্বর ও জগন্মোহন ৩১।

রাজবল্লভ-প্রমুখ রুদ্রেন্দ্র (২৮)-বংশ। ১৬পৃঃ

রুদ্রেন্দ্র তর্কালঙ্কার ২৮। সুত রামানন্দ, রামকিশোর, রামসুন্দর, রাজ-কিশোর ও বীরেশ্বর ২৯। রামানন্দ (২৯)-সুত রামশরণ ও কালিদাস ৩০।

রামকিশোর (২৯)-সুত রামলোচন ও রাজীবলোচন ৩০। রামকিশোরকে কেহ কেহ ভঙ্গ কহেন, কেহ বা মুলুকজড়ী ও হাঙ্গুড়ী-গ্রামী সাতশতী কন্যা-বিবাহী কহেন।

রুদ্রেন্দ্র (২৮)-সুত রামজয়, রামরতন, কুড়ারাম ও বলরাম ২৯। রামজয়-সুত কানাইরাম, হরচন্দ্র, রামরাম ও শ্রীরাম ৩০। শ্রীরামের বংশ নদীয়া জিলার তালদহ মেটিরীতে ছিল। হুগ্লীর দেবানন্দপুরেও কিছু ছিল। হরচন্দ্র-সুত ঈশান ঈশ্বর, ভগবান্, হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র, কৈলাসচন্দ্র ও রামধন ৩১।

ইঁহারা বর্দ্ধমান জিলার লাড়্‌গ্রাম-বাসী। লাড়্‌গ্রামী সাতশতীগণের নিবাস এই স্থানে।

রামজয় (২৯)-সুত রামরাম ৩০। তৎসুত কালিদাস ও দিগম্বর ৩১ (নিবাস দেবানন্দপুর)।

রামসুন্দর (২৯)-প্রমুখ রামরতন ৩০। তৎসুত কৃষ্ণমোহন ও গোবিন্দ ৩১ (লাড়্‌গ্রামবাসী)। রামসুন্দর প্রমুখ বলরাম (৩০)-সুত ক্ষেত্রপাল ও রাম-গোপাল ৩১।

রুদ্রেন্দ্র (২৮)-প্রমুখ ব্রজকিশোর সুত সভাচাঁদ, রামলোচন, ফকিরচন্দ্র, কালীপ্রসাদ, আনন্দ, কৃষ্ণমোহন, নন্দকিশোর, রামকৃষ্ণ ও গোবিন্দ ৩১। সভাচাঁদ-সুত শিবপ্রসাদ, হরপ্রসাদ, হরিহর, কাশীনাথ ও ক্ষেত্রনাথ ৩২। শিবপ্রসাদ-সুত নবকুমার ও রামেশ্বর ৩৩।

রুদ্রেন্দ্র-প্রমুখ বীরেশ্বর (২৯)-সুত শিবানন্দ, ভৈরবচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র ৩০।

মুং শিবাচার্য্য প্রমুখ রমণ (২৭) বংশ। ১৫পৃঃ

রমণ সুত ভুবনেশ্বর ২৮। সুত কালীচরণ, গন্ধর্ব্ব, হাড়ো ও শ্রীগোপাল ২৯।

রমণ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র লক্ষ্মীকান্ত সুত দুর্গাচরণ, জানকীচরণ, রামচরণ, দেবীচরণ ও রামদুলাল ২৯। স্বস্থানবাসী (অর্থাৎ উলায় রমণ)। দুর্গাচরণ সুত পার্ব্বতীচরণ ও শম্ভুচরণ ৩০। পার্ব্বতীচরণ সুত কৃষ্ণমোহন (সিঙেরকোণ-বাসী) ও শিবচরণ ৩১।

জানকী ২৯। সুত রামলোচন ৩০। তৎসুত চন্দ্রকান্ত, কৃষ্ণমোহন ও গোবিন্দমোহন ৩১। ত্রিবেণী-নিবাসী, পরে মেদিনীপুর জেলার বাসুদেবপুরে বাস।

লক্ষ্মীকান্ত (২৮) সুত দেবীচরণ পুত্র কমলাকান্ত, জয়কৃষ্ণ ও তারাচাঁদ ৩০ [শিঙেরকোণ বাসী]। কমলাকান্ত সুত মধুসূদন ও মাধব ৩১।

লক্ষ্মীকান্ত (২৮) সুত দেবীচরণ (২৯) পুত্র জয়কৃষ্ণ (৩০) সুত বীরনারায়ণ, রাজনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ ও দেবনারায়ণ ৩১। বীরনারায়ণ সুত ব্রজনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ৩২। জয়কৃষ্ণ (৩০) পুত্র রাজনারায়ণ (৩১) তৎপুত্র জানকীবল্লভ ৩২ (খড়দহ নিবাসী)।

মুং রমণ ঠাকুর প্রমুখ সহস্ররাম (২৮) বংশ। ১৫পৃঃ

রামেশ্বর সুত হরিবংশ ২৬। তৎসুত রমণ ২৭। রমণ ঠাকুরের ষষ্ঠ পুত্র সহস্র-রামের (২৮) সুত অযোধ্যারাম, বীরেশ্বর, চন্দ্রশেখর, রামকেশব, রামশঙ্কর, (রামকিঙ্কর) ও মুক্তারাম ২৯। অযোধ্যারাম সুত প্রীতিরাম, প্রভুরাম, ভরতরাম ও মণিরাম ৩০ নাড়াজোল নিবাসী (মেদিনীপুর)। প্রীতিরাম পুত্র রামসদয়, রামমোহন, রামনয়ন, বৈদ্যনাথ ও রামহরি ৩১।

প্রভুরাম (ভঙ্গ) ৩০। পুত্র রামলোচন, রাজীবলোচন, জগন্নাথ, রাম-মোহন ও গুরুপ্রসাদ ৩১।

ভরতরাম (৩০) পুত্র রামধন, রামচন্দ্র ও রামতনু ৩১। মণিরাম (৩০) পুত্র রামকানাই ৩১।

সহস্ররাম (২৮) পুত্র বীরেশ্বর ২৯। তৎপুত্র পঞ্চানন, দুর্গারাম, রামকানাই বলরাম, আনন্দীরাম, ও রামতনু ৩০। পঞ্চানন (৩০) পুত্র গুরুদাস ও কাশী-নাথ ৩১। কাশীনাথ পুত্র জগন্নারায়ণ, মহেশচন্দ্র ও মদনচন্দ্র ৩২।

মুং সুষেণ-প্রপৌত্র রঘুবংশ (২৬) প্রকরণ।

রামেশ্বর (৯পৃঃ) সুত রঘুবংশ (২৬) কিশোরগ্রামী শ্রীকৃষ্ণ রায়ের কন্যা-বিবাহী। তৎপুত্র চাঁদ রায়ের বংশাভাব।

সুষেণ-প্রপৌত্র যজ্ঞেশ্বর (২৬)-বংশ।

দেওয়ান মুখোপাধ্যায়, উলা-নদীয়া

রামেশ্বর (৯পৃঃ) সুত যজ্ঞেশ্বর-তৎসুত মথুরেশ ও বলরাম ২৭। মথুর-সুত হৃদয়রাম, কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম, ও শিবরাম ২৮। কৃষ্ণরাম-সুত জনার্দ্দন ২৯। জনার্দ্দন-সুত নিধিরাম ও আত্মারাম ৩০। নিধি-সুত কামদেব ও রঘুনাথ ৩১। কামদেব-সুত পার্ব্বতীচরণ ৩২। আত্মারাম (৩০)-সুত রামচরণ, রামশঙ্কর, রামলোচন ও রামসুন্দর ৩১।

যজ্ঞেশ্বর-পুত্র বলরাম (২৭)-সুত কৃষ্ণদেব, রামগোবিন্দ, সন্তোষ ও শ্রীরাম ২৮। শ্রীরাম-সুত উদয়নারারণ ও রতিকান্ত ২৯। উদয়নারায়ণ-সুত কৃষ্ণজীবন ৩০। কৃষ্ণজীবন-সুত নীলকণ্ঠ (নির্ব্বংশ), শিতিকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ (নির্ব্বংশ), হরিজীবন, বিষ্ণুজীবন, কেশবজীবন, বৈকুণ্ঠজীবন ও গোবিন্দজীবন ৩১। গোবিন্দজীবন-সুত মহানন্দ ও রাধিকানন্দ ৩২। মহানন্দ-সুত হেমেন্দ্র, ব্রজেন্দ্র, নরেন্দ্র ও শৈলেন্দ্র ৩২। বৈকুণ্ঠ (৩১)-সুত রামগোপাল, ব্রজগোপাল ও কৃষ্ণবিহারী ৩২। রামগোপাল-সুত বৈদ্যনাথ ও ননীগোপাল ৩৩। বৈদ্যনাথ-সুত বিহারীলাল ৩৪। উলানিবাসী। শিতিকণ্ঠ-সুত ভবহরি, রত্নমালাপতি ও শ্রীমান্ ৩২। ইহারা দেওয়ান মুখোপাধ্যায় নামে প্রসিদ্ধ।

কৃষ্ণজীবন (৩০)-সুত হরিজীবন ৩১। তৎসুত ঋষভদেব, মুকুন্দদেব ও রঘুদেব ৩২। মুকুন্দদেব-সুত রামকান্ত, কাশীনাথ, ব্রজকিশোর ও রাম-কিশোর ৩৩।

রূপনারায়ণ (২৮)-সুত রামগোপাল, জয়রাম, বিজয়রাম, জানকীরাম ও গোবিন্দ ২৯।

বলরাম (২৭)-সুত শুকদেব, দুর্গারাম, ভবানীচরণ ও মৃত্যুঞ্জয় ২৮। কোন কোন তালিকায় বলরামের এই চারিটী পুত্রের নামও পাওয়া যায়।

সুষেণ-প্রমুখ শিবাচার্য্য-সুত রামেশ্বর পুত্র রামদেব (২৬) বংশ।

রামদেব-পুত্র রাজারাম, বাণেশ্বর, জয়কৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ ২৭। রাজারাম-সুত বিশ্বেশ্বর ২৮। তৎসুত রাধাকৃষ্ণ ও দর্পনারায়ণ ২৯। রাধাকৃষ্ণ সুত কালীশঙ্কর ৩০। কালীশঙ্কর-সুত রামপ্রসাদ, গোবিন্দ, কৃষ্ণ ও বিষ্ণু ৩১। রামপ্রসাদ-পুত্র ইন্দ্র ও মুকুন্দ ৩২। ইন্দ্র-পুত্র অজিত সতীশ ও যোগেশ ৩৩। অজিত-সুত দেবেন্দ্র, জ্যোতিশ্চন্দ্র, বিশ্বেশ্বর, গজেন্দ্র ও জিতেন্দ্র ৩৪। দেবেন্দ্র সুত রিপুঞ্জয়, জ্ঞানঞ্জয়, প্রভৃতি ৩৫।

সতীশ (৩৩)-সুত শশধর ও বিজয় (উলা) ৩৪। যোগেশ (৩৩)-সুত নগেন্দ্র, নলিনীকান্ত, উপেন্দ্র ও অমূল্য ৩৪।

মুকুন্দ (৩২)-সুত শ্রীশ, নৃসিংহ ও বামনদাস এম-এ, বি-এল, ৩৩। শ্রীশ-সুত প্রফুল্ল প্রভৃতি ৩৪। নৃসিংহ (৩৩)-সুত বঙ্গেন্দু বি-এল, প্রভৃতি ৩৪।

গোবিন্দ (৩১)-সুত চন্দ্র ৩২। চন্দ্র-সুত আশু, শিবকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও কুমার ৩৩। আশু সুত হেমন্ত ৩৪। অপত্যদিগের পর্য্যায় ৩৫।

বিষ্ণু (৩১)-সুত দ্বারিক ৩২। তৎসুত কালিদাস ৩৩ (পারিহাল মেলে গত, ভঙ্গ)।

কৃষ্ণ (৩১)-সুত কান্তনাথ ৩২ (অপুত্রক, কন্যাদ্বয় বংশজে প্রদত্ত)। ইঁহারা নদীয়া জিলার পাঁটিখালি মেদিনীপুর-বাসী।

শিবাচার্য্য সহোদর ভবানী বংশ। ৯পৃঃ

ভবানী ২৪। তৎসুত রামচন্দ্র, রামজীবন, রতি ও সুবুদ্ধি ২৫। রামচন্দ্র-সুত রূপরাম ও নারায়ণ ২৬। রূপরাম-সুত রামজীবন, রামনাথ, শিবরাম, রামদেব ও রামগোপাল ২৭।

ভবানীপ্রমুখ রামচন্দ্র-সুত নারায়ণ ২৬। তৎসুত যাদু ২৭। যাদু-সুত রামকৃষ্ণ, রামদেব, রামনাথ ও রামভদ্র ২৮।

ভবানী প্রমুখ রামজীবন ২৫। তৎসুত রূপরায় ২৬ (হাড়ি অপবাদ) তৎসুত গোবিন্দ ২৭।

ভবানীপ্রমুখ সুবুদ্ধি ২৫। তৎসুত শ্রীকৃষ্ণ, গন্ধর্ব্ব, চাঁদ, বিদ্যাধর, শ্রীহরি, শ্রীবল্লভ ও পুরুষোত্তম রায় ২৬। শ্রীকৃষ্ণ-সুত গণেশ ২৭। গণেশ সুত গঙ্গাধর ২৮।

গন্ধর্ব্ব-সুত রামরায়, মহাদেব, রামবল্লভ ও হরিবল্লভ ২৭। রামরায়-সুত রঘুদেব, শিবরাম (বংশাভাব), বিশ্বেশ্বর, গোপাল, গোবিন্দ ও কেশব ২৮।

মহাদেব ২৭। তৎসুত রামভদ্র ২৮। সুবুদ্ধি-সুত শ্রীহরি ২৬। শ্রীহরি-সুত রামভদ্র ও বিশ্বেশ্বর ২৭। সুবুদ্ধি-সুত পুরুষোত্তম ২৬। তৎসুত রামনাথ ২৭।

ফুলিয়া মেলের মূল।

গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য (২৩)-সুত রামানন্দাচার্য্য, বাসুদেব ও মথুরেশ ২৪। বাসু ও মথুরেশ নিঃসন্তান। রামানন্দ আচার্য্য নামে খ্যাত; রামাচার্য্য (২৪)-সুত সংখ্যা সাত। যথা—রাঘবেন্দ্র, গোপাল, কাশীশ্বর, বিশ্বেশ্বর, গোপীনাথ, পার্ব্বতীনাথ ও (শঙ্কর) ২৫। রাঘবেন্দ্র (২৫)-সুত যাদবেন্দ্র, মহাদেব, শ্রীকণ্ঠ ও নীলকণ্ঠ ২৬। যাদবেন্দ্র ঠাকুর কেশরভাবাপন্ন। ইনি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ গোবিন্দদেব রায়ের কন্যা বিবাহ করেন। মহাদেব এবং শ্রীকণ্ঠ ঠাকুরদ্বয় অনপত্য অবস্থায় লোকান্তরিত হয়েন। নীলকণ্ঠ (২৬) সুত-সংখ্যা অষ্ট, সকলেই ঠাকুর নামে বিখ্যাত। যথা—গঙ্গাধর, রঘুনাথ, মুকুন্দ, শ্রীধর, বিষ্ণু, রতিনাথ, রাধাকান্ত ও রামেশ্বর ২৭।

গঙ্গাধর (২৭)-সুত রূপনারায়ণ, রামজীবন, গোপীরমণ, রামভদ্র, রামদেব (ইনি সোঁদারকুলে বিবাহ করেন; সন্দিগ্ধদোষ, পূর্ব্বগ্রামী অথবা চোৎখণ্ডী সন্দেহস্থল), রামনারায়ণ ও রামকান্ত ২৮। গঙ্গাধর ঠাকুরের পুত্রগণের কতক

কেশরভাবাপন্ন। রূপনারায়ণ নবদ্বীপাধিপতি রাঘব রায়ের কন্যাকে সহধর্ম্মিণী করেন। রূপনারায়ণ (২৮)-সুত শ্রীরাম,রামচন্দ্র, রুক্মিণীকান্ত ও বাণেশ্বর ২৯। শ্রীরাম-সুত জগদ্দুর্ল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ ও হরিবল্লভ ৩০। বাণেশ্বর-সুত কামদেব ৩০। তৎসুত দুলাল, রঘুরাম ও রামকান্ত প্রভৃতি ৩১।

রামজীবন (২৮)-সুত কৃষ্ণদেব ও রামরাম ২৯। কৃষ্ণদেব (২৯) সুত নিধিরাম (ভঙ্গ), রামনারায়ণ ও দয়ারাম ৩০।

গঙ্গাধর-প্রমুখ গোপীরমণ ২৮। তৎসুত গোকুলচন্দ্র, শ্রীবল্লভ, রামচন্দ্র, রঘুপতি, গৌরীচরণ, কৃষ্ণরাম, মনোহর, শঙ্কর, এবং আত্মারাম ২৯। গৌরীচরণ, সুত ব্রজকিশোর, হরেকৃষ্ণ, রামকিশোর, কৃষ্ণচন্দ্র, রাধাকৃষ্ণ এবং সীতারাম ৩০।

গঙ্গাধর (২৭)-প্রমুখ রামভদ্র (২৮)-পুত্র শুকদেব, জয়দেব ও হরিদেব ২৯। শেষদ্বয় রজনীকর্বী থাকে গত। হরিদেব-সুত নিমাই ৩০। তৎসুত শিবচন্দ্র প্রভৃতি ৩১। শুকদেব (২৯)-সুত শ্যামসুন্দর, রামকান্ত ও হৃদয়রাম ৩০।

গঙ্গাধর (২৭)-প্রমুখ রামদেব ২৮। তৎসুত রামনারায়ণ, জগদীশ, রামগোপাল, ঘনশ্যাম, কিনু, শিবরাম ও আত্মারাম ২৯। আত্মারাম-সুত রামকিশোর ৩০। তৎপুত্র কালীশঙ্কর প্রভৃতি ৩১।

রামনারায়ণ (২৯)-সুত হরেকৃষ্ণ ও গোবিন্দ ৩০। গোবিন্দ ভঙ্গ এবং বংশাভাব। হরেকৃষ্ণ-সুত দুলাল ও যাদবেন্দ্র ৩১। দুলাল-সুত মাণিক্য (ভঙ্গ), মুক্তারাম ও রামমোহন ৩২। ইঁহারা হুগ্লী জিলার কেলেগড়ী গ্রামে অবস্থিত। হরেকৃষ্ণ (৩০)-প্রমুখ যাদবেন্দ্র (৩১)-সুত রামলোচন, রামমোহন, পার্ব্বতীচরণ ও ভগবতীচরণ ৩২। (বর্দ্ধমান জিলার মূলগ্রামে অবস্থিত)।

মুং নীলকণ্ঠ (২৬)-প্রমুখ রঘুনাথ ঠাকুর (২৭)-বংশ। ২২পৃঃ

রঘুনাথ সুত রাধাবল্লভ (ভঙ্গ), রামনাথ, রত্নেশ্বর, মধুসূদন ও রামচন্দ্র ২৮। রাধাবল্লভ-সুত প্রাণনাথ ২৯। প্রাণনাথ-পুত্র হরেকৃষ্ণ অপর নাম ভবানী-

চরণ ৩০। তৎপুত্র উদয়চাঁদ, গঙ্গাধর, সভাচাঁদ, গদাধর, পাঁচু, রামরাম ও গৌরীকান্ত ৩১। ইঁহাদিগের নিবাস বিষ্ণুপুর, বাণকুণ্ডা।

রত্নেশ্বর (২৮)-পুত্র বিশ্বেশ্বর ও ঘনরাম ২৯। বিশ্বেশ্বর-সুত রাজচন্দ্র, লালচন্দ্র ও গোপীচন্দ্র প্রভৃতি ৩০।

রঘুনাথ (২৭) প্রমুখ রামচন্দ্র ২৮। তৎসুত হরিদেব, কামদেব, কৃষ্ণদেব ও যুগলকিশোর প্রভৃতি ২৯। কামদেব-সুত হরিরাম ও নৃসিংহ প্রভৃতি ৩০। নৃসিংহ-সুত হরেকৃষ্ণ ৩১ (নিবাস ডাঁইহাট মেটিরী, জিলা নদীয়া)।

মুং নীলকণ্ঠ (২৬)-প্রমুখ শ্রীধর (২৭)-বংশ। ২২পৃঃ

শ্রীধর-সুত রামকৃষ্ণ, রামনারায়ণ এবং বানেশ্বর ২৮। রামকৃষ্ণ-সুত প্রাণবল্লভ, শুকদেব, নন্দরাম ও গোবিন্দরাম ২৯। প্রাণবল্লভ-সুত ও সুন্দররাম ও আনন্দীরাম ৩০ (ইনি নবদ্বীপাধিপতি রামজীবন রায়ের কন্যা-গ্রহণ-নিবন্ধন কেশর-ভাবী)।

নন্দরাম (২৯)-সুত মুলুকচাঁদ, লক্ষ্মীনারায়ণ, জগন্নাথ, ব্রজকিশোর নারায়ণ ৩০। নারায়ণ-সুত মাণিক, ছকুনামা হরিদেব, সীতারাম, গোবিন্দরাম ও কৃষ্ণচন্দ্র ৩১। গোবিন্দরাম (২৯)-সুত রামনারায়ণ ৩০। হরিদেব (৩১)-সুত গোরাচাঁদ ও ভোলানাথ ৩২।

বাণেশ্বর (২৮)-সুত নকুনামক হরিদেব, কালুনামক কৃষ্ণদেব ও ভুবন (খোঁড়া) ২৯। ভুবন সুত দর্পনারায়ণ ও রামলোচন ৩০। নকুনামা হরিদেব সুত রাজচন্দ্র, দয়ারাম ও রাধাচরণ ৩০। কালু-নামক কৃষ্ণদেব সুত রামসুন্দর ৩০।

শ্রীধর প্রপৌত্র সুন্দররাম ৩০। সুত তারিণীপ্রসাদ ও রামহরি ৩১। তারিণী সুত গিরিজাপ্রসাদ, উমানাথ ও গৌরীনাথ ৩২। গিরিজাপ্রসাদ নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের তৃতীয় পুত্র ভৈরবচন্দ্র রায়ের কন্যা

মহাদেবীকে বিবাহ করেন। এই স্থানে কেশর ভাব ও রাজ দৌহিত্র-নিবন্ধন রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। গিরিজা স্থত তারাপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ বিষ্ণুপ্রসাদ, বিধুপ্রসাদ ও গোবিন্দপ্রসাদ ৩৩। তারাপ্রসাদ স্থত বাণীপ্রসাদ ৩৪। তৎস্থত পূর্ণপ্রসাদ ৩৫। তৎস্থত জ্যোতিঃপ্রসাদ, বিজয়প্রসাদ ও শিশিরপ্রসাদ ৩৬। নিবাস কৃষ্ণনগর।

শ্রীধর পৌত্র নন্দরাম ২৯। স্থত মুলুকচাঁদ ৩০। স্থত রামকানাই ৩১। স্থত কমলাপ্রসাদ, শ্রীকান্ত ও নীলকান্ত ৩২। কমলাপ্রসাদ মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্রী (ভৈরবচন্দ্রের তৃতীয় দুহিতা) নিত্যকালী দেবীকে বিবাহ করেন। কমলাপ্রসাদ স্থত শ্যামামদ ও লক্ষ্মীকান্ত ৩৩। শ্যামামদ স্থত পীতাম্বর ৩৪। স্থত জ্যোতির্ভূষণ ৩৫। স্থত ইন্দুভূষণ, পৃথ্বীভূষণ, ও শচীভূষণ ৩৬। নিবাস কৃষ্ণনগর।

শ্রীকান্ত ও নীলকান্ত (স্বভাব) ৩২। শ্রীকান্ত স্থত কালাচাঁদ, অম্বিকা ও উমানাথ ৩৩। কালাচাঁদ স্থত সীতানাথ ও রাধিকপ্রসাদ ৩৪। অম্বিকা স্থত মতিলাল ৩৪। উমানাথ স্থত দীননাথ ও শিবচন্দ্র ৩৪। রাধিকা স্থত শরৎ, অধর ও নির্ম্মল ৩৫। নিবাস জয়রামপুর।

মুং নীলকণ্ঠ (২৬) স্থত বিষ্ণুঠাকুর (২৭) বংশ। ২২পৃঃ

বিষ্ণু স্থত রামদেব ও নারায়ণ ২৮। রামদেব স্থত খেলারাম, শ্যামসুন্দর, সীতারাম, কৃষ্ণজীবন, কন্দর্প, পাঁচু ও রাজচন্দ্র ২৯।

সীতারাম (২৯) স্থত ব্রজকিশোর, কৃষ্ণচন্দ্র ও রামশঙ্কর ৩০। কৃষ্ণজীবন স্থত মধুসুদন বাসুদেব, রামগোপাল, জয়গোপাল ও মদনগোপাল ৩০। বাসুদেব (৩০) স্থত রামচন্দ্র, শিবনারায়ণ ও বিজয়নারায়ণ ৩১। কন্দর্প (২৯) স্থত শ্রীকান্ত ৩০।

মুং নারায়ণ ঠাকুরের (২৮) বংশ। ২৫পৃঃ

পুত্র রামকান্ত, মুলুকচাঁদ ও নিম্ননামক শঙ্কর ২৯। রামকান্ত সুত রামসুন্দর, রামকিশোর ও রামকানাই ৩০। মুলুকচাঁদ (২৯) সুত ইন্দ্রনারায়ণ, গোপাল ও মাণিক্য ৩০।

সীতারাম (২৯) সুত সদাশিব ৩০। তৎসুত গোরাচাঁদ ৩১। তৎসুত ঈশ্বর ৩২।

রতি ২৭, সুত বাণেশ্বর ২৮। তৎসুত রামরাম, সন্তোষ ও প্রাণবল্লভ ২৯। (বলাগড়ের নিকট ক্রোড়াগ্রামে কতক বংশ আছে)।

মুং রাধাকান্ত ঠাকুর (কেশরভাবাক্রান্ত) ২৭ বংশ। ২২পৃঃ

ইনি নবদ্বিপাধিপতী রাঘব রায়ের কন্যা বিবাহী। রাধাকান্ত সুত চাঁদ ২৮। তৎপুত্র দুর্গারাম ও বিনোদরাম ২৯। দুর্গারাম সুত নীলাম্বর ৩০।

মুং রামেশ্বর ঠাকুর (২৭)-বংশ। ৪ ও ২২পৃঃ

রামেশ্বর-সুত ষষ্ঠীদাস, শিবরাম, রত্নেশ্বর, তেকুনামক রামগোবিন্দ, বিশ্বেশ্বর, কানু, রামচন্দ্র ও রামশরণ ২৮। ষষ্ঠী-সুত নরোত্তম, রামচরণ ও শঙ্কর ২৯। নরোত্তম-সুত দয়ারাম, পদ্মলোচন, ত্রিলোচন, কৃষ্ণ ও আনন্দীরাম ৩০। শঙ্কর (২৯)-সুত রামকিশোর ও রামদুলাল ৩০।

শিবরাম (২৮)-সুত রাধাকৃষ্ণ, গোকুল ও গোপাল ২৯। গোপাল-সুত রামহরি, গদাধর ও নকু ৩০।

তেকু নামক রামগোবিন্দ (২৮)-সুত রামানন্দ, দুর্গাচরণ, দয়ারাম ও আত্মারাম ২৯।

বিশ্বেশ্বর (২৮)-সুত কেশব ২৯। তৎসুত লক্ষ্মণ ৩০।

রত্নেশ্বর (২৮)-সুত রমানাথ, শঙ্কর ও কাশীশ্বর নামক কালীচরণ ২৯। কালীচরণ-সুত দৈবকীনন্দন, গৌরীচরণ, রামচরণ, শ্যামাচরণ ও ঘনশ্যাম ৩০। দৈবকী-সুত প্রাণবল্লভ, যুগলকিশোর ও রামনিধি ৩১। গৌরীচরণ-সুত ভবানীচরণ ৩১। ঘনশ্যাম-সুত শ্রীকৃষ্ণদেব, কৃষ্ণকিঙ্কর ও কৃষ্ণরাম ৩১। রামচরণ (৩০)-সুত রামজয়, দুলাল ও বিজয়রাম ৩১। শ্যামাচরণ (৩০)-সুত রামহরি, দুর্গারাম ও রামলোচন ৩১ (মণিরামপুর)।

রামচন্দ্র (২৮)-সুত নন্দকিশোর ২৯। তৎপুত্র ভোলানাথ, শঙ্কর ও রামচরণ ৩০।

মুং গোপাল ঠাকুর-বংশীয় মুরহর তর্কবাগীশ (২৭) বংশ। ৭পৃঃ

গোপালের পুত্র মহেশ, অচ্যুত ও রাজেন্দ্র ২৬। অচ্যুত-সুত রামদেব ২৭। মহেশ-পুত্র মুরহর তর্কবাগীশ ২৭। তৎসুত মথুরেশ, রামচন্দ্র, চন্দ্রচূড়, ষষ্ঠীদাস, রামকৃষ্ণ ও রঘুনাথ ২৮। মথুরেশ-সুত রত্নেশ্বর ২৯। তৎসুত কিঙ্গুনামা নন্দরাম, লক্ষ্মীনারায়ণ ও মুলুকচাঁদ ৩০।

রামকৃষ্ণ (২৮)-পুত্র অনন্তরাম, রামগোবিন্দ ও রামগোপাল ২৯ (কোপা-গ্রাম-বাসী)। রামকৃষ্ণের (২৮) অপর-পুত্রগণ-মধ্যে নন্দ ও গোপী ২৯ প্রসিদ্ধ। গোপী-পুত্র রামদেব, নন্দকুমার, যদুনন্দন, রাধাবল্লভ, গোবিন্দরাম, রামনাথ, হরিবংশ, গোপীনাথ ও ধরণীধর ৩০। নন্দকুমার-পুত্র ছকু, পাঁচু, হীরারাম, দুবরাজ ও দুলাল ৩১। রাধাবল্লভ (৩০)-সুত গোকুল ও চাঁদ ৩১। গোবিন্দ (৩০)-সুত রামকান্ত ও শ্রীকান্ত ৩১। রামনাথ (২০)-সুত বাঞ্ছারাম ও রামরাম ৩১। গোপীনাথ (৩০)-সুত বিজয়রাম ৩১।

রামচন্দ্র (২৮)-সুত দুর্গারাম, হরিদেব, রুদ্র ন্যায়বাগীশ, অযোধ্যারাম, শঙ্কর ও সীতারাম ২৯। দুর্গারাম (২৮)-সুত সদানন্দ ও অভয়রাম ৩০। হরিদেব-

সুত নয়নানন্দ ও রুক্মিণীকান্ত-নামক নিমানন্দ ৩০। অযোধ্যারাম (২৯)-সুত গোকুল ৩০। শঙ্কর (২৯)-সুত রামেন্দ্র ৩০। সীতারাম (২৯)-সুত শ্রীকৃষ্ণ ও প্রাণকৃষ্ণ ৩০। ইঁহারা মূলঘড় পরগণাবাসী, জিলা নদীয়া।

কাশী-সুত রামনাথ, জগদীশ ও হরিহর ২৬। রামনাথ-সুত মধুসুদন তর্কালঙ্কার ও বিষ্ণু ২৭ মধুসূদন-সুত জয়রাম, শিবরাম, রামভদ্র ও রামচরণ ২৮। জয়রাম-সুত রামনারায়ণ ও রূপনারায়ণ ২৯। রামনারামণ-সুত গৌরীচরণ, উদয়রাম জিতু ও কৃষ্ণরাম ৩০।

দাতা শিবরাম

শিবরাম ২৮। ইঁহার তুল্য দাতা তৎকালে কুলিয়া মেলমধ্যে কেহ ছিল না। শিবরাম (২৮)-সুত রামগোবিন্দ, রামগোপাল, রামশরণ, কৃপারাম রাজারাম ও বীরেশ্বর ২৯। রামগোবিন্দ-সুত নন্দকিশোর ৩০। রামগোপাল-সুত বলরাম ও ব্রজকিশোর ৩০। রামচরণ (২৮)-সুত রামরাম ন্যায়ালঙ্কার, সন্তোষ ও কৃষ্ণচন্দ্র ২৯।

রামজীবন (২৮)-সুত রামনাথ, জগন্নাথ, শ্যামসুন্দর ও লক্ষ্মণ ২৯। জগন্নাথ (২৯)-সুত অনন্ত, কেশব ও হরিহর ৩০। অনন্ত সুত জগন্নাথ ও ভগবতী ৩১। জগন্নাথ-সুত রামনাথ, ইন্দ্রমণি, শ্রীরাম, দামোদর, কাশীশ্বর ও বিশ্বেশ্বর ৩২।

কেশব (৩০)-সুত রামদেব, রামনাথ, বাসুদেব, রামগোপাল, রঘুনাথ, রাজারাম, বলরাম, রামরাম, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণরাম ৩১। রামদেব-সুত, মধুসূদন চাদ, দুর্গারাম ও রমাকান্ত ৩২। মধু-সুত রামানন্দ ও রামেশ্বর ৩৩। চাঁদ সুত রতিকান্ত ৩৩। দুর্গারাম-সুত নিধিরাম (মূলঘড় পরগণা-বাসী)।

রঘুনাথ (৩১)-সুত গোবিন্দ, নন্দরাম, গদাধর, মুকুন্দ, রুদ্র, মনোহর ও মাণিক্য ৩২! রাজারাম (৩১)-সুত শঙ্কর, নন্দরাম, সাতুনামক কৃষ্ণচন্দ্র, ভুবন ও বিদ্যাধর ৩২। রামনাথ (৩১)-সুত রামনারায়ণ, নন্দরাম, শিবরাম, জয়রাম,

গোবিন্দরাম ও গঙ্গারাম ৩২। রামনারায়ণ (৩২)সুত শ্রীরাম, নিধিরাম, আনন্দীরাম, বিষ্ণুরাম এবং কৃষ্ণরাম ৩৩। শ্রীরাম-সুত রামজয় এবং প্রাণবল্লভ ৩৪। নন্দ (৩২)-সুত সুচাঁদ ও গোবিন্দ ৩৩।

কেশব (৩০)-সুত বাসুদেব ৩১। তৎসুত রামশরণ, অযোধ্যারাম ও মনোহর (পীতমুণ্ডী চাঁদ রায়ের কন্যা বিবাহী) ৩২।

রামগোপাল (৩১)-সুত রঘুরাম, নীলকণ্ঠ এবং রামকান্ত ৩২। নীলকণ্ঠ পীতমুণ্ডী-বিবাহী।

কেশব (৩০)-প্রমুখ রামরাম ৩১। তৎসুত শ্যামরাম, রামকান্ত এবং পাঁচু ৩২। যশোহর জিলার সাগরদাঁড়ী ও নদীয়া জিলা মূলঘড় পরগণার বাঘ-আঁচড়ায় বংশ আছে।

মুং যুং বিশ্বেশ্বর (২৫)-বংশ। পৃঃ

তৎসুত গোবিন্দ ঠাকুর ২৬ *। তৎপুত্র রুদ্র, জনার্দ্দন ও বলরাম ঠাকুর ২৭। রুদ্র ঠাকুর কেশরভাবাপন্ন, নবদ্বীপাধিপতি গোবিন্দদেব

* রঘু, লক্ষ্মী, গোপী, গৌরী, তুল্য যোগ পেয়ে।
বিশু ত নির্ম্মল ছিল জ্যোতির্যুক্ত হয়ে॥
সেই হেতু কুলবরে গোবিন্দের সঙ্গ।
সাগর-সঙ্গমে কুলে বাড়িল তরঙ্গ॥ মেলমালা।

লব্ধো বন্দ্যাহবংশো ভবতি কুলবরঃ শ্রীরঘুর্লক্ষ্মীনাথো
গোপী গৌরী সুচট্টৈশ্চতলী তুলাভাং জগ্মতুর্দ্বে।
সোহয়ং বিশ্বেশ্বরোহসৌ মুখকুলকমলে ভাস্করঃ প্রাদুরাসীৎ
তস্মাদ্‌গোবিন্দসংজ্ঞো ভবতি কুলবরো নির্ম্মলো রাঢ়বঙ্গে॥

মেলপ্রকাশ।

অন্যত্র লিখিত আছে বিশ্বেশ্বর সুত লক্ষ্মীনাথ (২৬) তৎপুত্র রামগোবিন্দ (২৭) তৎপুত্র বলরাম ঠাকুর। ইনি রতি বিষ্ণুর ভ্রাতৃপুত্র পরিচয়ের লোক।

রায়ের * কন্যা বিবাহী। রুদ্র-সুত রামচন্দ্র, রাধাবল্লভ, শিবরাম ও রূপনারায়ণ ২৮। রামচন্দ্র-সুত রামকৃষ্ণ, কালীচরণ ও মহাদেব ২৯। রামকৃষ্ণ-সুত দুলাল, আনন্দীরাম ও নিধিরাম ৩০। মহাদেব (২৯)-সুত রামশরণ তর্কবাগীশ ৩০। রূপনারায়ণ (২৮)-সুত রামজীবন ২৯। তৎসুত কৃষ্ণচন্দ্র যশোহর জিলার চেঁউটে পরগণায় প্রস্থিত, সুতরাং পীরালীসংসৃষ্ট।

মুং ফুং বলরাম ঠাকুর (২৭) বংশ।

ইঁহার পাল্‌টী ঘর সাগরদিয়া বন্দ্য গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী ও রামদেব চক্রবর্ত্তী।

বলরাম ঠাকুরের পুত্র রঘুনন্দন, ভৃগুরাম, রামনারায়ণ ও জয়রাম ২৮।

ভৃগুরাম (২৮)-সুত কৃষ্ণরাম, অযোধ্যারাম, রামরাম, সুন্দররাম এবং গঙ্গারাম ২৯। কৃষ্ণরাম-সুত রামেন্দ্র, রামকান্ত, নন্দকিশোর, পদ্মলোচন, গৌরীচরণ, কৃপারাম (ভঙ্গ), মনোহর (বংশাভাব), উদয়চাঁদ বা রাধানাথ, তারিণীপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ ৩০। শেষ দুই প্রসাদ-বংশ পূর্ব্ববঙ্গে বিরাজিত। অযোধ্যানাথ (২৯)-সুত নিমাঞি ৩০। তৎপুত্র হরিনাথ ৩১।

রামরাম (২৯)-সুতগণ যশোহর জিলার চাল্কী বারাকপুর অঞ্চলে অবস্থিত। চাল্কীডাঙ্গাতেও কতক বিরাজিত। রামরাম (২৮)-পুত্র রামদেব, রাজচন্দ্র ও রামকিশোর ৩০।

সুন্দররাম ২৯। তৎপুত্র লোহারাম, বাঞ্ছারাম, রামকান্ত, ধনঞ্জয় ও কালীশঙ্কর ৩০। লোহারাম-সুত রামচন্দ্র, নবকুমার, কৃষ্ণলাল (ইহার বংশ নলডাঙ্গায়) এবং দুর্গারাম ৩১।

---

* গোবিন্দদেব রায় ভবানন্দ মজুমদারের পুত্র, রাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ-ভ্রাতা। গোবিন্দদেব গোটপাড়া ও দিগম্বরপুরে রাজত্ব করিতেন। তদীয় বংশধরগণ ঐ দুই স্থানের জমীদার। রাজগোষ্ঠীর মধ্যে অতিমান্য।

বাঞ্ছারাম (৩০)-সুত ভবানীশঙ্কর, শিবচন্দ্র, চন্দ্রশেখর, শম্ভুচন্দ্র, গোপালচন্দ্র গৌরীচন্দ্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি ৩১। ভবানী (৩১)-সুত কালীচরণ ৩২। শিব (৩১) সুত হরিশ্চন্দ্র ও আনন্দচন্দ্র ৩২। হরিশ্চন্দ্র-সুত কালীপ্রাণ ৩৩। শম্ভূচন্দ্র (৩১)-সুত গিরিশ্চন্দ্র ও গোপালচন্দ্র ৩২। গোপাল-সুত রঘুচন্দ্র ৩৩। ঈশ্বরচন্দ্র (৩১)-সুত রামলাল ও কৃষ্ণলাল ৩২। কালীশঙ্কর (৩০)-পুত্র রামমোহন ৩১। তৎপুত্র রাধামোহন (ভঙ্গ) ৩২।

কৃষ্ণরাম (২৯)-সুত রামেন্দ্র ৩০। তৎপুত্র গুরুপ্রসাদ প্রভৃতি ৩১। রামকান্ত (৩০)-সুত চণ্ডীচরণ, রাধানাথ, রামেশ্বর ও রামরত্ন প্রভৃতি ৩১। রামেশ্বর কেশরভাবাপন্ন। চণ্ডীচরণ (৩১)-সুত ঈশানচন্দ্র প্রভৃতি ৩২।

কৃষ্ণরাম (২৯)-সুত নন্দকিশোর ৩০। তৎপুত্র শম্ভূচন্দ্র ৩১। তৎপুত্র গোলোকচন্দ্র (বংশাভাব) ও রাজচন্দ্র ৩২।

ভৃগুরাম (২৮)-পৌত্র পদ্মলোচন (৩০)-সুত জগচ্চন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র ও ভগবান্‌চন্দ্র ৩১। ঈশ্বরচন্দ্র (৩১)-সুত ভূতনাথ প্রভৃতি পর্য্যায় ৩২। ভগবান্-সুত নৃসিংহ প্রভৃতি পর্য্যায় ৩২। জগচ্চন্দ্র-সুত রামরাম, গোপালদাস, রাখালদাস ও রামদাস ৩২। রামদাস-সুত নবকিশোর ৩৩। গোপাল-সুত তারাপ্রসন্ন প্রভৃতি পর্য্যায় ৩৩।

কৃষ্ণরাম (২৯)-প্রমুখ গৌরীচরণ ৩০। তৎপুত্র দেবীচরণ, দুর্গাচরণ, রঘুনাথ, নীলমণি, অভয়াচরণ ও তারাচাঁদ প্রভৃতি পর্য্যায় ৩১। তারাচাঁদ কেশরভাবাপন্ন। দেবীচরণ-সুত পঞ্চানন প্রভৃতি পর্য্যায় ৩২। তৎপুত্র গোপীনাথ ও রাধানাথ ৩৩।

কৃষ্ণরাম (২৯)-প্রমুখ কৃপারাম ৩০। তৎপুত্র কালিদাস প্রভৃতি পর্য্যায় ৩১। কালিদাস-পুত্র রাজচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র ৩২।

কৃষ্ণরাম (২৯)-প্রমুখ উদয়চাঁদ ৩০। তৎপুত্র রাধানাথ ৩১। তৎপুত্র স্বরূপচন্দ্র ও মধুসূদন ৩২। স্বরূপ-সুত রাজকৃষ্ণ ৩৩। তৎপুত্র কান্তিচন্দ্র ৩৪।

দুর্গাচরণ (৩১)-সুত কাশীনাথ ৩২। তৎপুত্র হরিকুমার প্রভৃতি হালীসহরে অবস্থিত, পর্য্যায় ৩৩।

নীলমণি ৩১। তৎপুত্র লক্ষ্মণ ৩২। তৎপুত্র বিপ্রদাস প্রভৃতি পর্য্যায় ৩৩। লক্ষণ-সুত নিত্যানন্দ ৩৩। তারাচাঁদ ৩১। তৎপুত্র গিরিশ ৩২।

মুং ফুং বলরাম প্রমুখ ভৃগুরামের (২৮) পুত্র সুন্দররাম (২৯)-বংশ।

সুন্দররাম (২৯) সুত ধনঞ্জয় ও কালিদাস ৩০। তৎপুত্র দীননাথ ৩১। তৎসুত যদুগোপাল ৩২।

মুং ফুং সুন্দররামপ্রমুখ ধনঞ্জয় (৩০)-বংশ।

পুত্র নন্দকুমার, পার্ব্বতীচরণ, কাশীনাথ, রঘুনাথ, প্রতাপনারায়ণ, চণ্ডীচরণ ও আনন্দচন্দ্র ৩১। নন্দকুমার-সুত দুর্গাচরণ, রাজনারায়ণ ও হর ৩২। নন্দকুমার ভঙ্গ, সুতরাং ইঁহারা স্বকৃতভঙ্গের পুত্র।

পার্ব্বতীচরণ (৩১)-সুত মদন ও রামনারায়ণ ৩২। মদন-সুত হলধর ও চন্দ্র ৩৩। চন্দ্র সুত প্রসন্নকুমার ৩৪। রামনারায়ণ (৩২)-সুত কালীমোহন ৩৩।

কাশীনাথ (৩১)-সুত হরিশ্চন্দ্র, গঙ্গানারায়ণ, ঈশানচন্দ্র (ভঙ্গ), গিরিশচন্দ্র এবং তারিণীচরণ ৩২। হরিশ্চন্দ্র-সুত উমেশচন্দ্র প্রভৃতি পর্য্যায় ৩৩। গঙ্গানারায়ণ (৩২)-সুত কালীপ্রসন্ন ৩৩। তৎপুত্র পূর্ণচন্দ্র ৩৪। ঈশান (৩২)-সুত কালীধন ও শ্যামাধন ৩৩।

ধনঞ্জয় (৩০)-প্রমুখ রঘুনাথ ৩১। তৎসুত পঞ্চানন ৩২। তৎপুত্র অক্ষয়কুমার ৩৩।

প্রতাপনারায়ণ (৩০)-সুত দুর্গাপ্রসাদ (গৌরীশঙ্কর নামে খ্যাত) ও ঠাকুরদাস ৩২। দুর্গাপ্রসাদ নবদ্বীপাধিপতির গুরু প্রসিদ্ধ কাশ্যপ কাঞ্জারী বংশে বিবাহ করিয়া নদীয়া জেলার অন্তর্গর ধর্ম্মদহ গ্রামে বাস করেন।

ঠাকুরদাস-সুত হরনাথ ৩৩। দুর্গাপ্রসাদের পুত্র তারিণীশঙ্কর, রামকিশোর এবং রামধন (কাঞ্জারী ভট্টাচার্য্য-দৌহিত্র, ধর্ম্মদহবাসী) ৩৪। রামধন বর্দ্ধমান জেলার পাটুলী গ্রামে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় কালিদাস রায় ও বিপ্রদাস রায়ের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। রামধন পুত্র ব্রজনাথ ও রমেশচন্দ্র ৩৫। ব্রজ-সুত যদুনাথ ৩৬। যদু-সুত **যোগেশ** (বিখ্যাত কাষ্ঠ ব্যবসায়ী, সম্বলপুর), হরিচরণ, **সুরেশ** (বিখ্যাত কাষ্ঠ ব্যবসায়ী, বামড়া) ও প্রভাস ৩৭। রমেশ (৩৫)-সুত রাধিকানাথ ৩৬। তৎপুত্র অমৃতনাথ, নৃসিংহদাস ও সচ্চিদানন্দ ৩৭। অমৃতনাথ সুত অমর নাথ ৩৮। নৃসিংহ সুত কিশোরী প্রভৃতি ৩৮। সচ্চিদানন্দ সুত ধন ও কৃষ্ণ প্রভৃতি ৩৮।

পৈতৃক বাসস্থান ধর্ম্মদহ নদীয়া।

যোগেশ সুত শিবদাস, তারাদাস, কমলেশ ও বিমলেশ ৩৮। শিব সুত প্রকৃতি, সুকৃতি, অখিল, নিখিল ও সুনীল ৩৯। তারাদাস সুত পঞ্চানন ৩৯। ইঁহাদের বর্ত্তমান নিবাস সম্বলপুর (স্বভাব কুলীন)।

হরিচরণ সুত উমাদাস, সুশীল ও সুকুমার ৩৮। নিবাস ধর্ম্মদহ (স্বভাব কুলীন)।

সুরেশচন্দ্র সুত শম্ভুচন্দ্র ও সমরেশচন্দ্র ৩৮। নিবাস বামড়া ও কলিকাতা বিদ্যাসাগর ভবন (স্বভাব কুলীন)।

কুলক্রিয়া

ব্রজনাথ যদুনাথের জন্মের অল্পকাল পরেই পরলোকগত হয়েন। ব্রজনাথ নদীয়া জিলার জয়রামপুর গ্রামবাসী পুষিলাল শ্রোত্রিয় প্রসিদ্ধ গোষ্ঠী-পতি দেবনাথ মৌলিক মহাশয়ের একমাত্র কন্যা মোক্ষদা সুন্দরীকে বিবাহ করেন। ব্রজনাথ নিমক মহলে উচ্চ কর্ম্ম করিতেন।

যদুনাথ নবদ্বীপাধিপতির গুরু বংশীয় প্রসিদ্ধ কাঞ্জারী শুদ্ধ শ্রোত্রিয় পণ্ডিত

কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা চণ্ডীকালি দেবীকে বিবাহ করেন। কৃষ্ণকুমার অপুত্রকহেতু যদুনাথের পুত্রেরাই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

সুরেশচন্দ্র বলাগড় দিঘড়া, তৎপরে কলিকাতা সিমলাবাসী প্রসিদ্ধ কুলীন নকুড় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা, শ্রীমতী বিভাবতী দেবীকে বিবাহ করেন।

সুরেশ বাবুর ৪ কন্যা,—দুই কন্যার বিবাহ হইয়াছে। প্রথম কন্যা যশোদা (বিকাশ বালা) বিবাহ বলাগড় ও কলিকাতা বাসী প্রসিদ্ধ কুলীন শ্রীকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রলালের সহিত—ইঁহারা রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সন্তান। ২য় কন্যা রাজলক্ষীর বিবাহ ঢাকা দিঘলিয়া গ্রামবাসী রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান ডাঃ দুর্গামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র ভবানীমোহন বন্দ্যোর সহিত হইয়াছে। অন্য দুই কন্যা এখনও অবিবাহিতা।

প্রভাসচন্দ্রের তিন কন্যা—সকলেই অপ্রাপ্ত বয়স্কা। নিবাস ২।১এ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, কলিকাতা।

এই বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

যদুনাথের পিতামহ ৺রামধন মুখোপাধ্যায় তৎকালীন একজন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। অবস্থানুরূপ দান ধ্যান ও অতিথিপরায়ণতায় তৎসময়ে তাঁহার ন্যায় লোক অতি বিরল ছিল। তিনি ধার্ম্মিক তেজস্বী এবং নানা গুণে ভূষিত ছিলেন।

৺যদুনাথ :—তিনি পণ্ডিতপ্রবর ৺লালমোহন বিদ্যানিধির মন্ত্র শিষ্য। ধর্ম্মদহ গ্রামে যদুনাথের সদাশয় জমিদার বলিয়া খ্যাতি আছে। প্রজাবর্গের প্রতি সদয় ব্যবহার, প্রতিবেশীর আপদ বিপদের ও বিবাদ ভঞ্জনের সহায়ক ছিলেন। দেব দ্বিজে এবং গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি ও আতিথেয়তা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। গ্রামবাসী তাঁহাকে হেডম্যান বলিয়া শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির আয় ১॥০ হাজার টাকা। যদুনাথের পুত্রগণ সকলেই কৃতী।

যোগেশচন্দ্র ঃ—সম্বলপুরের বিখ্যাত কাষ্ঠ ব্যবসায়ী ও ধনকুবের। ইনি ৩০ বৎসরের উপর সম্বলপুরে বাস করিতেছেন। ইনি সদালাপী পরোপকারী ও প্রবাসী বাঙ্গালীর সহায়ক এবং সৎ পরামর্শদাতা। যোগেশ বাবুর পুত্রগণও ঐ ব্যবসায় নিযুক্ত।

হরিচরণ ধর্ম্মদহে পৈতৃক বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত।

সুরেশচন্দ্র ঃ—জন্ম মাতুলালয় বহির্গাছি গ্রাম, ১৮৮৩ খৃঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী। ১৯০১ খৃঃ তিনি মুড়াগাছা হাই স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কৃষ্ণনগর, বহরমপুর ও বঙ্গবাসী কলেজে এফ্-এ পড়েন। কিন্তু পীড়ার জন্য পাঠত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

সুরেশবাবুর গুণগরিমা বহু পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা সে সকল কথা নূতন করিয়া বলিতে চাহিনা। সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। ইনি এক্ষণে বি-এন্ রেলওয়ের একজন বিখ্যাত শ্লীপার কণ্ট্রাকটার। কর্ম্মজীবনে বি, বড়ুয়া ও বেঙ্গল টিম্বার ট্রেডিং কোম্পানীর নিকট নিজের কর্ম্মদক্ষতা, সততা ও তেজস্বীতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং তাহার পুরস্কার স্বরূপ আজ তিনি একজন বিখ্যাত কণ্ট্রাক্টারে পরিণত হইয়াছেন।

উড়িষ্যার বিখ্যাত সামন্ত রাজত্ব বামড়াতে ইহার বাড়ী ও গ্রাম আছে। সেখানকার বাড়ী অতিথি অভ্যাগতের একমাত্র স্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্বলপুরেও ইহার কএকখানি বাড়ী আছে। কএক বৎসর হইল প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতার ৩৬নং বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটস্থ বাসভবন অ-বাঙ্গালীর হস্ত হইতে খরিদ করিয়া নূতন ব্যালকনী, ফ্লোর ও ত্রিতল কক্ষ প্রভৃতি সংযোগ এবং নানাপ্রকার জীর্ণ সংস্কার করিয়া উহার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং উহাতে বাস করিতেছেন। বিদ্যাসাগর ভবন বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মিলন ক্ষেত্র বিশেষতঃ ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পদরজে ইহা পবিত্র হইয়া আছে। সুরেশচন্দ্র পিতা এবং প্রপিতামহের গুণের

অধিকারী হইয়াছেন। ইনি প্রভূত অর্থশালী হইলেও নিরহঙ্কারী ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ। বাঙ্গালার বাহিরে যে সব বাঙ্গালী নিজ গুণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ইহার অন্তরে জাতীয় উন্নতি সাধনের নানা মহৎ উদ্দেশ্য আছে। সেগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে আমরা সুখী হইব।

প্রভাসচন্দ্র :— শিবপুর কলেজ হইতে ওভারসিয়ারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। জুটমিলে বিল্ডিং কণ্ট্রাকটারী করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। এক্ষণে কলিকাতায় ২।১এ বৃন্দাবন মল্লিকের লেনে বাটি খরিদ করিয়া বাস করিতেছেন।

যাহারা ব্যবসা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ইঁহাদের তিন ভ্রাতার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

রামকান্ত (৩০) প্রমুখ চণ্ডীচরণ ৩১। সুত গোপীমোহন, রামতনু, পীতাম্বর ও রামরত্ন ৩২।

ধনঞ্জয় (৩০)-পুত্র আনন্দচন্দ্র ৩১। সুত প্রাণকৃষ্ণ ও রামগোপাল ৩২। রামগোপাল-সুত হরমোহন প্রভৃতি পর্য্যায় ৩৩। ইঁহারা সকলেই বলাগড়ী-গ্রামে বিরাজ করিতেছেন।

মুং ফুং বলরাম-পুত্র ভৃগুরাম-সুত গঙ্গারাম (২৯)-বংশ।

গঙ্গারাম (২৯)-সুত রামকিশোর, যুগলকিশোর, রামদুলাল, নসীরাম, দর্পনারায়ণ, গোরাচাঁদ, রাধাকিশোর ও রাজীবলোচন ৩০। দর্পনারায়ণ ভঙ্গ। রামকিশোর-সুত গোবিন্দ ৩১। গোবিন্দ-সুত সুখময় প্রভৃতি পর্য্যায় ৩২।

যুগল (৩০)-সুত রামচরণ ও বিশ্বনাথ প্রভৃতি পর্য্যায় ৩১। রামচরণ-সুত জয়গোপাল ৩২। বিশ্বনাথ (৩১)-সুত দীননাথ ও জয়নারায়ণ, এই দুই ভাই ভঙ্গ ও কালাচাঁদ ৩২ স্বপদে। জয়গোপাল (৩২)-সুত রামকৃষ্ণ প্রভৃতি পর্য্যায় ৩৩।

মুং ফুং বলরাম ঠাকুর-প্রমুখ জয়রাম (২৮)-বংশ।

বলরাম ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র জয়রামের বহু পুত্র, তন্মধ্যে ছয়জন প্রসিদ্ধ ও তাঁহাদিগের বংশ আছে। যথা—সন্তোষ, রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রসাদ, কৃষ্ণচন্দ্র, রামকানাই ও নারায়ণ ২৯। সন্তোষ-সুত বৃন্দাবন, রাধামোহন ও ব্রজমোহন (ইঁনি অনপত্য মৃত) ৩০। বৃন্দাবন-সুত রামলোচন, কালীনাথ ও শিবনাথ ৩১। রামলোচন-সুত যজ্ঞেশ্বর, রামদাস, কৃষ্ণদাস (ভঙ্গ), রামচরণ ও দিগম্বর ৩২। দিগম্বর-সুত বীরেশ্বর ৩৩, ইনি শান্তিপুর-নিবাসী কৃষ্ণানন্দ রায়ের দৌহিত্র, কেশরভাবাপন্ন। বীরেশ্বর-সুত মথুরানাথ ৩৪। সুত হরিগোপাল, বিনোদগোপাল ও পাঁচুগোপাল (মোহিতকালী) ৩৫।

বলরাম-সুত রামনারায়ণ ২৮। তৎপুত্র গরিবনামক বাণেশ্বর, বৈদ্যনাথ ও চণ্ডীচরণ (ইনি পীতমুণ্ডী-বিবাহী) ২৯। বৈদ্যনাথ-সুত মনোহর ৩০।

গঙ্গারাম (২৯)-সুত রামপ্রসাদ ৩০। তৎপুত্র পঞ্চানন ও মৃত্যুঞ্জয় ৩১। পঞ্চানন-সুত দ্বারকানাথ, শ্রীকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ ; শ্রীকৃষ্ণ ২৪ পরগণার টালা-নিবাসী, পর্য্যায় ৩২। মৃত্যুঞ্জয়-সুত অক্ষয়, কালীনাথ, উমাচরণ ও মহেন্দ্র ৩২। কালী (হাবড়া), উমাচরণ (ফরাসডাঙ্গা), অক্ষয় ও মহেন্দ্র অম্বিকা-কালনা-নিবাসী।

মুং ফুং বলরাম ঠাকুর (২৭)-প্রমুখ রঘুনন্দন (২৮)-বংশ।

পুত্র রামগোপাল, জগন্নাথ, দুর্গারাম ও নন্দরাম ২৯। রামগোপাল-সুত হটু, রামদুলাল, রামলোচন ও রামজীবন ৩০। হটু-পুত্র মাণিক, গদাধর, কাশী ও রামনৃসিংহ ৩১। জগন্নাথ (২৯)-সুত নৃসিংহ, আনন্দরাম, রামকৃষ্ণ, বিনোদরাম ও রামপ্রসাদ ৩০। নৃসিংহ-সুত রামলোচন, রামহরি ও রামসুন্দর ৩১। রামলোচন-সুত গুরুপ্রসাদ, বরিশাল জিলার কমলকাটি গ্রামে অবস্থিত,

ভঙ্গ; ধর্ম্মনারায়ণ বাঘনাপাড়া-বাসী, ভঙ্গ; চণ্ডীপ্রসাদ ও ব্রজমোহন নরঙ্গপুরবাসী, ভঙ্গ, এবং রামধন, বৈদ্যনাথ ও রামদেব ৩২ স্বপদে, বলাগড়ী-বাসী।

জগন্নাথ-সুত নৃসিংহ-পুত্র রামহরি-সুত নন্দকুমার, ভৈরবচন্দ্র, গোলোকচন্দ্র কমলাকান্ত, মুলুকচাঁদ, হরচন্দ্র ও তারিণী ৩২। নন্দ-সুত ঈশ্বর, দেবনারায়ণ, প্রতাপনারায়ণ, মহিমচন্দ্র, দিগম্বর ও নীলাম্বর ৩৩। ঈশ্বর-সুত বেণী, ইনি বরাহনগর-নিবাসী। দেবনারায়ণ-সুত প্রিয়নাথ ৩৪। দিগম্বর-সুত কেদারনাথ ৩৪। নীলম্বর সুত অমৃতলাল ও হীরালাল ৩৪। ভৈরব-সুত আনন্দ, বদন, জগৎ, মহেশ, শ্রীনাথ ও বংশী, পর্য্যায় ৩৪।

রামহরি-সুত গোলোকচন্দ্র ৩২। তৎপুত্র প্যারীমোহন জঙ্গলবাদালবাসী, ভঙ্গ। রামহরি(৩০)-সুত মুলুকচাঁদ ৩১। তৎপুত্র শ্যামাচরণ, চন্দ্র ও পূর্ণ ৩২। রামহরি-সুত হরচন্দ্র ৩১। পুত্র প্রসন্ন ৩২। প্রসন্ন-সুত পঞ্চানন, জঙ্গলবাদাল-নিবাসী।

মুং বলরাম প্রমুখ জগন্নাথ (২৯)-বংশ।

পুত্র আনন্দীরাম ৩০। তৎপুত্র রামশঙ্কর, রামনিধি, হরিনারায়ণ ও রামনারায়ণ ৩১। রামশঙ্কর-সুত কৃষ্ণপ্রসাদ, রামদুলাল, রামকুমার ও চণ্ডীচরণ ৩২। কৃষ্ণপ্রসাদ-সুত রূপনারায়ণ, রামধন, জয়নারায়ণ ও দেবনারায়ণ ৩৩। রূপনারায়ণ-সুত ঈশান ও মহেশ (শিঙেরকোণ-নিবাসী) এবং যদুনাথ, পর্য্যায় ৩৪। এই মহেশ কেশরভাবাপন্ন, শান্তিপুরের জমিদার শিবচন্দ্র রায়ের ভগিনী-বিবাহী। মহেশের পুত্র হরিদাস ৩৫ শান্তিপুর-নিবাসী। হরিদাস-সুত জ্যোতিঃপ্রসাদ ৩৬।

কৃষ্ণপ্রসাদ (৩২)-সুত রামধন ৩৩। তৎপুত্র মধু ৩৪। মধুসূদন-সুত ব্রজনাথ, দীননাথ ও রামনাথ ৩৫। কৃষ্ণপ্রসাদ (৩২)-সুত রামযাদু ও যদুনাথ

৩৩, শিঙেরকোণের সাতশতী-যবগ্রামী-দৌহিত্র। কৃষ্ণপ্রসাদ (৩২)-সুত দেবনারায়ণ। পুত্র কৈলাস, জগবন্ধু, নীলমাধব ও নিত্যগোপাল ৩৩, শিঙের-কোণের যবগ্রামী-দৌহিত্র।

জগন্নাথ-প্রমুখ আনন্দীরাম-সুত রামনিধি (৩১)-বংশ।

রামনিধি-সুত রামধন, রামচন্দ্র ও সদাশিব ৩২। রামধন-সুত গৌর, কৃষ্ণ ও গোপী ৩৩।

আনন্দীরাম-সুত হরিনারায়ণ ৩১। নবকৃষ্ণ, তারাচাঁদ, শিব ও নন্দ ৩২। জগন্নাথ-সুত রামকৃষ্ণ ৩০। তৎপুত্র শ্রীধর (ভঙ্গ), রামগোবিন্দ, পদ্মলোচন, রাধাগোপাল ও মুলুকচাঁদ ৩১। শ্রীধর স্বকৃতভঙ্গ। তৎপুত্র ফকীর, কালী ও ঈশান ৩২।

পদ্মলোচনের সুত-সংখ্যা অনেক, তন্মধ্যে পঞ্চদশ ব্যক্তির নাম পরিজ্ঞাত আছে। যথা—বিশ্বনাথ, নীলমণি, শিব, পঞ্চানন, গৌর, উদয়, ত্রিলোকনাথ, তারিণী, রাজকুমার, রাম, মদন, হরকুমার, কালী, কাশী ও ঈশ্বর ৩২। ইঁহারা যশোহর জিলার জঙ্গলবাদাল-গ্রামবাসী।

গৌর-পুত্র গিরিশ, ভোলানাথ ও জনার্দ্দন ৩৩। ইঁহারা **বলরামের আবাসস্থান বলাগাড়ী**-গ্রামনিবাসী। গিরিশ-সুত হরি ৩৪। হরি-সুত চন্দ্রশেখর ও কিরণচন্দ্র ৩৫।

পদ্মলোচন-সুত উদয়চাঁদ-পুত্র মহিমাচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র ৩৩। মহিমাচন্দ্র-সুত যোগেন্দ্র ও হরি ৩৪। যোগেন্দ্র-সুত জ্ঞান, কনক ও ফণী ৩৫। উদয়-সুত গোপাল ৩৩। তৎসুত দেবেন্দ্র ৩৪।

জগন্নাথ-সুত রামকৃষ্ণ, তৎপুত্র রাধাগোপাল। পুত্র বেচারাম, গঙ্গাধর, গদাধর ও ব্রজকিশোর ৩৩। বেচারাম-সুত দেবনাথ ও মথুরানাথ ৩৪।

জগন্নাথ-প্রমুখ রামকৃষ্ণের পুত্র রাধাগোপাল (৩১)-সুত গঙ্গাধর ৩২। তৎপুত্র কালীনাথ ও পরেশ ৩৩।

পদ্মলোচন-সুত বিশ্বনাথ ৩২। তৎপুত্র নবগোপাল ৩১। পদ্ম-সুত রাজকুমার ৩২। তৎপুত্র উমাচরণ ও ক্ষুদিরাম ৩৩। পদ্ম-সুত রামচাঁদ ৩২। সুত শ্যামাচরণ ৩৩। পদ্ম-সুত পঞ্চানন ৩২। সুত রাজনারায়ণ, বিশ্বম্ভর ও মোহনচাঁদ ৩৩। মোহন-সুত নীলকমল, মহাদেব, রসিক ও রামনৃসিংহ ৩৪।

মুং জগন্নাথ প্রমুখ রামপ্রসাদ (৩০) বংশ। ৩৭পৃঃ

রামপ্রসাদ-সুত ব্রজদুলাল (ইনি মেদিনীপুর জিলার পাথরা নিবাসী ঘোষাল-কন্যা-বিবাহে ভঙ্গ) পদ্মলোচন, রাধামোহন ও রাজচন্দ্র ৩১। রামপ্রসাদ-পুত্র পদ্মলোচন-সুত ভৈরব ও গঙ্গানারায়ণ ৩১। ইঁহারা হুগ্লী জিলার জনাই গ্রাম নিবাসী।

জগন্নাথ-সুত বিনোদরাম ৩০। পুত্র ভবানীশঙ্কর ৩১। ভবানী-সুত বৈদ্যনাথ ও রাজনারায়ন ৩২। বৈদ্যনাথ পুত্র বরদা, উমাচরণ, তারিণীচরণ, দুর্গাচরণ, মাধবচন্দ্র, নবীন (ইনি ভঙ্গ) ও শীতলচন্দ্র ৩৩। বরদা-সুত চন্দ্র ও নিবারণ ৩৪। চন্দ্র-সুত জিতেন্দ্র ৩৫। ইনি বলাগড়-নিবাসী। দুর্গাচরণ-সুত প্রবোধ ও চারুচন্দ্র ৩৪।

মুং বলরাম ঠাকুর-প্রমুখ রঘুনন্দন সুত দুর্গারাম (২৯) বংশ। ৩৭পৃঃ

দুর্গারাম-সুত রামচন্দ্র, রামশরণ, শ্যামসুন্দর ও রামপ্রসাদ ৩০। রামচন্দ্র-সুত কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রামদুলাল, বিশ্বনাথ ও নীলমণি ৩১। রামদুলাল-সুত মৃত্যুঞ্জয়, হরি, সূর্য্য ও রাজনারায়ণ ৩২।

বিশ্বনাথ (৩১)-সুত কালী, রামকমল, রামজয় ও রামপ্রাণ ৩২। বিশ্বনাথ-সুত কালীকুমারের পাঁচ পুত্র, যথা—অম্বিকাচরণ, শ্যামাচরণ, অন্নদাচরণ,

হেমচন্দ্র ও তুলসীচরণ ৩৩। ইঁহারা সকলেই কলিকাতার পশ্চিম শিবপুর-নিবাসী।

বিশ্বনাথ-সুত রামকমলের পুত্র ভগবতী ও রামধন ৩৩। যশোহর জিলায় প্রতাপকাটী। বিশ্বনাথ-সুত প্রাণবল্লভের পুত্র-সংখ্যা পাঁচ, যথা—নৃসিংহরাম, শরচ্চন্দ্র, রাধিকা, চন্দ্র ও শিবনাথ ৩৩। নিবাস বলাগড়। বিশ্বনাথ-সুত রামকমলের পুত্র-সংখ্যা ছয়, যথা—শ্রীশ, প্রহ্লাদ, হেম, রাজেন্দ্র, সত্যচরণ এবং যোগেন্দ্র ৩৩। প্রহ্লাদ ভঙ্গ।

মুং বলরাম-প্রমুখ রঘুনন্দন-সুত দুর্গারাম-পুত্র রামশরণ (৩০)-বংশ। ৪০পৃঃ

রামশরণের পুত্র-সংখ্যা ছয়, যথা—রামানন্দ, কালী, রামরতন, পঞ্চানন, রামতনু ও রামধন ৩১। পঞ্চানন-সুত রঘুনাথ, মোহনচন্দ্র ও গঙ্গাধর ৩২। মোহন-পুত্র উমেশ ৩৩। মোহনের কন্যাভাব-হেতু রণ্ডদোষ। উমেশ-পুত্র নিবারণ ৩৪।

রামশরণ-সুত রামরতনের পুত্র রামগোপাল ৩২। রামগোপাল-সুত মধুসূদন ৩৩। তৎসুত সীতানাথ ৩৪।

রামশরণ-সুত কালীপ্রসাদের পুত্র কাশীনাথ ৩২। কাশী-সুত গিরিশ ৩৩। তৎপুত্র রমণ ও কৃষ্ণ, পর্য্যায় ৩৪। নিবাস যশোহর জিলার, জঙ্গলবাদাল।

মুং দুর্গারাম-সুত রামপ্রসাদ (৩০)-বংশ। ৪০পৃঃ

সুত-সংখ্যা দশ, যথা—পার্ব্বতী, গুরুপ্রসাদ, শিব, তারিণী, দর্পনারায়ণ, জয়, অভয়, শঙ্কর, নরনারায়ণ ও জনমেজয় ৩১। গুরুপ্রসাদ-সুত ভগীরথ, লক্ষ্মীনাথ ও ধর্ম্মনারায়ণ ৩২। ভগীরথ-সুত অম্বিকা, দীননাথ ও জগৎ ৩৩। জগচ্চন্দ্র

নলডাঙ্গার আখণ্ডল-গোষ্ঠী-সম্ভূত ছাঁদ্ড়া-নিবাসী অনঙ্গমোহন দেব রায়ের কন্যা-বিবাহে ভঙ্গ। ইনি স্বকৃতভঙ্গ, সুতরাং তৎপুত্রদ্বয় সতীশ ও সাধু দুই পুরুষে, পর্য্যায় ৩৪। অম্বিকা-সুত রাজেন্দ্র, অবিনাশ ও উপেন্দ্র ৩৪। ইঁহারা যশোহর জিলার জঙ্গলবাদাল-নিবাসী। ভগীরথ-সুত দীননাথ ৩৩। পুত্র গণেশ ও অমর ৩৪।

গুরুপ্রসাদ-সুত ধর্ম্মনারায়ণ-পুত্র গোবিন্দ ৩৩। গোবিন্দ-সুত নবীন ও বামনদাস ৩৪। রামপ্রসাদ-সুত শিবপ্রসাদের পুত্রদ্বয় আনন্দ ও রাজনারায়ণ ৩২। রাজনারায়ণ-সুত অক্ষয়, গোপী ও রাম ৩৩।

বলরাম-সুত রামনারায়ণ (২৮)-বংশ। ৩০পৃঃ

রামনারায়ণ-সুত বৈদ্যনাথ, বাণেশ্বর ও চণ্ডীচরণ ২৯। বৈদ্যনাথ-সুত মনোহর, শ্যাম ও গোকুল ৩০। মনোহর সুত রামকান্ত ও গোরাচাঁদ ৩১।

বৈদ্যনাথ সুত শ্যামসুন্দর ৩০। তৎপুত্র রামলোচন ৩১। রামলোচন সুত কৃষ্ণ, চন্দ্র, গোপী ও রামমোহন ৩২। রামমোহন সুত মধু ও লক্ষ্মীনারায়ণ ৩৩। মধু সুত শিবচন্দ্র ৩৪ (ইনি মেদিনীপুর জিলার শ্রীবরাগ্রামবাসী শিমলায়ী সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় দৌহিত্র)।

বৈদ্যনাথ সুত গোকুল ৩০। সুত শম্ভূ ও ভৈরব ৩১।

বলরাম-সুত জয়রাম (২৮)-বংশ। ৩০পৃঃ

সুত সন্তোষ, হরিনারায়ণ, কৃষ্ণচন্দ্র, রামকানাই, নরনারায়ণ ও রাধাকৃষ্ণ এই ছয় পুত্র ২৯। সন্তোষ সুত বৃন্দাবন ও রাধামোহন ৩০। রাধামোহন সুত নন্দমোহন, রঘুনাথ, ফকির ও কৃষ্ণগোবিন্দ ৩১। ইঁহারা বৰ্দ্ধমান জিলার গোপীপুর মেড়তলাবাসী। কৃষ্ণগোবিন্দ (ভঙ্গ)। ফকির সুত তারাচাঁদ ৩২। তৎপুত্র উমাকান্ত নদীয়া জিলার ধর্ম্মদহ বহিরগাছী গ্রামবাসী, পর্য্যায় ৩৩।

সন্তোষ পুত্র বৃন্দাবন ৩০। তৎসুত রামলোচন, কালী ও শিব ৩১। রামলোচন সুত যজ্ঞেশ্বর, রামদাস, রামচরণ, দিগম্বর ও কৃষ্ণদাস ৩২। কৃষ্ণদাস (ভঙ্গ)। বৃন্দাবন-সুত কালীনাথের পুত্র বিশ্বনাথ ও জানকীনাথ ৩২। বৃন্দাবন-সুত শিবনাথের পুত্র শম্ভুনাথ ৩২। ইনি বর্দ্ধমান জিলার অম্বিকা কালনার দক্ষিণ বাঁসাই গ্রাম-নিবাসী। শম্ভু সুত কৃষ্ণনাথ ৩৩।

মুং কানাই ছোট ঠাকুরের সন্তান। ফুলিয়া মেল।

পূর্ব্ব নিবাস তালদহ মেটিরি। বর্ত্তমান বাসস্থান সোনডাঙ্গা—(নবদ্বীপের নিকট) পোঃ শ্রীমায়াপুর। ব্রজনাথ হইতে কৃষ্ণনগরে বাস (ভঙ্গকুল)।

রামনারায়ণ সুত রামগোবিন্দ। তৎসুত রামনাথ (ইনিই প্রথমে সোনডাঙ্গায় বাস করেন)। তৎসুত রামকৃষ্ণ, রামানন্দ, রামশঙ্কর (ভঙ্গ), রামলোচন (০), রামকিশোর ও শ্যামসুন্দর।

রামকৃষ্ণ সুত রামসুন্দর ও রামজয়। রামসুন্দর সুত জগন্মোহন, রামমোহন (০) ও লালমোহন। জগন্মোহন সুত ত্রিলোচন ও রামধন। ত্রিলোচন সুত প্রসন্নচন্দ্র (০) ও সীতানাথ (০)। রামধনের দৌহিত্র বংশ আছে। লালমোহন সুত মধুসূদন, শশিভূষণ ও তারাপ্রসন্ন। মধুসূদন সুত অনন্দচন্দ্র। তৎসুত বিনোদবিহারী। শশিভূষণ সুত গোপীনাথ। তৎপুত্র শ্রীচৈতন্য। তৎসুত বিপিনবিহারী। তারাপ্রসন্ন সুত কেদারনাথ। তৎসুত কানাইলাল। রামজয় সুত কমলাকান্ত (০)।

রামানন্দ সুত হরিশচন্দ্র ও গৌরচন্দ্র। হরিশচন্দ্র সুত ঈশানচন্দ্র, মহেশচন্দ্র ও যাদবচন্দ্র (ইহাদের বংশাভাব)। গৌরচন্দ্র সুত মাধবচন্দ্র, সর্ব্বচন্দ্র, উমাকান্ত, মাণিকচন্দ্র ও বৈকুণ্ঠনাথ (ইহাদের বংশ নাই)।

রামশঙ্কর (ভাঙ্গ) সুত ভবানীচরণ, কালীচরণ, অভয়াচরণ, অম্বিকাচরণ,

দেবীচরণ, পার্ব্বতীচরণ, ভগবতীচরণ ও গুরুচরণ। ভবানীচরণ সুত রামতনু ও ঠাকুরদাস। রামতনু সুত **ব্রজনাথ**। তৎসুত যদুনাথ, দ্বারিকানাথ ও সত্যজীবন (অঃ পুঃ)। যদুনাথ সুত সুরনাথ, যতিনাথ, অমূল্যনাথ, ইন্দুনাথ, প্রফুল্লনাথ ও কয়েকটী কন্যা। সুরনাথ সুত রমানাথ ও উমানাথ। যতীনাথ সুত শৈলেন্দ্রনাথ। অমূল্য (অঃ বিঃ)। ইন্দুনাথের কএকটী শিশু পুত্র। ঠাকুরদাস সুত ক্ষেত্রনাথ (০), কান্তিচন্দ্র, তারাপ্রসাদ, মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্র (বর্ত্তমানে ইহার বয়স ৭৬ বৎসর)। তারাপ্রসাদ সুত অশ্বিনীকুমার, যামিনীকান্ত ও নির্ম্মল-কুমার। যামিনীকান্ত সুত প্রবোধ প্রভৃতি। মহেন্দ্র সুত রোহিণীকুমার, নলিনীমোহন ও সুধীরকুমার। যোগেন্দ্র সুত গোপালচন্দ্র। অভয় পুত্র লোকনাথ (০)। অম্বিকা সুত গিরিশচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, লক্ষণচন্দ্র ও নবকুমার (ইহাদের বংশ নাই)। রামশঙ্কর সুত কালীচরণ, দেবীচরণ, পার্ব্বতীচরণ, ভগবতীচরণ ও গুরুচরণ (ইহাদের বংশ লোপ)।

রামশঙ্কর সুত রামকানাই ও শ্রীধর। রামকানাই সুত আনন্দ, বদন, ক্ষুদিরাম ও তিনকড়ি (ইহাদিগের বংশ নাই)।

শ্যামসুন্দর সুত রাধানাথ, কাশীনাথ ও হরনাথ। রাধানাথ সুত প্রাণহরি। প্রাণহরি সুত মধুসূদন। কাশীনাথ সুত রামগোপাল, নৃত্যগোপাল, মদনগোপাল ও দীনগোপাল (ইহাদিগের বংশ নাই)।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখো, সোনডাঙ্গা, প্রদত্ত। ৭ই কার্ত্তিক ১৩৪৪।

শ্রীমায়াপুরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তর পূর্ব্বাংশে একক্রোশ ব্যবধানে শ্রীমায়াপুর নাম দিয়া কলিকাতা নিবাসী ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত মহাশয় এবং নবদ্বীপ নিবাসী মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য ও অন্যান্য স্থানের কয়েকজন ভক্ত মিলিত হইয়া এই মায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

এই স্থানে গৌরাঙ্গের জন্ম হয় এজন্য সূতিকা গৃহে শয়ান শিশু নিমাই, নিকটে মাতা শচীদেবী ও পিতা জগন্নাথ মিশ্র উপবিষ্ট। শ্রীগৌর রাধামাধব অধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ, ক্ষেত্রপাল শিব, নৃসিংহদেব প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমীতে এবং তিন চারিটী ধর্ম্মশালা, শ্রীবাস অঙ্গন ও অদ্বৈত ভবন ঐ বাটীর নিকটে অবস্থিত।

বর্ত্তমান সময়ে এক অত্যুচ্চ মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ পত্নীদ্বয় সহ স্থাপিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইঁহারা একতল ইষ্টকালয়ে ছিলেন।

এই গৌরাঙ্গবাটীর নিকটেই চৈতন্যমঠ। ঐ স্থানে উচ্চ মন্দিরে রাধা-বিনোদ বিগ্রহ ও কয়েকটী সমাধি মন্দির আছে। তথায় নিত্য অতিথি সেবা হইয়া থাকে। এই চৈতন্য মঠ প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিমলাপ্রসাদ কর্ত্তৃক স্থাপিত।

এই মায়াপুরে পাঠশালা, হাইস্কুল, ডাকঘর ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি এবং ছাত্রদিগের থাকিবার বোর্ডিং আছে। প্রতিবৎসর দোলপূর্ণিমাতে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে একটী মেলা হয় ও বহু লোকের সমাগম হয়। ছয় দিবসকাল চৈতন্য মঠের সেবক সম্প্রদায়ের আনুগত্যে বহু যাত্রী বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার সহিত নবদ্বীপের নয়টী বিভিন্ন দ্বীপ পরিক্রমণ করিয়া থাকেন।

ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ—১২২৫ সালের ৯ই ফাল্গুন তারিখে সোনডাঙ্গা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে স্বগ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া শেষ করিয়া কৃষ্ণনগর মিশনারী স্কুলে জুনিয়ার সিনিয়ার কোর্স্ পড়েন এবং ঐ স্কুলের শিক্ষকও হইয়াছিলেন। ঐ সময় কৃষ্ণনগর মিশনারী স্কুল ব্যতীত অন্য স্কুল ছিল না। কৃষ্ণনগরে ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে ব্রাহ্ম মন্দির স্থাপিত হইলে কিছুদিন ঐ সমাজের উপাচার্য্যের কার্য্য করেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। পরে জল দারগা, নদীয়া জজ আদালতের পেশকারী ও স্কুল

পরিদর্শকের কার্য্য ও কিছুদিন ব্যবসা করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে কৃষ্ণনগর এ-ভি, স্কুল স্থাপিত হয় এবং অদ্যাপি লোকে উহা ব্রজবাবুর স্কুল বলিয়া থাকে।

নদীয়ার মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর ইহাকে প্রীতির চক্ষুতে দেখিতেন। ধার্ম্মিক প্রবর রামতনু লাহিড়ী, দেওয়ান কার্ত্তিকেয় রায়, ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ী, পণ্ডিত প্রবর লোহারাম শিরোরত্ন, অক্ষয়কুমার দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীনাথ সেন প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সহিত তাঁহার যথেষ্ট ভালবাসা ছিল। প্রাতঃস্মরণীয় ভক্তিভাজন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আলাপে পরিতুষ্ট করিয়া বিশেষ লাভের পুস্তক বিক্রয়ের কারবার কলিকাতার সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী প্রাপ্ত হন এবং এই পুস্তকালয়ের একমাত্র স্বত্বাধিকারী হইয়া যথেষ্ট লাভবান হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত, অধ্যবসায়শীল, জিতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী ছিলেন। এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভালবাসা প্রাপ্ত হন এবং গণ্য মান্য ও ধনবান হইয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগর অপেক্ষা নির্জ্জনে বাস করিবার ইচ্ছায়, জন্মভূমি সোনডাঙ্গা গ্রামে বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া কিছুদিন তথায় অবস্থান করেন এবং ১২৮৬ সালে তাঁহার স্বর্গীয় মাতা ত্রিলোচনী দেবীর স্মরণার্থে একটী স্কুলও স্থাপিত করেন। ১২৯৯ সালের ৪ঠা ভাদ্র ব্রজবাবু স্বর্গারোহণ করেন। কৃষ্ণনগরের এ, ভি, স্কুল তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

খড়দহ মেল।

মুং মহাদেব-প্রকরণ—বিশ্বেশ্বর (১৫)-বংশ। ২পৃঃ

মহাদেব-সুত বিশ্বেশ্বর ও ঈশ্বর ১৫শ। এই বিশ্বেশ্বর শ্রীমদ্ভাগবতের গোপালতাপনী-নামক একখানি টীকা লেখেন। ঐ টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ। বিশ্বেশ্বর-সুত গঙ্গাধর, বৈকুণ্ঠ, গোপী ও ভব, পর্য্যায় ১৬শ। গঙ্গাধর-সুত উমাপতি ১৭শ। তৎপুত্র মকরন্দ, নীল, রঘু এবং গৌরীশ ১৮শ।

বৈকুণ্ঠ সুত বাটু ১৭। তৎপুত্র পরমেশ্বর ১৮। তৎপুত্র সূর্য্য ১৯। সূর্য্য-সুত মনোহর ২০। সুত বলভদ্র ২১। পৌত্র ভবানন্দ ২২। ভবানন্দ-সুত গঙ্গানন্দ ও গোবিন্দ ২৩। গঙ্গানন্দ-সুত রাঘব, জয়কৃষ্ণ ও রাধাবল্লভ ২৪। রাধাবল্লভ-সুত নীলকণ্ঠ ও রাজারাম ২৫। জয়কৃষ্ণ-সুত যদু ও মাধু ২৫।

বিশ্বেশ্বরপ্রমুখ ভব-সুত সুযোধন ও পশুপতি ১৭। পশুপতি-সুত ধৃত ও কৃষ্ণ ১৮। কৃষ্ণ-সুত মহেশ্বর ১৯। তৎপুত্র হরি, বল ও বাসু (বা বসু) পর্য্যায় ২০। বলদেব-বংশ মালাধরখানী মেল-গত। বাসু-বংশ সর্ব্বানন্দী মেল-গত।

খড়দহ মেলের মূল*

মুং হরি (২০)-সুত দিগম্বর, যোগেশ্বর ও কামদেব (২১)।

যোগেশ্বর-সুত মুকুন্দ, শঙ্কর (শঙ্কর পিপ্‌লাই-দৌহিত্র), জানকীনাথ, ত্রিবিক্রম, কমলানাথ, শত্রুঘ্ন ও রুক্মিণীকান্ত পর্য্যায় ২২শ। খড়দহ মেলের

*দেবীবর পুঁতিল মেল নামক তরু।
ছত্রিশ শাখায় ভিন্ন, কুশ পুষ্প (খড়দা ও ফুলে) গুরু ॥ ১ ॥
বল্লভী, সর্ব্বানন্দী, সুরাই, পণ্ডিতাদি।
দোষ-প্রদর্শনে সবে সর্ব্ব-প্রতিবাদী ॥ ২ ॥
কিন্তু যে যার বাধ্য, সে নহে প্রতিদ্বন্দ্বী ॥
ফুলের বল্লভী খড়দহে সর্ব্বানন্দী ॥ ৩ ॥
সুরাই-বাধ্য সকলি, পণ্ডিতে বাঙ্গাল।
আর বালী-আদি যে যাহার প্রতিপাল ॥ ৪ ॥
বাধ্য-বাধক-মিশ্রণে কুল হয় নষ্ট।
মেল-গত বংশধরে না হৌক সে শিষ্ট ॥ ৫ ॥
পরগাছের জোড়ে যে মূল রাখা ভার।
বহু জলে বর্ণমাত্র, দুগ্ধে থাকে সার। ॥ ৬ ॥ মেলপ্রকাশ।

পাল্‌টী ও প্রকৃতি অতি বিস্তৃত, এজন্য অগ্রে উহার একদেশমাত্র দেখাইয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মেলগুলি লিখিত হইল।

শঙ্করের বংশের একদেশ এখানে গেল, তদ্দ্বারা শঙ্করের ধারা গণনা করিলে মুখ-বংশের অধস্তন পুরুষ-সংখ্যা কতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা জানা যায়।

শঙ্কর-সুত নয়ন ২৩। রামভদ্র ২৪। কৃষ্ণবল্লভ ও গোপীবল্লভ ২৫। কৃষ্ণ-সুত মধুসূদন, রামনারায়ণ ও রঘুনন্দন ২৬। এই রামনারায়ণের বিবাহে কাশ্যপকাঞ্জারী সাতশতী রাঢ়ীয় সমাজে পরিগৃহীত হয়। পাল্‌টী প্রকৃতি ১৮ ঘর সংশ্রবদোষ দুষ্ট, সুতরাং মধুসূদন ও রঘুনন্দনের সন্ততিগণও কাশ্যপকাঞ্জারী-দোষদুষ্ট। মধুসূদন-সুত গঙ্গাধর, যাদু এবং রামচন্দ্র ২৭। গঙ্গাধর-সুত রূপনারায়ণ, সন্তোষ ও রামজীবন ২৮। রূপনারায়ণ-সুত রামশরণ ২৯। রামশরণ-পুত্র রামসুন্দর, রামলোচন ও নন্দদুলাল ৩০। রামসুন্দর সুত বিশ্বনাথ, গোপীনাথ, ভোলানাথ, রাধানাথ, আনন্দনাথ, ঈশ্বর, কালাচাঁদ ও গোবিন্দ এই আট জন, পর্য্যয় ৩১। গোবিন্দ-সুত বিহারী, ইনি সাতশতী কাটানী-বিবাহী, বুড়োন পরগণা সাতক্ষীরার প্রাণনাথ চৌধুরীর কন্যার পাণি-গ্রহীতা, পর্য্যায় ৩২। বিহারী সুত উপেন্দ্র, রামলাল ও দেবেন্দ্র ৩৩। উপেন্দ্র সুত কেশব, কিশোরী ও কৃষ্ণ ৩৪। বিহারীর কুলীন পক্ষের পুত্র, মতিলাল, সাং বজ্রযোগিনী সুখবাসপুর।

(৩১) কালাচাঁদ সুত উমাচরণ ও হরিচরণ ৩২। উমাচরণ সুত রাজেন্দ্র ৩৩। ইহার পুত্রগণের নাম অজ্ঞাত, পর্য্যায় ৩৪।

খড়দহ মেলের কৃষ্ণবল্লভ ও গোপীবল্লভের সন্তানের অধিকাংশই প্রায় হালি-সহরের খাসবাড়ীতে অবস্থান করেন। বিহারীর সন্তানগণ চুঁচড়া নিবাসী।

মুং ফুং বল্লভী মেল দুর্গাবর পণ্ডিতের (২২) বংশাবলী

শ্রীনিবাসের ধারা, শান্তিপুর।

দুর্গাবর ২২। তৎসুত শ্রীনিবাস ও মহাদেব ২৩। শ্রীনিবাস সুত রামচন্দ্র,

নরসিংহ, অমরসিংহ, যাদব ও রঘু ২৪। রামচন্দ্র-সুত রামনাথ মজুমদার ও গোপাল মজুমদার ২৫। রামনাথ-সুত গোপীকান্ত ও মুকুট রায় ২৬। গোপীকান্ত-সুত রঘুনাথ ও জানকীনাথ রায় ২৭। রঘুনাথ-সুত প্রাণনাথ (প্রিয়নাথ), নৃসিংহ (নরদেব) ও গদাধর (গঙ্গাধর) ২৮। প্রাণনাথ-সুত রামনাথ রামদেব, মহাদেব, রাজেন্দ্র (রাজবল্লভ), রামগোবিন্দ, রামরুদ্র, নন্দরাম, পঞ্চানন ও কৃষ্ণবল্লভ ২৯।

মহাদেব ২৯। তৎসুত জয়রাম (শান্তিপুর-নিবাসী), রামকান্ত (ভঙ্গ) ও রাধাকান্ত. ৩০। জয়রাম-সুত রামনিধি, কালীচরণ, ও চন্দ্রকান্ত (চন্দ্রশেখর) ৩১। রাজেন্দ্র-সুত রামরাম, রামজীবন, রামভদ্র ও বলভদ্র ৩০। রামভদ্র-সুত বলরাম, কেবলরাম, রামচন্দ্র, বেচারাম, নন্দকিশোর, শঙ্কর, প্রসাদ, প্রতাপরাম, সুন্দর ও আনন্দীরাম প্রভৃতি ৩১। রামগোবিন্দ-সুত নন্দলাল, নন্দদুলাল, রামসন্তোষ, ব্রজকিশোর ও কৃষ্ণবল্লভ ৩০।

নৃসিংহ-সুত নিমাঞি ২৯। নিমাঞি-সুত নারায়ণ ৩০। জানকীনাথ সুত বলরাম, বাণেশ্বর, কানু ও নিধিরাম ২৮। বলরাম-সুত শ্যামসুন্দর, হটু-নামা মুকুন্দ, শিবরাম, গৌরীরাম ও রুদ্র ২৯।

রামগোবিন্দ-সুত ব্রজকিশোর ৩০। তৎপুত্র রাজকিশোর (সাং বলরামপুর, যশোহর) ৩১। তৎসুত রামধন (ভঙ্গ), তিলক (ভঙ্গ) ও গৌরমোহন ৩২। তিলক সুত হরমোহন, মোহিনীমোহন ও অমরনাথ ৩৩। অমরনাথ-সুত যোগেন্দ্র, মুনীন্দ্র, ফণীন্দ্র, ও নরেন্দ্র ৩৪। ফণীন্দ্র-সুত বামনদাস ও তুলসীদাস ৩৫। শান্তিপুর দুর্গাবরের বাস্তবাটী।

মুং ফুং বল্লভী শ্রীনিবাস প্রপৌত্র মুকুট-রায়ী (২৬) বংশ। ৪৯ পৃঃ

মুকুট রায়-সুত মোহন রায় (বিবাহ দোষ), গোবিন্দ রায় ও মদন রায় (বিবাহ দোষ) ২৭। মোহন রায়-সুত মাণিক রায়, শ্রীমন্ত রায়, হরিশ্চন্দ্র

রায় (হর্ষ রায়), দুর্গারাম, নিধিরাম, অভিরাম (০) ও ভাগ্যবন্ত রায় ২৮ ।

মুং ফুং বল্লভী শ্রীনিবাস পৌত্র গোপাল মজুমদার বংশ।

রামচন্দ্র-সুত গোপাল মজুমদার ২৫। তৎসুত নারায়ণ, মথুরানাথ (মথুরেশ), হরি ন্যায়ালঙ্কার ও মধুসূদন ২৬। নারায়ণ-সুত গোপী সার্ব্বভৌম ২৭। গোপী সুত মহাদেব (তর্কপঞ্চানন), শিবরাম সিদ্ধান্তবাচস্পতি, গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ, রামভদ্র সিদ্ধান্ত ও রত্নেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতি ২৮। মথুরা সুত কৃষ্ণদেব (ভঙ্গ), রঘুনাথ, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকান্ত ২৭। শ্রীকৃষ্ণ সুত রামেশ্বর ও রত্নেশ্বর (বর্দ্ধমান সিঙ্গি গ্রামে সিদ্ধ শ্রোত্রিয় কন্যা গ্রহণ ও তথায় বাস) ২৮। রত্নেশ্বর সুত রমাকান্ত নামক নন্দরাম, ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম, দেবীরাম (দেবীচরণ) ও বিষ্ণুরাম (বিষ্ণুচরণ) ২৯। রমাকান্ত সুত কাশীনাথ, শ্যামসুন্দর ও জগন্নাথ ৩০। কাশীনাথ-সুত হরিনাথ, ব্রজনাথ (ভঙ্গ), রামহরি ও পদ্মলোচন ও হরিশ ৩১। ঘনশ্যাম-সুত রাঘবরাম তর্কবাগীশ ৩০। রাঘব-সুত কৃষ্ণকান্ত ন্যায়বাগীশ, শ্রীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, রামদাস বাচস্পতি ও শিবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি ৩১। বর্দ্ধমান জিলার সিঙী গ্রামে বাস।

হরি ন্যায়ালঙ্কার (২৬) সুত বিষ্ণুরাম ও কৃষ্ণবল্লভ ন্যায়বাগীশ ২৭। তৎসুত যাদবেন্দ্র (যদুনন্দন) বিদ্যালঙ্কার ২৮।

রামভদ্র (২৮)-সুত বৈদ্যনাথ ও নারায়ণ ২৯। নারায়ণ সুত রত্নেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার, চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার, রামরাম, মনোহর ও জয়দেব ৩০। চন্দ্রশেখর-সুত ইন্দ্রনারায়ণ, রূপনারায়ণ ও গদাধর ৩১। ইন্দ্রনারায়ণ সুত রাজকিশোর ও বিশ্বনাথ ৩২। রাত্নেশ্বর সুত কৃষ্ণদেব, হরিদেব প্রভৃতি ৩১।

(২৮) মহাদেব-সুত রাজবল্লভ ২৯। পুত্র হরিশ্চন্দ্র ৩০। সুত যদুনাথ ৩১। পুত্র তাঁরাচাঁদ, নৃসিংহ, জগৎ, মহেশ, গোলক, বৃন্দাবন, গঙ্গাপ্রসাদ,

ও আর একজন নাম অজ্ঞান, পর্য্যায় ৩২। তারাচাঁদ-সুত উপেন্দ্র ৩৩। উপেন্দ্র-সুত কৈলাশ, প্রসন্ন ও রাধাকিশোর (০) ৩৪। কৈলাস-সুত গিরিজা-ভূষণ (Govt. Railway Examiner of Accounts ছিলেন) অপুত্রক। ইঁনিই ৺শ্রীশ্রীশ্যামা চাঁদুনী ও ৺শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিতেন ৩৫। শান্তিপুর দুর্গাবরের বাস্তবাটী।

(৩২) নৃসিংহ-সুত ঈশান ৩৩। সুত দুর্গানন্দ ৩৪। তৎসুত নারায়ণহরি ও নারায়ণদাস ৩৫। নারায়ণহরি সুত বঙ্কুবিহারী ও কন্যা পুষ্পমালা ৩৬। নারায়ণদাস সুত সতেন্দ্র ও কন্যা সুষমা ৩৬। শান্তিপুর দুর্গাবরের বাস্তুবাটী।

(৩২) মহেশ-সুত গিরিশচন্দ্র ৩৩। পুত্র গৌরীশ, গজেন্দ্র ও চারুচন্দ্র (২য় পক্ষ) ৩৪। গৌরীশ-সুত মহিম, সুরেন্দ্র (•) ও পরেশ ৩৫। মহিম-সুত কিরণ, প্রতুল, প্রফুল্ল, কেশব ও কন্যা মহামায়া ও কল্যানী ৩৬। পরেশ সুত মাধব, অজিত ও কন্যা অভয়া ৩৬। সুরেন্দ্র কলিকাতা র্যাঙ্কিন এণ্ড কোর অফিসে কার্য্য করিতেন এক্ষণে পেনসন পাইতেছেন। দুর্গাবরের বাস্তবাটী। (৩২) জগৎ-পুত্র মহেন্দ্র ৩৩। দুর্গাবরের বাস্তবাটী।

সুরেন বাবু বলেন, শান্তিপুরের যে বাটীতে তাঁহারা বাস করিতেছেন সেই বাটীর অঙ্গনে বল্লভাচার্য্যের বাস্তভিটা ছিল। ঐ ভিটাতেই পণ্ডিত দুর্গাবর বাস করিতেন।

শান্তিপুরের শ্যামাচাঁদুনী জাগ্রত দেবী। এই দেবীর নিকট যিনি যাহা মানস করেন তাহা পূর্ণ হয়। ৺শ্রীশ্রীশ্যামাকালী পূজার দিন গ্রামবাসী নিজ নিজ অভিলষিত দ্রব্য, পূজোপকরণ সামগ্রী, বহুবিধ অসময়ের ফলাদি দেবীর পূজার জন্য পৌছাইয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করেন।

বর্ত্তমানে গিরিজা বাবুর ভাগিনেয়, সুরেন বাবু ও দুর্গানন্দের পুত্রগণ

পালা করিয়া ৺শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও বিশেষতঃ ৺শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা মহাসমারোহে করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদিগের আচার ব্যবহার এতই সুন্দর যে আমরা তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।

(৩০) রত্নেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার পুত্র ব্রজকিশোর ২৯। পৌত্র রামমোহন ও তিলকচন্দ্র ৩০। রামমোহন-সুত রাধানাথ, জনার্দ্দন, মৃত্যুঞ্জয়, ধনঞ্জয় ও সর্ব্বচন্দ্র ৩১। রাধানাথ-সুত নিমাইচাঁদ ৩২। তৎসুত সুরেন্দ্র, দেবেন্দ্র ও নগেন্দ্র ৩৩। শান্তিপুর।

(৩১) রাধানাথ-সহোদর জনার্দ্দন। পুত্র কৃষ্ণবিহারী, বঙ্কুবিহারী ও ভুবনবিহারী ৩২। ইহাঁদিগের পুত্রের পর্য্যায় ৩৩।

(৩১) মৃত্যুঞ্জয়-পুত্র জয় ও রামচন্দ্র ৩২। রামচন্দ্র-সুত প্রিয়নাথ ও অমূল্য ৩৩। শান্তিপুর।

(৩১) ধনঞ্জয়-পুত্র শশী ৩২। শান্তিপুর। (৩১) সর্ব্বচন্দ্র পুত্র গোপাল ৩২। শান্তিপুর।

মুং ফুং বল্লভী শ্রীনিবাস বৃদ্ধপ্রপৌত্র জানকীনাথ (২৭)-বংশ।

গোপীকান্ত সুত রঘুনাথ ও জানকী ২৭। জানকী সুত বলদেব, বাণেশ্বর, কানু ও নিধিরাম ২৮। বাণেশ্বর-সুত মনসুখ ও দয়ারাম ২৯। মনসুখ-সুত ভরত (নদীয়া জিলার দিগম্বরপুরে ভঙ্গ ও তথায় বাস), কৃষ্ণ, সদাশিব, হরিহর ও রামচন্দ্র ৩০। ইঁহারা শান্তিপুরবাসী। রামচন্দ্র-সুত যদুনাথ ৩১। তৎপুত্র রাধানাথ ৩২। রাধানাথ-সুত গদাধর (৩৩) সুত পদ্মলোচন, কমললোচন ও মধুসূদন ৩৪। মধুসূদন-সুত বিশ্বেশ্বর ৩৫। বিশেশ্বর-সুত শ্রীধর (ভঙ্গ) ৩৬। শ্রীধর-সুত রামনারায়ণ প্রভৃতি ৩৭। শান্তিপুর।

মুং ফুং বল্লভী শ্রীনিবাস পুত্র অমরসিংহের ধারা

অমর (২৪)-সুত রাঘব (মাধব) ভঙ্গ, কামদেব ও মহেশ ২৫। রাঘব-সুত

শ্রীহরি ও রামকৃষ্ণ ২৬। শ্রীহরি-সুত রামনাথ ও রামজীবন তর্কালঙ্কার ২৭। রামনাথ-সুত রামচরণ, রামরুদ্র, গোবর্দ্ধন, দুর্গাচরণ (দুর্গারাম), বিশ্বেশ্বর (বীরেশ্বর), আত্মারাম, দয়ারাম ও উদয়রাম ২৮। দুর্গাচরণ-সুত রামগোপাল, শ্যাম, গোপীকৃষ্ণ ও ভগবত প্রভৃতি ২৯। রামগোপাল-সুত শঙ্কর ৩০। গোপীকৃষ্ণ-সুত লালবিহারী ৩০। সাং ইচ্ছাপুর।

রামজীবন (২৭)-সুত নন্দরাম তর্কবাগীশ ও কালীচরণ ন্যায়বাগীশ ২৮।

(২৬) রামকৃষ্ণ (ভঙ্গ)-সুত গঙ্গাধর (গঙ্গারাম), রামগোবিন্দ, বাসুদেব, রামরাম ও রামশরণ ২৭। গঙ্গাধর-সুত অনন্তরাম, হরানন্দ, নিধিরাম, রামচন্দ্র, রামদেব, দুর্গারাম, রাজারাম, ভৃগুরাম, আনন্দীরাম, রামগোপাল ও রামকানাই ২৮। অনন্তরাম সুত মহেশ্বর ২৮। হরানন্দ সুত লক্ষ্মীকান্ত ও রামশঙ্কর ২৮। লক্ষ্মীকান্ত-সুত শ্রীরাম ও রামসুন্দর ২৯। নিধিরাম সুত অযোধ্যারাম। তৎসুত শতঞ্জীব, সদাশিব, * দয়ারাম মৃত্যুঞ্জয় ও রত্নেশ্বর ২৯। সদাশিব-সুত

---

* সদাশিবস্য ক্ষেম্য চং অ কেবলরাম বাচস্পতি, সপুত্র রাধাকৃষ্ণবরেণ গ্রহণাৎ অবিদ্যমানে তৎপুত্র উদয়রামবরেণ প্রদনাৎ।

ভঙ্গকুলে দেখ এই বরের লিখন।
রাধাকৃষ্ণে বর দেয় কেবল বিচক্ষণ ॥
উদয়-বরেতে কন্যা হইল গ্রহণ।
এক্ষণেতে বর নাই কিসের কারণ ? ॥
বল্লভী মেলেতে রামগোবিন্দের বংশে।
বরের লিখন আছে দেখ এই অংশে ॥
নিকষ-ভঙ্গেতে পর্য্যা করয়ে গণন।
ভঙ্গে বর নাহি চলে বৈষম্য-লক্ষণ ॥
আত্মজ হইল যদি আত্মার সমান।
বেদ-বিধি মতে বর অবশ্য প্রমাণ ॥ গোষ্ঠীকথা।

পুত্র আত্মা ইতি শ্রুতিঃ।

কালীশঙ্কর প্রভৃতি ৩০। দয়ারাম-সুত রামলোচন ও রামদেব ৩১। রামদেব-সুত গৌরীচরণ নামা লালবিহারী, বিষ্ণুনামা রামেশ্বর, ভবানীচরণ, কালীচরণ ও বলরাম ৩২। গৌরী-সুত দাতারাম ২৩। রাজারাম (২৮) সুত বলরাম ও বেচারাম ২৯।

রামরাম (২৭) সুত নন্দরাম, কালীচরণ, সন্তোষ, রামানন্দ, শোভারাম, শ্রীকান্ত সার্ব্বভৌম ও রাজেন্দ্র ২৮। নন্দরাম সুত সহস্ররাম ও মহেশরাম ২৯। কালীচরণ-সুত কৃষ্ণচন্দ্র ও বাঞ্ছারাম ২৯। সন্তোষ সুত গৌরীকিশোর রামহরি, রামজয় ও রামপ্রসাদ ২৯। রামানন্দ-সুত জগন্নাথ ২৯। রাজেন্দ্র-সুত পূর্ণানন্দ, সদানন্দ, ব্রজানন্দ (সাং কাইগ্রাম বর্দ্ধমান) এবং পরমানন্দ ২৯। বর্দ্ধমান জিলার কাইগ্রাম।

রামশরণ (২৭)-সুত দুলাল ২৮। রামগোবিন্দ সুত রামনারায়ণ, বিষ্ণুরাম রাজারাম, লক্ষ্মীকান্ত (লক্ষ্মীনারায়ণ), সীতারাম, রামকিশোর, রামচরণ, পঞ্চানন (সাং কাদিহাটি) ও রামগোপাল ২৮। রামকিশোর-সুত সদাশিব প্রভৃতি ২৯। তৎসুত রাধাকৃষ্ণ ৩০। রাজারাম সুত রামকান্ত ব্রহ্মচারী ২৯।

লক্ষ্মীকান্ত (২৮)-সুত হরি বিদ্যাবাগীশ, রামকান্ত, কালাচাঁদ, রামশঙ্কর ও গোলক ২৯। রামকান্ত-সুত সীতারাম ও রামচরণ ৩০। তৎসুত দুর্গারাম ৩১। অন্য বংশ পরে দেখুন।

মুং ফুং বল্লভী দুর্গাবর পণ্ডিতের (২২) পুত্র শ্রীনিবাসের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র প্রাণনাথ-সুত রামদেব, রাজেন্দ্র ও মহাদেব (২৯) বংশাবলী।

রামদেব-সুত বিশ্বেশ্বর (বীরেশ্বর), শ্রীধর (ভঙ্গ), রামরাম (রামানন্দ), মহাদেব ও রামনারায়ণ ৩০। বিশ্বেশ্বর-সুত ব্রজকিশোর (ব্রজনাথ), গদাধর (শান্তিপুর) ও বেচারাম ৩১। বেচারাম পুত্র নিমানন্দ ও দুর্গাপ্রসাদ ৩২। নিমানন্দ-সুত রামধন ও কালীপ্রসাদ (ভঙ্গ) ৩৩। নিমানন্দ রণ্ডদোষে দুষিত।

প্রাণনাথ ২৮। পুত্র রাজেন্দ্র (রাজবল্লভ) ২৯। সুত রামরাম, রামভদ্র (ভঙ্গ), রামজীবন ও বলভদ্র ৩০।

প্রাণনাথের পুত্র মহাদেব ২৯। পৌত্র জয়রাম, রামকান্ত (ভঙ্গ), ও রাধাকান্ত ৩০। প্রাণনাথের পুত্র নন্দরাম পঞ্চাননের (২৯) পুত্র রূপনারায়ণ, জয়গোপাল (ভঙ্গ) ও রাম ৩০। রূপ-সুত ভবানী (ভঙ্গ), দীনবন্ধু ও শিবশঙ্কর (সদাশিব) সাং জলেশ্বর পাড়া, শান্তিপুর (ইহার ১৮টী বিবাহ) ৩১। দীনবন্ধু-সুত পদ্মলোচন ও হরিশ্চন্দ্র ৩২। শিবশঙ্কর সুত হরিশ্চন্দ্র, যজ্ঞেশ্বর, রামেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর (সাং ধাদলসা, জেলা বর্দ্ধমান) ৩২।

দুর্গাবর পণ্ডিত প্রমুখ রঘুনাথ বংশাবলী

দুর্গাবরের পুত্র শ্রীনিবাসের ধারায় গোপী-সুত রঘুনাথের দ্বিতীয় পুত্র নৃসিংহ ২৮। পুত্র ঘনশ্যাম (সাং সায়রাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ), নিমাই, নিগম্বর ও কৃষ্ণবল্লভ ২৯। ঘনশ্যাম-সুত সাতু, মহাদেব ও রাধামাধব ৩০। রাধামাধব সুত আশানন্দ ও জগদ্দুর্লভ ৩১। জগদ্দুর্লভ সুত রামজয়, রামানন্দ, বল্লভীকান্ত, শ্রীকান্ত ও উমাকান্ত ৩২। শ্রীকান্তের নিবাস রিষড়া, শ্রীরাম পুরের নিকট। বল্লভীকান্তের সুতগণ বাজে শিবপুর-বাসী, হাবড়া জেলা। নাম—কমলকান্ত, রামচন্দ্র, দুর্গাদাস, হরপ্রসাদ ও শিবপ্রসাদ ৩৩। কমলকান্ত সুত নীলকান্ত ও দুর্গাকান্ত ৩৪। নীলকান্ত সুত ঈশান ৩৫। তৎসুত হেমচন্দ্র ও যোগেশচন্দ্র ৩৬। হেমচন্দ্র-সুত ভোলানাথ ৩৭। যোগেশচন্দ্র সুত জ্যোতীশ-চন্দ্র (সাং শিবগঞ্জ, মালদহ)।

রঘুনাথের তৃতীয় পুত্র গঙ্গাধর ২৮। সুত অযোধ্যারাম, লক্ষ্মণ, হরিদেব ও কৃষ্ণদেব ২৯। হরিদেব-সুত ষষ্ঠীদাস ও কালীচরণ ৩০। কালীচরণ-সুত বংশীধর ৩১। বংশীধর-সুত মহেশচন্দ্র ৩২। (শান্তিপুর বাসী)।

দুর্গাবর পণ্ডিত সুত মহাদেব বংশ

মহাদেবকে কোন পুস্তকে মাধব নামেও নির্দ্দেশ করে। মহাদেব বা

মাধব-সুত শতানন্দ, দামোদর, গোপাল, গোবিন্দ ও বিশ্বনাথ ২৪। গোবিন্দ-সুত রামেশ্বর (ভঙ্গ) ও রত্নেশ্বর ২৫। অন্যমতে গোবিন্দ-সুত ষষ্ঠীদাস ২৫। তৎসুত রামেশ্বর ও রত্নেশ্বর ২৬।

মহাদেব (২৩) সুত জিতরাম রায় ও চন্দ্রশেখর রায় ২৪। তৎসুত সন্তোষ রায় চৌধুরী ২৫। সন্তোষ রায়-সুত শিবনারায়ণ রায়। ২৬। বর্দ্ধমান জিলার কুলীন গ্রাম ও গোবরা গ্রাম। কুলসার সংগ্রহানুসারে।

মুং বল্লভী দুর্গাবর পণ্ডিতের বংশে

প্রাণনাথ পুত্র মহাদেবের ধারা রাধাকান্ত সন্তান

দুর্গাবর ২২ শ্রীনিবাস ২৩ রামচন্দ্র ২৪ রমানাথ ২৫ গোপীকান্ত ২৬ রঘুনাথ ২৭ প্রাণনাথ ২৮ মহাদেব ২৯ রাধাকান্ত ৩০ নন্দকিশোর ৩১ শম্ভুনাথ (সাং ধল্লিয়া, যশোহর) ৩২।

শম্ভুনাথের শ্রোত্রিয় পক্ষের পুত্র ভারত অঃপুঃ), হরিশচন্দ্র ও রামচন্দ্র ৩৩। হরিশ্চন্দ্র সুত পঞ্চানন ৩৪। সুত কেশবচন্দ্র পত্নী শশী, চট্টোর কন্যা (সাং রায়গ্রাম যশোহর) ৩৫। সুত অতুলচন্দ্র পোষ্য সাং নগর চাপড়াইল ৩৬। রামচন্দ্র সুত কাশীশ্বর ৩৪। কাশীশ্বর কন্যা বিধুমুখী, তৎসুত ভগবতী সাং হাড়খালী, যশোহর।

শম্ভুনাথের কুলীন পক্ষের পুত্র কাশীনাথ (সাং কাদিরকোল যশোহর) ৩৩। পত্নী রাধামণি ভৈরব চট্টোর কন্যা কাদিরকোল।

মুং বল্লভীমেল দুর্গাবর পণ্ডিত বংশে কাশীনাথের ধারা

কাশীনাথ ৩৩ সুত উমেশচন্দ্র ৩৪ ১ম পত্নী নৃত্যকালী হারানন্দ চট্টোর কন্যা (সাং সেনহাটী, খুলনা)। ২য় পত্নী ত্রৈলোক্যতারিণী কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোর ভগ্নী গোপীনাথের কন্যা (সাং শান্তিপুর, শ্যামচাঁদ পাড়া)।

উমেশচন্দ্রের ১ম পক্ষের সন্তান বগলামুখী স্বামী দীননাথ চট্টো কৃষ্ণচন্দ্রের ভ্রাতা (সাং শান্তিপুর), মহেন্দ্রনাথ পত্নী ক্ষেমাসুন্দরী হরচন্দ্র চট্টোর কন্যা (সাং রায়গ্রাম, যশোহর), বামনদাস পত্নী রক্ষাকালী কান্তি চট্টোর ভগ্নী (সাং বাদকুল্লা নদীয়া), ননীভূষণ পত্নী প্রিয়বালা অন্নদা চট্টোর কন্যা (সাং বলরামপুর, যশোহর), ফণিভূষণ পত্নী লালবিহারী বন্দ্যোর কন্যা (সাং কলাবাড়ী, নদীয়া), খান্তকালী স্বামী রামচন্দ্র বন্দ্যো (সাং মৌতলা, খুলনা) ৩৫।

মহেন্দ্র সুত কালীপদ টাটা কোংর অফিসে কার্য্য করেন পত্নী ভবসুন্দরী বদরিকা বন্দ্যোর কন্যা (সাং নন্দনপুর, হুগলী), ভুপেন্দ্রনাথ কলিকাতা রেজিষ্ট্রেশন অফিসে কার্য্য করেন পত্নী পারুলবালা যদুগোপাল চট্টোর প্রথমা কন্যা (সাং পাণীহাটী) ও ষষ্ঠীপদ টাটা কোংর অফিসে কার্য্য করেন পত্নী পদ্মরাণী প্রফুল্ল বন্দ্যোর কন্যা (সাং বেলুড়) ৩৬।

কালীপদ-সুত তারাপদ টাটা কোংর অফিসে কার্য্য করেন পত্নী চিন্ময়ী ভূদেব চট্টোর কন্যা (সাং বলরামপুর), উমাপদ, শক্তিপদ, কন্যা স্নেহলতা স্বামী গোপীনাথ বিপিন চট্টোর পুত্র (সাং শান্তিপুর), শান্তিলতা স্বামী সুধীর বন্দ্যো কৃষ্ণ চৈতন্যের পুত্র ৩৭। স্নেহলতা সন্তান অসিত ও খোকা ৩৮।

ভূপেন্দ্রনাথ সন্তান অমিয়বালা স্বামী বিভূতি চট্টো (সাং সাহেবগঞ্জ), পুষ্পবালা স্বামী রামচন্দ্র বন্দ্যো (সাং আগড়পাড়া), রেণুকা স্বামী হারাধন চট্টো (সাং ধান্দলসা, বর্দ্ধমান), গৌরী ও তপেন্দ্র ৩৭। অমীয়বালা সন্তান কাত্যায়নী, নিমাই ও সুকুমার। পুষ্পবালা-সুত দুলাল। রেণুকা-সুত ধীরা ৩৮।

ষষ্ঠীপদ-সুত দেবীপদ, দুর্গাদাস ও কন্যা ৩৭।

বামনদাস-সুত মণীমোহন পত্নী হরিদাসী শশি বন্দ্যোর কন্যা ৩৬। মণী সুত সন্তোষ ও চিরঞ্জীব ৩৭।

ননীভূষণ সন্তান নলিনীবালা পতি প্রভাতচন্দ্র বন্দ্যো, (মামজোয়ান, নদীয়া),

কমলেশ পত্নী বীণাপাণি নির্ম্মল বন্দ্যোর কন্যা (শঙ্করপুর, ২৪ পঃ) ও অমলেশ ৩৬।

নলিনীবালা-সুতা কনকলতা স্বামী পাঁচুগোপাল মুখো নলিনী মুখোর পুত্র (সাং শান্তিপুর), কুন্দলতা, শান্তিলতা, প্রীতিলতা ৩৭। কনক-সুত নিশিকান্ত ও রমাকান্ত ৩৮। কমলেশ-সুত শিশিরকুমার ৩৭।

ক্ষান্তকালী-সুতা নির্ম্মলশশী স্বামী ললিত মুখো (সাং ঝাউবেড়ে, নদীয়া) ৩৬।

উমেশচন্দ্রের ২য় পক্ষের পুত্র হেমচন্দ্র পত্নী সরসীবালা বিপিন চট্টোর কন্যা (সাং শান্তিপুর) ৩৫। হেম সন্তান সুশীলকুমার (হাওড়া রেলওয়ে goods officeএ চাকুরী করেন পত্নী কমলা মথুর চট্টোর কন্যা সাং কলিকাতা ডাঃ সরোজকুমার পত্নী (শ্রোত্রিয় কন্যা বীরভূম), ইন্দুবালা ও শৈলেন্দ্রকুমার ৩৬। সুশীল সন্তান কল্যানী, খোকা ও খুকী।

শ্রীননীভূষণ মুখো, শ্যামাচাঁদুনীপাড়া শান্তিপুর, নদীয়া, প্রদত্ত। ৩৭।৯।৩৬

মুং দুর্গাবর পণ্ডিত সন্তান। (স্বভাব বল্লভী মেল)

মহর্ষি ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আদিবাসস্থান শান্তিপুর, নদীয়া

৺রাধারমণ
|
৺জগদ্দুর্লভ
|
৺নীলকমল (পত্নী বিশ্বেশ্বরী ক্ষেত্রমোহনের মাতা)
| ২য় পক্ষের সন্তান-৺আশুতোষ, প্রমথ ও এক কন্যা
মহর্ষি-৺ক্ষেত্রমোহন (পত্নী তন্ময়ী-৺তারানাথ তর্কবাচস্পতীর কন্যা ও প্রফুল্লচন্দ্রের মাতা)
|
১ম পক্ষে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বরবিজ্ঞানাচার্য্য

২য় পক্ষে ৺প্রকাশচন্দ্র, প্রভাসচন্দ্র, কালীপদ, শিবদাস, কৃষ্ণ ও বিষ্ণুপদ। ইহাদিগের নিজ বাটী বারুইপুর, ২৪ পরগণা।

মহর্ষি ক্ষেত্রমোহন :—তিনি ধার্ম্মিক ও উদারচেতা ছিলেন। সর্ব্বজীবে দয়া এবং ধনী দরিদ্রের প্রতি সমদৃষ্টি প্রভৃতি অসাধারণ গুণাবলীর জন্য লোকে তাঁহাকে মহর্ষি বলিত। তিনি "সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়" নামক গ্রন্থ লিখিয়া বিশেষ যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় বারুইপুরের আশ্রমে থাকিয়া ইষ্টমন্ত্রের আরাধনা করিতেন।

প্রফুল্লচন্দ্র :—ইনি স্বাধীন কাশ্মীর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব জেনারল স্যার প্রতাপনারায়ণ সিংহ G. C. S. I. বাহাদুরের প্রধান জ্যোতিষী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং অদ্বৈতবাদ পুস্তকের গ্রন্থকর্ত্তা। ইনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বহু জ্যোতিষ সভা হইতে নিমন্ত্রিত এবং বিলাতের রয়াল Astronomical Societyর সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় নিপুণতা লাভ করিরাছেন ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিয়া থাকেন। নিজ বাটী ও বর্ত্তমান বাসস্থান ১।১।২ নং নেপাল ভট্টচার্য্য ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা।

প্রফুল্লবাবু—বৃহস্পতিকল্প ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতির দৌহিত্র। ইনি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ নিবাসী ৺লালগোপাল বন্দ্যোর কন্যা শ্রীমতী প্রমীলা সুন্দরী দেবীর পাণি গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর সহিত জমীদার রায় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশম্ভুচরণের বিবাহ হইয়াছে।

উভয়কুলের বৈবাহিক সম্বন্ধ পর পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্বারা বিবৃত করা যাইতেছে।

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

শম্ভুচরণ সুত শ্রীশীর্ষেন্দুকুমার এম-এ, বি-এল, (অ্যাড্‌ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট) ও শেখরেন্দুকুমার (কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেছে) এক কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা দেবী। শীর্ষেন্দু (পত্নী শ্রীমতী চিন্ময়ী দেবী) পুত্র রাজাবাবু (দুর্গাদাস)।

রাম ফুলিয়া বা স্বল্প-ফুলিয়া মেল।

নৃসিংহ দ্যাকর-সহোদর রাম, রাম-ফুলিয়া অর্থাৎ ফুলিয়ার নিকটে ছোট-খাট একখানি গ্রাম লইয়া বাস করেন। তদবধি তদীয় সন্ততিবর্গ রামফুলিয়া নামে খ্যাত। অতি ক্ষুদ্রার্থে রাম শব্দের ব্যবহার আছে; যথা—রামকুটীর রামটেমী ইত্যাদি।

শ্রীহর্ষ হইতে রামের পর্য্যায় ১৭। সুযোধন (সুযো) ১৮। তৎপুত্র জয়পতি, লক্ষ্মীপতি, নিধিপতি, ঊষাপতি, নিশাপতি ও কাহ্ন বা কানাই ১৯। কানাই বংশের কুলপতিকে লইয়া মাধাই মেল হয়। লক্ষ্মীপতি-সুত কিনু ও দিগম্বর ২০। দিগম্বর-সুত ধনপতি মিশ্র, পরাশর, গোপীনাথ ও পৃথ্বীধর ২১।

ধনপতি-সুত গোবিন্দ মিশ্র, হরি মিশ্র, মধু, মাধব ও বিষ্ণুদাস ২২। হরি মিশ্র-সুত দৈবকীনন্দন, কৃষ্ণানন্দ, ভবানন্দ ও দেবানন্দ ২৩। দৈবকীনন্দন-সুত যদু, শ্রীকর, কেশব, জগদীশ ও অনন্ত ২৪।

কৃষ্ণানন্দ-সুত শিবানন্দ ও কাশী ২৪। ভবানন্দ-সুত শ্রীকান্ত, শ্রীবৎস শ্রীনিধি, শ্রীপতি, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীধর, শ্রীনাথ ও শ্রীগর্ভ ২৪। শ্রীবৎস-সুত জয়কৃষ্ণ এবং রামকৃষ্ণ ২৫। জয়কৃষ্ণ-সুত মনোহর, শিবদেব, রঘুদেব, ও কৃষ্ণদেব ২৬। মনোহর-সুত সন্তোষ ২৭। তৎপুত্র বলরাম ২৮, রিষড়াগ্রামবাসী।

শিবদেব-সুত রামনাথ, রাধানাথ, শান্তিনাথ এবং জগন্নাথ ২৭। রাধানাথ-সুত শ্যাম ও বৈষ্ণবচরণ ২৮। কৃষ্ণদেব-সুত রামগোপাল পঞ্চানন ২৭। তৎপুত্র দুর্গারাম, বিশ্বনাথ, রামকান্ত, কালীচরণ ও পরীক্ষিৎ ২৮।

শ্রীকান্ত-সুত গঙ্গারাম ২৫। গঙ্গা-সুত কান্তদাস, শ্যামদাস, মোহনদাস ও সুদাস ২৬। কান্তদাস-সুত করুণাময় ২৭। তৎপুত্র রমাকান্ত, হরিরাম ন্যায়ালঙ্কার, মহাদেব, গোপী এবং হরেকৃষ্ণ ২৮।

শ্রীনিধির (২৪) গুড়-দোষ। পুত্র চণ্ডীদাস, অচ্যুত ও দুর্গাদাস আগমবাগীশ ২৫। চণ্ডিদাস-সুত জগন্নাথ ও বলরাম ২৬। দুর্গাদাস আগমবাগীশ-সুত কমলাকান্ত, বাসুদেব, শ্যামাদাস ও শ্রীকৃষ্ণ ২৬। শ্যাম-সুত জানকীরাম, মাণিকরাম, রামজীবন, রামচরণ ও রামরাম ২৭। রামরাম-সুত অনন্তরাম, রামকৃষ্ণ ও রামদেব ২৮। রামকৃষ্ণ-সুত কৃপারাম ও রামরুদ্র ২৯। রামরুদ্র-সুত দেবনাথ ও রমানাথ ৩০। মাণিকরাম-সুত ভাগবত ও রঘু প্রভৃতি ২৮।

অচ্যুত (২৫)-সুত হরানন্দ ২৬। তৎপুত্র রমাকান্ত ও রামরাম ২৭। রমাকান্ত-সুত গদাধর ২৮। গদাধর-তস্য রামানন্দ ২৯। রামানন্দের বংশ বর্দ্ধমান জিলায় বুড়ারগ্রামে আছে। দুর্গাদাস আগমবাগীশ-বংশ নবদ্বীপের তেঘরীতে বাস।

শ্রীধর (২৪)-সুত বেদগর্ভ ও মহেশ ২৫। মহেশ-সুত জয়রাম, মোহন চক্রবর্ত্তী ও জগৎরাম ২৬। জয়রাম-সুত ধরণীধর, করুণাময়, গোবর্দ্ধন, ভৃগুরাম ও ভুবন ২৭। ধরণী-সুত রামভদ্র ও রামগোপাল ২৮। রামভদ্র-সুত পঞ্চানন ও শঙ্কর (ভঙ্গ) ২৯। পঞ্চানন-সুত কুটিলরাম, রামানন্দ, রামলোচন ৩০। ইঁহারা চন্দ্রকোণাবাসী, জিলা মেদিনীপুর।

ধরণীধর (২৭) পুত্র রামগোপাল ২৮। পুত্র রামনারায়ণ ও বাসুদেব ২৯। রামনারায়ণ-সুত রামগোপাল, কমলাকান্ত ও রাজীবলোচন ৩০। রাজীবলোচন-সুত রামানন্দ, পুরুষানন্দ, সর্ব্বানন্দ, অমৃতানন্দ, জ্ঞানানন্দ ও শ্রীকান্ত ৩১।

কমলাকান্ত (৩০)-সুত রামমোহন, কৃষ্ণমোহন; নীলমোহন, ভুবনমোহন, মদনমোহন ও রাধামোহন ৩১। রামমোহন-সুত রামধন ৩২। কৃষ্ণমোহন-সুত রামচরণ ৩২। নিবাস গেলে, জিলা বাঁকুড়া।

রাম ফুলিয়া জয়পতি বংশ। ৬০পৃঃ

জয়-সুত গদাধর ঘটকাচার্য্য, কেশব ও বাণ ২০। গদাধর-সুত গোপাল ঘটক ও বিকর্ত্তন ২১। গোপাল ঘটক হইতে গোপাল-ঘটকী মেল।

গোপাল ঘটক-সুত মাধব, চাঁদ ও শ্রীকর পণ্ডিত ২২। মাধব হইতে মাধাই মেল। চাঁদকে রামচন্দ্রও কহে, তথাপি ইহার দ্বারা যে মেল হয়, তাহার নাম চাঁদাই। শ্রীকর পণ্ডিত হইতে সুরাই মেলের একভাগ, ঐ ভাগকে শ্রীকরী বলে।

শ্রীকর-পুত্র চক্রপাণি মজুমদার, গরুড়, দৈবকী, দৈত্যারি ও পরমানন্দ ২৩। চক্রপাণি-সুত লক্ষ্মীকান্ত, রামকান্ত, এবং শ্রীকান্ত ২৪। লক্ষ্মীকান্ত-সুত মদন রায় নামে বিখ্যাত। মদন-সুত গঙ্গাধর, মহাদেব ও রামদেব ২৬। গঙ্গাধর-সুত প্রাণবল্লভ এবং রামজীবন ২৭। প্রাণবল্লভ-সুত পরশুরাম ২৮। তৎপুত্র কিনু বিদ্যাবাগীশ ও শ্যামসুন্দর প্রভৃতি ২৯। ভাণ্ডারহাট-নিবাসী, জিলা বর্দ্ধমান।

রামজীবন-সুত সন্তোষ ২৮। তৎপুত্র পুরুষোত্তম, বামদেব, রামদেব, রামরাম, রমাকান্ত এবং গোবিন্দ ২৯। হুগলী জিলার পোঁটরাগ্রামবাসী (শিমলাগড় রেল-ষ্টেশনের নিকট)। মহাদেব ২৬। তৎসুত নিমাঞি ও বিষ্ণু ২৭।

মাধব (২২)-সুত সুরানন্দ ২৩'। সুরানন্দ হইতে মাধাই মেল পুষ্ট হয়। বন্দ্য মহেশ্বর ও চট্ট নারায়ণ এই মেলের পাল্‌টী। সুরানন্দ-সুত রাঘব ২৪। রাঘব-সুত কুমুদ ২৫। তৎপুত্র হরিদেব ও গোপীকান্ত ২৬। হরি-সুত রামনারায়ণ ২৭। তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভ ও যদু ২৮। কৃষ্ণবল্লভ সুত পুরু-ষোত্তম ২৯।

গোপীকান্ত-সুত নৃসিংহ, মহেশ, রামকৃষ্ণ, শিবরাম এবং মদনচাঁদ ২৭।

মাধবনামা মাধাই-বংশের একজন প্রধান ব্যক্তি। ইনি রংপুর জিলার কুণ্ডী পরগণার জমিদার।

"গোপাল ঘটকের কুল নির্ম্মল ছিল।
পুত্রের কারণে সে হতস্পর্শ হইল॥" মেলমালা

রাম-ফুলিয়া বংশে গদাধর পুত্র বিকর্ত্তনের ধারা (বিদ্যাধরী মেল)। ৬২পৃঃ

বিকর্ত্তন (২১)-সুত শ্রীহর্ষ ও সনাতন ২২। শ্রীহর্ষ নিধি নামে বিখ্যাত। তৎপুত্র ধ্রুবানন্দ ও বল্লভ ২৩। বল্লভ-সুত রাঘব, ভবানীদাস, নারায়ণ, ও নরসিংহ ২৪। ভবানীদাস-সুত কবিভূষণ প্রভৃতি আট জন ২৫। ধ্রুবা-নন্দ-সুত জনার্দ্দন ও দেবিদাস ২৪। জনার্দ্দন-সুত মধু, হৃষিকেশ, গঙ্গানন্দ, চণ্ডিদাস ও কমল ২৫। মধু-সুত রাজীব, বিনোদ, জয় ও গোসাঞিদাস ২৬। রাজীব-সুত বলরাম ২৭। জয়-সুত কাশীনাথ ২৭। গোসাঞিদাস সুত নারায়ণ, গোবিন্দ, এবং রামজীবন ২৭। হৃষীকেশ-সুত মহেশ ও গঙ্গাহরি ২৬। মহেশ-সুত রামকৃষ্ণ ২৭।

ধনপতি সুত গোবিন্দ মিশ্র (১২)-বংশ। ৬১পৃঃ

গোবিন্দ মিশ্র-সুত বিদ্যানন্দ শিকদার, যজ্ঞেশ্বর, রামচন্দ্র, শনাতন এবং ত্রৈলোক্যনাথ ২৩। যজ্ঞেশ্বর হইতে খড়দহ মেলের যজ্ঞেশ্বরী ভাগ নির্ণীত হয়।

যজ্ঞেশ্বর-সুত লক্ষ্মীকান্ত ফৌজদার, জানকীনাথ, রমানাথ ও বিশ্বনাথ ২৪। জানকী অনপত্য মৃত। লক্ষ্মী-সুত রামভদ্র ২৫। রমানাথ সুত পুরুষোত্তম, ভূষন এবং দুর্গাদাস ২৬। দুর্গাদাস কেশর-ভাবাপন্ন। পুরুযোত্তম ও কৃষ্ণ কুলে অকৃতি। ভুবন ও বিশ্বনাথ অনপত্য মৃত।

বিদ্যানন্দ শিকদার (২৩) কেশরকুনী বিবাহী। সুত রঘু, শিব, চাঁদ, নারায়ণ ও শঙ্কর ২৪। রঘু-পুত্র রতিকান্ত ও গৌরীকান্ত ২৫। **রতিকান্ত** বল্লভী-মেলে গত।

মেল বল্লভী রতিকান্তের (২৫) বংশ। ৬৪পৃঃ

রতি-পুত্র হরিচরণ, কৃষ্ণচরণ, মোহনচরণ ও শ্যামচরণ ২৬। হরিচরণ পুত্র কাশী ও বিশ্বেশ্বর ২৭। কাশীশ্বর-পুত্র রামচরণ ২৮। তৎপুত্র ব্রজরাম ও সহস্ররাম ২৯। বিশ্বেশ্বর-পুত্র রাজেন্দ্র ও পঞ্চানন ২৮। পঞ্চানন-পুত্র রামগোপাল বিদ্যালঙ্কার, রামভদ্র, লক্ষ্মীকান্ত তর্কালঙ্কার এবং গদাধর ২৯। লক্ষ্মীকান্ত-পুত্র উদয়রাম ৩০। কৃষ্ণচরণ-পুত্র অভিরাম, নন্দরাম (অপত্য মৃত), নন্দকিশোর ও জানকীনাথ ২৭। অভিরাম-পুত্র রামচরণ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য ও বিষ্ণুচরণ স্মার্ত্তসিদ্ধান্ত ২৮। রামচরণ-পুত্র দুর্গারাম সার্ব্বভৌম, হরি তর্কালঙ্কার ও মহাদেব ভট্টাচার্য্য ২৯। দুর্গারাম-পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়ষাচস্পতি ৩০। বিষ্ণুচরণ-পুত্র জয়রাম ২৯। নন্দকিশোর-পুত্র চামু ও সীতারাম ২৮। রামরাম-পুত্র রামজীবন তর্কালঙ্কার, রঘুবীর বিদ্যালঙ্কার এবং রাঘব ২৯। গুপ্তিপাড়ার নিকট সাতগেছে গ্রামে রতিকান্তের বংশ আছে।

গোবিন্দ-সুত বিদ্যানন্দ-শিকদার-সহোদর

ত্রৈলোক্য (২৩)-বংশ। ৬৪পৃঃ

ত্রৈলেক্য-সুত অভিরাম ২৪। তৎপুত্র দেবীদাস ২৫। তৎপুত্র কামদেব ২৫। তৎপুত্র জয়রাম ২৭। তৎপুত্র ভগীরথ ২৮। তৎপুত্র রাধাকান্ত অধিকারী (একাক্ষ) ২৯। বর্দ্ধমান জিলার (এক্ষণে বীরভূম) আমুদপুরে এই বংশের বাস।

বিদ্যানন্দ-সুত চাঁদ শিকদার (২৪) বংশ। ৬৪পৃঃ

সুত দুর্লভ, জয়রাম এবং রামকৃষ্ণ ২৫। জয়রাম চন্দ্রপতি মেল-গত।

বিদ্যানন্দের অপর সুত শঙ্কর ২৪। তৎপুত্র রত্নেশ্বর ২৫। সুত নারায়ণ ও কৃষ্ণবল্লভ ২৬।

হরিমিশ্র (হরিরাম নামে প্রসিদ্ধ), পর্য্যায় ২১। পুত্র রামগোপাল বাচস্পতি ২২। তৎপুত্র শ্রীনাথ ২৩। তৎসুত রঘু কার্ফর্ম্মা ২৪। রঘু কার্ফর্ম্মা সুত বিষ্ণু, কৃষ্ণ এবং নারায়ণ ২৫। বর্দ্ধমান জিলার কুচুট কালেশ্বর গ্রামের অধিবাসী।

কাঁচনার মুখুটী দ্যাকর (১৭)-বংশ। ৩পৃঃ

দ্যাকর-সুত চক (চক্রপাণি), হল, নীল ও সারঙ্গ ১৮। সারঙ্গ-সুত কবি, ধর্ম্ম, বিজ (বিজয়) ও ব্রহ্ম ১৯। কবি সুত মধু, পুরুষোত্তম, ভূ (ভূধর), ধবল, কবিবর, বিদ (বিদ্যাধর), শ্রীপতি এবং সুরেশ্বর ২০।

ধর্ম্ম-সুত রুদ্র, পুরারি, কৃষ্ণায়ুঃ, মাধব,ছকড়ি, বনমালী, উমাপতি, জয়পতি ও কুবের ২০। পুরারি হইতে ছায়ানরেন্দ্রী মেল হয়।

ছায়ানরেন্দ্রী মেল। ৬৫পৃঃ

পুরারি-সুত কংসারি ও গোবিন্দ ২১। কংসারি-সুত মাধব, রাঘব, মধু, মুরারি এবং নারায়ণ ২২। মাধব-সুত বল্লভ ২৩ (ইনি চাঁদাই-মেল-গত)।

বিজ-সুত বিষ্ণু, মাধব, ভরত ও অর্জ্জুন মিশ্র ২০। বিজয়ের অপভ্রংশ বিজ। অর্জ্জুন মিশ্রের তুল্য বিদ্বান্ ও ধর্ম্মশীল ব্যক্তি এখন আর দেখা যায় না। বিষ্ণু-সুত উদয় এবং প্রজাপতি ২১। প্রজাপতি সুত দামোদর ২২। তৎপুত্র গদাধর ২৩। গদ-সুত বিদ্যানন্দ এবং রূপচন্দ্র ২৪। বিদ্যানন্দ-সুত শিব এবং শঙ্কর ২৫। শঙ্কর-সুত পরশুরাম ২৬, বীরভূম-নিবাসী।

কাঁচনার মুখটী অর্জ্জুন মিশ্রের বংশ। ৬৬পৃঃ

অর্জ্জুন-সুত বাণেশ্বর ঘটক, বাসুদেব, ব্যাস এবং জনমেজয় ২১। বাণেশ্বর ছায়া-নরেন্দ্রী-মেল-গত। ইনি শেষে সুরাই মেলের তিন বাণের একতম বলিয়া পরিগণিত হয়েন। বাসু-সুত রঘুনন্দন ২২। জনমেজয়-সুত ষষ্ঠিদাস ২২। ষষ্ঠি-সুত শ্রীরাম ও শতানন্দ ২৩। শতানন্দ-সুত গোপীনাথ, গৌরীদাস এবং রামনাথ ২৪। গৌরীদাসের মালাধরখানী-মেল-প্রাপ্তি। গৌরী-সুত রঘুনাথ।

অনিরুদ্ধ-পুত্র লক্ষ্মীধর হালদার-সহোদর বরাহের (২১)-বংশ। ৩পৃঃ

বরাহ-সুত বলরাম ও চন্দ্রপতি অধিকারী ২২। চন্দ্রপতি হইতে স্বনাম প্রসিদ্ধ চন্দ্রপতি মেল।

চন্দ্রপতি মেল।—চন্দ্র-সুত বিষ্ণুদাস, গোপীনাথ (ভঙ্গ), মাধব ও বেদগর্ভ ২৩। গোপীনাথ-সুত যদু, পুরাই, বৈদ্যনাথ, বলাই, যাদব, বিশ্বনাথ ও ধরাধর ২৪। যাদব-সুত গৌরীকান্ত ২৫। তৎপুত্র রামচন্দ্র, জয়কৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ ২৬। জয়কৃষ্ণ সুত রঘুনাথ সিদ্ধান্ত ২৭। রঘুনাথ-সুত কামদেব ন্যায়বাগীশ ২৮। ইনি সর্ব্বানন্দী ও বল্লভী মেলে কন্যাদান করেন। ইহাঁর সহোদর সন্তোষ তর্কালঙ্কার ও পরমানন্দ বিদ্যাভূষণ ২৮। কামদেব সুত বিষ্ণুদেব ন্যায়বাচস্পতি, শিশুরাম ও বেচারাম ২৯। বিষ্ণুদেব সুত গদাধর ৩০। ইহাঁরা কালনার নিকটবর্ত্তী

ধাত্রীগ্রামে বাস করেন। নদীয়া জিলার বিল্বগ্রামেও দুই চারি ঘর চন্দ্রপতি মেল দৃষ্ট হয়। বীরভূম অঞ্চলে অধিক পরিমাণে চন্দ্রপতি মেলের কুলীন আছেন।

মুরারি ওঝার পৌত্র মৃত্যুঞ্জয় (২১) বংশ। (মালাধরখানী মেল) ৩পৃঃ

কৃত্তিবাস পণ্ডিত

বনমালীর পুত্র মৃত্যুঞ্জয়, কৃত্তিবাস, মাধব, শান্তি, শ্রীকণ্ঠ ও বল ২১। মৃত্যুঞ্জয় সুত মালাধর খাঁ ২২। ইনি মালাধরখানী মেলের প্রধান প্রকৃতি।

কৃত্তিবাসের সময় মেল বন্ধন হয়। তৎপূর্ব্বে সর্ব্বদ্বারী বিবাহ প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের সহিত পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে কন্যার আদান প্রদান হইত।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী॥ কৃত্তিবাসী ভাষা রামায়ণ।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত মনোহর ও দুর্গাবর পণ্ডিতের পিতৃব্য-সম্বন্ধের ব্যক্তি হইলেও তিনি তাঁহাদিগের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। এমন কি, তিনি মনোহরের পুত্র গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য অপেক্ষাও অল্পবয়স্ক ছিলেন। তিনি সম্পর্কে মনোহর ও দুর্গাবরাদির শ্রেষ্ঠ হইলেও মেলবন্ধনের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক নহেন, পরবর্ত্তী ব্যক্তি। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের সন্ততি-মধ্যে এরূপ উচ্চ নীচ সম্পর্কে সমবয়স্কতা অথবা ন্যূনবয়স্কতা বিরল নহে।

মুং আঁড়িয়া বিকর্ত্তন(২১)-বংশ। ৬৩পৃঃ

বিকর্ত্তনের অপর দুই পুত্র, হরিনারায়ণ ও জনার্দ্দন ২২। এই আঁড়িয়া গ্রাম নদীয়া জিলার চুড়াডাঙ্গার পূর্ব্ববর্ত্তী। আঁড়িয়ার নিকটে ষোলুয়া নামে আর একখানি গ্রাম আছে। আঁড়িয়া গ্রামে জ্যেষ্ঠ হরিনারায়ণের বাস, ষোলুয়া গ্রামটি তাঁহার অধিকৃত স্থান নিবন্ধন আঁড়িয়া-ষোলো বা বড়-ষোলো, কনিষ্ঠ

জনার্দ্দনের (জনোর) বাস নিবন্ধন ছোট-যোলো নাম হয়। কুলাচার্য্যের গ্রন্থে ছোট-সোলো গ্রামও আঁড়িয়া নামে খ্যাত। হরিনারায়ণ (২২) সুত ধৃত, ধন, নীলকণ্ঠ ও জগন্নাথ ২৩। ধন-সুত কৌতুক, রুদ্র ও প্রভাকর ২৪। রদ্র-সুত উদ্ধরণ পণ্ডিত ও সদাশিব ২৫। উদ্ধরণের নাম উধ। উধ সুত **দৈবকীনন্দন** পণ্ডিত ২৬। ইনি পণ্ডিতরত্নী-মেলের প্রধান নায়ক। ইঁহার সময়ে ইঁনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত, দাতা, কৃতী এবং পরমৈশ্বর্য্যশালী ছিলেন। দৈবকীনন্দন রাজাবিশেষ।

পণ্ডিতরত্নী-মেল-নায়ক দৈবকীনন্দন(২৬) বংশ। ৬৮পৃঃ

সুত রঘুনাথ, রামনাথ চক্রবর্ত্তী, ত্রৈলোক্যনাথ এবং লোকনাথ ২৭। ইঁহা-দিগের উপাধি শিকদার। রঘুসুত হৃদয়ানন্দাচার্য্য, রাঘব, যদু এবং দুর্লভ ২৮। হৃদয়-সুত নৃসিংহরাম, মহেশ এবং পাঁচু ২৯। নৃসিংহ-সুত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ৩০।

রামনাথ চক্রবর্ত্তী (২৭) সুত বিশ্বেশ্বর ও মধু ২৮। বিশ্বেশ্বর সুত শ্রীবল্লভ, নীলকণ্ঠ, শিবেশ্বর, কাশীশ্বর, রত্নেশ্বর, গোপীশ্বর, ভুবনেশ্বর, শঙ্কর এবং গদাধর ২৯। শ্রীবল্লভ (২৯) সুত মাধব, লক্ষ্মীকান্ত, মহাদেব, রামকান্ত ও রাধাকান্ত (ইনি ভঙ্গ) ৩০। রত্নেশ্বর সুত ছকু, অযোধ্যারাম, রণরাম, সদাশিব, রামনাথ ও বলরাম (ভঙ্গ) ৩০। ছকু সুত কৃপারাম ও জীবন ৩১। অযোধ্যা-রাম সুত রামরাম, কুবের ও গোবিন্দ ৩১।

বলরাম (৩০) সুত শম্ভুরাম, আনন্দীরাম, নিধিরাম, সাফল্যরাম, আত্মারাম, পার্ব্বতীচরণ, রামনিধি, ভবানীচরণ ও বৈদ্যনাথ ৩১। আত্মারাম সুত ভবানী প্রভৃতি ৩২। ইহারা মেদিনীপুর জিলার বাসুদেবপুরের পোড়ারি (কষ্ট-শ্রোত্রিয়)-দৌহিত্র। ভবানীর মাতামহের নাম শিরোমণি চক্রবর্ত্তী।

আত্মারাম (৩১)-সহোদর শম্ভুরাম ৩১। সুত রণরাম, রামপ্রসাদ, কৃষ্ণচরণ, গুরুপ্রসাদ এবং গুরুচরণ ৩২। ইহাঁরা বর্দ্ধমান জিলার কালনার অন্তর্গত

হাসনহাটীর ঘটক দৌহিত্র। এই ঘটকদিগের মধ্যে বিদ্বান্‌বর্গ ভারতী উপাধি পাইতেন। বস্তুতঃ ইহারা আদি বংশজ খনের চাটুতি শ্রীকর সন্তান।

বাঙ্গালপাশী মেল। ৬৮পৃঃ

দৈবকীনন্দন-সুত রামনাথ ২৭। রামনাথ-সুত কার্ত্তিক পণ্ডিত ২৮। তৎপুত্র গঙ্গানারায়ণ ২৯। ইনি বাঙ্গালপাশী মেলের প্রধান প্রকৃতি।

রত্নেশ্বর ২৯। সুত রামরাম ৩০। তৎসুত গোপাল ও চাঁদ ৩১। গোপাল-সুত ব্রজকিশোর এবং যুগল ৩২।

মাধব (৩০)-সুত রামরুদ্র, রামগোবিন্দ, রামচন্দ্র ও গঙ্গেশ (ভঙ্গ) ৩১।

লক্ষ্মীকান্ত (৩০)-সুত আত্মারাম এবং বালকরাম (৩১) প্রভৃতি দশ ভ্রাতার শ্রীরামপুরে নিবসতি। নাম যথা—রাজারাম, বীরেশ্বর, রামদেব, সীতারাম, হটুলক্ষ্মী, ধর্ম্মদাস, রামরাম ও রামজীবন ৩১। রাধাকান্ত-সুত রামদুলাল প্রভৃতি ৩১।

গোপীশ্বর (৬৮পৃঃ) (২৯)-সুত দীনবন্ধু ৩০। শঙ্কর (২৯)-সুত কালীচরণ সিদ্ধান্ত, গৌরীচরণ, কৃষ্ণচরণ, দুর্গারাম এবং গোপাল ৩০। কালীচরণ (৩০)-সুত রামনাথ বিদ্যালঙ্কার, সহস্ররাম, রামদুলাল, কৃষ্ণচন্দ্র, কানাই ও নিমাই ৩১।

কাশীশ্বর (২৯)-সুত নারায়ণ ও ঘনশ্যাম ৩০। ঘনশ্যাম-সুত বলরাম, জয়পতি, গোপাল, দয়ারাম ও মুক্তারাম ৩১। ঘনশ্যাম-সুত যাদব, শোভারাম, কৃষ্ণরাম ও জগৎরাম ৩১।

মুং আহিত-সুত লৌলিক-প্রকরণ।

লৌলিক (১৫)-সুত সর্ব্বজ্ঞ (অথবা সর্ব্বাঙ্গ) ১৬। সর্ব্ব-সুত আপ, রাঘব,

মাধব, বাণ, জন, চুলো (নিজ-নামে এক গ্রাম * হয়) এবং পশু † ১৭। মাধব-সুত শ্রীধর এবং গুঞ্জি (গুহ) ১৮। গুঞ্জি-সুত হিঙ্গন এবং কবি ১৯। কবি-সুত কাহ্নু, বিহ্নু, হাড়, দুঃখ এবং শুঙ্গো ২০। এই শুঙ্গো হইতে মেল বন্ধনকালে শুঙ্গো-সর্ব্বানন্দী মেল হয়।

কাহ্নু-সুত গোপী, গঙ্গাধর ও পীতাম্বর ২১।

---

* লৌলিক-পৌত্র চুলো কৌলীন্যাভাবে বিদেশী হয়েন। পরে বাঁকুড়ার রাজার নিকট হইতে নিজ বাসের জন্য একখানি গ্রাম নিষ্কর প্রাপ্ত হয়েন। উহা তাঁহার নিজস্ব। সে স্থানে খাদ্য-সুখ অথবা বাস-সুখ কিছুই ছিল না সত্য, তথাপি তিনি নিজের মনস্তুষ্টির জন্য ঐ গ্রামে একটী হাট বসাইলেন; কিন্তু তথায় ক্রেতা কিংবা বিক্রেতা, কাহারও বিশেষ সুবিধা না হওয়াতে উহা চুলো অর্থাৎ আকা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। প্রসিদ্ধ আছে, তাঁহার ভ্রাতৃপত্নীগণের কেহ কোন সময়ে তথায় নীত হইয়া দেবরের এবং ছোট জায়ার অসুবিধা দেখিয়া কহিয়াছিলেন, যদি কাহারও কপাল ভাঙ্গিয়া থাকে, সেই যেন চুলোয় আসে। তদবধি সকল লোকেই অসুবিধা দেখিলেই অভদ্রজনক ব্যাপারে "চুলোয় যা" অর্থাৎ "মনস্তাপে পুড়িয়া মর্" বলে।

লৌলিক কুলীন বড়, শোভাঞ্জন-মত।
পৌত্র চুলো, নির্ব্বেদে সে বাঁকুড়ায় গত।
নিষ্কর-স্থান-লাভে বসায় এক হাট।
ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ কৈ, শুধ্ ঠাট বাট ॥
ভ্রাতৃজায়া বড় দুঃখে কহে যমালয়।
যার মন্দভাগ্য, সে যায় যেন চুলায় ॥ মেলমালা।

চুলো মুখোপাধ্যায়ের সন্তানগণই চুলোর মুখুটী বলিয়া খ্যাত। উহাঁদিগের সহিত যাহাদিগের পাল্‌টী-প্রকৃতি-ভাব হইয়াছিল, তাহারা "চুলোয় গেল" বলিয়া তাহাদিগের একটী সাঙ্কেতিক নাম আছে। ঐ সকল ব্যক্তিকে গেলের মুখুটীও বলে। চুলো স্থানটীর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "গেলে" হইয়াছে। এই স্থানটী বিষ্ণুপুর রাজগ্রামের নিকটবর্ত্তী।

† সর্ব্বাঙ্গ-সুত পশুকে কোন কোন পুঁথিতে পরমেশ্বর এইরূপও লেখে। তিনি পড়ুয়া গ্রামে বাস করেন, তজ্জন্য তাঁহার সন্তানগণ পড়ুয়ার মুখুটী। এই পড়ুয়া গ্রাম এক্ষণে পাঁড়ুই নামে খ্যাত। ঐ স্থান বীরভূম জিলার অন্তর্গত।

বিহু-সুত মুরারি, ডোখল ও গদ ২১। মুরারি-সুত সিদ্ধেশ্বর, বলাই, উদ্ধব, উষাপতি এবং নিশাপতি ২২।

হাড় (২০)-সুত মনোহর, আদিত্য ও কান্দো ২১। মনোহর সুত লখ (লক্ষ্মণ), নিধিরাম ও পশুপতি ২২। আদিত্য (২১) সুত রাম ও শঙ্কর ২২।

শুঙ্গো সর্ব্বানন্দা মেল। ৭০পৃঃ

শুঙ্গো-সুত কান্দ, নন্দন, শিব, আভ, লখ, আধ, বিভু, সিদ্ধেশ্বর, পুচ্ছ, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, বুঢ়ন, কোক, ধোক, স্তোক ও শ্রীপতি এই ষোলজন (২১)।

শ্রীপতির পুত্র কৃষ্ণ, পদ্ম, গর্ভ ও নারায়ণ ২২। কৃষ্ণ-পুত্র বাণীনাথ রায়, হরিচরণ রায় ও গোবিন্দ রায় ২৩। বাণীনাথ রায়-সুত রণজিৎ রায় ২৪। রণজিৎ-সুত রসিক রায় ২৫। রসিক-সুত রামদেব রায় ও রামচন্দ্র রায় ২৬। রামদেব-সুত ছকুরাম রায় ২৭। ছকু-সুত রামগোপাল, নারায়ণ ও পরাণ রায় ২৮, (কোকুদ-গ্রাম-বাসী)। রামগোপাল-সুত বলরাম ও শত্রুঘ্ন ২৯। বলরাম-সুত গৌরমোহন, মথুরামোহন ও কৃষ্ণমোহন ৩০।

রামগোপাল-সুত শত্রুঘ্ন-পুত্র শিবপ্রসাদ ৩০। নিবাস রামজীবনপুর, জিলা মেদিনাপুর।

রসিক রায় (২৫)-প্রমুখ রামচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্র ২৭। শিব-সুত ধর্ম্মদাস ২৮। ধর্ম্মদাস-সুত কৃষ্ণকান্ত রায়, মাণিক রায়, রামধন রায়, রামচরণ রায়, ও শম্ভূচন্দ্র রায় ২৯। জিলা বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া।

নৃসিংহ (১৭)-পৌত্র গর্ভেশ্বর ১৯। তৎপুত্র সূর্য্য ২০। পুত্র গণপতি, নিশাপতি, বিশ্বনাথ (বিশো) ও সঙ্কেত ২১। এইখানে চাঁদাই মেল আরম্ভ।

চাঁদাই মেল। ৭১পৃঃ

গণপতি-সুত শ্রীপতি ২২। সুত গোপাল ও দুর্গাদাস ২৩। গোপাল-সুত নরহরি ২৪। নরহরি-সুত জগদীশ ২৫। জগদীশ-সুত রঘুনাথ ও লক্ষ্মীনাথ ২৬। লক্ষ্মী-সুত কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ২৭। তৎপুত্র চন্দ্রশেখর তর্কালঙ্কার ২৮। চন্দ্রশেখর-সুত নন্দকিশোর ভট্টাচার্য্য ২৯। নন্দ-সুত রাম-শরণ, রামচরণ, রামনাথ ও রামবীর ৩০। রামচরণ-সুত রামপ্রসাদ সার্ব্বভৌম, বলরাম তর্কবাগীশ ও রামরাম তর্কপঞ্চানন ৩১। রামবীর-সুত ত্রিলোকরাম সরস্বতী, প্রভুরাম ভট্টাচার্য্য, পঞ্চানন তর্কালঙ্কার, বলরাম বাচস্পতি, রামদুলাল ভট্টাচার্য্য এবং রামজীবন ন্যায়ালঙ্কার ৩১।

খড়দহ মেল।

"আদৌ খড়দা, ফুলিয়া শেষঃ"—এই কথা বলে কেন? তাহার কারণ এই—খড়দা মেলের প্রকৃতি যোগেশ্বর, কামদেব ও দিগম্বর পণ্ডিতের সহিত ফুলিয়া ও বল্লভী মেলের প্রকৃতি যথাক্রমে মনোহর ও দুর্গাবর পণ্ডিতের সম্পর্ক-বিচার করিলে দেখা যায় যে, যোগেশ্বরাদি ভ্রাতৃত্রয় ফুলিয়া ও বল্লভীর প্রকৃতি মনোহর ও দুর্গাবরের পিতৃব্য-সম্বন্ধের ব্যক্তি। সুতরাং "আদৌ খড়দা" এই কথা কহিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যাঁহারা কহেন—

"আদৌ ফুলিয়া, খড়দা শেষঃ।
ফুলিয়া খড়দা নাস্তি বিশেষঃ॥"

তাঁহারা নিম্নলিখিত কারিকা আশ্রয় করিয়া ফুলিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব দেখান যথা—

"গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য কুলীনের সার।
যাঁহা হতে মেলকুল হইল উদ্ধার॥"

ধ্রুবানন্দ।

গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য মনোহরের পুত্র, সুতরাং যোগেশ্বরাদির সহিত উভয়ের

যথাক্রমে খুল্ল-পিতামহ ও পৌত্র-সম্বন্ধ। কিন্তু তৎকালে ভট্টাচার্য্য উপাধি সামান্য বিদ্যায় হইত না। যে ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, সদাচার ও সন্নীতি শিক্ষা দিতে সমর্থ হইতেন, সেই ব্যক্তিই "ভট্টাচার্য্য" এই অত্যুচ্চ সম্মানচিহ্ন পাইতেন। আরও দেখা যাইতেছে যে, সকল মেলের কুলীনগণই রামাচার্য্যকে সহায় করিয়া মেলগত দোষসমূহ পরিপাক করেন। সুতরাং ফুলিয়ার প্রাধান্য অগ্রে দেওয়া হইয়া থাকে। ফুলিয়া মেলের প্রকৃতিতে মদ্যপানাদি দোষ ছিল না এবং বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যাদির প্রতি বিশেষ আস্থা ছিল বলিয়াই, খড়দা ব্যতীত সকল কুলীনেই ফুলিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

"ছত্রিশ মেলের কুলীন যত।
ফুলে খড়দার যে অনুগত॥
সবে দেয় মুখো গঙ্গানন্দের দোহায়।
কুলীনমাত্র জয়ী রামাচার্য্য করি সহায়॥"

মেলমালার অন্তর্গত সারাবলী।

খড়দহ মেলের বংশাবলীর কিয়দংশ এই পুস্তকের ৪৬ হইতে ৪৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

"যোগেশ্বরের সুত সাত।
পুত্রপদে শঙ্কর, জানকীনাথ॥"

ধ্রুবানন্দ।

এতদনুসারে মুকুন্দের অগ্রে শঙ্করের বংশ লেখাই উচিত, তদ্ধেতু আমরা শঙ্করকেই অগ্রে দিয়াছি। তথাপি মুকুন্দের জন্মজ্যেষ্ঠতা-হেতু এখানে তাঁহার বংশ-বর্ণনের সূত্রপাত করা অত্যাবশ্যক ছিল, কিন্তু তদীয় কতিপয় সন্ততির নিকট বারংবার প্রার্থনা করিয়াও ধারাবাহিক বংশাবলী না পাইয়া, সূত্রপাত করিয়াই মৌনাবলম্বন করিতে হইল।

যোগেশ্বর-প্রমুখ মুকুন্দ (২২)-বংশ।

মুকুন্দ-সুত জগদীশ, ভুবন, হৃদয় ও লক্ষ্মীকান্ত, পর্য্যায় ২৩। মুকুন্দের সন্ততিগণের অধিকাংশই ভঙ্গ, সুতরাং তাঁহারা ছত্রভঙ্গ প্রায় কে কোথা আছেন, তাঁহার নিশ্চয়তা নাই। তথাপি এইমাত্র জানা যায় যে বীরভূম, বাঁকুড়া ও ফরিদপুর জিলার স্থানে স্থানে দুই চারি ঘর একত্র ছিলেন। এক্ষণে সে সকল স্থানেও বিরলপ্রচার, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

যোগেশ্বর-প্রমুখ শঙ্কর (২২)-বংশ।

শঙ্কর-সুত-সংখ্যা পাঁচ—কুমুদানন্দ, সুরানন্দ, রাঘবানন্দ, নয়নানন্দ এবং পূর্ণানন্দ ২৩।

কুমুদানন্দের বংশধরগণের কে কোথা বিরাজ করিতেছেন, তাহার বিশেষ ঠিকানা লেখা নাই। তথাপি এইমাত্র জানা যায় যে, গঙ্গাতীরের ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রামের কোন কোন স্থানে দুই এক ঘর দেখা যায়। মূর্খতা-নিবন্ধন কেহ ঠিক পর্য্যায় কহিতে সমর্থ নহেন। অপিতু বংশজভাবাপন্ন ভঙ্গ বলিয়া পূর্ব্বপুরুষের গৌরবের বিশেষ সংবাদও রাখেন না। কুমুদ, সুরানন্দ ও রাঘবানন্দনের সন্ততিগণের দুই চাবি ঘর মেলান্তরে নিকষ আছেন। প্রসঙ্গাধীন সেহ সেই মেলে তাঁহাদের নামোল্লেখ হইবে।

প্রসঙ্গতঃ কহিতে হইল যে—

নয়ন পূর্ণানন্দ আওয়াল ভাগে।
এ দুয়ের বংশ খড়দহে পুর্ণমাত্রায় জাগে॥ মেলপ্রকাশ।

যোগেশ্বর-প্রমুখ শঙ্কর-পুত্র নয়নানন্দ (২৩)-বংশ।

নয়ন-সুত শিবরাম এবং রামভদ্র ২৪। রামভদ্র-সুত কৃষ্ণবল্লভ এবং গোপীজনবল্লভ ২৫। কৃষ্ণ-সুত মধুসূদন, রাজেন্দ্র, রামনারায়ণ, প্রাণবল্লভ

ও রঘুনন্দন ২৬। মধু-সুত গঙ্গাধর, রামচন্দ্র, বামদেব এবং যাদবেন্দ্র ২৭। গঙ্গাধর-বংশের একদেশ ৪৮পৃষ্ঠে দেখ। কুমারহট্টের অধিবাসী—খাসবাড়ী।

রামচন্দ্র-সুত নন্দরাম, সন্তোষরাম, কালীচরণ (ভঙ্গ), গোবিন্দ, রামপ্রসাদ এবং রামজীবন ২৮। নন্দরাম-সুত সন্তোষ ও রামরাম ২৯। রামরাম অনপত্য মৃত। কালীচরণ-সুত বলরাম ২৯। সুন্দররাম এবং রামকিঙ্করাদি আর সাতজন বিভিন্নমাতৃক এবং বিভিন্নস্থানস্থ। গোবিন্দ ও রামজীবন দীর্ঘাঙ্গী (দীঘাড়ী)-কন্যা-বিবাহী, বর্দ্ধমান জিলায় বাস।

মধু-সুত গঙ্গাধর (২৭) প্রমুখ রামজীবন ও সন্তোষ এই দুই সহোদর ভঙ্গ, রূপরাম পিতৃপদে অধিষ্ঠিত, পর্য্যায় ২৮।

শঙ্কর-প্রমুখ মধু-সুত সন্তোষের (২৭) পুত্র মনোহর, দেবনাথ, বিজয়রাম, দয়ারাম, দুলাল, অনন্তরাম, কৃষ্ণচন্দ্র, জগন্নাথ, শ্যামসুন্দর, গৌরাঙ্গচাঁদ এবং যশোদানন্দন ২৮। রূপরাম-সুত রামশরণ ২৯। ইঁহাদিগের বংশ যশোহর ও ঢাকা জিলায় ছিন্নভিন্নরূপে অবস্থিত আছে। জ্ঞাতিগণ-মধ্যে কেহ কাহাকেও ধারাবাহিক পরিচয়ের সুশৃঙ্খলা দ্বারা আবদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু শঙ্করের প্রশংসা বাক্যটী সকল জ্ঞাতিরই কণ্ঠস্থ আছে। যথা—

"যোগেশ্বর সুত শঙ্কর-সম শঙ্কর-শর্ম্মা।
লোকরঞ্জন, বুধজনমান্য, সৎকবি, কৃতকর্ম্মা॥" মেলপ্রকাশ।

যোগেশ্বর প্রমুখ শঙ্করের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামনারায়ণের (২৬) বংশ। খড়দহ কাশ্যপকাঞ্জারী থাক।

রামনারায়ণ বর্দ্ধমান জিলার ক্ষীরী কোতলপুরের কাশ্যপকাঞ্জারী বৃন্দাবন রায়ের কন্যা-বিবাহী, কাশ্যপকাঞ্জারী-দোষ-দুষ্ট। কোন কোন পুস্তকে এই বৃন্দাবন রায়কে শ্রীরামপুর-নিবাসীও বলিয়া উল্লেখ করে। রামনারায়ণের

দশটী পুত্র। ইঁহারা সকলেই মহামহোপাধ্যায় ও দিক্‌পালসদৃশ প্রতাপান্বিত, সিদ্ধশ্রোত্রিয়রূপ অষ্ট আধারে অষ্ট দিকে অষ্ট শক্তিতে আকৃষ্ট। সেই দশদিক্‌-পালের নাম এই—যদুচাঁদ, রামকৃষ্ণ, বিশ্বেশ্বর, লক্ষ্মীকান্ত, রাজারাম, রাধাকান্ত, মুকুন্দ, সীতারাম, দুর্গাচরণ ও কৃষ্ণদেব ২৭। যদুচাঁদ স্বকৃত ভঙ্গ। যদুচাঁদ স্বকৃত ভঙ্গ নিবন্ধন বহুপত্নীক, সুতরাং তদীয় ঔরসে বহু পুত্রের জন্ম হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ১৮ জন বিশেষ প্রসিদ্ধ। যথা—নন্দরাম, কালীচরণ, নীলকণ্ঠ, দুর্গারাম, রামরাম, হৃদয়রাম, সিদ্ধেশ্বর, সন্তোষ, রামশরণ, তিলকরাম, দাতারাম গৌরীচরণ, রতিকান্ত, কৃপারাম, কৃষ্ণরাম, রামদুলাল, রামকিশোর ও সদাশিব ২৮।

কালীচরণ-সুত রামানন্দ, শিবরাম ও শঙ্কর ২৯। নন্দরাম-সুত অযোধ্যা-রাম, মনোহর, মুক্তারাম, নিমাঞি, বৈদ্যনাথ ও গদাধর ২৯। সিদ্ধেশ্বর-সুত রূপ, তারাচাঁদ,যুগল, দুলাল ও রাজচন্দ্র প্রভৃতি বহু পুত্র ২৯। নীলকণ্ঠ-সুত আনন্দীরাম ২৯। কৃষ্ণরাম সুত দেবীচরণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি ২৯।

রামনারায়ণ (২৬) প্রমুখ বিশ্বেশ্বর-সুত রামকিশোর মুখোপাধ্যায় ২৮। নদীয়া জিলার গোঠপাড়া নিবাসী কেশরগ্রামী রাজা রামদেব রায়ের কন্যা-বিবাহী। কেশরগ্রামী রামদেব রায়ের কন্যা-গ্রহণ-হেতু কেশরভাবাক্রান্ত। সুত=আত্মারাম, গৌরীচরণ, গঙ্গারাম, আনন্দীরাম, সদাশিব, রামকান্ত এবং রামদেব ২৯।

রামনারায়ণের পর্য্যায় ২৬। পুত্র বিশ্বেশ্বর ২৭। তৎপুত্র আত্মারাম ২৮। সুত কামদেব, রামলোচন এবং হরিবংশ ২৯। (হরিবংশ ভঙ্গ)।

আনন্দীরাম ২৯। সুত মহাদেব প্রভৃতি অনেক, পর্য্যায় ৩০। হরসিদ্ধান্তী-দোষে দূষিত।

বিশ্বেশ্বর-সুত গঙ্গারাম (ভঙ্গ), পর্য্যায় ২৮। রামনারায়ণ-সুত লক্ষ্মীকান্ত ২৭। সুত শ্যামসুন্দর (ভঙ্গ) ও রামচরণ প্রভৃতি সাত জন ২৮। শ্যাম-সুত শঙ্কর,

ভবানী, গোবিন্দ, রামলোচন, পীতাম্বর, বলরাম, রামজীবন, জগন্নাথ, কিশোর, হরিগোপাল, প্রসাদ ও নিমাঞি ২৯।

রামচরণ (২৮) সুত সীতারাম (ভঙ্গ) ২৯। তৎপুত্র শঙ্করাদি আটজন ৩০ শঙ্কর-সুত রামকানাই ৩১।

যদুচাঁদ (২৭)-সুত রামনাথ ২৮। সুত রামগোপাল ২৯। তৎপুত্র শম্ভু ৩০। শম্ভু-সুত রঘুনাথ বেদান্তবাগীশ, রামতনু ভাগবতভূষণ, নীলকমল ও নীলমাধব বিদ্যাভূষণ ৩১। রঘুনাথ (৩১) সুত রামগোপাল (ভঙ্গ), রামশরণ, রামগোবিন্দ (ভঙ্গ), রামচন্দ্র, রঘুরাম ও রূপরাম ৩২। রামগোপাল (৩২) সুত নিধিরাম (ভঙ্গ) ৩৩। রামগোবিন্দ সুত হরিনারায়ণ ৩৩। বেড়াগড়ী গ্রাম, জিলা হুগ্‌লী।

রামগোপাল (৩২)-সুত রামরাম, রামজীবন, আত্মারাম ও জয়রাম ৩৩। ইঁহারা স্বভাবে আছেন। নিধিরাম ভঙ্গ, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

রঘুনন্দন-প্রমুখ রামচন্দ্র-সুত খেলারাম প্রভৃতি অনেক, পর্য্যায় ৩৩। রঘুনন্দন প্রমুখ বিষ্ণুরাম সুত নরসীরাম, শিবরাম, দুর্গারাম, মাণিকরাম ও মনোহর (ভঙ্গ) ৩৩। মনোহর সুত সার্থকরাম ৩৪। রঘুনন্দন-প্রমুখ রূপরাম ৩৩। রূপরাম সুত রামরাম, গোকুল, রাজবল্লভ (ভঙ্গ), বিশ্বনাথ ও তিতু ৩৪। ইঁহাদিগের বংশাবলী হালীসহরের খাসবাড়ী গ্রামে বিরাজ করিতেছেন।

নয়ন (২৩)-পৌত্র গোপীজনবল্লভ (২৫)-বংশাবলী। ৪৮ ও ৭৪ পৃঃ

গোপীজনবল্লভ সুত রঘু এবং নরোত্তম ২৬। নরোত্তম সুত মহাদেব ও রূপরাম ২৭। মহাদেব সুত শ্যাম ও রামরাম ২৮। রূপরাম সুত আনন্দীরাম, তিলক, বিনোদ, রামানন্দ, ভবানী, হরিরাম, তিতু, রামনাথ, ষষ্ঠিদাস ও শিবশঙ্কর প্রভৃতি ২৮।

রঘুদেব, কালীচরণ প্রভৃতি কয়েক জন, পর্য্যায় ২৮। বিনোদ সুত হরিরাম প্রভৃতি দশ জন পর্য্যায় ২৯।

নয়ন সুত শিবরাম (২৪) বংশাবলী। ৭৭পৃঃ

সুত রূপনারায়ণ ও জগদ্‌দুর্লভ ২৪। রূপনারায়ণ-সুত অনন্ত, গোপাল (ভঙ্গ) ও কেশব ২৬। অনন্ত সুত বিশু, কাশী ও রামনাথ ২৬। রামনাথ-সুত মুকুন্দ প্রভৃতি অনেকজন, পর্য্যায় ২৮।

রূপনারায়ণ জগদ্‌দুর্ল্ভ উভয়েই নবদ্বীপাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ রায়ের কন্যা-গ্রহণে কেশরকুনীভাব-প্রাপ্ত।

জগদ্‌দুর্ল্ভ (২৫)-সুত রঘু, রাঘব, রামেশ্বর ও যাদু ২৬। রামেশ্বর-সুত কৃষ্ণদেব ২৭। নদীয়া জিলার মোল্লাবেলে গ্রামে অবস্থিত, কেশরভাবাপন্ন।

যোগেশ্বর (২২) প্রমুখ পূর্ণানন্দ (২৩) বংশ। ৭৪পৃঃ

পূর্ণানন্দ সুত শ্রীরাম ও গোবিন্দ ২৪। শ্রীরাম সুত মথুরেশ (ভঙ্গ), মধুস্দন (রূপকূপে মগ্ন), মহাদেব (ইহার অপর নাম চাঁদ), কৃষ্ণকিঙ্কর ও রামচন্দ্র, পর্য্যায় ২৫। কৃষ্ণ-সুত চন্দ্র ২৬। তৎসুত বিহারী ২৭। তৎপুত্র যামিনী ও চণ্ডী ২৮।

"রূপকূপে ত্রয়ো মগ্নাঃ ষড়্‌দগ্ধা দগ্ধমন্দিরে"। মেলমালা।

মথুরেশ-সুত রঘু, রত্নেশ্বর, কন্দর্প, বাসু, কৃষ্ণজীবন, নিধিরাম, অযোধ্যারাম কেশব ও সাতু ২৬।

পূর্ণানন্দ প্রমুখ মধুসূদন (২৫) বংশ। ৭৮পৃঃ

মধু-সুত আত্মারাম ২৬। সুত শ্রীহরি, ভৃগুরাম, দর্পনারায়ণ (ভঙ্গ) ও হরেকৃষ্ণ তর্কবাগীশ ২৭। ভৃগুরামের বংশ বাঁশবেড়িয়া গ্রামে অবস্থিত, পর্য্যায় ২৭। শ্রীহরি সুত রামহরি, রামলোচন এবং ব্রজরাম অথবা ব্রজকৃষ্ণ প্রভৃতি ২৮। ব্রজ-সুত রামচন্দ্র ২৯। সুত কেদার ৩০। তৎপুত্র নীলমণি,

প্রাণনাথ ও রামগোপাল ৩১। নীলমণি সুত বৈদ্যনাথ ৩২। পুত্র প্রফুল্ল ৩৩। প্রাণনাথ সুত দ্বিজেন্দ্র, যোগীন্দ্র ও মুনীন্দ্র ৩২। দ্বিজেন্দ্র সুত জগৎপতি ৩০। রামগোপাল পুত্র জিতেন্দ্র ৩২। ইহাদিগের নিবাস নদীয়া জিলার ধর্ম্মদহ গ্রামে।

হরেকৃষ্ণ তর্কবাগীশের সুত রামশঙ্কর, নন্দদুলাল বা নন্দকুমার, রামদুলাল ও শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম প্রভৃতি, পর্য্যায় ২৮। ইহাদিগের বংশ ধর্ম্মদহ গ্রামে বিরাজিত। রামশঙ্করের উপাধি সিদ্ধান্তবাগীশ, তৎসহোদর নন্দদুলাল বা নন্দকুমারের উপাধি ন্যায়বাচস্পতি। রামশঙ্করের পুত্র শিবানন্দ ২৯। পৌত্র কালীদাস, পর্য্যায় ৩০ (পারিহাল মেলে গত)। প্রপৌত্র প্রসন্নকুমার ও শশিভূষণ (ইনি তুষভাণ্ডারের ঘোষাল বংশ সম্ভূত রাজা আনন্দমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের ২য়া স্ত্রী কৃষ্ণরঙ্গিনী দেবী চৌধুরাণীর কন্যা জগন্মোহিনী দেবী চৌধুরাণীর পাণি গ্রহণে ভঙ্গ) ৩১। প্রসন্ন সুত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, এবং শৈলেশনাথ ৩২। শশিভূষণ সুত বিধুভূষণ, সুরেন্দ্রমোহন প্রমথভূষণ ও মন্মথভূষণ ৩২। (রংপুর জিলার তুষভাণ্ডার-নিবাসী)।

নন্দকুমার পুত্র রামপ্রসাদ তর্কালঙ্কার, পর্য্যায় ২৯। পুত্র পূর্ণচন্দ্র ও তারাচাঁদ ৩০। পৌত্র দ্বারকানাথ, হরিনাথ ও মহেন্দ্রনারায়ণ, অন্যপক্ষে যদুনাথ ৩১। ইহারা পূর্ণচন্দ্রের পুত্র, পর্য্যায় ৩১। তারাচাঁদ সুত রমেশ ৩১। রমেশ ও যদুনাথের বংশাভাব। দ্বারকানাথ-সুত তিনকড়ি ও প্রমথনাথ ৩২। হরিনাথের অপর নাম হেমচন্দ্র, তৎসুত শিবচন্দ্র ৩২। মহেন্দ্রনারায়ণের পুত্রের নাম রজনীকান্ত, শ্যামাপদ ও নির্ম্মলচন্দ্র ৩২। মহেন্দ্রনারায়ণ রংপুর জিলার চন্দনপাটে বিবাহে মাধাই-মেল-প্রাপ্ত।

হরেকৃষ্ণের অপর পুত্রের নাম শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম ২৮। শিবচন্দ্র-সুত রাধানাথ ২৯। পৌত্র কৃষ্ণধন ৩০, প্রপৌত্র নীলমাধব ৩১। বৃদ্ধপ্রপৌত্র চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল, এবং ক্ষিতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, পর্য্যায় ৩২। অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র চন্দ্র-সুত চিরঞ্জীব. ক্ষিতি-সুত নাম অজ্ঞাত,

পর্য্যায় ৩২। নীলমাধব হইতে পারিহাল-মেল-প্রাপ্তি। ইহারা ধর্ম্মদহে বিরাজিত।

ধর্ম্মদহ-নিবাসী নীলমণি, প্রাণনাথ, গোপাল, বিহারী এবং দিনাজপুর জিলার যবনপুরের দ্বারকানাথ-সুত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পূর্ণানন্দের বংশসম্ভূত।

দর্পনারায়ণ (ভঙ্গ) ২৮। সুত দয়ারাম, রামনাথ, হরিনারায়ণ, গৌরহরি, নন্দকিশোর, গোপীনাথ এবং রামনিধি প্রভৃতি ২৮।

কাশী-সুত লক্ষ্মীনারায়ণ, রামশরণ, পদ্মলোচন, কানু, লক্ষ্মণ (কেশরকুনীভাব) যাদু ও মধু (ভঙ্গ) এবং নন্দরাম (অনপত্য মৃত) ২৭।

পূর্ণানন্দ-প্রমুখ শ্রীরাম-পুত্র মহাদেব, যাঁহার অপর নাম চাঁদ, তাঁহার বংশাবলী। পুত্র বল্লভ ২৬। তৎসুত রুদ্র, কৃষ্ণদেব, রামজীবন (ভঙ্গ), রঘুদেব এবং বলরাম (ভঙ্গ) ২৭। কৃষ্ণদেব সুত প্রাণবল্লভ ২৮। তৎপুত্র রামগোপাল, নিমাঞি, গোপীনাথ, দুলাল, সুন্দর, গঙ্গারাম, লোচন, রাজীব, জয়দেব ও নসীরাম ২৯। মাধবকাটীতে বাস, জিলা বরিশাল।

রুদ্র-সুত বিশু, কৃশ ও কেশব ২৮। রামজীবন-সুত শ্রীধর, নিধি, কেশব, নন্দু, রামপ্রসাদ, শঙ্কর, শ্যাম, খেলারাম ও সন্তোষ ২৮। রঘুদেব-সুত রামরাম ও রামচরণ ২৮। মূলঘড় পরগণায় ইহাদের বংশাবলী বিরাজিত। নদীয়া ও চব্বিশ গরগণা।

পূর্ণানন্দ-সুত গোবিন্দ (২৪)-বংশ। ৭৮পৃঃ

গোবিন্দের কেশর আক্ষেপ সুতরাং কেশরকুনী-ভাব। সুত রামেশ্বর ২৫। পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র, রঘুরাম ও রাজারাম ২৬। কৃষ্ণচন্দ্র-সুত রামনারায়ণ, শিবরাম, হরিরাম, রামকান্ত, রূপরাম, রঘুরাম, নৃসিংহ ও চন্দ্রচূড় প্রভৃতি আরও কয়েকজন

২৭। রঘুরাম (২৬)-সুত গোকুল, রামভদ্র ও রামরাম ২৭। রাজারাম (২৬)-সুত শিবরাম ২৭ (মোল্লাবেলে নিবাসী)।

জানকীনাথ (২২) বংশ। ৪৭পৃঃ

সুত অনন্ত, রামভদ্র, বলভদ্র ও ভবানীপ্রসাদ ২৩। অনন্ত-সুত রাজীব সর্ব্বানন্দী-মেলে গত, পর্য্যায় ২৪।

অনন্ত-প্রমুখ রাজীব-সুত কালিদাস, হৃষীকেশ, শিবরাম এবং রামনাথ বিদ্যালঙ্কার ২৫। কালিদাস-সুত মহাদেব, রঘুদেব, কৃষ্ণদেব, রামদেব, রামেশ্বর ২৬। মহাদেব-সুত রাধাবল্লভ, যাদু, কার্ত্তিক, রামদাস, রামনারায়ণ, রূপনারায়ণ, রামকৃষ্ণ ও লক্ষ্মণ ২৭।

রাধাবল্লভ-সুত গঙ্গারাম (ভঙ্গ), কানুরাম, হৃদয়রাম, বলরাম, লক্ষ্মীকান্ত, দুর্গারাম ও মনোহর ন্যায়ালঙ্কার (ভঙ্গ) ২৮। গঙ্গারাম (ভঙ্গ) তৎপুত্র (স্বকৃত-ভঙ্গের পুত্র অর্থাৎ দুই পুরুষে) প্রাণনাথ ও কেবলরাম ২৯।

প্রাণনাথ-সুত জগন্মোহন, রামধন, শিবপ্রসাদ, নীলকমল, হলধর, দুর্গাচরণ ও মধুসূদন ৩০। নীলকমল-সুত রামগোপাল (চারি পুরুষে) ৩১। সেরগড়ের অন্তর্গত নারায়ণপুরে বাস।

লক্ষ্মীকান্ত-সুত রামজয় ২৯। মনোহর ন্যায়ালঙ্কার সুত অভয়াচরণ, রামলোচন তর্কালঙ্কার ও রামনিধি তর্কপঞ্চানন (২ পুরুষে) ২৯। অভয়াচরণ সুত রামদাস (৩ পুরুষে) ৩০। রামদাস-সুত ভৈরব (৪ পুরুষে) ৩১।

রামলোচন তর্কালঙ্কার ২৯। সুত রামতনু, রামধন ও মুক্তারাম (৩ পুরুষে) ৩০। রামতনু-সুত কাশীনাথ, চণ্ডীচরণ ও নন্দকুমার (৪ পুরুষে) ৩১।

মনোহর-প্রমুখ রামনিধি-সুত গুরুপ্রসাদ (৩ পুরুষে) ৩০। ইহার সন্ততি-গণ মণ্ডলঘাট পরগণার নারায়ণপুরে বিরাজ করিতেছেন।

জানকী প্রমুখ অনন্ত পুত্র রাজীব (২৪) বংশ। ৮১পৃঃ

দ্বিতীয় পুত্র হৃষীকেশ (৩৫)-সুত রামজীবন ও কানুরাম। কানুর * বংশ বেলঘরিয়া গ্রামে বিরাজিত পর্য্যায় ২৬। রামজীবন-পুত্র রামরঘু রামচন্দ্র, রামশরণ (ভঙ্গ) ও নীলকণ্ঠ প্রভৃতি আর আট জন ২৭। রামশরণ-সুত সীতা-রাম প্রভৃতি, পর্য্যায় ২৮।

জানকীনাথের দ্বিতীয় পুত্র রামভদ্র ২৩। রামভদ্র-সুত গোবিন্দ, গোপাল, লক্ষ্মীকান্ত, বিশ্বেশ্বর, নারায়ণ, চন্দ্রচূড় ও যাদবেন্দ্র ২৪। গোবিন্দ ও বিশ্বেশ্বর কেশরভাবাপন্ন। রামভদ্রের তৃতীয় পুত্র লক্ষ্মীকান্ত ২৪। তৎপুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ ও কৃষ্ণজীবন ২৫। কৃষ্ণজীবন-সুত কিঙ্কর, হরেকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, অযোধ্যারাম, গতিকৃষ্ণ, জগন্নাথ ও মনোহর ২৬। কৃষ্ণজীবনের (২৫) ৪র্থ পুত্র অযোধ্যারাম (২৬)-সুত বাণেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর ও কালীচরণ ২৭। বাণেশ্বর সুত রামানন্দ ও নাগারাম ২৮। রামানন্দ সুত কৃষ্ণকান্ত ২৯। তৎসুত সুদর্শন, রামধন, শ্রীনাথ, ভোলানাথ ও রামচাঁদ৩০। বাণেশ্বরের (২৭) দ্বিতীয় পুত্র নাগারাম ২৮। তৎসুত গঙ্গানারায়ণ, উমেশচন্দ্র (সাং শান্তিপুর), ক্ষেত্রপাল (সাং শর, বর্দ্ধমান জিলা), পর্য্যায় ২৯।

জানকীনাথের (২২) বৃদ্ধ প্রপৌত্র অযোধ্যারামের বংশের একদেশ মাত্র।— অযোধ্যারাম ২৬। সুত সর্ব্বেশ্বর ২৭। তৎপুত্র কমলাকান্ত ২৮। পৌত্র মাণিকচাঁদ ২৯। প্রপৌত্র মধুসূদন ৩০। বৃদ্ধপ্রপৌত্র ভোলানাথ ৩১। অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র বিশ্বেশ্বর (কলিকাতা হাইকোর্টের মোক্তার), দেবেন্দ্রনাথ (শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী)। ইনি পণ্ডিত ৺লালমোহন বিদ্যানিধির ২য়া কন্যা শ্রীমতী নলিনী দেবীকে বিবাহ করেন) ও ৺সুরেন্দ্রনাথ ৩২। ইঁহারাও শান্তিপুর নিবাসী চৈতল-সংস্পৃষ্ট ও সর্ব্বানন্দী ভাব প্রাপ্ত।

* অনন্ত-প্রমুখ হৃষীকেশ-পুত্র কাহ্নু বা কানু ২৬। ইনি কানু নামেই প্রসিদ্ধ।

বিশ্বেশ্বর কন্যা রামদাসী, গোপালদাসী, কালিদাসী ও পুত্র রাধারমণ ৩৩। দেবেন্দ্র সুত সুশীল, কৃষ্ণ ও চারি কন্যা মায়ালতা, পদ্ম, আশালতা ও কাশী ৩৩। সুশীল (মেকানিক্যাল ড্রট্‌স্‌ম্যান, টাটা এণ্ড কোং) কন্যা প্রীতিকণা পুত্র অরুণকুমার ও সনৎকুমার ৩৪। কৃষ্ণ সুত আশুতোষ ও কন্যা শেফালিকা ও প্রণতি ৩৪। নিবাস মহেশখাগীতলা, শান্তিপুর। (সুশীলচন্দ্র টাটানগরে বর্ত্তমানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেছেন)।

রামভদ্র প্রমুখ গোবিন্দ-সুত রত্নেশ্বর ২৬। রামভদ্র প্রমুখ নারায়ণ-সুত শিবরাম ও জনার্দ্দন ২৬। শিবরাম সুত বিশ্বেশ্বর ২৭। গোবিন্দ সুত জগদ্‌ দুর্ল্ভ ও বিষ্ণুরাম (ভঙ্গ) ২৭। জগদ্দুর্ল্ভ সুত রামচন্দ্র, নকু, রামকান্ত, রাম-গোপাল, কৃষ্ণচন্দ্র তর্কবাগীশ, রঘুরাম, রামশরণ পঞ্চানন, কেশব ও রামানন্দ ২৮। কৃষ্ণচন্দ্র তর্কবাগীশ সুত কন্দর্প ও মাণিকরাম সিদ্ধান্ত-বাগীশাদি অনেক ব্যক্তি ২৯। কন্দর্প সুত গৌরীকান্ত ৩০। বর্দ্ধমান জিলার অকালপৌষ গ্রামে ও শান্তিপুরে বিবাহ হেতু ঐ দুই স্থানে ইহার বংশ বিস্তৃত হইয়াছে।

রামকান্ত সুত সর্ব্বানন্দী মেলে আদান-প্রদান হেতু সর্ব্বানন্দী মেলপ্রাপ্ত। ইহার নাম শিবকিঙ্কর বা কিঙ্কর, পর্য্যায় ২৯।

বিষ্ণুরাম ২৭। তৎপুত্র ষষ্ঠীদাস, কৃষ্ণদেব, শুকদেব, রামনাথ ও ধনঞ্জয় (ইনি বর্দ্ধমান জিলার বড়োয়াঁ গ্রামের অধিবাসী ২৮। বিষ্ণুরাম (ভঙ্গ) কাঁটোয়ার অন্তর্গত ইন্দ্রাণী পরগণার আমূল গ্রাম নিবাসী সর্ব্বানন্দী মেলে গত। বিষ্ণু-পুত্র রামনাথ- সুত জানকীরাম ২৯। তৎপুত্র সাফল্যরাম ৩০।

রামভদ্র প্রমুখ লক্ষ্মীকান্ত ২৪। সুত কৃষ্ণজীবন ২৫। তৎপুত্র অযোধ্যারাম ২৬। তৎসুত বাণেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর ও কালীচরণ ২৭ মহিন্তা (কষ্টশ্রোত্রিয়) কন্যা-বিবাহী, বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুর ও পলাশডাঙ্গায় বাস।

মুং মহাদেব বংশাবলী
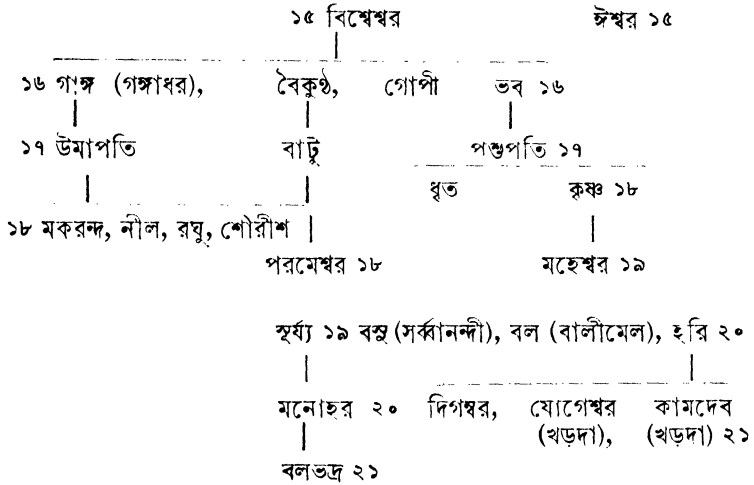
মুং খড়দহ মেল কামদেব পণ্ডিত বংশ।

ভাগলপুর জিলার বাঁকা ও কেলাপুর গোস্বামী বংশ বিবরণ

আশারাম গেস্বামী ১। সুত উমাচরণ ২। সুত রামদয়াল ৩। সুত জগমোহন, সুন্দরচাঁদ, দীলমোহন ও নীলমোহন ৪। জগমোহন সুতা তারিণী ৫। দীলমোহন সুত শ্রীপার্ব্বতীচরণ ও অম্বিকাচরণ ৫। নীলমোহন সুত শ্রীশ্যামাচরণ (Retired Hd. Clerk Judge's Court, Bhagalpore & Monghyr.), শ্রীঅন্নদাচরণ B. L. উকীল বাঁকা, ভাগলপুর, শ্রীসারদাচরণ (P. W. D. Overseer, Patna Division) ও বরদাচরণ (নাজীর বাঁকা, ভাগলপুর) ৬।

শ্যামাচরণ সুতা শৈলবালা, স্বামী মহাদেব রায়-চৌধুরী, এরুল, মুর্শিদাবাদ ৬। অন্নদা সুত জ্ঞানেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, অমলেন্দ্র ও বিমলেন্দ্র ৬। সারদা সুত বঙ্কিমচন্দ্র ৬। বরদা সুত বিশ্বনাথ, শম্ভুনাথ ও উমানাথ ৬। এক্ষণে কুলক্রিয়া রহিত।

ভাগলপুর জিলার চাম্পানগরের জমিদার মহাশয় ৺তারকনাথ ঘোষ মোগল সরকারে কাননগু ছিলেন। চাম্পানগরে তাঁহার ক্রিয়াকাণ্ড নির্ব্বাহের জন্য বঙ্গদেশ হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে উপরে যাজ্ঞিক বংশের তালিকা দেওয়া গেল।

গুরুবংশে শান্তিকুমার ভট্টাচার্য্য চাম্পানগর বাস করিতেছেন।

পুরোহিত বংশে সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ইনিও চাম্পানগরের অধিবাসী।

শ্রীসারদাচরণ মুখো, পাটনা, প্রদত্ত। ৯।১১।৩৫

মুং ফুং কামদেব পুত্র মধুসূদন প্রমুখ অনন্তের বংশ। (ভঙ্গকুল)

অনন্ত সুত গোলকচন্দ্র ২৪। সুত মদনমোহন (ইনি ঢাকা বিক্রমপুর হইতে মানভূম লধুরকায় আসেন) ২৫। সুত বাঞ্ছারাম (ভঙ্গ) ২৬। সুত তারাচরণ ও শ্যামাচরণ (ইহাদের মেলান্তর দোষ) ২৭। তারা সুত রামহরি ২৮। সুত কাশীনাথ ও জানকী ২৯। সুত মহেশ, হংসেশ্বর ও উমেশ (ইনি পুরীর পোষ্ট-মাষ্টার)৩০। শ্যামাচরণ সুত রামশরণ, রামদুর্লভ ও মধু ২৮। মধু সুত রামনাথ ও উদয় ২৯। রামনাথ সুত শক্তিপদ (লধুড়কা) ৩০। উদয় সুত ভূষণ (লধুড়কা, মানভূম) ৩০।

মুং খড়দহ মেল কামদেব পণ্ডিত বংশ। (ভঙ্গকুল)

কৃষ্ণচন্দ্র ১। বেণীমাধব ২। সুত নিবারণচন্দ্র (৪পুরুষে ভঙ্গ) কেরানী আই জি, জেল অফিস, বিহার। সুত ফকিরচন্দ্র M.B.B.S., আমীরচাঁদ, গোপালচন্দ্র, কিরণচন্দ্র, রামচন্দ্র, কন্যা শৈলবালা ও সাবিত্রী দেবী।

ইহাদিগের পৈতৃক বাসস্থান অড়ডমবাগ সবডিভিসনের অন্তর্গত বসন্তপুর গ্রাম, জিলা হুগলী।

শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখো, গর্দ্দানীবাগ, পাটনা, প্রদত্ত। ৮।১২।৩৫

মুং খড়দহ মেল কামদেব পণ্ডিত বংশ। (ভঙ্গকুল)

রামকানাই ১। সুত উমাচরণ (ভঙ্গ) ও শ্যামাচরণ (ভঙ্গ) ২। উমা সুত অঘোরনাথ ও ভোলানাথ ৩। অঘোর সুত মনোমোহন ও বিভূতিভূষণ (Typist P. H. D., Patna বর্ত্তমান বাসস্থান গর্দ্দানীবাগ পাটনা) ৪। বিভূতি সুত শিশিরকুমার (P.W.D. Contractor, Patna), রবীন্দ্রনাথ, নির্ম্মলকুমার, সন্তোষকুমার ৫। শিশিরকুমার সুত দুলালহরি ৬। ভোলানাথ সুত ভূদেব ৪। শ্যামাচরণ সুত শশিভূষণ ও শিবচন্দ্র ৩। শিব সুত বলাই ৪।

ইহাদিগের পৈতৃক বাসস্থান ঝাকরদহ, জেলা হাওড়া, পোঃ ডুমজুর।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখো, গর্দ্দানীবাগ, পাটনা, প্রদত্ত। ২২।১২।৩৫

ফুলিয়া প্রকরণ।

নৃসিংহ-প্রকরণম্।—নৃসিংহ-সুতা মুরারি-সূর্য্য-গোবিন্দকাঃ। মুরারি-সুতা অনিরুদ্ধ-গৌরী-বনমালী-ভৈরব-মার্কণ্ডেয়-মদন-নিরাস-ব্যাসকাঃ। অনিরুদ্ধ-সুতা লক্ষ্মীধরহালদার-বরাহ-ধৃতিকর-শুভঙ্কর-নারায়ণ-হৃষিকেশ-গোবর্দ্ধনকাঃ। লক্ষ্মীধর সুতা মনোহর-তিলায়ি-দুর্গাবর-নরোত্তম-কমল-লোকনাথ-হলধর-কিরণাঃ। মনোহরপণ্ডিত-সুতাঃ সুসেন-জগদানন্দ-গঙ্গানন্দ-ভট্টাচার্য্য পঞ্চানন বল্লভকাঃ। সুসেনপণ্ডিতস্যোচিতো বং বৈদ্যনাথ প্রেং গং বংশধরজঃ, লভ্যো বং হিরণ্যো গং বাসুজঃ, উচিতশ্চং উদয়ঃ চৈ বলায়িজঃ, মার্জ্জনে সাধুঃ, সুসেনস্য সুতাঃ শিবাচার্য্য-ভবানী-গোবিন্দ-কানায়িকাঃ। শিবাচার্য্যস্য পিতৃবরেণ চং উদয়স্য কন্যা-বিবাহঃ, ততঃ সাতশতী মুলুক্‌জূড়ী বিবাহঃ, ততঃ পিতৃব্য গঙ্গানন্দ-ভট্টাচার্য্যস্য বরেণ বং শ্রীনাথস্য কন্যা-বিবাহঃ, অত্র ধন্দদোষঃ, আর্ত্তিঃ গাং কেশব-নীলকণ্ঠজঃ ইতি কেচিদ্বদন্তি, ততো লভ্যো বং আনায়ি গাং হিরণ্যজঃ মুং বিং

কাশীশ্বরো রমানাথস্য পশ্চাৎ, অত্র হেতুঃ, উচিতশ্চং শঙ্কর চৈং উদয়জঃ, ক্ষেম্যো বং রামো বং যদুনাথঃ শ্রীনাথজৌ, তৎসুতা গোপীশ্বর-রত্নেশ্বর-রামেশ্বরকাঃ, এতে চং উদয়স্য দৌহিত্রাঃ। রামেশ্বরস্যৌচিত্যং দুর্গাদাস আং বং জগন্নাথ-কুশৈঃ, ভ্রাতৃ গোপীশ্বর-রত্নেশ্বর--জ্ঞাতিভ্রাতৃ-গোপীনাথ-যোগে, অত্র নারায়ণদাসী-ভাবঃ, মুং গোপীশ্বরস্য নারায়ণদাস-চৌধুরিণ কং বিং, অত্র পানোদোষঃ এবং চংচৈং রাম চন্দ্র-গোবিন্দয়োর্যোগে পশ্চাৎ বং সাং দুর্গাদাস-দৌহিত্রীকন্যা গঙ্গানাম্নী চং বিশ্বে শ্বরেণ বলানাম্নিকা পশ্চাদ্ আনীতা, তস্যাং মৃতায়াং চং বিশ্বেশ্বরপুত্রৈঃ শ্রাদ্ধং কৃতং, তেন হেতুনা অত্র কুলে রজনীকরীচ্ছন্নঃ, তৎসুতা হরিবংশ-রঘুবংশ-যজ্ঞেশ্বর-রামদেবকাঃ। হরিবংশস্যোচিতো বং রাঘব আং সাং, ততঃ সাতশতী নালসী-বিবাহঃ লাড় গ্রামে, তত উচিতো রমাকান্ত-জ্ঞাতিভ্রাতৃ-নীলকণ্ঠস্য পশ্চাৎ আং, অত্র কানুঘোষলী-মাধবরায়ি-সম্পর্কঃ, ততস্তৎকন্যা বং শ্রীকৃষ্ণ-তর্কা-লঙ্কারেণ বিবহিতা। পুত্র-রাজবল্লভস্য পশ্চাৎ সাং রামকান্তজঃ, অত্র রায়ি-গ্রামি-সম্পর্কঃ,। বং শ্রীকৃষ্ণ-তর্কালঙ্কারেণ সন্দিগ্ধ-রায়ি-গাঞি-বিবাহঃ, তেন ব্যস্তীভূত্বা মুং রাজবল্লভায় কন্যাং দত্বা তস্য ভগিনীং বিবাহঃ কৃতঃ, এতৎ শ্রুত্বা বং রমাকান্ত পুত্রবর-স্বীকারো ন কৃতঃ, পুনর্বরং রমাকান্তস্য আষাঢ় ক্ষেত্রে স্বয়ংবর-সভায়াং কন্যাদ্বয়প্রং, অতএব হরিবংশকুলে বিপর্য্যায়ঃ পুত্রেঽপি, পশ্চাৎ রায়িগাঞ্জি-পরিবেত্তৃ-দোষস্য সূচনং, তৎসুতৌ রমণ-রাজবল্লভৌ। রমণস্যো-চিতো বং রঘুদেবো বং কামদেব আং প্রং ভ্রাতৃ-রাজবল্লভ-যোগে, অত্র পিণ্ড-দোষ; সাং রামেশ্বর চক্রবর্ত্তিজৌ, তৎসুতা ভুবন-লক্ষ্মীকান্ত-গোপাল-সহস্ররাম গোবিন্দাঃ। ভবস্য পিতৃবরেণ বং রঘুদেবস্য কং বিং, উচিতো বং রাধাকান্তঃ সাং রঘুদেবজঃ, বং সীতারামঃ প্রং পুত্র-কালীচরণ-বরেণ আং সাং কামদেবজঃ, তৎসুতৌ কালীচরণ-গন্ধর্ব্বৌ। কালীচরণস্য পিতৃবরেণ বং সীতারামস্য কং বিং, তত উচিতো বং যাদবেন্দ্রঃ, তৎপুত্রাঃ সীতারাম-রামকান্ত-বরাভ্যাং প্রং। ধ্রুবানন্দ মিশ্র।

মুং ফং গঙ্গাধর ঠাকুর সন্তান—স্বভাব কেশর ভাবাপন্ন

বিনোদরাম (রানাঘাটের সন্নিকট আন্দুলিয়া নিবাসী, পোঃ আন্দুলিয়া, জেলা নদীয়া) সুত রামজীবন। তৎসুত রামকান্ত। সুত ঠাকুরদাস, দুর্গাদাস ও গোবিন্দচন্দ্র। ঠাকুরদাস সন্তান কেদারনাথ—(ইনি আন্দুলিয়ার বাস ত্যাগ করিয়া ২৪ পরগণার অন্তর্গত খালিসাদী গ্রাম (পোঃ হাড়োয়া) যাইয়া বাস করেন), যোগেন্দ্রনাথ, ভবতারিণী (উলা নিবাসী উমেশ গঙ্গোর সহিত বিবাহ), কাদম্বিনী (সন্তোষপুর নিবাসী যদুনাথ চট্টোর সহিত বিবাহ)।

কেদারনাথ সন্তান নিস্তারিণী (খড়দহ নিবাসী কার্ত্তিক চট্টোর সহিত বিবাহ), তারকনাথ ও বারানসী। তারকনাথ সুত অমরনাথ (ওভারসিয়ার), অমূল্যনাথ ও চুণিলাল (I.W., E.I.Ry.) অমরনাথ সন্তান রাণীবালা, শান্তিলতা, আশালতা (অবি), জগন্নাথ (অবি), মাধাই, নিতাই, কানাই ও পূর্ণেন্দু। অমূল্য সুত ধনকৃষ্ণ। চুণিলাল সুত প্রতাপকুমার। বারানসী সুত সন্তোষকুমার ও পান্নালাল। সন্তোষ সুত অজিতকুমার। জগন্নাথ সম্বলপুর জেলা স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পরিক্ষায় উত্তীর্ণ।

গোবিন্দচন্দ্র সুত গঙ্গেশচন্দ্র তৎসুত শরৎচন্দ্র, কালী (রাঁচি এ, জি, অফিস), জ্ঞানেন্দ্রনাথ।

ইহারা স্বভাব কুলীন। গঙ্গাধরঠাকুরের পুত্রগণের মধ্যে কতক কেশরভাব প্রাপ্ত। মূল পুস্তকে গঙ্গাধর সুত রামজীবন লেখা আছে।

শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায় ওভারসিয়ার পি, ডবলিউ, ডি, সম্বলপুর-প্রদত্ত
বাসস্থান বসিরহাট, ২৪ পরগণা। ৬।৬।৩৬

মুং ফুং গঙ্গাধর (২৭) ঠাকুর বংশ। ৪পৃঃ

গঙ্গাধর সুত রামজীবন ২৮। রামরাম ২৯। রবীলোচণ ৩০। কমলাকান্ত ৩১। নিত্যানন্দ ও জয় ৩২। নিত্যানন্দ সুত রতিকান্ত ৩৩। সুত ডমন ও নীলাম্বর ৩৪।

জয় সুত রামেশ্বর ৩৩। সুত রাখাল ও মাখন ৩৪। রাখাল সুত অবিনাশ ৩৫। তৎসুত তারু ৩৬। মাখন সুত কালীপদ, উমাপদ ও রামপদ ৩৫। কালী সুত অনঙ্গ ৩৬। উমা সুত চণ্ডী ৩৬।

ডমন সুত তেজচন্দ্র ৩৫। সুত রামচন্দ্র ৩৬। সুত কালীপদ ৩৭।

নীলাম্বর সুত বিষ্ণুচরণ, বেণীমাধব, প্রতাপ, কাঙ্গালীচরণ, মাখন, ভূষণ ও মাহিন্দী ৩৫। বিষ্ণু সুত বৈদ্যনাথ (উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন এক্ষণে পেনসনার) ও ভোলানাথ ৩৬। বৈদ্যনাথ সুত দেবীলাল বি-এল, ও নারায়ণ ৩৭। ভোলা-নাথ সুত কেদারনাথ, কাশীনাথ (পুলিশ অফিসের কেরাণী) ও শম্ভুনাথ ৩৭। বেণীমাধব সুত গৌরীনাথ (ধানবাদের নাজীর) ৩৬। সুত ডাঃ রণেন্দ্রনাথ ও বিজয় বি-এ, ৩৭। রণেন্দ্র সুত বিমল ৩৮। বিজয় সুত মৃণাল, তুষার ও পুলীন ৩৮।

প্রতাপ সুত যতীশ, জ্ঞানদা, অনাদি ও অনিল ৩৬। মাখন সুত গগন ৩৬। ভূষণ সুত সুধীর ও অধীর ৩৭। মাহিন্দী সুত রাসবিহারী ও গোপাল ৩৬।

সাং নাক্‌দা, পোঃ অফিস ও ষ্টেশন পুরুলিয়া।

শ্রীকুমুদবন্ধু বন্দ্যো গুন্দলুবাড়ী, মানভূম, প্রদত্ত। ২০।২।৩৬

মুং ফুং গঙ্গাধর (২৭) ঠাকুর বংশ। (ভঙ্গকুল) ৪পৃঃ

গ্রাম চাতরা, পোঃ শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী।

বলরাম ১। রামরাম ২। হরিনারায়ণ (খুড়ীগাছী রত্নেশ্বর ঠাকুরের বাড়ী ভঙ্গ) ৩। হরি-সুত কীর্ত্তিচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, নারদ ও কালীচরণ ৪। কীর্ত্তিচন্দ্র সুত পঞ্চানন ৫। সুত শৈলেন্দ্র, রমেন্দ্র, শিবপ্রসাদ, শীতল, তারাচরণ ৬। নারদ সুত কেশব ৫। তৎসুত প্রভাস, প্রশান্ত, প্রফুল্ল, প্রসূন, প্রতুল ও দিলীপ ৬। প্রফুল্ল সুত বলরাম ৭। শ্রীপঞ্চানন মুখো, পি, ডব্‌লিউ, ডি সেকরেটারিয়েট, কটক, প্রদত্ত। ১০।১১।৩৫

মুং ফুং গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য বংশ।

গঙ্গানন্দ ২৩। রামাচার্য্য ২৪। গোপাল ২৫। মুরহর তর্কবাগীশ ২৬। রামকৃষ্ণ ২৭। যদুনন্দন ২৮। নিত্যানন্দ ২৯। রাধাকৃষ্ণ (বেলেড়া, বাঁকুড়া জিলা) ৩০। রাধা-সুত নবীন ও সনাতন ৩১। নবীন-সুত বলরাম ৩২। বলরাম-সুত হংসেশ্বর ও মহেশ্বর ৩৩। হংস-সুত গৌরমোহন (সাং নাখদা, জিলা মানভূম) ৩৪। মহেশ্বর-সুত সতীশচন্দ্র ও যোগেশচন্দ্র (বাঁকুড়া জিলা) ৩৪।

মুং ফুং নীলকণ্ঠ প্রমুখ রঘুনাথ ঠাকুর বংশ।

রঘু-সুত রমানাথ তৎসুত ছকু ও ধরণী (ভঙ্গ) বাঁকুড়া। ছকু-সুত মোহন, ও কালু (অঃ পুঃ) গুন্দলুবাড়ী, মানভূম। মোহন-সুত লফর ও দিগম্বর (অঃ পুঃ) লফর-সুত ধনঞ্জয় তৎসুত রামরতন তৎসুত তিনকড়ি গুন্দলুবাড়ী, মানভুম। কালুর দৌহিত্র জগন্নাথ বন্দ্যো, গুন্দলুবাড়ী।

মুং ফুং নীলকণ্ঠ প্রমুখ রঘুনাথ ঠাকুর বংশ।

রঘু-সুত রত্নেশ্বর সুত বিশ্বেশ্বর সুত সভারাম (ভঙ্গ) সুত আনন্দ, বামানন্দ ও সর্ব্বানন্দ। আনন্দ-সুত দ্বীপচন্দ্র মৌতড়, মানভূম। সুত ঈশান ও ভগবান্। ঈশান-সুত নয়ান (অঃ পুঃ) ইনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, পশুভাষা বুঝিতেন সাং মৌতড়, মানভূম। নন্দারচাঁদ এল-এ (অঃ পুঃ), লক্ষ্মীকান্ত (অঃ পুঃ)। ভগবান্-সুত কার্ত্তিকেয় ও বিষ্ণু। কার্ত্তিকেয়-সুত গঙ্গাধর। বিষ্ণু-সুত শ্রীধর। সাং মৌতড়, মানভূম।

ঈশান চন্দ্রের কন্যার সহিত গুন্দলুবাড়ী নিবাসী জগন্নাথ বন্দ্যোর বিবাহ হয়।

রঘুনাথ প্রমুখ সর্ব্বানন্দের ধারা। [ভঙ্গকুল] ৯০পৃঃ

সর্ব্বানন্দ পৌত্র কুড়ারাম (ভঙ্গ) ও মদন। কুড়ারাম-সুত রামচরণ, শ্রীরাম ও যাদব (ইনি কালীভক্ত বর্ত্তমানে কাশীধামে বাস করিতেছেন)।

রামচরণ-সুত উমেশ, দ্বিজ ও প্রতাপ, সাং অর্জ্জুনযোড়া, মানভূম। প্রতাপ সুত ত্রৈলোক্য তৎসুত কালী, তারা, মহাবিদ্যা, সাং ঘড়বড়, মানভূম।

শ্রীরাম-সুত রজনী, রমণী, নবীন ও দীনু। রজনী-সুত বিমলা, কমলা ও সুরেন, সাং বাঘাডাবর, মানভূম।

যাদব-সুত ভূষণ ও দক্ষিণা (অঃ পুঃ) ভূষণ-সুত দুর্গাদাস ও অমূল্য, সাং ঘড়বড়, মানভূম। মদন-সুত রামনারায়ণ, ইন্দ্রনারায়ণ ও মহেন্দ্র। রামনারায়ণ পুত্র বিষ্ণুলাল, ব্রজলাল ও বিহারীলাল। বিষ্ণু পুত্র কালীপদ। ব্রজ-সুত কাশীনাথ, সাং ঘড়বড়, মানভূম। ইন্দ্র-সুত রঘুনাথ। মহেন্দ্র-সুত রাঘব।

কাঁচনার মুখুটী দ্যাকর বংশ।

দ্বাকর-সুত শারঙ্গ ১৮ তৎসুত কবি ১৯ তৎসুত পুরুষোত্তম ২০ তৎসুত ঠাকুরদাস ২১ তৎসুত কৃষ্ণচরণ ২২ তৎসুত নয়ান ২৩। ইনি পঞ্চকোটাধিপতি মহারাজ রঘুনাথ নারায়ণ সিং দেও বাহাদুর কর্ত্তৃক ৺শ্রীশ্রীশ্যামাচাঁদ ঠাকুর জীউর সেবাইতের পদে ১১৪১ সালে নিযুক্ত ও দেঘরিয়া উপাধি প্রাপ্ত হন। নয়ান-সুত রামকানাই ২৪ সুত শ্যামাচরণ ২৫ তৎসুত বিশ্বনাথ ও পীতাম্বর ২৬। বিশ্বনাথ-সুত মহাদেব ও রামানুজ ২৭। পীতাম্বর-সুত শ্রীশম্ভু ২৮। ইহারা লধুড়কা নীবাসী।

শ্রীকুমুদবন্ধু বন্দ্যো প্রদত্ত। ৬।১১।৩৫

কাঁচনার মুখুটী নৃসিংহের সন্তান।

নৃসিংহ-সুত গর্ব্বেশ্বর ১৮। তৎসুত মুরারি, সূর্য্য ও গোবিন্দ ১৯। মুরারি হইতে ৮।৯ পুরুষ অধস্তনে ছাড়িরাম পুত্র ডমন তৎপুত্র কালীচরণ তৎপুত্র নফর

তৎপুত্র লালমোহন, কাশীনাথ, নবীন, মধু ও রামকানাই। রামকানাই-সুত বারাণসী ও শ্রীকেশব। কেশব পুত্র শ্রীআশুতোষ, কাব্য ও স্মৃতিতীর্থ, লধুড়কা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আশুর পুত্র হরিপদ, রামপদ প্রভৃতি। সাং লধুড়কা, পোঃ লধুড়কা, জেলা মানভূম।

শ্রীকুমুদবন্ধু বন্দ্যো প্রদত্ত। ২০।৩।৩৬

মুং ফুলিয়া মেল শ্রীধর ঠাকুর সন্তান। ৪পৃঃ (ভঙ্গকুল)

শ্রীধর ২৭, রামকৃষ্ণ ২৮, নন্দরাম ২৯, লক্ষ্মীকান্ত ৩০, মাণিকচন্দ্র ৩১। মাণিকচন্দ্র ভঙ্গ হন এবং তাহার সন্ততিবর্গ বাকুলিয়ার মুখোপাধ্যায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহাদিগের অধিকাংশ খিদিরপুরে বাস করিতেছেন এবং যে এক শাখা ভাগলপুর বিহার আসিয়া বাস করিতেছেন তদ্বংশাবলী নিম্নে লিখিত হইল।

মাণিকচন্দ্র ৩১, রাজকিশোর ৩২, বিষ্ণুচন্দ্র ৩৩, পত্নী নবদ্বীপের রামধন ধার্ম্মিকের কন্যা নবদুর্গা। বিষ্ণু সুত দ্বারকানাথ (পত্নী কান্তিচন্দ্র বন্দ্যোর কন্যা বিশ্বেশ্বরী দেবী) ও যোগেন্দ্রনাথ ৩৪।

দ্বারকানাথ সুত উপেন্দ্রনাথ, **সুরেন্দ্রনাথ** রায় বাহাদুর (Retired Dist. & Session Judge, Patna), দেবেন্দ্রনাথ, ফণীন্দ্রনাথ রায়বাহাদুর, জিতেন্দ্রনাথ (অঃ পুঃ), সত্যেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ (Advocate, Patna High Court.) ৩৫। সুরেন্দ্র বাবু বর্ত্তমানে পাটনা ব্যাঙ্করোডে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেছেন।

উপেন্দ্র-সুত দিবেন্দুভূষণ, অরবিন্দ, অর্দ্ধেন্দু, বিমলেন্দু ও বিকাশেন্দু ৩৬।

সুরেন্দ্রনাথ-সুত রবীন্দ্র, রথীন্দ্র B. C. E. ও অচলেন্দ্র ৩৬।

দেবেন্দ্রনাথ-সুত নন্দলাল, M. B. B. S., D. P. H. ব্রজলাল ও সুন্দরলাল ৩৬।

ফণীন্দ্রনাথ-সুত বিভুদত্ত, গুরুদত্ত ও প্রভুদত্ত ৩৬।

সত্যেন্দ্রনাথ-সুত ধ্রুবজ্যোতি ও জ্যোতিঃপ্রসাদ ৩৬।

গিরীন্দ্রনাথ-সুত পিনাকী ও হিমাদ্রি ৩৬।

যোগেন্দ্রনাথ-সুত যতীন্দ্রনাথ, মণীন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ ৩৫। যোগেন্দ্রনাথ সানতাল পরগণার District Engineer ছিলেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ রোড, মশাকচক ভাগলপুর প্রদত্ত। ৮।১২।৩৫

মুং ফুং শ্রীধর ঠাকুর বংশ। (ভঙ্গকুল)

মল্লুকচাঁদ (১) সুত দেবীপ্রসাদ (ভঙ্গ) বরিশাল জিলার কলসকাটী চৌধুরী বাড়ীতে ভঙ্গ (২) সুত রামপ্রসাদ, (কালীঘাটের নেপাল হালদারের বাড়ীতে বিবাহ করিয়া কালীঘাটে বাস করেন) ৩। সুত প্রেমচাঁদ ৪। সুত ব্রজেন্দ্র ও মহেন্দ্র ৫। মহেন্দ্র Imperial Secretariat এ কাজ করিতেন। বর্ত্তমানে কালীঘাটের দক্ষিণে সা নগরে বাস্তু বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন।

ব্রজেন্দ্র-সুত যোগেশ ও জ্ঞানেন্দ্র ৬। যোগেশ-সুত সুরেশ, নরেশ প্রভৃতি ৭।

মহেন্দ্র-সুত নগেন্দ্র (Comptroller General Office, Imperial Secretariat), জ্ঞানেন্দ্রনাথ L. M. S. ও শশিভূষণ (Comptroller General Office, Imperial Secretariat) ৬।

নগেন্দ্র-সুত হরিভূষণ (Vakil, Calcutta High Court), যতীন, দ্বিজেন ও রাজেন ৭।

জ্ঞানেন্দ্র-সুত ক্ষেত্রমোহন (Pleader, Alipore.) ৭। শশিভূষণ-সুত অবনীভূষণ (Advocate, Patna High Court এক্ষণে পাটনায় বাস

করিতেছেন), চারুভূষণ ও বিনয়ভূষণ (Advocate, Patna High Court) ৭।

অবনীভূষণ পত্নী রাণীবালা, সন্তান স্নেহলতা (স্বামী শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো Advocate, Patna High Court), অমিয় (London B. Sc পরীক্ষা দিয়াছিলেন), জয়লতা, তারাভূষণ, হাসি ও পূর্ণিমা ৮।

পাটনা হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীঅবনীভূষণ মুখো প্রদত্ত। ৪।১২।৩৫

মুং ফুং শ্রীধর ঠাকুর বংশ। (ভঙ্গকুল)

নিবাস ঃ—পোঃ ও গ্রাম হলদিয়া, বিক্রমপুর, জেলা ঢাকা।

কেবলকৃষ্ণ ১ সুত কালীকুমার (স্বকৃতভঙ্গ) ২ সুত রাজকুমার ৩ সুত শ্রীপ্রিয়লাল (সবজজ সম্বলপুর) ৪। সুত শ্রীশৈলেন্দ্রলাল, শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ও শ্রীসমরেন্দ্রলাল ৫।

শ্রীপ্রিয়লাল মুখোপাধ্যায়, সবজজ সম্বলপুর, প্রদত্ত। ২০।৬।৩৭

মুং ফুং কানাই ছোট ঠাকুর সন্তান।

(ভঙ্গ)

দুলাল-সুত গোলক তৎসুত রূপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ। রূপচাঁদ পত্নী সারদাময়ী কন্যা সাবিত্রী স্বামী কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যো। কৃষ্ণচন্দ্র পুত্র পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যো বাঁকুড়ার উকীল।

স্বরূপচাঁদ-সুত হংসেশ্বর (পুরুলিয়ার সরকারী উকীল ছিলেন)। সুত সতীশচন্দ্র মুখো পুরুলিয়ার উকীল।

মুং খড়দহ মেল কামদেব বংশ। (ভঙ্গকুল)

মাননীয় ৺নৃসিংহ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্-এ।

কালীদাস ন্যায়রত্ন-সুত নৃসিংহ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল প্রেসিডেন্সি ও সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক এবং বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা।

২য় পুত্র প্রমথনাথ বি-এ, এল্-এম্-এস্। প্রমথ-সুত মোহিনীমোহন (E. I. Ry. এর Lellooah Work Shopএর Inspector.), মোহিনী সুতা উমারাণীর স্বামী যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো M. B., L. R. C. P. (London), M. R. C. S. (Eng)., M. R. C. P. (London.) নিবাস বাঁকুড়া।

খড়দহ মেল মুখুটী কামদেব পণ্ডিত (২১) প্রকরণ।

কামদেব-সুত শ্রীধর, শ্রীকণ্ঠ, অনিরুদ্ধ, মধুসূদন আচার্য্য, ভাস্কর, ভরত, বাণীনাথ, মৃত্যুঞ্জয়, বৈকুণ্ঠ, সুধাকর এবং সুনন্দ এই একাদশ ব্যক্তি। সকলেই পণ্ডিত নামে বিখ্যাত (পর্য্যায় ২২)। শ্রীধর (২২) সুত পুরাই, হৃদয়, জগদীশ, লোকনাথ, যদুনাথ, জগন্নাথ ও রতিনাথ ২৩।

---

*কামদেবসুতাঃ সপ্ত, দামোদরসুতাবুভৌ।
যোগেশ্বরসুতাঃ সর্ব্বে মধুদোষেণ ঘৃণিতাঃ॥ মেলমালা।

মধু চট্টের সহিত যোগেশ্বর, কামদেব ও দিগম্বরের আদান প্রদান হয়। সেইজন্য খড়দহ মেলে মধুদোষ কহে। প্রবাদ আছে, কামদেব পণ্ডিত শ্রাদ্ধকালেও মধু না দিয়া গুড় দিতেন; মধুর নামগন্ধও করিতেন না।

কামদেবস্য সর্ব্বদ্বারিকত্বাৎ আভ্যন্তরসবর্জ্জিতং, আর্ত্তিক্ষেমৌ রহিতৌ মধ্যাংশমাত্রং যোগাধীনং কামস্তু স্বয়ং মেলাপ্রাপ্তত্বাৎ বং সাং দামোদরমিশ্রেণ সহ যোগেশ্বরস্য সম্বন্ধস্বরূপত্বং, কামদেবস্য ভ্রাতৃযোগত্বাৎ যোগেশ্বরস্য পৌর্ব্বাপর্য্যবিপর্য্যয়েণ কামদেবাৎ পরো নাস্তীতি কুলব্যবস্থা।
সারাবলী।

মুং খড়দহ কামদেব পৌত্র পুরাই (২৩) বংশ। ৯৫পৃঃ

কামদেব সুত শ্রীধর ২২। তৎসুত পুরাই ২৩। পুরাই-সুত অচ্যুত, রূপরাজ, সুষেণ, রাঘব, ষষ্ঠিদাস এবং বৈদ্যনাথ ২৪। সুষেণ (২৪) সুত পরশু-রাম ২৫। তৎপুত্র রাজেন্দ্র ২৬। রাজেন্দ্র সুত রামভদ্র, সিদ্ধেশ্বর, অনন্তরাম, রামশরণ, বিশ্বেশ্বর, অযোধ্যারাম, রামরাম এবং বাসুদেব ২৭। রামভদ্র-সুত

কৃষ্ণদেব ন্যায়ালঙ্কার ও কিঙ্কর তর্কবাগীশ ২৮। কৃষ্ণদেব ন্যায়ালঙ্কার সুত হরিরাম (বংশাভাব), জয়রাম, মনোহর ও বাঞ্ছারাম ২৯। হরিরাম সুত রমাপতি ও জগদীশ অপুত্রক ৩০।

সিদ্ধেশ্বর (২৭) সুত রামজীবন, তেকু, সাতু, ও রামদেব ২৮। রামদেব-সুত শঙ্করাদি অনেক, কিন্তু ইঁহাদিগের কোন ব্যক্তিরই কুল নাই। পর্য্যায় ২৯।

রামশরণ (২৭) সুত রামকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, ও দয়ারাম ২৮। রামকান্ত-সুত রামনারায়ণ (চাঁদপাড়ায় ভঙ্গ), গোকুল (স্বপদে স্থিত), গোপীকান্ত (ভাটপাড়ায় ভঙ্গ) উদয়নারায়ণ (বাসবাটীতে ভঙ্গ) রামচন্দ্র (স্বপদে স্থিত) পর্য্যায় ২৯।

অনন্তরাম (২৭) সুত রামনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র ও নয়ন ২৮। কৃষ্ণচন্দ্র-সুত রামানন্দ বীরভদ্রী দোষ-প্রাপ্ত, বামনঘাটায় অবস্থিত।

রামশরণ সুত লক্ষ্মীকান্তের (২৮) বংশাবলী।—লক্ষ্মীকান্ত-সুত গঙ্গারাম ও গোরাচাঁদ (ইনি ভঙ্গ) ২৯। অপর পুত্রগণের বংশাবলী ৯৯ পৃঃ দেখুন।

পরশুরাম ২৫। পুত্র রামরাম ২৬। তৎসুত নৃসিংহ, বৈষ্ণব ও বৈদ্যনাথ প্রভৃতি ২৭।

পরশুরাম-পৌত্র অযোধ্যারাম ২৭। সুত সীতারাম, সন্তোষ, বারানসী, ও দয়ারাম (ভঙ্গ) ২৮।

পরশুরাম-প্রমুখ বিশ্বেশ্বর (২৭)-সুত নকু, ও তিকু (ভঙ্গ), রুদ্র ও মহাদেব (স্বপদে স্থিত) ২৮।

পরশুরাম-প্রমুখ বাসুদেব ২৭। সুত গদাধর, বিদ্যাধর, ভরত ও শত্রুঘ্ন ২৮। গদাধর-সুত হরিনাথ, ভোলানাথ ও গোবর্দ্ধন প্রভৃতি অনেক, পর্য্যায় ২৯। বিদ্যাধর-সুত বলরাম প্রভৃতি অনেক ২৯। ভরত-সুত কালীচরণ, জগন্নাথ ও মাণিক প্রভৃতি কয়েকজন ২৯।

রূপরাজ (২৪)-সুত গোপাল ২৫। তৎপুত্র দুর্গাদাস (ভঙ্গ), মহেশ, নারায়ণ এবং গোবিন্দ ২৬। গোবিন্দ-সুত কৃষ্ণকিঙ্কর, রতিকান্ত, জগন্নাথ, নীলকণ্ঠ, হরিহর, কৃষ্ণ, মধু, শ্রীরাম, কানুরাম, সুবল, মুরারি, মুকুন্দ ও শুকদেব ২৭।

রামকান্ত ৯৬ পৃঃ (২৮)-পুত্র বৃন্দাবন ২৯। তৎপুত্র যদুনন্দন ও কুলদানন্দন প্রভৃতি পর্য্যায় ৩০। রাধাকৃষ্ণের (২৮) পুত্র রামকৃষ্ণ ও নন্দনন্দন ২৫।

নীলকণ্ঠ (২৭)-সুত হরেকৃষ্ণ ২৮। তৎপুত্র আত্মারাম ও কৃষ্ণপ্রসাদ ২৯।

দুর্গাদাস সুত মধুসূদন। সুত রামশরণ অধিকারী, ছত্রিশ জাতি শিষ্যত্ব নিবন্ধন হেয় (সন্দেহ)। ইহাঁর নিবাস হুগলী জিলার বেড়ালা গ্রাম। তিলকরাম-সুত সাহেবরাম ও বিজয়রাম: ইনি ঐ গ্রামের নিকটবর্ত্তী বৈঁচিতে অবস্থিত ছিলেন।

পুরাই-সুত অচ্যুত (২৪)-প্রকরণ।—অচ্যুত ছায়ানরেন্দ্রী মেলপ্রাপ্ত। অচ্যুত সুত জয়রাম ২৫। তৎপুত্র দুর্গাবর ২৬।

কামদেব পৌত্র রতিনাথ-বংশ। ৯৫ পৃঃ

রতিনাথ (২৩)-সুত রাধাকান্ত তর্কবাগীশ, রাধাকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ, গোপীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, রমাকান্ত সার্ব্বভৌম ও গোপীকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশ ২৪ (ইনি প্রতিগ্রহ-দোষ-দুষ্ট, অপিচ ইহাঁর বংশাভাব)। রাধাকৃষ্ণ সুত জগদীশ তর্কালঙ্কার এবং রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণকেশব, পর্য্যায় ২৫। জগদীশ (২৫) সুত জগদানন্দ ২৬। রামকৃষ্ণ-সুত শ্যামসুন্দর প্রভৃতি ২৬।

মুং খড়দহ কামদেব-পুত্র শ্রীধর-প্রমুখ হৃদয় (২৩)-বংশ। ৯৫ পৃঃ

হৃদয়-সুত চাঁদ, বল্লভ ও কৃষ্ণদাস ২৪। বল্লভ-সুত গৌরীদাস (দোষাশ্রিত) এবং বাণী ২৫। গৌরী সুত রামানন্দ ২৬। বাণী-সুত বীরেশ্বর ও রামভদ্রেশ্বর ২৬। রামভদ্রেশ্বর সুত রামরাম, রামশরণ, সন্তোষ, নারায়ণ, শ্যামসুন্দর, রূপ-নারায়ণ, কালীচরণ, ও বিষ্ণুরাম ২৭। শ্যামসুন্দর-সুত গঙ্গাধর (বা গদাধর), শিবনারায়ণ ও শুকদেব প্রভৃতি ২৮। গদাধর-সুত রামকান্ত ২৯। তৎসুত হরিরাম (ভঙ্গ) ৩০।

রামভদ্রেশ্বর-পুত্র নারায়ণ ২৭। পুত্র রামরাম, দয়ারাম, এবং রঘুরাম প্রভৃতি ২৮। নারায়ণ-সহোদর শ্যামসুন্দর-সুত পদ্মলোচন, শ্রীরাম, আনন্দীরাম, বিজয়রাম, রঘুরাম ও রামকান্ত (ভঙ্গ) ২৮। নারায়ণ-সহোদর রূপনারায়ণ-সুত ধর্ম্মদাস, রামচরণ ও গৌরীচরণ প্রভৃতি পর্য্যায় ২৮। নারায়ণ-সহোদর কালী-চরণ-সুত সহস্ররাম, নিধিরাম ও বিজয়রাম প্রভৃতি ২৮। নারায়ণ-সহোদর বিষ্ণুরাম-সুত গঙ্গাধর, দুলাল, শঙ্কর, কৃপারাম ও মানিরাম প্রভৃতি ২৮।

[বাণী-প্রমুখ বীরেশ্বর পুত্র রাজারামের (২৭) বংশ—বীরেশ্বর প্রথমে ভূমিহার-ব্রাহ্মণ রাজকন্যা বিবাহ করিয়া দুষ্ট হয়েন। পরে সেই পত্নী পরিত্যাগ করিয়া আদান প্রদান দ্বারা কিঞ্চিৎ মার্জ্জিত হয়েন।]

বীরেশ্বরের পুত্র রাজারাম ২৭। তৎপুত্র নন্দরাম, রতিরাম (ভঙ্গ), দুর্গারাম, রামকৃষ্ণ, ছকু (ভঙ্গ), শ্যামসুন্দর, দয়ারাম ও বিনোদ ২৮। নন্দরাম-সুত রামরাম (বিবাহ-দোষ-দুষ্ট) ও অযোধ্যারাম ২৯।

রাজারাম (২৭)-পুত্র রতিরাম (ভঙ্গ) (২৮) সুত রামচরণ, জগৎ, রামকিশোর, আত্মারাম, বৃন্দাবন, ধরণী ও জগন্মোহন ২৯। রাজারাম-সুত নন্দরাম-সহোদর দুর্গারাম (২৮) সুত রামদুলাল ও প্রেমনারায়ণ ২৯।

রামভদ্রেশ্বর সুত শ্যামসুন্দর ২৭। পুত্র রামকৃষ্ণ ২৮। তৎপুত্র আনন্দীরাম দর্পনারায়ণ ও বাঞ্ছারাম ২৯।

রাজারাম সুত ছকু (ভঙ্গ) ২৮। পুত্র ব্রজরাম, রাসু, রাধাকান্ত, ধনিরাম ও মাণিকরাম ২৯। রাজারাম (২৭)-সুত দয়ারাম ২৮। পুত্র শোভারাম প্রভৃতি ২৯।

হৃদয় (২৩) সুত চাঁদ ২৪। চাঁদ-সুত কাশীশ্বর, রামেশ্বর, রত্নেশ্বর, রাম-নারায়ণ ও রামানন্দ ২৫। কাশী-সুত গোপাল কবিভূষণ, বিষ্ণুদেব, শিবদেব ও রামেশ্বর (ভঙ্গ) ২৬। রামেশ্বর সুত রামদেব, বীরেশ্বর, জয়রাম, শ্যাম, রামরাম,

রাধাকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, বলরাম ও ব্রজকিশোর ২৭। রামদেব পুত্র নিমাঞি, সীতারাম, বিনোদ, রামচন্দ্র, গোবিন্দ ও রামশঙ্কর ২৮।

খড়দহে লক্ষ্মীকান্ত(২৮)-প্রমুখ দুর্গাদাসী। ৯৬ পৃঃ

লক্ষ্মীকান্ত ২৮। সুত দুর্গাদাস, দয়ারাম, শ্যাম, রামচন্দ্র, হরেকৃষ্ণ, সন্তোষ, শঙ্কর ও রামচরণ ২৯। দুর্গাদাস সুত ব্রজকিশোর, হরিনারায়ণ ও দর্পনারায়ণ প্রভৃতি ৩০। রামরাম (২৮) সুত চণ্ডীচরণ ২৯।

রামানন্দ (২৫) সুত জনার্দ্দন (ভঙ্গ) সুত সাতু (বিবাহদোষ দুষ্ট) ২৭। জনার্দ্দন-সুত নীলকণ্ঠ, অভিরাম ও রামভদ্র ২৮। নীলকণ্ঠ-সুত রামরাম, কৃষ্ণ-হরি ও হরিনারায়ণ ২৯। কৃষ্ণহরি-সুত কৃষ্ণরাম ৩০। অভিরাম (২৮) সুত শঙ্কর, রামরাম, আত্মারাম, কৃপারাম ও শ্যামসুন্দর ২৯।

হৃদয় (২৩) প্রমুখ চাঁদ (২৪) সুত সাতু ২৫। সুত অনন্তরাম, ঘনশ্যাম ও বধির বাণেশ্বর ২৬। ঘনশ্যাম-সুত রামচন্দ্র ২৭। তৎসুত উদয়চাঁদ, কালী-ঘাটের হালদারদিগের বাটীতে ভঙ্গ।

কাশী (২৫) সুত গোপাল কবিভূষণ (২৬) সুত রাজারাম, গোপীকান্ত, মুকুন্দ, কানুরাম, যদুনাথ ও নন্দরাম ২৭। রাজারাম(২৭)-পুত্র সীতারাম, রাম-দেব, বলরাম ও জয়রাম ২৮। সীতারাম-পুত্র রামকৃষ্ণ, রঘু ও বিনোদ ২৯।

রামানন্দ (২৫) পুত্র রামনারায়ণ, রাঘব এবং রামকান্ত ২৬।

গোপীকান্ত (২৬) পুত্র কৃষ্ণরাম, কালীচরণ ও সন্তোষ (ইনি বালী-মেল প্রাপ্ত) ২৮)। সন্তোষ পুত্র ধর্ম্মদাস ২৯ (হানাডাক)। কৃষ্ণরাম ২৮ পুত্র দুলাল ২৯। কালীচরণ ২৮ পুত্র গোকুল ২৯।

মুকুন্দ ২৭) পুত্র মধু, সন্তোষ ও হটু ২৮। মধু সুত মনোহর ২৯।

কানুরাম(২৭) সুত পরশুরাম ও শ্রীরাম ২৮। পরশুরাম-সুত রামরাম, রামচন্দ্র, গোবিন্দ, রামবল্লভ, শঙ্কর ও শিবকৃষ্ণ প্রভৃতি ২৯। নন্দ(২৭) সুত শঙ্কর ও কৃষ্ণজীবন ২৮।

বিষ্ণুদেব (২৬) সুত পুরুষোত্তম, কিঙ্কর ও শিবপ্রসাদ ২৭। পুরুষোত্তম সুত লালকিশোর (দুষ্ট) ২৮। কিঙ্কর (২৭) সুত রাজকিশোর ও গোরাচাঁদ প্রভৃতি (কেশরভাবপ্রাপ্ত) ২৮। রামেশ্বর (২৬) ভঙ্গ, ইঁহার সুত কালা যদু ২৭। যদু সুত কৃষ্ণদেব ও সাফল্যরাম ২৮।

হৃদয়-প্রমুখ চাঁদ (২৪) বংশ। ৯৭ পৃঃ

চাঁদ (২৪) সুত রামেশ্বর ২৫। তৎসুত রামগোবিন্দ, বিশু ও গঙ্গাধর ২৬। রামগোবিন্দ-সুত হরি, রাম ও যদু ২৭। যদু-সুত শ্রীরাম ২৮ কলুজাতি অপবাদ।

চাঁদ পুত্র গঙ্গাধর ২৫। সুত মধুসূদন ২৬। তৎপুত্র রামনাথ, রামভদ্র, রামশরণ ও মুরলীধর (বিষ্ণুপুরে মহিন্তাকন্যা-বিবাহী) ২৭। রামনাথ-সুত লুহিচন্দ্র ২৮। লুহি-সুত রাধাকান্ত ও রমাকান্ত ২৯ (বীরভদ্রী-কন্যা-বিবাহী)।

চাঁদ-সুত রত্নেশ্বর (২৫) সুত ভুবন, রাজেন্দ্র ও রুদ্রেশ্বর ২৬। ভুবন-সুত রামদেব, মহাদেব, রঘুদেব, যদুনন্দন বিদ্যালঙ্কার, রঘুনন্দন, রঘুনাথ ও রমণ ২৭। রামদেব (২৭) সুত প্রাণবল্লভ ২৮। তৎপুত্র রামশরণ ২৯। রঘুনন্দন(২৭) সুত শ্রীরাম এবং রূপনারায়ণ প্রভৃতি ২৮, রড়া বন্দিপুরের নিকটবর্ত্তী সদীপুর নিবাসী। যদুনন্দন (২৭)-সুত জগন্নাথ, রমাকান্ত, বলরাম (ভঙ্গ), কাহ্নাই ও শঙ্কর তর্কালঙ্কার ২৮।

রাজেন্দ্র (২৬) সুত হরিদেব ন্যায়ালঙ্কার ও সদাশিব বিদ্যাবাগীশ ২৭। হরিদেব সুত দুলাল তর্কালঙ্কার, রামানন্দ ও ব্রজরাম প্রভৃতি ২৮। সদাশিব (২৭)-সুত রামরাম, শ্রীরাম ও রামকৃষ্ণ ২৮।

রুদ্রেশ্বর (২৬) ভূমিহার-ব্রাহ্মণ-রাজকন্যা- বিবাহী। সুত রামবল্লভ ও রাধাকান্ত ২৭। রামবল্লভ-সুত গৌরীকান্ত ২৮, বাণী-শিকদারী, কেশরভাবাপন্ন। তৎপুত্র রামানন্দ, মথুরানাথ সিদ্ধান্ত ও পরমানন্দ (ইনি ভঙ্গ) ২৯। মথুরানাথ সিদ্ধান্ত (২৯) সুত রমাই, রাজীব ও রূপনারায়ণ (রূপাই) ৩০।

রামজীবন (২৭)-স্থত হৃদয়ের (২৮) পুত্র রামভদ্র ও বিশ্বেশ্বর ২৯। তৎসুত রামজীবন, লক্ষ্মণ, যাদবেন্দ্র, মাধব ও শ্রীরাম ৩০। শ্রীরাম স্থত নীলকণ্ঠ (দোষী) ও জনার্দ্দন ৩১। নীলকণ্ঠ স্থত চাঁদ, নন্দরাম (উভয় ভ্রাতাই ভঙ্গ; শেষ ব্যক্তি হুগলী জিলার পাঁচড়া গ্রামে ভঙ্গ), রামবল্লভ, রামকিশোর ও বিজয়রাম ৩২। চাঁদ(৩২)-স্থত শিবচরণ, জগন্নাথ ও বলরাম ৩৩। নন্দরাম(৩২)-স্থত আনন্দীরাম ও গালবেঁকা কৃপারাম তর্কবাগীশ ৩৩।

যাদবেন্দ্র (৩০)-স্থত গৌরীরাম, মহেশ্বর, অযোধ্যারাম ও রঘুবংশ ৩১। গৌরীরাম-স্থত রামচন্দ্র, আত্মারাম ও অন্যান্য কয়েকজন ৩২। রামচন্দ্র-স্থত নিমাঞি ও নিতাই ৩৩। আত্মারাম-স্থত রামকিশোর, শ্রীকৃষ্ণ, শিবকৃষ্ণ ও জগৎরাম ৩৩। অযোধ্যারাম (৩১) স্থত অনিরুদ্ধ ৩২। রঘুবংশ(৩১) স্থত রামশরণ, বেচারাম ও শঙ্কর ৩২।

মাধব (বীরভদ্রী-দোষ-দুষ্ট) (৩০) পুত্র কাঙ্গ ও রতি ৩১। শ্রীরাম(৩০)-স্থত মুরহর, প্রাণবল্লভ, রামচরণ ও রাধাবল্লভ ৩১। প্রাণবল্লভ পুত্র রাজবল্লভ ৩২।

কামদেব-স্থত মধুসূদন আচার্য্য-বংশ।

মধু(২২)-পুত্র সন্তোষ ও অনন্ত ২৩। অনন্ত-স্থত শ্রীকান্ত, বিদ্যানন্দ রায় ও ভবানী ২৪। শ্রীকান্ত-স্থত রতিকান্ত, রাধাকান্ত, রামভদ্র, রামচন্দ্র, গৌরীকান্ত ও শ্রীমুখ ২৫। রতিকান্ত-স্থত মথুরেশ, যদু ও রঘু ২৬। মথুরেশ-স্থত দয়াল, স্থবুদ্ধিরায়, গোপীরমণ, কৃষ্ণদেব, মাধব, রামজীবন, নন্দদুলাল, লক্ষ্মীকান্ত এবং রামকেশব ২৭। গোপীরমণ-স্থত রামকৃষ্ণ, রামগোবিন্দ, রাম-জীবন ও রামশরণ ২৮। রামগোবিন্দ-স্থত কালীচরণ তর্কপঞ্চানন ও রুদ্রেশ্বর ২৯। কালী-স্থত রামরাম, রামানন্দ, ব্রজরাম, জগৎরাম, প্রাণবল্লভ ও গদাধর ৩০।

রামকৃষ্ণ(২৮)-সুত রামনাথ, রামদেব, রামভদ্র, রামনারায়ণ, কৃপারাম ও শিশুরাম ২৯। রামনাথ-সুত রামেশ্বর ৩০। রামেশ্বর-সুত রামচন্দ্র ৩১।

দয়াল (সুবুদ্ধিরায়)(২৭)-সুত বাসুদেব ও রামগোপাল ২৮। বাসুদেব-সুত রমাকান্ত, অনন্তরাম ও মহেশ ২৯। রামগোপাল জয়দের ন্যায়ালঙ্কার ২৯। জয়দেব-সুত দোকড়ি, হরিদেব তর্কালঙ্কার, দেবীচরণ ও গঙ্গারাম ৩০।

রতিকান্ত(২৫)-সুত রামজীবন ২৬। তৎসুত অযোধ্যারাম, রামকিঙ্কর, নিমাঞি, খেলারাম ও সাফল্যরাম ২৭। অযোধ্যারাম-সুত কৃপারাম ২৮।

কৃষ্ণদেব(২৭)-সুত রামচন্দ্র, অযোধ্যারাম ও সহস্ররাম ২৮। মাধব(২৭) সুত নন্দকিশোর, কেবলরাম, পুরুষোত্তম, নারায়ণ ও সন্তোষ ২৮। লক্ষ্মীকান্ত (২৭)-সুত রামবল্লভ, কেবলরাম ও মাণিকরাম ২৮। রামবল্লভ-সুত সদানন্দ, পদ্মলোচন ও রামলোচন ২৯। সদানন্দ-সুত ব্রজরাম ৩০। পদ্মলোচন-সুত হরিবংশ ৩০। রামলোচনের বিবাহ-দোষ, কৈবর্ত্তব্রাহ্মণজাতীয়াকন্যা-বিবাহী ইতি কেচিৎ বদন্তি। কেবলরাম ২৮। তৎসুত মানিরাম ২৯।

রামশরণ(২৮)-সুত ভদ্রেশ্বর ও ঘনশ্যাম ২৯। ভদ্র-সুত গোকুল তর্কালঙ্কার ও যুগলকৃষ্ণ ৩০। ঘনশ্যাম-সুত রামকিশোর, ব্রজকিশোর, শঙ্কর, জগন্নাথ, দর্পনারায়ণ ও কৃষ্ণরাম ৩০। রামভদ্র(২৯)-সুত রামেশ্বর, রাঘব, কেশব, রামবল্লভ, যাদবেন্দ্র ও গঙ্গাধর ৩০। রামেশ্বর-সুত বিশু, নন্দরাম, কৃষ্ণ, চাঁদ, জয়দেব, রূপরাম, পাঁচু, বাসু, জনার্দ্দন ও রাধাকান্ত ৩১। বিশু (বিশ্বেশ্বর)-সুত রামদেব ৩২। তৎপুত্র পূর্ণানন্দ, জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী ও রসিক নামা রামানন্দ ৩৩। রাঘব(৩০)-সুত ছকু, রামগোপাল, চাঁদ ও রামজীবন ৩১।

মথুরেশ(২৬)-সুত মহাদেব, রামজীবন, কালীচরণ, কার্ত্তিক, যদুচাঁদ ও লক্ষ্মীকান্ত ২৭। মহাদেব(২৭)-সুত রামকৃষ্ণ, কিনু ও রাধাকান্ত ২৮।

রামজীবন(২৭)-সুত নারায়ণ, হৃদয়রাম ও দেবীরাম ২৮। নারায়ণ-সুত নন্দকুমার, হরপ্রসাদ, প্রভুরাম ও সদাশিব ২৯। সদাশিব-সুত রাম ও মাণিক

প্রভৃতি ৩০। হৃদয়-সুত রামহরি, দুলাল, দেবীপ্রসাদ ও গুরুপ্রসাদ ২৯।

মথুরেশ(২৬)-সুত কালীচরণ(২৭)-সুত বিজয়রাম ও গঙ্গাপ্রসাদ ২৮। গঙ্গাপ্রসাদ-সুত কৃষ্ণ ও জগন্নাথ ২৯। কৃষ্ণ-সুত রামকান্ত ৩০।

রতিকান্ত(২৬)-পুত্র যদুচাঁদ(২৭)-সুত শিবপ্রসাদ, হরিরাম ও গঙ্গাধর ২৮।

রামভদ্র(২৫)-সুত যদুর বিবাহ দোষ। যদু(২৬)-সুত মুকুন্দ, কৃষ্ণ, হরানন্দ ও জানকী ২৭।

রামচন্দ্র(২৫)-সুত কাশীশ্বর, গোপাল ও গোবিন্দ ২৬। গোবিন্দ-সুত রামবল্লভ, কৃষ্ণরাম ও রামনারায়ণ ২৭। রামবল্লভ-সুত বিষ্ণুরাম, রূপরাম, রামকান্ত, কিশোর ও রাধাকান্ত ২৮। রামনারায়ণ-সুত রঘুনাথ ও নিধিরাম ২৮।

কাশীশ্বর(২৬)-সুত বিশ্বনাথ, মুকুন্দ, বাণেশ্বর, রমাবল্লভ, জয়রাম, খেলারাম ও রাজারাম ২৭। বিশ্বনাথ-সুত রামরাম, রামচরণ, রামজীবন, রামকান্ত ও রামনাথ ২৮। খেলারাম-সুত কন্দর্প, সন্তোষ ও প্রাণবল্লভ ২৮। কন্দর্প-সুত নিধিরাম ২৯। সন্তোষ-সুত রামপ্রসাদ ও মনোহর ২৯। মুকুন্দ পঞ্চানন (২৭) সুত রামজীবন ও রামরাম ২৮।

গোপাল (২৬) পুত্র রুদ্র, জয়দেব, মহাদেব, নারায়ণ ও জনার্দ্দন ২৭। মহাদেব পুত্র শ্যাম, রাম, ও গোকুল ২৮। রুদ্র বাচস্পতি পুত্র রঘুরাম ২৮। জয়দেব (২৭) পুত্র বিনোদরাম বিদ্যাবাগীশ ২৮। নারায়ণ পুত্র নন্দরাম, কন্দর্প ও রামকান্ত ২৮। জনার্দ্দন পুত্র শিবরাম, অযোধ্যারাম রামানন্দ ও দুলাল ২৮।

শ্রীমুখ (২৫) পুত্র সূর্য্যদাস ও লোচন ২৬। সূর্য্য পুত্র রাধাকৃষ্ণ, মাধব, কালিদাস, মৃত্যুঞ্জয়, মহাদেব, প্রাণকৃষ্ণ, রাজু ও রামদেব ২৭। লোচন পুত্র কুশাই, কিঙ্কর, পদ্মনাভ ও কন্দর্প ২৭।

শ্রীকান্ত (২৪) পুত্র গৌরীকান্ত ২৫। তৎপুত্র কিনু প্রভৃতি ২৬।

রাজারাম (২৭)-সুত ছকুবা রায়, নিমু রায়, শুকদেব ও রামপ্রসাদ ২৮।

বিদ্যানন্দ (২৪)-সুত রূপ, মদন ও রামনাথ ২৫। মদন-সুত শ্রীরাম, ভূপতি রায়, রামরাম, যাদবেন্দ্র ও রাজারাম ২৬। রামনাথ সুত শ্রীকৃষ্ণ, জগদ্বল্লভ, রাজবল্লভ, রঘু ও রুদ্র ২৬।

ভবানী রায় (২৪) সুত রামনারায়ণ, নরসিংহ ও রামকৃষ্ণ ২৫।

মুকুটরায় (সন্তোষ) (২৩)-সুত রামকান্ত, রাজীব ও চণ্ডিদাস ২৪। রাজীবের হড়-বিবাহ-হেতু ধন চট্টের দলে গত।

রামকান্ত-সুত গোবিন্দ, গোপীবল্লভ, রামচন্দ্র, মদনগোপাল, রত্নেশ্বর, রামেশ্বর, কাশীশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ ও নন্দকিশোর ২৫। গোবিন্দ-সুত রাধাবল্লভ ও রামনারায়ণ ২৬। রাধাবল্লভ-সুত হৃদয়রাম, জানকীরাম, রুদ্র, রামদেব চামুনামা রাজবল্লভ, কালীচরণ, কন্দর্প, বলরাম, রাজারাম, শরণ, মৃত্যুঞ্জয় ও কাঙ্গ ২৭। রাজবল্লভ-সুত কৃষ্ণশরণ, রামচরণ, জগন্নাথ, রামজীবন, আত্মারাম, নকড়ী, দুলাল, তিলক, মহাভারত, যুগল, কৃষ্ণদেব ও রামকৃষ্ণ ২৮। কৃষ্ণশরণ-সুত জয়কৃষ্ণ ২৯।

রাজেন্দ্র (২৩)-সুত রামপ্রসাদ, রামকিশোর, বলরাম, হরিনারায়ণ ও আনন্দরাম ২৪। রামপ্রসাদ-সুত রামসুন্দর ও কুড়ারাম ২৫। রামকিশোর সুত জগৎরাম; ইহার অপর নাম রামচন্দ্র ২৫।

রামচন্দ্র (২৫)-সুত রঘুরাম সার্ব্বভৌম, গঙ্গাধর ও পরশুরাম ২৬। রঘুরাম সুত নন্দরাম ও নীলকণ্ঠ ২৭। গঙ্গাধর-সুত জয়দেব, বাসুদেব, নিধিরাম ও জয়কৃষ্ণ ২৭। রাজারাম-সুত সুরনারায়ণ ও রামরাম ২৮। সুরনারায়ণ-সুত অনন্তরাম ও কেশবরাম ২৯।

পরশুরাম (২৬)-সুত রামদেব, জয়দেব, কৃষ্ণদেব, দুর্যোধন ও হরিদেব ২৭। রামদেব-সুত রামচরণ, কৃপারাম, কিশোর, দয়ারাম, সুধীরাম ও রামকান্ত ২৮। জয়দেব-সুত কৃষ্ণরাম, বলরাম, হৃদয়, রামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ,

আনন্দীরাম, জগন্নাথ, রামগোপাল, দেবনাথ, গোপীনাথ ও গোকুল ২৮। কৃষ্ণদেব (২৭)-সুত কালীচরণ, রামশঙ্কর, রামসুন্দর, জগন্নাথ ও সাফল্যরাম ২৮।

রামেশ্বর (২৫) পুত্র জগদ্দুর্লভ ও প্রাণবল্লভ ২৬। প্রাণবল্লভ-পুত্র সদাশিব, রামভদ্র, কুঞ্জবিহারী, রামদেব, নন্দদুলাল, মনোসুখ ও নিধিরাম ২৭। রামদেব পুত্র রামানন্দ ২৮। তৎপুত্র কালীপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ ২৯।

সদাশিব পুত্র রামপ্রসাদ, মুরলী, রামসুন্দর, রামকিশোর, অশোকরাম (মুক্তারাম নামে বিখ্যাত), রামশঙ্কর, বাঞ্ছারাম ও লালবিহারী ২৮। রামকিশোর-পুত্র মহাদেব, কৃষ্ণদেব, রামশরণ, রাজারাম ও জয়দেব ২৯। কৃষ্ণদেব পুত্র সাতু, রামগোপাল ও আনন্দীরাম ৩০। আনন্দীরাম-পুত্র রামবল্লভ, রামসুন্দর, রামপ্রসাদ, রামশরণ ও রামনৃসিংহ ৩১। রামবল্লভ-পুত্র মনোহর ৩২। রামসুন্দর (৩১)-পুত্র গঙ্গারাম ৩২। রামশরণ (৩১)-পুত্র কৃপারাম, রামনাথ, রামকান্ত, রামকানু, রামতনু, রামলোচন, রামদুলাল, দয়ারাম ও শিবরাম ৩২। রামনৃসিংহ(৩১)-পুত্র রামনারায়ণ ও রামহরি ৩২।

কাশীশ্বরের (২৬) বিবাহ দোষ। তৎপুত্র জয়রাম, রামরাম, কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম, ও রাধাকান্ত ২৭। জয়রাম-পুত্র মুকুন্দ, মহেশ্বর ও রামনিধি ২৮।

গোপাল (গোপীবল্লভ) (২৬) পুত্র মুনিরাম, অযোধ্যারাম, ঘনশ্যাম, হরিচরণ, রাজেন্দ্র, রাজারাম ও নকড়ী ২৭। ঘনশ্যাম পুত্র রঘুদেব, রামদেব ও কালীচরণ ২৮। রঘুদেব পুত্র বিষ্ণুরাম ও কিঙ্কর ২৯। কিঙ্কর পুত্র বাঞ্ছারাম ৩০।

হরিচরণ পুত্র নীলকণ্ঠ ২৮। তৎপুত্র রামগোপাল ২৯। নকড়ী পুত্র রামনাথ, আত্মারাম ও রামগোপাল ২৮। আত্মারাম পুত্র রামকানু ২৯। রামদেব পুত্র হটু কালীশঙ্কর ৩০। কালী পুত্র রামপ্রসাদ প্রভৃতি ৩১।

কামদেব-প্রমুখ মৃত্যুঞ্জয়-প্রকরণ। ৯৫পৃঃ

কামদেব (২১) পুত্র মৃত্যুঞ্জয় ২২। তৎপুত্র জানকীনাথ, জগদানন্দ ও

শ্রীরাম ২৩। শ্রীরাম পুত্র রামনাথ, মথুরানাথ, রাজীবলোচন ও জনার্দ্দন ২৪। মথুরা পুত্র চাঁদ ২৫। চাঁদ পুত্র দেবিদাস, অনন্ত ও ভগবতী ২৬। ভগবতী পুত্র রামশরণ ও রামজীবন ২৭। রামশরণ পুত্র হরিদেব ও আত্মারাম ২৮। রামজীবন পুত্র কালীশঙ্কর, রামশঙ্কর, রামকেশব ও রামহরি ২৮।

অনন্ত (২৬)-সুত রাধাকান্ত, শুকদেব, হরিদেব ও চামু ২৭। রাধাকান্ত-সুত রামকান্ত, রামচরণ, বীরেশ্বর ও সীতারাম ২৮। শুকদেব-সুত রসিক ২৮।

দেবিদাস-সুত রাঘবেন্দ্র, রামনাথ ও রামরাম তর্কালঙ্কার ২৭।

জানকী (২৩)-সুত গোপাল ২৪। তৎপুত্র কাশীশ্বর, রাঘবেন্দ্র, যজ্ঞেশ্বর ও রত্নেশ্বর ২৫। কাশীশ্বর (২৫)-সুত কমল তপস্বী ২৬। তৎপুত্র রামরাম ও কৃষ্ণরাম ২৭। রাঘবেন্দ্র-সুত শ্রীকৃষ্ণ, রমাকান্ত ও কৃষ্ণদেব ২৬। কৃষ্ণদেব-সুত রামানন্দ বিদ্যালঙ্কার ও গঙ্গাধর ২৭। যজ্ঞেশ্বর-সুত রামেশ্বর ২৬।

রাজীব (২৪)-সুত রঘুনন্দন ২৫। ইহাঁর সন্তানগণ কুশদহ পরগণা অর্থাৎ খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা অঞ্চলে হড়সিদ্ধান্তী-দোষ-দুষ্ট।

মুং খড়দহ কামদেব-সুত ভরত-বংশ। ৯৫ পৃঃ

ভরত (২২)-সুত রমানাথ, গোপীনাথ ও গুণানন্দ ২৩। রমানাথ-সুত কালাচাঁদ, রূপরাম ও গঙ্গারাম ২৪। কালাচাঁদ-সুত জয়কৃষ্ণ, রুক্মিণীকান্ত, গোবিন্দ, ভবানী ও কৃষ্ণজীবন ২৫। জয়কৃষ্ণ-সুত রামভদ্র, রামজীবন ও রামগোপাল ২৬। রামভদ্র-সুত তেকু, নরোত্তম ও গজেন্দ্র ২৭। রামজীবন-সুত বলরাম, রাঘব, জগদ্বল্লভ, রামশরণ, রামদেব, কাশীরাম, ভুবন, বিশ্বেশ্বর, লক্ষ্মণ, সীতারাম, নীলকণ্ঠ, অনন্তরাম, প্রাণবল্লভ, কালীচরণ ও রামকৃষ্ণ ২৭।

বলরাম-সুত মাধব, মহাদেব, দুবরাজ, গোপাল, গৌরীচরণ ও যাদব ২৮।

মাধব-সুত পাঁচু ২৯। মহাদেব-সুত পরমানন্দ ২৯। কাশীরাম (২৭)-সুত সদাশিব ও বিষ্ণুরাম ২৮।

রুক্মিণীকান্ত (২৫)-সুত রামকৃষ্ণ, রামেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল, নারায়ণ, যাদব, ভুবন, রাজারাম, রঘুরাম, রামদেব ও ঘনশ্যাম ২৬। রামেশ্বর-সুত মুনিরাম, কাশী, বনরাম, কুশাই, শরণ ও গোপীশ্বর ২৭। মুনিরাম সুত শ্যামসুন্দর, যাদবেন্দ্র, কালীচরণ, শুকদেব, সিদ্ধেশ্বর, সর্কেশ্বর ও নিধিরাম ২৮।

শ্রীকৃষ্ণ (২৬)-সুত লক্ষ্মণ ২৭। তৎসুত বিশ্বনাথ ২৮। তৎপুত্র ভোলা-নাথ ২৯।

গোবিন্দের (২৫) বিবাহ-দোষ। তৎপুত্র বাসুদেব ২৬। তৎপুত্র লক্ষ্মণ, অনন্তরাম, নন্দরাম ও বিষ্ণুরাম ২৭।

শ্যামসুন্দর (২৮)-সুত গোলক ও নসীরাম ২৯। যাদবেন্দ্র (২৮)-সুত জগন্নাথ ও কুড়ারাম ২৯। কালীচরণ (২৮)-সুত দুর্গারাম ২৯। শুকদেব (২৮)-সুত নারায়ণ ২৯। সিদ্ধেশ্বর (২৮)-সুত রূপনারায়ণ ২৯।

মুং খড়দহ কামদেব-সুত ভাস্কর-প্রকরণ। ৯৫ পৃঃ

ভাস্কর (২২)-সুত বল্লভ, গৌরী ও রামভদ্র ২৩। বল্লভ-সুত চৈতন্যদাস নস্কর ২৪। তৎপুত্র হরিচরণ, গোবিন্দ ও রামজীবন ২৫। হরিচরণ-সুত যাদব ২৬। তৎসুত রামদেব, রামগোপাল, রামকৃষ্ণ ও রামকেশব ২৭। রামদেব-সুত রামবল্লভ, রামনারায়ণ, কৃষ্ণরাম, রামজীবন ও রামচন্দ্র ২৮। রামচন্দ্র-সুত শঙ্কর ২৯। কৃষ্ণরাম-সুত রামকান্ত ও রমাকান্ত ২৯।

গোবিন্দ (২৭)-সুত রাজীব ২৬।

মুং খড়দহ কামদেব-প্রকরণ।

কামদেব (২১)-সুত সুনন্দ ২২। তৎপুত্র রাঘব ও লোচন ২৩। লোচন-সুত শ্রীবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ ও কৃষ্ণশরণ ২৪। কৃষ্ণশরণ-সুত রামজীবন ২৫। তৎপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ২৬। বারাকপুরের নিকট রড়া বন্দীপুর-গ্রাম-নিবাসী। এখানেও কেশর-গ্রামীর বাস ছিল।

মুং খড়দহ কামদেব পণ্ডিত প্রমুখ মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিত বংশ।

৺অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ (ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট)

কামদেব পণ্ডিত ২১। সুত শ্রীধর, শ্রীকণ্ঠ, অনিরুদ্ধ, মধুসূদন, ভাস্কর, মৃত্যুঞ্জয়, বৈকুণ্ঠ, বাণী, ভরত, সুনন্দ ও সুধাকর ২২। মৃত্যুঞ্জয় ২২ সুত জানকীনাথ জগদানন্দ ও শ্রীরাম ২৩। জানকীনাথ ২৩ সুত গোপাল ২৪ সুত কাশীশ্বর, রাঘবেন্দ্র (সাং হালিসহর), রত্নেশ্বর (০) ও যজ্ঞেশ্বর ২৫। কাশীশ্বর ২৫ সুত কমলতপস্বী ২৬ সুত রামরাম (সাং কোন্নগর) ও কৃষ্ণরাম ২৭। রাঘবেন্দ্র ২৫ সুত রামকান্ত, কৃষ্ণদেব ও শ্রীকৃষ্ণ (সাং হালিসহর) ২৬। যজ্ঞেশ্বর ২৫ সুত রামেশ্বর (সাং পানিহাটী) জেলা ২৪ পঃ ২৬।

জগদানন্দ ২৩ সুত গুণানন্দ ২৪। সুত শ্রীকৃষ্ণ ২৫। সুত গোবিন্দ ২৬। সুত রামনারায়ণ ও গোপাল ২৭। রামনারায়ণ সুত রামনাথ, শ্যামসুন্দর ২৮। শ্যামসুন্দর সুত শিবচরণ ও অত্মারাম (সাং মঙ্গলঘাট গোবিন্দপুর) ২৯। শিবচরণ সুত রামজয় ৩০। আত্মারাম সুত মাণিকরাম, রামধন ও রাধামোহন ৩০।

শ্রীরাম ২৩ পুত্র রামবল্লভ বা রমাবল্লভ সার্ব্বভৌম (পারিহাল মেলে গত), রাজীবলোচন, মথুরানাথ, জনার্দ্দন (সাং ভারারদহ) ও গোবিন্দ ২৪।

রমাবল্লভ সুত রাঘবেন্দ্র ২৫ তৎসুত ইন্দ্রনারায়ণ ও রত্নেশ্বর ২৬। ইন্দ্র-নারায়ণ সুত রামসন্তোষ বিদ্যাবাগীশ (পূর্ব্বনিবাস হালিসহর), মদন ও হরিরাম ২৭। রামসন্তোষ সুত রঘুরাম তর্কালঙ্কার, রামশরণ বিদ্যাবাচস্পতি (সাং কাচড়াডাঙ্গা, নদীয়া) ২৮। রঘুরাম সুত শম্ভুনাথ ওরফে কৃষ্ণকিঙ্কর বিদ্যানিধি (সাং জয়দিয়া) ও কৃষ্ণচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ২৯। শম্ভুনাথপুত্র কালীপ্রসাদ কুলরত্ন (স্ত্রী চিত্রা সুন্দরী), গোরাচাঁদ, রামরাম ও রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ৩০।

কালীপ্রসাদ সুত স্বার্থকরাম, রাধানাথ, দীননাথ (০), প্রাণনাথ ও শিবনাথ ৩১। স্বার্থকরাম সুত কেদারনাথ (০) ৩২। রাধানাথ সুত দ্বারকানাথ (০), তারকনাথ ও নিবারণ (০) তারকনাথ সুত ক্ষেত্রনাথ কন্যা যদুমতী ও মনমতী ৩৩। ক্ষেত্রনাথ সুত পাঁচুগোপাল এম্-এ ৩৪। তৎসুত কৃষ্ণগোপাল ৩৫। সাং কান্দী মুর্শিদাবাদ।

প্রাণনাথের স্ত্রীর নাম গৌরমণী দেবী (ইনি কামতার মৃত্যুঞ্জয় ওরফে তেকু মৌলিকের ২য় কন্যা)। প্রাণনাথ সুত **কিশোরী মোহন** ৩২ (ইনি জেলা ২৪ পরগণার খ্যাতনামা Police Inspector ছিলেন)। ১৩০৯ সালের ২১শে আষাঢ়, ভবানীপুরে (কলিকাতা) ইঁহার মৃত্যু হয়। কিশোরীর স্ত্রীর নাম নিস্তারিণী দেবী (ইনি কামতার সূর্য্য কান্ত বন্দ্যোর ২য় কন্যা)

কিশোরীমোহন সুত **রাজমোহন মুখোপাধ্যায়** (ইনি কোট-চাঁদপুরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মিউনিসিপাল কমিশনার ১নং ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট পঞ্চাইৎ। ঝিনাইদহ লোকাল বোর্ডের, যশোহর এগ্রিকালচার এসোসিয়েসনের এবং জয়দিয়ার, মধ্য ইংরাজী স্কুলের মেম্বর), হরিমোহন ও অনাদিমোহন (০) ৩৩। কিশোরী মোহনের দুই কন্যা কিরণশশী (স্বামী পূর্ণচন্দ্র মৌলিক সাং সোনাতনপুর, জেলা যশোহর) ও শরৎশশী (স্বামী সুরেন্দ্রনাথ চট্টো সাং বোড়ায়, জেলা যশোহর।

রাজমোহনের স্ত্রীর নাম শ্রীমতী ভূভারহারিণী দেবী (ইনি কাদিরকোল নিবাসী যোগেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ১মা কন্যা)। রাজমোহন সুত নলিনী-মোহন (অকাল মৃত্যু), অবনীমোহন বি-এ, পড়িয়াছেন আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেলের বড়বাবু, যামিনী বি-এ, বাঙ্গলা বোরষ্টাল স্কুল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, মুরারীমোহন (B. N. Ryর W. & W. Inspector) ও রোহিনীমোহন বি-এ, এবং ল, পড়িতেছেন ৩৪। রাজমোহনের চারি কন্যা, পুলিনবালা (বিবাহান্তে মৃত্যু), উমাসতী (স্বামী হৃদয়গোপাল বন্দ্যো। সাং সাধুহাটী, জেলা যশোহর), ভগবতী (স্বামী বিজয়গোপাল চট্টো সাং তিলোক, জেলা খুলনা) ও উমাতারা (স্বামী ননীগোপাল চট্টো সাং রাজপুর মোল্লাবেলিয়া রানাঘাট নদীয়া) যামিনীমোহন সুত যতীন্দ্রমোহন, শচীন্দ্র ও কন্যা বনদেবী ৩৫। বহরামপুর গোরাবাজার নিবাসী কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ এম-এর দৌহিত্র ও দৌহিত্রী।

হরিমোহনের স্ত্রীর নাম সরোজবাসিনী দেবী ইনি মহেশপুরের জমিদার হলধর রায় চৌধুরীর ২য়া কন্যা। হরিমোহন ২৪ পঃ জেলার Police Sub-Inspector ছিলেন। হরিমোহন সুত মনোজমোহন, সৌরিন্দ্রমোহন ও কন্যা উমারাণী স্বামী শ্রীসুধীর চট্টো সোদপুর পানিহাটী ৩৪।

রত্নেশ্বর ২৬ সুত গঙ্গারাম ও ঘনশ্যাম (সাং সরুশুনা) ২৭। সুত হাদান ওরফে প্রভুরাম (সাং সরুশুনা জেলা যশোহর), নন্দরাম (সাং সরুশুনা জেলা যশোহর) ও কৃষ্ণপ্রসাদ (সাং খড়িখালী জেলা যশোহর) ২৮। হাদাম ওরফে প্রভুরাম ২৮ সুত কেবলরাম, রামশঙ্কর ও বৈদ্যনাথ ২৯। কেবলরাম ২৯ সুত গৌরীকান্ত ও উমাকান্ত ৩০। ।গৌরীকান্ত ৩০ সুত দেবেন্দ্র (০)৩১। উমাকান্ত সুত মতিলাল ৩১। সুত অমৃতলাল (ইনি সব-জেলার ছিলেন), কিশোরী ও কৃষ্ণলাল ৩২। অমৃত ৩২ সুত নলিনীকান্ত ৩৩। রামশঙ্কর ২৯ সুত কমলা-

কান্ত (০), প্রেমচাঁদ (০) ৩০। বৈদ্যনাথ ২৯ সুত কাশীনাথ (০), মাণিক্যচন্দ্র ও হরিহর ৩০। মাণিক্যচন্দ্র ৩০ সুত নীলমণি (০), রামরতন (০), গিরীশচন্দ্র (ইনি বরিশালের প্রসিদ্ধ মোক্তার ছিলেন), বাণী (০), চন্দ্রকান্ত (০), তারিণী চরণ (০) ৩১। হরিহর ৩০ সুত পার্ব্বতীচরণ ও দুর্গাচরণ (০) ৩১। পার্ব্বতী-চরণ ৩১ সুত প্রসন্ন, অবিনাশচন্দ্র, আশুতোষ, (ইনি বরিশালের মোক্তার ছিলেন) ও যোগেশচন্দ্র ৩২। নন্দরাম সুত সৃষ্টিধর ও রামকুমার ২৯। সৃষ্টিধর ২৯ সুত নীলকমল ৩০ সুত পঞ্চানন ও গোপালচন্দ্র (ইনি গবর্ণমেণ্টের Jailor ছিলেন, এখন পেন্সন লইয়া কুচবিহার ষ্টেটের জেলার আছেন) ৩১। পঞ্চানন ৩১ সুত শশধর ৩২ সুত খোকা ৩৩। গোপালচন্দ্র ৩১ সুত দ্বিজরাজ, অমূল্য ও পুলিন ৩২। দ্বিজরাজ ৩২ সুত হারাণ ৩৩। অমূল্য ৩২ সুত দুলাল ৩৩। রামকুমার ২৯ সুত মাধব (০) ৩০। কৃষ্ণপ্রসাদ ২৮ সুত আনন্দ ও কালীকুমার ২৯। আনন্দ ২৯ সুত হারাণ (০) আনন্দের কন্যা কৃপাময়ী, ইনি কামতার সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমা স্ত্রী এবং জয়দিয়ার রাজ-মোহন মুখোপাধ্যায়ের মাতামহী। কালীকুমার সুত দ্বারকানাথ, (ইনি প্রথম পক্ষের একমাত্র পুত্র), ষষ্টীচরণ, রামমোহন ও ভূপতি ৩০। দ্বারকানাথ ৩০ সুত উমেশচন্দ্র, অঘোরনাথ, হরিদাস ও তারাপদ ৩১। উমেশ সুত নরেন্দ্র ইন্দুভূষণ ও অহিভূষণ ৩১। অঘোরনাথ ৩১ সুত অমরেন্দ্র ৩২।

মথুরানাথ ২৪ সুত চাঁদ ২৫ সুত দেবীদাস, অনন্ত ও ভগবতী ২৬। দেবীদাস ২৬ সুত রাঘবেন্দ্র বাচস্পতি (সাং দক্ষিণেশ্বর), রামনাথ তর্কভূষণ (সাং শ্রীরামপুর) রামরাম তর্কালঙ্কার (সাং মাহেষ) ২৭।

রাঘবেন্দ্র বাচস্পতি ২৭ সুত কৃষ্ণ ২৮ কৃষ্ণ সুত রামানন্দ ও গঙ্গাধর ২৯। অনন্ত ২৬ সুত শুকদেব, চামু, রাধাকান্ত, ও হরিদেব (সাং হালিসহর) ২৭। শুকদেব ২৭। সুত রসিক (সাং কোন্নগর) ২৮। রাধাকান্ত ২৭ সুত

রমাকান্ত, রামচরণ, বীরেশ্বর ও সীতারাম ২৮। ভগবতী ২৬ সুত রামশরণ, (সাং বালি) ও রামজীবন (সাং কোন্নগর) ২৭।

রাজীবলোচন ২৪ সুত রঘুনন্দন ২৫। সুত রামরাম (সাং জনাই), শ্রীবল্লভ, মহাদেব (সাং রিসড়া) ও গোপীনাথ (সাং ঢাকুরিয়া) ২৬। শ্রীবল্লভ ২৬ সুত রামভদ্র (সাং শ্রীরামপুর) ২৭ সুত রামনাথ, রমানাথ, মাধবরাম ও রামরাম ২৮। রামনাথ সুত রামানন্দ প্রভৃতি ২৯। রামানন্দ সুত রামশঙ্কর প্রভৃতি ৩০ (সাং মণিখালি কৃষ্ণনগর)। রামশঙ্কর সুত হরিহর, শ্রীধর, হরেকৃষ্ণ ও কৃষ্ণমোহন ৩১। রামরাম ২৮ সুত কেবলরাম ২৯ সুত রামরত্ন ৩০ সুত রামদয়াল ৩১ সুত গোপালচন্দ্র (সাং বেহালা জেলা ২৪ পরগণা) ৩২। সুত রামচন্দ্র, **অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়,** এম্-এ, ইনি বীরভূমের District Magistrate, ছিলেন, ও কালীচরণ ৩৩। ইঁহারা সর্ব্বান্দীভাব প্রাপ্ত। অমৃতলাল ৩৩ সুত বিজনলাল, হিরণলাল, কানাইলাল ৩৩। মহাদেব সুত দুর্গারাম (সাং শ্রীরামপুর) ২৭।

অত্র বংশীয় সন্তানগণ মনিখালি, বেহালা, ভাণ্ডারদহ, ইছাপুর (গোরডাঙ্গা), রিষড়া, বুনাদহ-নদীয়া, লক্ষীকুণ্ডজয়দিয়া, খড়িখালী, শরুগুণা, বালী, কোন্নগর, পাণিহাটী, মোর্ণাক, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি গ্রামে বিদ্যমান দেখা যায়।

শ্রীরাজমোহন মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত, সাং জয়দিয়া জেলা যশোহর।

ভরদ্বাজ গোত্র শ্রীহর্ষের অধস্তন দ্যাকর বংশ।

সুরাই মেলের কুলীন (স্বভাব)।

দ্বাকর হইতে কয়েক পুরুষ (সম্ভবতঃ ৪।৫ পুরুষ) নিম্নে ভবনাথ মুখোপাধ্যায়। ভবনাথ-সুত রূপনারায়ণ। রূপনারায়ণের কয়েক পুরুষ অধস্তন রাম, রাঘব ও রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বর রায় উপাধি প্রাপ্ত হন।

রত্নেশ্বর-সুত বিদ্যাধর। তৎসুত উদয়নারায়ণ, যশোহর জিলার বোধখানা হইতে বায়নাগ্রামে বাস করেন। বায়নাগ্রামও যশোহর জিলার অন্তর্গত।

উদয়নারায়ণ-সুত জগন্নাথ ও প্রাণকৃষ্ণ।

জগন্নাথ-সুত ভৈরবচন্দ্র ও রামলোচন। ভৈরবচন্দ্র সুত জয়চন্দ্র, কালাচাঁদ ও উমেশচন্দ্র। জয়চন্দ্র-সুত বিপিন ও হেম। বিপিন-সুত রাজেন্দ্র। তৎসুত রামপদ ও সরোজকুমার। হেম সুত শৈলেন্দ্র ও শচীন্দ্র। কালাচাঁদ কন্যা রাজকুমারী-সুত বিজয় ও সুধীর চট্টো। রামপদের পুত্র অসিত।

উমেশচন্দ্র-সুত চন্দ্রকুমার, উপেন্দ্র, **তারকচন্দ্র** (স্বকৃত ভঙ্গ) ও গঙ্গাচরণ (স্বকৃত ভঙ্গ)। কন্যা, তরিণী, সৌদামিনী, দক্ষিণা, মোক্ষদা ও কিরণ। তারিণীর পুত্র সুরেন্দ্র বন্দ্যো। সুরেন্দ্রের পুত্র সুধাংশু, রণজিত, অজিত ও কৃষ্ণ। সৌদামিনী সুত মন্মথ, তৎসুত বিনয় বন্দ্যো। মোক্ষদার কন্যা, সুষমা ও মলিনা। সুসমার পুত্র সুকুমার (চট্টো)। মলিনার পুত্র রামনারায়ণ, হরিনারায়ণ ও সত্যনারায়ণ (মুখো)। চন্দ্রকুমার-সুত নগেন্দ্র। নগেন্দ্র সুত ইন্দ্রজিৎ ও অভিজিৎ। উপেন্দ্র-সুত চিত্ত, গৌর ও নিতাই। কন্যা অন্নপূর্ণা, মায়া ও ছায়া।

তারকচন্দ্র-সুত কালীপদ, M. B., L. M. (Dublin), তারাপদ M.A., B.L. (মুন্সেফ), অজয়কুমার, অজিতকুমার B.A. (London), L. L. B. (London) Bar-at-Law, অমিতকুমার (কলেজে পড়িতেছে)। তিন কন্যা বীণা, কল্যাণী ও গীতা। কালীপদের পুত্র দেবব্রত।

গঙ্গাচরণ-সুত রবীন্দ্র, ভক্তসখা ও নীরদবরণ। কন্যা রেণু, বাসন্তী ও উমা।

রামলোচন-সুত গোবিন্দ। তৎসুত প্রবল, কুমারেশ, ষষ্ঠীচরণ ও ইন্দ্রভূষণ। ষষ্ঠীচরণ-পুত্র অবনী।

প্রাণকৃষ্ণ-সুত দ্বীপচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র (১)। দ্বীপচন্দ্র-সুত রামনরসিংহ। রামনরসিংহ-সুত মদনমোহন (০), বদনচন্দ্র ও রামগোপাল।

বদনচন্দ্র-স্থত ভোলানাথ। তৎস্থত কার্ত্তিকচন্দ্র (B. A,)।

রামগোপাল-স্থত নিবারণচন্দ্র, রাইচরণ, শ্যামচরণ ও বিনোদ। নিবারণ-স্থত যতীন্দ্র, নলিনী সুধাংশু ও মনোরঞ্জন। রাইচরণ-স্থত সতীশ, ক্ষিতীশ ও গিরীশ। শ্যামাচরণ-স্থত রামপ্রসাদ, কালিদাস ও জুড়ন। বিনোদ-স্থত সরোজ, অমিয় ও রবি।

কৃষ্ণচন্দ্র (১) বায়না গ্রাম হইতে যশোহর জেলার টগরবন্দ গ্রামে বাস করেন। কৃষ্ণচন্দ্র স্থত রামকুমার। রামকুমার স্থত গঙ্গাগোবিন্দ, হরি-গোবিন্দ ও প্যারীমোহন।

গঙ্গাগোবিন্দ কন্যা কামিনী সুন্দরী। তস্যা পুত্র শ্রীজয়গোপাল ভট্টাচার্য্য (সোতাসী গ্রাম)।

হরিগোবিন্দ-স্থত চন্দ্রকান্ত, জগবন্ধু, ও গঙ্গাকান্ত।

প্যারীমোহন-স্থত, বিশ্বেশ্বর ও শ্রীআদিত্যনাথ।

চন্দ্রকান্ত স্থত-শ্রীবিনোদ B. L., ও শ্রীনীরোদ।

জগবন্ধু স্থত-শ্রীহারাণ L. M. F.

গঙ্গাকান্ত স্থত-শ্রীকুমুদ B. E., C. E., Executive Engineer, E. B. Railway., শ্রীকান্তি M. B., ও শ্রীকালিদাস।

বিশ্বেশ্বরের দুই কন্যা।

শ্রীআদিত্য স্থত শ্রীশিবদাস, শ্রীসন্তোষ, ও শ্রীকার্ত্তিক।

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায়ের কন্যাগণের পরিচয়।

১মা কন্যা—শ্রীমতী বীণা দেবীর স্বামী শ্রীমনসাচরণ চট্টো এম-এ, বি-এল, উকীল, খুলনা। নিবাস বরিশাল জেলার বামরাইল গ্রাম। তৎস্থত শঙ্করপ্রসাদ ও গৌতম।

২য়া কন্যা—শ্রীমতী কল্যাণী দেবীর স্বামী শ্যামাচরণ চট্টো এম্‌-এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, নিবাস কোন্নগর। কন্যা—গোপা ও সতী।

৩য়া কন্যা—গীতা, অবিবাহিতা।

রায় বাহাদুর তারকচন্দ্র রায়ঃ—জন্ম ১২৮৫ সালে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বড়গাতি গ্রামের ৺অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী প্রমদা দেবীর পাণি গ্রহণ করেন। ১৯০০ খৃঃ অঃ কলিকাতা জেনারল অ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টীটিউশন হইতে ইংরাজী ও দর্শনশাস্ত্রে অনার সহ বি-এ পাশ করেন। দর্শনে তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯০২ খৃঃ অঃ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার কার্য্যদক্ষতায় সরকার বাহাদুর প্রীত হইয়া ইঁহাকে ১৯২৭ খৃঃ অঃ ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন। ইঁনি বীরভূম, ফরিদপুর, নদীয়া ও বাঁকুড়া এই চারি জেলাতে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ১৯৩৫ খৃঃ অঃ কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁনি শ্রীগৌরাঙ্গ, উপগুপ্ত, পুরুষোত্তম প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িতা। হিন্দু সমাজের মঙ্গলের জন্য ইঁনি আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন। হরিজনদিগের জন্য বীরভূম, কৃষ্ণনগর ও বাঁকুড়ায় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াদিয়াছেন এবং অনেক অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বীরভূম বিবরণের দ্বিতীয় খণ্ডে (৮০ পৃঃ) ইহার সম্বন্ধে লেখা আছে—

“প্রধানতঃ যাঁহার চেষ্টায় মফঃস্বলের এই স্কুল তিনটীর প্রতিষ্ঠা হয় তিনি রামপুরহাটের প্রথম বাঙ্গালী হাকিম শ্রীযুক্ত তারক চন্দ্র রায়। রামপুরহাটের রেল কর্ম্মচারী সাহেবদিগের জন্যই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণ হউক এই মহকুমায় পূর্ব্বে সিভিলিয়নগণই হাকিম হইয়া আসিতেন। মহকুমার সৌভাগ্যে প্রথম বাঙ্গালী হাকিম আসিয়াছিলেন তারক চন্দ্র। প্রজার এমন ব্যথার দরদী, এমন হৃদয়বান জনপ্রিয় হাকিম রামপুরহাটে পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন কি না জানিনা। তিনি মহকুমার যে উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহাতে সমগ্র বীরভূম বাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বীরভূমের লোকে তাঁহাকে চিরকাল মনে রাখিবে।”

মুং খড়দহ কামদেব পণ্ডিত সন্তান—(স্বভাব)।

কামদেব পণ্ডিত হইতে অধস্তন পঞ্চম বা ষষ্ঠ পুরুষ

দেওয়ান জগমোহন মুখোপাধ্যায়ঃ—বিপুল প্রতিভা, অদম্য অধ্যবসায় ও অসাধারণ চরিত্রবলের নিকট যে দারিদ্রের মহামানবত্ব বিকাশনাশিনী শক্তির অবশ্য পরাজয় ঘটে—দেওয়ান জগমোহনের চরিত কথা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সন ১১৬০ সালে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কুলীন প্রধান জনাই গ্রামে যে দিন গঙ্গানারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রে চতুষ্টয়ের মধ্যম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ তদবধি পঞ্চম বর্ষে যে দিন গঙ্গানারায়ণ নিঃস্ব বিধবার হস্তে বালকদিগের ভার চিরতরে অর্পণ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন তখন কে আশা করিয়াছিল ঐ অনাথশিশু কালে দেওয়ান জগমোহনে পরিণতি লাভ করিবে।

আশৈশব জগমোহনের জ্ঞান-পিপাসা অতীব বলবতী ছিল। কিন্তু দরিদ্রতা তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনে বিঘ্নস্বরূপ হইলেও, তাহা অতিক্রম করিবার উপায় তিনি নিজেই উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। গ্রামে এক গুরু মহাশয়ের নিকট ভিন্ন. শিক্ষার অন্য ব্যবস্থা ছিল না। তিনি শ্রীরামপুরের মিশনারীদিগের নিকট হইতে বিবিধ বিষয়ের ইংরাজী অনুবাদ যাক্স্রা করিয়া পড়িয়া ইংরাজী সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ফলতঃ তিনি বাল্যে ইংরাজী গণিত, বাঙ্গলা ও সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া উত্তরকালে কর্ম্মজীবনে পারশী, হিন্দী, ও আরবী ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভে সমর্থ হইয়া অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শৈশবে জগমোহনের শিক্ষার অন্তরায় ও তন্নিরাকরণ অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে তিনি চন্দ্রালোকেই পাঠাভ্যাস করিতেন। প্রদীপের তৈল অপ্রতুল ছিল। কথিত আছে একদা তিনি পিতামহীকে একটু তৈলের জন্য অনুনয় করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি সল্পমাত্র তৈল দিয়া তাহার অধ্যয়নের সাহায্য দান করিলে কৃতী হইয়া তিনি তৈলদাত্রীকে তৈলে ডুবাইয়া রাখিবেন। এ অনুনয় উপেক্ষিত হয় নাই। আর জগমোহনও তাঁহার প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া-

ছিলেন। কে না জানে পিতামহীর দেহমান তৈল তিনি গ্রামে বিতরণ করিয়াছিলেন।

এস্থলে তাহার মাতুল বংশের পরিচয় প্রদানও আবশ্যক। বর্দ্ধমানাধিপতির তদানীন্তন দেওয়ান চুপির বংশানুক্রমিক সামাজিক নেতা বিখ্যাত রঘুনাথ রায় মহাশয়ই জগমোহনের মাতুল ছিলেন।

জগমোহনের কর্ম্মজীবনের আরম্ভ অতি অল্প বয়সেই। মাত্র ষোড়শবর্ষ বয়ক্রমকালে তিনি বঙ্গবিশ্রুত টপ্পার রচয়িতা নিধুবাবুর সহিত বিহার প্রদেশে সারণ ছাপরায় কর্ম্মগ্রহণ করেন। ১৭৮৯ খৃঃ অঃ তিনি বিহারের দেওয়ান নিযুক্ত হন। অসাধারণ ধীশক্তি ও অপূর্ব্ব রাজনীতির প্রতিভায় সমগ্র বিহার প্রদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। ইহাতে বিহারে ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় করাতে বড়লাট বাহাদুর ওয়ারেন হেষ্টিংস্ কাউন্সিলের মেম্বর উইলিয়ম পিট, ফক্স, লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এবং বিহারের চীফ জজ ও কালেক্টার বাহাদুর মণ্টগোমরী সাহেব প্রভৃতি অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।

কথিত আছে বড়লাট হেষ্টিংস্ সাহেব বাহাদুর তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন "প্রিয় জগমোহন তোমার রাজত্ব কিরূপ চলিতেছে ?" প্রত্যুত সরকার বাহাদুর তাঁহাকে রাজা উপাধি দিয়া সম্মানিত করিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু সদাশয় জগমোহন বলিতেন ব্রাহ্মণ চির-দরিদ্র-ভিক্ষুক রাজা হইবার উপযুক্ত সে নহে। অগত্যা জনসাধারণ তাঁহাকে বাবু আখ্যা দান করেন। ইহা অবশ্য সত্য যে এই বাবু আখ্যা সে যুগে অসাধারণ সম্মানের দ্যোতক ছিল।

সিউহর রাজবংশের বিবাদের শান্তি তাঁহারই মধ্যস্ততায় সংসাধিত হইলে হাতুয়া ও বেতিয়া রাজবংশে চঞ্চলা রাজলক্ষ্মী স্থায়ীভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্প পরিসরমাত্র জীবনে বাবু জগমোহন প্রচুর উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সারণ, চম্পারণ, মতিহারী, মজফরপুর, গয়া, হুগলী ও হাওড়া জিলার

জমিদারীর তৎকালীন বার্ষিক আয় দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রারও অধিক ছিল বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ প্রকৃতই অপরিমেয়। ৺কাশীধামে বহু শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ৺গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্মের উপর তদীয় নাম খোদিত আছে। তাঁহার দানশীলতায় গয়াবাসীরা তাঁহাকে গয়াসুর আখ্যা দিয়াছিলেন। স্বগ্রামেও তিনি বহু দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও তজ্জন্য স্থায়ী বৃত্তির ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন। বিহারেও তাঁহার দেবালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন এবং পুষ্করিণী ও কূপ খনন প্রভৃতি বহু নিদর্শন বর্ত্তমান। ছাপরা সহরে জগমোহন তালাও নামক বৃহৎ পুষ্করিণী তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার প্রিয় সংস্কৃত সাহিত্য ও জ্যোতিষশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে জনাই বাক্সার বিখ্যাত জ্যোতিষী মদনমোহন আচার্য্য ও পণ্ডিত অভয়চরণ তর্কালঙ্কার তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। জনাই গ্রামে তাঁহার চতুঃস্তবক পূজার দালান সমন্বিত গ্রীসীয় ও রোমক কারুকার্য্য-শোভিত বিরাট প্রাসাদে আজিও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ বাস করিতেছেন।

জগমোহনের কর্ম্মময় মহাজীবনের অবসান হয় মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে, সন ১২০০ সালে। ছাপরা সহরে বিসূচিকা রোগে তাঁহার জীবনান্ত ঘটে।

দেওয়ান জগমোহন মুখোপাধ্যায়, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সমসাময়িক লোক। উভয়ের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, কারণ জগমোহন বিহারের দশশালা বন্দোবস্ত করেন ও গঙ্গাগোবিন্দ বাঙ্গালায় দশসালা বন্দোবস্ত করেন। তিনি গোকুল ও মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায় এই দুই প্রসিদ্ধ কুলীনকে আপনার ভগ্নীদ্বয়কে বিবাহ দিয়া কৌলিন্য মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন। প্রবাদ আছে দেওয়ান জগমোহন বিপুল জাঁকজমক ও সৈন্যসমভিব্যাহারে রাজার মত মর্য্যাদা দানে উহাদিগকে নিজ বাটী জনাই "নূতন বাটী" নামক বিস্তৃত ৭ মহল বাটীতে আনেন।

জগমোহন ভগ্নীদ্বয়কে বেগের গঙ্গোপাধ্যায়দিগের সহিত ও বেলেশিখিরার বন্দ্যোপাধ্যায় মোহনচন্দ্রের সহিত নিজ কন্যাদ্বয় বরদা দেবী ও সুন্দরী দেবীর বিবাহ দিয়া কৌলিন্য মর্য্যাদা দৃঢ় করেন। জগমোহনের সময় বঙ্গসমাজে আচার, ব্যবহার, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতি আরও বৃদ্ধিলাভ করে। গোকুল গঙ্গোর বংশধরগণ জনাইয়ে থাকেন। শিবপ্রসাদ গঙ্গোর (জগমোহনের ভাগিনেয়) বংশধর ৺কিশোরী মোহন গঙ্গো মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদক তস্যপুত্র ৺হরিচরণ শাস্ত্রী হাইকোর্টের উকীল। রায়সাহেব ৺রাজমোহন গঙ্গোর বংশধরগণ জনাইয়ে থাকেন। মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গোর বংশধরগণ শিবপুরে বাস করিতেছেন।

জগমোহন মুখোর জমিদারীর পূর্ব্বোক্ত আয়ের তুলনায় বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীগণের ঐ জমিদারীর আয় যৎসামান্য আছে। আছে শুধু নশ্বর জগতের ক্ষণভঙ্গুর কীর্ত্তি ও পূর্ব্বপুরুষের গরিমা। তাঁহার বিস্তীর্ণ কাছারী-বাটী জনাই ও ছাপরায় অদ্যাবধি বিদ্যমান। তাঁহার দ্বারা বিহারীরা বিশেষ উপকৃত। কারণ তিনিই প্রথম বিহারে দশশালা বন্দোবস্ত করিয়া গবর্ণমেণ্টের, রাজা জমিদারগণের ও চাষীদের ভূমির সুবন্দোবস্ত করেন। তিনি বিহারে তাঁহার জমিদারীতে বহু বিহারী ব্রাহ্মণদিগকে বহু বিঘা ভূমি দান করেন। ৺কাশীধামে চৌষট্টীযোগিনী ঘাটের শিবমন্দির স্থাপন করেন ও অতিথিসেবা ঔষধ দান, অন্নদান, শিক্ষাদান ও কন্যাদায়ে সাহায্য প্রভৃতি বহু দানশীলতার কার্য্য তিনি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী দৌহিত্র বংশধরেরা অদ্যাপি ঐ সকল কার্য্য যথাসাধ্য করিয়া থাকেন।

তাঁহার তিন পুত্র গোবিন্দচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পরোপকারী ও বিষয় কর্ম্মে নিপুণ ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের কন্যাগণ অপুত্রক অবস্থায় ফৌত হইলে ও মহেশচন্দ্রের পুত্র শ্রীধর মুখো অবিবাহিত অবস্থায় লোকান্তরগমন করিলে দেওয়ান জগমোহনের যাবতীয়

অস্থাবর সম্পত্তি করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাপ্ত হন। উভয়েই পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী বেলেশিখিরা নিবাসী মোহনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। মোহনচন্দ্র বন্দ্যো। দেওয়ান জগমোহনের দুই কন্যা—বরদা দেবী ও সুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন।

দৌহিত্র-বংশ বিবরণ

দেওয়ান জগমোহনের ২ কন্যা। বরদা দেবী ও সুন্দরী দেবী।
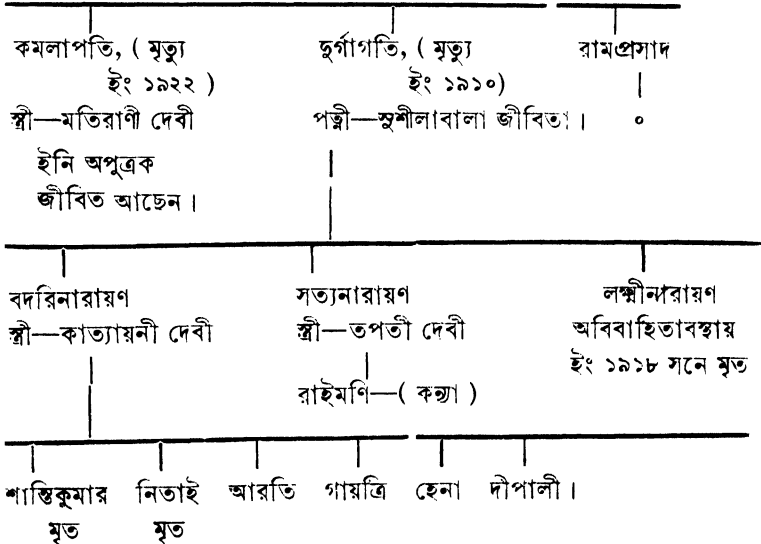
জগমোহনের ২য়া কন্যা

২। **সুন্দরী দেবী**

|

(ক) অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যো, (মৃত্যু ইং ১৮৫৭)
স্ত্রী—লক্ষ্মীমণি।
|
বারানসী, (মৃত্যু ইং ১৮৭৩)।
স্ত্রী—প্রমোদায়িনী অপুত্রক অবস্থায় ফৌত হন।

(খ) সুন্দরী দেবীর ২য় পুত্র রামনারায়ণ—অপুত্রক ছিলেন।

বর্ত্তমান ঠিকানা—গ্রাম জনাই, নূতনবাটী, পোঃ জনাই, জেলা হুগলী।

করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা মোহনচন্দ্র বন্দ্যো—বেলেশিখিরার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নারায়ণ বন্দ্যোর সন্তান। ইঁহারা স্বভাব কুলীন।

৺কমলাপতি বন্দ্যো হুগলী জেলার অন্তর্গত ভাস্তারা গ্রামের সন্নিকট নারায়ণপুর গ্রাম নিবাসী জমিদার ৺গোপাল মুখোপাধ্যায়ের কন্যা মতিরাণীকে বিবাহ করেন। ইঁহারা স্বভাব কুলীন।

৺দুর্গাগতি বন্দ্যো শালকয়িা মখার্জ্জিপাড়া নিবাসী ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা সুশীলাবালাকে বিবাহ করেন। ইঁহারা স্বভাব কুলীন।

বদরিনারায়ণ বন্দ্যো রংপুর জিলার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরীর মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবীকে বিবাহ করেন। ইঁহারা স্বভাব কুলীন।

সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় জনাই নিবাসী স্বভাব কুলীন বংশোদ্ভব দেওয়ান জগমোহন মুখোর প্রপিতামহ ৺সন্তোষ নারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামশরণের বংশধর পুণ্যবান্ ৺কিশোরী মোহন মুখোর পুত্র শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোর (ইঞ্জিনিয়ারের) কন্যা শ্রীমতী তপতীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

উক্ত ৺কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় জনাই হইতে বৌবাজার কলিকাতায় বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। ইঞ্জিনিয়ার শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমানে ভবানীপুর অবস্থান করেন। এই বংশ বর্ত্তমানে শিক্ষিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন। ইঁহারা স্বভাব কুলীন।

জগমোহনের ভাগিনেয় ছিলেন শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। ইনি ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ছাপরা সারণের বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ছিলেন।

করুণাময় বাবু বেদজ্ঞ যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে ভাল বাসিতেন। সন ১২৯৫ সালে তাহার দেহান্ত হয়। তৎপুত্র আশুতোষ ছিলেন ছাপরার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে রোগীদিগের সেবা করিতেন ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন। সন ১২৯৮ সালে ৺ কাশীধামে দেহরক্ষা করেন।

কমলাপতি ব্যবহার শাস্ত্রে, সংস্কৃতে ও হিন্দিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ছাপরা, কাশী ও হুগ্‌লী সরকারে তাহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল।

দুর্গাগতি সত্যবাদী, নিষ্ঠাবান ও পরোপকারী ছিলেন। গীতা তাঁহার জীবনের স্বাক্ষী ছিল। তিনি সল্পায়ু ছিলেন। মৃত্যু সময়ে তিনি গীতার শ্লোক শ্রবণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন।

বদরিনারায়ণ ঃ—গ্রামের উন্নতির জন্য বিশেষ সচেষ্ট। গ্রামের বিদ্যালয়, অনাথালয়, ব্যায়ামাগার, sports, কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা ও আর্থিক সাহায্য করেন। বদরীনারায়ণ বাবু গত ভীষণ ভূমিকম্পের সময় স্বয়ং ছাপরার অন্তর্গত তাঁহার জমিদারীর প্রজাগণের ও অন্যান্য জনসাধারণের কষ্ট নিবারণের জন্য স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বদরীনারায়ণ ও সত্যনারায়ণ উভয় ভ্রাতাই নিষ্ঠাবান, সত্যবাদী, ও পরোপকারী।

মুং খড়দহ কামদেব পণ্ডিত বংশ। স্বভাব—

(শান্তিপুর দাস্তেপাড়া)

রামমোহন ১। সুত বিনোদরাম ২। তৎসুত যদুনাথ ৩। তৎসুত কেদার-নাথ ৪। তৎপুত্র কালীসাধন ভি, এল্, এম্, এস্, ডাক্তার ৫। তৎপুত্র নারায়ণদাস, কন্যা শ্রীমতী দুর্গারাণী (স্বামী শ্রীনীলমণি চট্টো চৈতল মহেশ সন্তান শ্রীঅমূল্যকুমার চট্টো বি-এর ভাইপো), সুধারাণী স্বামী শ্রীসুধীরকুমার বন্দ্যো, চূয়াখালী, নদীয়া, রাধারাণী (অবিবাহিতা) ও গীতারাণী ৬।

ডাক্তার শ্রীকালীসাধন মুখো শান্তিপুর প্রদত্ত ২০।১২।৩৭।

মুং খড়দহ কামদেব-সুত শ্রীধর (২২)প্রমুখ সর্ব্বেশ্বর বংশ। ৯৫ পৃঃ

শ্রীধর হইতে অধস্তন চারি পুরুষ সর্ব্বেশ্বর ২৬ পুত্র ছকড়িরাম ২৭ পুত্র সদানন্দ, সার্থকরাম ২৮। **সার্থকরাম** ২৮ পুত্র ভবানীচরণ ২৯ পুত্র জগন্নাথ, কৃষ্ণচন্দ্র ও মধুসূদন ৩০। জগন্নাথ পুত্র ক্ষেত্রমোহন ৩১ পুত্র কৈলাস ৩২ পুত্র শশী, ও রাসবিহারী ৩৩। (এই বংশ সর্ব্বানন্দী প্রাপ্ত) নিবাস বিক্রমপুর, জেলা বাঁকুড়া। মধুসূদন ৩০ পুত্র বৈকুণ্ঠ, রামেশ্বর, কালীপদ ৩১। বৈকুণ্ঠ ৩১ পুত্র শরৎ, চারু ও গোবিন্দ ৩২। কালীপদ ৩১ পুত্র নগেন, জিতেন, ভোলানাথ ৩২ (বিক্রমপুর, বাঁকুড়া)। কৃষ্ণচন্দ্র ৩০ পুত্র নেংটেশ্বর ৩১ পুত্র **সুরেশ্বর** ৩২ পুত্র অমরেশ্বর (গজেন) ৩৩। (সাং মুন্টীগ্রাম, জেলা বর্দ্ধমান।

সদানন্দ ২৮ পুত্র রামচন্দ্র ও নীলকণ্ঠ ২৯। রামচন্দ্র ২৯ সুত হরিশ্চন্দ্র ও দোলগোবিন্দ ৩০। হরিশ্চন্দ্র ৩০ সুত উমেশচন্দ্র ও বিনোদীলাল ৩১। উমেশচন্দ্র ৩১ সুত বিভূতিভূষণ, ইন্দুভূষণ, ভূপতিভূষণ, অহিভূষণ, ৩২। বিভূতিভূষণ সুত বগলানন্দ ও বিমলানন্দ ৩৩। ইন্দুভূষণ ৩২ সুত তিনকড়ি ৩৩। বিনোদীলাল ৩১ সুত তারাপদ ৩২।

দোলগোবিন্দ ৩০ সুত সারদাপ্রসাদ ৩১ সুত শশী, ভগবান্, দুর্গাদাস ও বিধুভূষণ ৩২। ভগবান্ ৩২ সুত নবীন, গোপীনাথ, ষোড়শীনাথ ও মদনমোহন ৩৩। নবীন ৩৩ সুত কৃপানাথ ৩৪। দুর্গাদাস ৩২ সুত ভোলানাথ, শম্ভুনাথ ও পঞ্চানন ৩৩। (ইঁহারা বীরভূম জেলার সন্ধ্যাজোল গ্রামবাসী)।

"জেলা নদীয়া, ধর্ম্মদা নিবাসী শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত।"

মুং খড়দহ মেল কামদেব বংশের একদেশ।

রায় বাহাদুর ৺রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, প্রভৃতি।

কামদেব পণ্ডিত ২১। কামদেব সুত শ্রীধর, শ্রীকণ্ঠ, অনিরুদ্ধ, মধুসূদন আচার্য্য, ভাস্কর, ভরত, বাণীনাথ, মৃত্যুঞ্জয়, বৈকুণ্ঠ, সুধাকর এবং সুনন্দ ২২। শ্রীধর সুত পুরাই, হৃদয়, জগদীশ, লোকনাথ, যদুনাথ, জগন্নাথ এবং রতিনাথ ২৩। লোকনাথের উত্তর-রাঢ়ীয়া পত্নী-গর্ভজাত-সুত রাধাকান্ত, কৃষ্ণকান্ত, গোপীকান্ত এবং লক্ষ্মীকান্ত ২৪। গোপীকান্ত-সুত রাধাবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ এবং শ্যামসুন্দর (বীরভূম কোতলকোমা গ্রামী) ২৫। কৃষ্ণবল্লভ সুত মথুরেশ, মহাদেব, নারায়ণ, শ্রীকান্ত, রামনাথ ও গৌরীকান্ত ২৬। সয়দাবাদ নিবাসী রামনাথ সুত কৃষ্ণদেব, মুরারি, কালীচরণ এবং ঘনশ্যাম ২৭। নদীয়া জেলার গোস্বামী দুর্গাপুর নিবাসী কালীচরণ সুত হরিহর ২৮। হরিহর সুত রাম-গোপাল ২৯। রামগোপাল সুত মোহনচন্দ্র, আনন্দচন্দ্র এবং রামগতি ৩০। মোহনচন্দ্র সুত যজ্ঞেশ্বর ও রামেশ্বর ৩১। আনন্দচন্দ্র সুত "স্বাস্থ্যরক্ষা" "ভূবিদ্যা" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা রায় বাহাদুর এবং সি, আই, ই, উপাধিভূষিত রাধিকাপ্রসন্ন এবং রাজকৃষ্ণ এম্-এ, বি-এল।

রামগতি সুত কালীপ্রসন্ন, সতীশচন্দ্র Lt. Col. S. C. Mukherjee

M. D., C. M., D. P. H., I. M. S.) এবং মহেন্দ্র ৩১। সতীশচন্দ্র (স্ত্রী বর্ণকুমারী) সুত সরোজনাথ (হাজারীবাগ)।

রাধিকাপ্রসন্ন সন্তান কমলা, অভিলাষ, পঞ্চানন, মানদা, সরোজিনী, চারুচন্দ্র, বিনোদিনী ও হেমচন্দ্র ৬২। অভিলাষ সন্তান ননীবালা, সত্যেন্দ্র, পরেশনাথ, অমরনাথ, চন্দ্রনাথ, গায়ত্রী ও আলোকনাথ ৩৩। সত্যেন্দ্রের ৩ পুত্র, পরেশনাথের ৪ পুত্র, চন্দ্রনাথের ২ পুত্র।

পঞ্চানন (৪৮-এ, বেচু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা) সুত দেবব্রত, দ্বিজেন্দ্র, দিনেন্দ্র, দেবনারায়ণ, দেবীপ্রসাদ বি-এসসি, ধীরেন্দ্র, দুর্গাচরণ, দীনদয়াল (অঃ বিঃ) ৩৩। দেবব্রত সুত ধ্রুবলাল, হীরালাল, কৃষ্ণলাল প্রভৃতি; কন্যা করুণাময়ী, সুধাময়ী প্রভৃতি ৩৪। দ্বিজেন্দ্র সুত ফণীভূষণ ও কালীপ্রসন্ন, কন্যা নন্দরাণী, অন্নাকালী প্রভৃতি ৩৪। দীনেন্দ্র সুত কমলকৃষ্ণ ও বিমলকৃষ্ণ ৩৪। দেবনারায়ণ সুত মিহিরকুমার প্রভৃতি; কন্যা গৌরী, উমা প্রভৃতি ৩৪। দেবীপ্রসাদ সুত জ্যোতিঃপ্রসাদ, কমলপ্রসাদ, তারাপ্রসাদ ও কৃষ্ণপ্রসাদ; কন্যা মানময়ী, স্নেহময়ী, বিমলারাণী, বেলারাণী প্রভৃতি ৩৪। ধীরেন্দ্র কন্যা ইলা, ইরা, বাসন্তী ৩৪।

চারুচন্দ্র সুত শচীপ্রসন্ন ও তারাপ্রসন্ন ৩৩।

হেমচন্দ্র (৪৭ এবং ৪৭-১ বেচু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্ কলিকাতা) সুত শান্তিপ্রসন্ন (মৃত), শক্তিপ্রসন্ন (অবিবাহিত), মুক্তিপ্রসন্ন এম-এ পড়িতেছেন, সুকান্তিপ্রসন্ন ও দুই কন্যা—প্রীতিময়ী (অঃ বিঃ) ও জ্যোতির্ম্ময়ী ৩৩।

রাজকৃষ্ণ (৫৯-এ, বেচু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রিট্, কলিকাতা) সুত ক্ষেত্রমোহন, ললিত, কন্যা সুশীলা ও সরলা ৩২। ক্ষেত্রমোহন সুত রবীন্দ্রকৃষ্ণ, যতীন্দ্র, দেবেন্দ্র ও কন্যা পরিবালা, ইভারাণী ও ইলারাণী ৩৩।

রবীন্দ্রকৃষ্ণ সুত দিবেন্দ্র, পূর্ণেন্দ্রমোহন ও কন্যা ফুটন্তনলিনী, প্রভাতনলিনী ও ফুল্লনলিনী ৩৪।

এই বংশের বর্ত্তমান বংশধরগণের অনেকেই ভঙ্গ

এই বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের পরিচয়—

(১) **আনন্দচন্দ্র** ঃ—"পাইকপাড়া কন্‌সারণ" নীল কুঠির দেওয়ানী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ৫৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দানশীলতার জন্য পুত্রদের জন্য কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

(২) **রাধিকাপ্রসন্ন** ঃ—(জুনিয়ার-সিনিয়ার স্কলার), জন্ম ১৮৩৮ খৃঃ অঃ, মৃত্যু ২২শে জানুয়ারী,১৯০৩। ইনি বহুদিন প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। স্বাস্থ্যরক্ষা, ভূবিদ্যা (প্রাকৃতিক ভূগোল) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, রায়বাহাদুর ও সি-আই-ই উপাধিভূষিত। ৪২ বৎসর সরকারী চাকরি করেন। শিক্ষা বিভাগ ব্যতীত অপরাপর বিভাগে জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্য তাঁহার মতামত গৃহীত হইত। তিনি চারি বৎসরকাল স্পেসাল পেন্সন্ ভোগ করিয়াছিলেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। পুস্তক ক্রয় করিবার ক্ষমতা না থাকায় কৃষ্ণনগরে অধ্যয়নকালে সমপাঠীদের নিকট হইতে পুস্তক লইয়া পাঠ করিতেন। কখনও এক পয়সার তৈল ক্রয় করিয়া রাত্রে লেখাপড়া করেন নাই। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে বোর্ডিংএর প্রাঙ্গণে কিম্বা রাস্তায় পুস্তক পাঠ করিতেন। তিনি বলিতেন, যদি আমরা ঈশ্বরদত্ত আলোকের সদ্ব্যবহার করি তাহা হইলে অপর কোন আলোকের আবশ্যক হয় না। এইভাবে কৃষ্ণনগরে পড়াশুনা করিয়া প্রত্যেক পরীক্ষায় ১ম পদ ও বৃত্তি লাভ করিতেন। বৃত্তি হইতে বোর্ডিংএর খরচ, মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভরণপোষণ করিতেন। অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতায় লোকে কত বড় হইতে পারে তাহা তিনি দেখাইয়াছেন।

(২) **রাজকৃষ্ণ মুখো** ঃ—জন্ম ১৮৪৫ খৃঃ অঃ ৩১ অক্টোবর, নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোস্বামী-দুর্গাপুর গ্রাম। কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট হইতে ১৮৬২

খৃঃ অঃ ১৮৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৪ খৃঃ অঃ এল-এ পরীক্ষায় ৩২৲ বৃত্তি, ১৮৬৬ খৃঃ অঃ বি-এ পরীক্ষায় ৫০৲ বৃত্তি পাইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৭ খৃঃ অঃ দর্শনশাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বর্ণপদক ও বহু পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। At the Convocation addrsss the then Vice-Chancellor Sir Henry S. Maine remarked that Babu Raj Krishna Mukherjea would do honour to the flower of the Oxford Schools.

১৮৬৮ খৃঃ অঃ বি-এল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

কর্ম্মজীবন (শিক্ষকতা)

১৮৬৭ খৃঃ অঃ জেনারেল এসেমব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসনে (বর্ত্তমান Scottish Church College) দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। ১৮৬৮ খৃঃ অঃ বহরমপুরে ওকালতী। ঐ বৎসর ক্ষান্তমণির সহিত বিবাহ। ১৮৬৯ খৃঃ অঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী কটক ল-কলেজে ৩৫০৲ মাসিক বেতনে অধ্যাপক। ১৮৭১ খৃঃ অঃ ১৫ই জানুয়ারী ২০০৲ মাসিক বেতনে বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক (স্যার গুরুদাস বন্দ্যোর স্থানে)। ঐ খৃঃ অঃ জুলাই ৩০০৲ মাসিক বেতনে পাটনা কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। ১৮৭২ খৃঃ অঃ হাইকোর্টের ওকালতী। ১৮৭২ খৃঃ অঃ পুনরায় কটক কলেজের অধ্যাপক এবং ১৮৭৩ খৃঃ অঃ পদত্যাগ। ১৮৭৭ খৃঃ অঃ পর প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজী, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপক। ১৮৭৯ খৃঃ অঃ ১৪ই জানুয়ারী হইতে ১৮৮৬ খৃঃ অঃ

১০ই অক্টোবর বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। বেতন মাসিক ৬০০৲—৭০০৲ পাইতেন।

সাহিত্য সাধনা।

যৌবনোদ্যান (কাব্যগ্রন্থ) ১৮৬৮ খৃঃ অঃ, সংসার সাম্রাজ্য (অসম্পূর্ণ) মিত্রবিলাপ (১৮৬৮ খৃঃ অঃ), কাব্যকলাপ (১৮৭০ খৃঃ অঃ), রাজবালা (ইং ১৮৭০) প্রথম শিক্ষা বীজগণিত (ইং ১৮৭২), মানস বিকাশ (ইং ১৮৭৩), প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৭৪) এই পুস্তকের ৬০টী সংস্করণ হইয়াছিল, কবিতামালা (ইং ১৮৭৭), মেঘদূতের বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ (১৮৮২ ইং), নানাপ্রবন্ধ (ইং ১৮৮৫) এই পুস্তক ১৯৩৪ খৃঃ অঃ হইতে বি-এ পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তক মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এডুকেশন গেজেটে কবিতাদি এবং ১৮৭২ খৃঃ অঃ বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইলে তাহাতে ১৬টী সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

বক্তৃতা—

বেথুন সভায় "হিন্দুদর্শন" (সেই প্রবন্ধে তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে হিন্দুদর্শন গ্রীকদর্শনের নিকট কোন ক্রমে ঋণী নহে (ইং ১৮৬৭)। কটক ডিবেটিং ক্লাবে হিন্দুদর্শন (ইং ১৮৬৯), Origin of language (ইং ১৮৭০), Hindu mythology (ইং ১৮৭০), Theory of Morals (নীতিতত্ত্ব) সম্বন্ধে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন।

অন্যান্য কার্য্য—

১৮৬১ খৃঃ অঃ পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের পরলোকগমনে তাঁহার চারি বৎসর বয়স্ক নাবালক পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত হন। বেতন ৪ শত টাকা পাইতেন।

১৮৬৯ খৃঃ অঃ ২০শে সেপ্টেম্বর বেঙ্গলীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে বেঙ্গলীর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৬৭ খৃঃ অঃ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠার সময়ে রাজকৃষ্ণ বাবু ও তাঁহার সহোদর রাধিকাপ্রসন্ন বাবু উহাতে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃঃ অঃ Sir Alfred Croft কর্ত্তৃক পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন সমিতির সদস্য মনোনীত হন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উহার সদস্য ছিলেন। ১৮৮৩ খৃঃ অঃ ২রা মে এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

তিনি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য ইতঃপূর্ব্বেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত, উড়িয়া, হিন্দী, উর্দ্দু, পারসী প্রভৃতি প্রাচ্য ও ফরাসী, জার্ম্মাণ ও লাটিন প্রভৃতি প্রতীচ্য ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন ইহা ছাড়া তিনি পালি ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। হিন্দু জ্যোতিসশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেও তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। ৺বঙ্কিমচন্দ্র রাজকৃষ্ণ বাবুর নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা করেন। তাঁহার সীতারাম পুস্তকে সে সম্বন্ধে সীতারামের স্ত্রীর কোষ্ঠীর গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ জন্য স্বামীসঙ্গ হয় নাই তাহার উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রের কথা নিম্নে লিখিত হইল।

"সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, সর্ব্বগুণের আধার, সকলের প্রিয়, আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।"

তিনি অতি সবল, সুস্থকায় ও দৃঢ়চেতা লোক ছিলেন। তিনি সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক বেশী আহার করিতেন। প্রত্যহ প্রায় ২ সের মাংস এবং বৈকালে ৩ সের দুগ্ধের ক্ষীর খাইতেন। কিন্তু অহঃরহঃ মানসিক পরিশ্রম করায় তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। ১৮৮৬ খৃঃ অঃ ১০ই অক্টোবর ৪১ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার বাংলার ইতিহাস ১৮৮৪ খৃঃ অঃ হইতে ১৯১১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত পাঠ্যপুস্তক ছিল এবং ঐ পুস্তকের আয় হইতে তাঁহার পুত্র কন্যার সাংসারিক

খরচ চলিত এবং তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধিকাপ্রসন্নের যত্নে ৩৫ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ যাহা সংসার খরচ চালাইয়া উদ্বৃত্ত হইয়াছিল তাহা তাঁহার পুত্র ক্ষেত্র বাবু প্রাপ্ত হন।

পুত্র **ক্ষেত্রমোহন** ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ডেপুটী কলেক্টরী পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। জন্ম ১৮৭৭ খৃঃ অঃ।

কনিষ্ঠ জামাতা সরলার স্বামী অবসর প্রাপ্ত সাবজজ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চট্টো (সাহিত্য সম্রাট্ ৺বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা ৺পূর্ণচন্দ্রের পুত্র)।

জ্যেষ্ঠ জামাতা ৺সুশীলার স্বামী এলাহাবাদ হাইকোর্টের এডভোকেট **৺সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** এম্-এ পি-আর-এস্, এল-এল-ডি। সতীশ বাবু বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় একই বৎসরে কলিকাতা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ভারতবর্ষে তাঁহার তুল্য ছাত্র আজ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় ইংরাজী ও দর্শন শাস্ত্রে বিখ্যাত অধ্যাপক পণ্ডিত স্যার যদুনাথ সরকারকে পরাজিত করিয়া ৮০০০৲ আট হাজার টাকা বৃত্তি পান এবং Tagore Law Examinationএ Special Gold Medal ও ৮ হাজার টাকা পান। সতীশ বাবুর পিতা অবিনাশ বাবু রাজকৃষ্ণ বাবুর সহপাঠী এবং আগরার সেসন জজ ছিলেন।

রাধিকা বাবুর পুত্রগণ—

অভিলাষ (রায় সাহেব):—ইনি বিহারের Excise ও Salt ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটী কমিশনার ছিলেন। মৃত্যু ১৯২০ খৃঃ অঃ।

পঞ্চানন বিদ্যাভূষণ (M. R. A. S., M. A. S. B.) ইনি কলিকাতার প্রথম শ্রেণীর অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন।

চারুচন্দ্র (Mr. C. C. Mukherjee Rai Bahadur, O.B.E.)

ইনি ভাগলপুর ডিভিসনের কমিশনার ছিলেন। বর্ত্তমানে ঐ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ৩নং শ্যামলাল ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

হেমচন্দ্র বি-এ ঃ—বসতবাটী ৪৭।১, বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৮ বৎসর বয়স হইতে সংবাদ-পত্রের সম্পাদকতা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

হেমচন্দ্রের পুত্র শক্তিপ্রসন্ন বি-এ (ইনি সার্ভে-অব-ইণ্ডিয়া, কলিকাতা আফিসে কর্ম্ম করিতেছেন।

অভিলাষ বাবুর পুত্রগণ—

সত্যেন্দ্র ঃ—ইঁহার বর্ত্তমান নিবাস বালিগঞ্জ এবং কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি।

পরেশনাথ ঃ—ই-আই রেলওয়ের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সিগনেল ইন্‌স্পেক্টার।

অমরনাথ ঃ—সাবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্।

পঞ্চানন বাবুর পুত্রগণ—

দেবব্রত এম্-এ ঃ—প্রফেসর কটক কলেজ।

দেবনারায়ণ ঃ—সাব-ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্।

খড়দহমেল কামদেব বংশ মধুসূদন পুত্র অনন্তের (২৪শ) ধারা।

৺ভগবান মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল, শান্তিপুর

অনন্ত ২৪। শ্রীকান্ত ২৫। রামভদ্র ২৬। রামরাম ২৭ (ভঙ্গ)। রূপরাম ২৮ (স্বকৃত ভঙ্গের পুত্র)। রামচন্দ্র ২৯ (স্বকৃত ভঙ্গের পৌত্র শান্তিপুর-বাসী)। শ্রীকান্ত ৩০। শ্যামাচরণ ৩১। তৎপুত্রদ্বয় ভোলানাথ ও ভগবান মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল্ ৩২। ভোলানাথ সুত রামপদ, জানকী, নীরদ-বরণ, সনৎকুমার, সনাতন ও রঘুনাথ ৩৩। রামপদ সুত রণজিৎ, সঞ্জিৎ, সুভঞ্জিৎ, ও চিরঞ্জিব ৩৪। জানককী সুত সরসিজ ও কন্যা শিবরাণী ৩৪ নীরদ সুত

দেবনারায়ণ, ইন্দ্রনারায়ণ ও নরনারায়ণ ৩৪। শরৎকুমারের ১ কন্যা ও সনাতনের ২ কন্যা কমলা ও অঞ্জলি।

ভগবান স্তুত যোগেশ, সীতাপতি ও শ্রীপতি ৩৩। যোগেশস্তুত কাশীপতি পশুপতি ও কৈলাসপতি ৩৪। সীতাপতি স্তুত অযোধ্যাপতি ৩৪। শ্রীপতি স্তুত বিশ্বপতি ও বিমলাপতি।

খড়দামেলের মুং কামদেব বংশের রামশরণের (২৭) ধারা। ৯৬পৃঃ

রামশরণ পুত্র দয়ারাম ২৮। পৌত্র জীবনকৃষ্ণ ২৯। প্রপৌত্র কৃষ্ণপ্রসাদ ৩০। বৃদ্ধপ্রপৌত্র দীননাথ ৩১। অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র নবীনকৃষ্ণ ও **মহেন্দ্রনাথ** বি-এ, বি-এল (বহরমপুরের উকীল) ৩২। নবীন স্তুত রাসবিহারী ৩৩। তৎপুত্র দেবেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ৩৪।

মহেন্দ্র স্তুত যোগেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ ও মথুরানাথ ৩৩। যোগেন্দ্র স্তুত সুরেন্দ্রনাথ ৩৪।

(২৯) এই ধারা জীবনকৃষ্ণ হইতে ভঙ্গ।

মুং দৈবকীনন্দন (২৬) প্রমুখ লোকনাথ বংশাবলী মেল পণ্ডিতরত্নী।

প্রসিদ্ধ গায়ক গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী।

বাঁকুড়ার অন্তর্গত তেলিবেড়ের মুখবংশ।

দৈবকীনন্দন স্তুত লোকনাথ ২৭। বল্লভ ২৮। স্তুত গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী (ইনি প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন, ইঁহার পদাবলী অদ্যাপি বঙ্গদেশে সমাদৃত) ২৯। গোবিন্দ স্তুত রামনারায়ণ (ভঙ্গ, বিদ্যাধরীভাবাপন্ন) ও রামকৃষ্ণ ৩০।

রামনারায়ণ স্তুত শিবরাম, কালীচরণ, ঘনশ্যাম, পুরুষোত্তম, পরশুরাম ও গোপাল ৩১। কালী স্তুত বিজয়রাম ৩২। বঙ্কুবিহারী ৩৩। তৎস্তুত কুড়ারাম (সাং তেলিবেড়ে, জিলা বাঁকুড়া। তেলিবেড়ের মুখোপাধ্যায় বংশ বিশেষ সম্ভ্রান্ত, এখনও উপস্থিত অতিথিদের সদাব্রত দিয়া থাকেন) ও জগৎরাম ৩৪। কুড়ারাম স্তুত নিহালচন্দ্র, ধর্ম্মদাস ও পদ্মলোচন ৩৫।

নিহাল সুত তারাচাঁদ ও নদেরচাঁদ ৩৬। তারাচাঁদ সুত গঙ্গাগোবিন্দ, **হরগোবিন্দ মুখো** (Retired Sub-Judge) ও রামগোবিন্দ ২৭। হরগোবিন্দ পুত্র রমেশ ও অমরেশ ৩৮।

ধর্ম্মদাস পুত্র রামনারায়ণ ও গঙ্গানারায়ণ (অঃ পুঃ) ৩৬। রামনারায়ণ পুত্র জীবনকৃষ্ণ (অঃ পুঃ), ধনকৃষ্ণ ও গোপীকৃষ্ণ ৩৭। ধনকৃষ্ণ পুত্র সন্তোষ ৩৮। পদ্মলোচন পুত্র দ্বারিকানাথ ৩৬। পুত্র প্রসন্নকুমার, হরিহর, হেম (অঃ পুঃ), গোবিন্দ, অশ্বিনী, প্রথম (অঃ পুঃ) ও মন্মথ ৩৭। প্রসন্ন পুত্র অতুল, অখিল ও অপূর্ব্ব ৩৮। হরিহর পুত্র প্রফুল্ল, অবিনাশ, বিভূতি ও সত্যকিঙ্কর ৩৮। গোবিন্দ পুত্র সত্যরঞ্জন ৩৮। অশ্বিনী পুত্র নীলাম্বর ৩৮।

জগৎরাম পুত্র কালীপ্রসন্ন, গুরুপ্রসন্ন ও ভৈরবচন্দ্র (০) ৩৫। কালীপ্রসন্ন পুত্র গোপাল ৩৬। গোপাল পুত্র নন্দকুমার (০) ৩৭। গুরুপ্রসন্ন পুত্র অনন্তরাম ৩৬। অনন্তরাম পুত্র শশিভূষণ ও সারদা ৩৭। শশীভূষণ পুত্র জ্যোতীন্দ্র, সুরেন্দ্র, অমূল্য, অমর, মহীতোষ ও আশুতোষ ৩৮। সারদা পুত্র জ্ঞানেন্দ্র ৩৮।

বিদ্যালঙ্কার বংশাবলী। (পণ্ডিতরত্নী মেল)

মুং দৈবকীনন্দন-সুত লোকনাথ-প্রমুখ—বিশ্বনাথের ধারা।

(বর্ত্তমানে এই বংশের অনেকেই ভঙ্গ)

দৈবকীনন্দন মুখো সুত রঘুনাথ, লোকনাথ, রমানাথ, ত্রৈলোক্যনাথ। লোকনাথ-সুত দুর্গাদাস ও বল্লভ। বল্লভ-সুত মহেশ্বর, গোবিন্দ, শ্রীরাম ও শ্রীহরি। মহেশ্বর সুত বিশ্বনাথ, জনার্দ্দন ও জীবন। বিশ্বনাথ সুত রামনাথ, রমণ, অনন্ত, যদু ও কেশব। কেশব সুত তেজরাম ও বাম। তেজরাম সুত দেবীচরণ, রঘুবর, সভাবরণ, দুলাল, গোবিন্দ, ফকির পরমানন্দ ও পঞ্চানন।

দেবীচরণ সুত ভুবরাজ, জগদ্দুর্লভ, উৎসব, ভাগবৎ ও সর্ব্বানন্দ। ভুবরাজ সুত অলকা, কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কার ১ম পক্ষের পত্নী বিলাস ও ২য় পক্ষের পত্নী সুভদ্রা, ১ম পক্ষের সন্তান উমা ও হরি (উভয়ের স্বামী পরেশ চট্টো, কাটোয়া), বামা (স্বামী গঙ্গাধর বন্দ্যো), ঠাকুরদাস (পত্নী গায়ত্রী), পার্ব্বতী (স্বামী কুড়ারাম চট্টো), নারায়ণী (স্বামী নারায়ণ চট্টো)। ঠাকুরদাস সন্তান অন্নপূর্ণা (স্বামী কালী বন্দ্যো), এলোকেশী (স্বামী মাধব চট্টো), মহেশ্বর (পত্নী ত্রিপুরা), দিগম্বর (পত্নী শ্যামা) ও গঙ্গামণি (গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যো)। মহেশ্বর সুত রামতারক (পত্নী নিস্তারিণী) ও কন্যা কাদম্বিনী (স্বামী দেবী চট্টো)। রামতারক সন্তান রায় সাহেব ডাঃ ৺**রামনাথ** (পত্নী বেণীবালা), রামদয়াল (পত্নী ইন্দুমতী), রামকুমারী (স্বামী রাজারাম), রামপদ (পত্নী মনোরমা) ও রামচন্দ্র (পত্নী সুশীলা)। রামনাথ সন্তান চারু (স্বামী যদুনাথ), পঙ্ক (স্বামী সত্যেশ্বর), সন্তোষ (সতীশ), মাধুরী (মৃত), মহামায়া (স্বামী ক্ষিতীশ), রামকালী (পত্নী বনলতা), রামরবি (পত্নী কুন্তলা), রামশশী (পত্নী মায়া), রামহরি মৃত ও রামতনু মৃত। রামকালী কন্যা জ্যোৎস্না (স্বামী দুর্গাদাস) ও শিবানী। রামরবি সুত রামরেণু ও রামমোহন। রামশশী সুত রামকানু। রামদয়াল সুত রামকৃষ্ণ (পত্নী প্রভাবতী)। রামকৃষ্ণ সন্তান রামদাসী, রামকমল, রামমোহিনী ও বেলারাণী। রামকুমারী সন্তান কিরণ, ভৈরব, ক্ষুদিরাম, প্রভাসিনী, বৈদ্যনাথ (মৃত) ও কেদারনাথ। রামপদ সন্তান শতদল (স্বামী রঘুপতি), শেখর (রামপ্রসাদ)। রামচন্দ্র সন্তান রামগোপাল (পত্নী তারাদাসী ও সরলা), রামরঞ্জন, কমলা (স্বামী নির্ম্মলেন্দু), বিমলা (স্বামী সুরেন্দ্র), ঊর্ম্মিলা (স্বামী নন্দ), রামশঙ্কর ও রামমণি।

কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কারের ২য় পক্ষের পুত্র স্বরূপ। তৎসুত দিবাকর। তৎসুত গিরিশ, কেদার ও শম্ভু।

ডাঃ শ্রীযাদুগোপাল চট্টো, বাঁকুড়া, প্রদত্ত। ১৯।১০।৩৭।

মুং দৈবকীনন্দন গোষ্ঠী। লোকনাথ বংশাবলী (পণ্ডিতরত্নী মেল)।

(ইহাদের প্রদত্ত তালিকায় দৈবকীনন্দনের পর্য্যায় সংখ্যা ২১)।

দৈবকীনন্দন ২১। লোকনাথ, রমানাথ (অত্রহানি) রঘুনাথ ও ত্রৈলোক্যনাথ (অত্রহানি) ২২। লোকনাথ সুত বল্লভ ও দুর্গাদাস ২৩। বল্লভ সুত মহেশ, শ্রীহরি কুলভূষণ, শ্রীরাম ও গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ২৪। মহেশ সুত বিশ্বেশ্বর, জনার্দ্দন ও কৃষ্ণজীবন বা রামকৃষ্ণ ২৫। জনার্দ্দন সুত (রামনারায়ণ (অত্রহানি), শিবরাম ও রামশরণ (ভঙ্গ) ২৬। রামশরণ সুত সন্তোষ, রসিক, সীতারাম, দুর্গারাম, শুকদেব, আনন্দরাম, চণ্ডীচরণ হটু ২৭। সন্তোষ সুত লোহারাম তর্কবাগীশ ও গোকুল ২৮। লোহারাম সুত রামনিধি, বলরাম ন্যায়ালঙ্কার ও রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ ২৯। বলরাম সুত রঘুনাথ তর্কালঙ্কার ও দুর্গাদাস ন্যায়ালঙ্কার ৩০। রঘুনাথ সুত রমানাথ তর্কালঙ্কার, শ্রীনাথ ও শিবনাথ ৩১। রমানাথ সুত হারাধন ও যদুনাথ (সাং বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ) ৩২। হারাধন সুত গঙ্গাহরি (সাং নূতনগ্রাম, পোঃ পাটুলি বর্দ্ধমান), গোবিন্দহরি ও চন্দ্রহরি ৩৩। চন্দ্রহরি (অঃ পুঃ)। যদুনাথ সুত নিবারণচন্দ্র (মোক্তার মালদহ), শরৎ ও অনুকূল ৩৩। দুর্গাদাস সুত কালীদাস তর্কবাগীশ ৩১।

লোকনাথ সুত দুর্গাদাস ২৩। তৎসুত দেবীদাস, রামচন্দ্র, জয়রাম ও রামদেব ২৪। দেবী সুত রাজারাম, অনন্তরাম, কানুরাম ও গঙ্গারাম ২৫। গঙ্গা সুত রামকানু তর্কালঙ্কার, রামেশ্বর বাচস্পতি, রাধাকৃষ্ণ শিরোমণি (সাং মহীসার, পোঃ কান্দী, মুর্শিদাবাদ), মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়রত্ন (সাং মহীসার, কান্দী), নয়নসুখ ও সদাশিব (সাং বশোয়া, বীরভুম) ২৬। রাধাকৃষ্ণ সুত গোকুলকৃষ্ণ বেদান্তবাগীশ ও অভয়চরণ ন্যায়রত্ন ২৭। গোকুল সুত হারাধন (ভঙ্গ স্বগ্রামে চাটুয্যেবাড়ী উজ্জলমণী দেবীর সহিত), ব্রজ, উমা ও রামনারায়ণ (ভঙ্গ) ২৯। হারাধন সুত রামগতি, নকড়ি (নায়েব, সোনারন্দি রাজষ্টেট, দেবোত্তর) স্ত্রী

রুক্মিণী দেবী, শিবরাম ও কন্যা অন্নপূর্ণার স্বামী গোপাল মন্নুঃ ৩০। নকড়ি সুত **রাধাবল্লভ** ইনি মুর্শিদাবাদ জিলার কান্দী মহকুমার প্রথম ও প্রধান উকীল। কান্দী মহকুমা হইতে ৩ মাইল পশ্চিম মহীসার গ্রামে ইহার জন্ম। রাধাবল্লভ খুব দাতা ছিলেন বলিয়া সমগ্র মুর্শিদাবাদের মধ্যে অন্নদাতা রাধা-বল্লভ নামে খ্যাত ছিলেন। কান্দী হইতে যে রাস্তা খড়গ্রামের নিকট বাদসাহী সড়কে মিশিয়াছে তাহা রাধাবল্লভের চেষ্টা ও যত্নের ফল। রাধাবল্লভ মহীসার গ্রামের মুখোজ্জলকারী সন্তান, বিষ্ণুচন্দ্র (মোক্তার) ও রাধাসুন্দর Acctt. দ্বারভাঙ্গা রাজ ৩১। কন্যা শ্রীসুন্দরী দেবীর স্বামী রামরুদ্র (সাং মহীসার মন্নুঃ) ৩১। রাধাবল্লভ সুত অক্ষয়কুমার সাং কান্দী (স্ত্রী শৈলজকুমারী কালী-চট্টোর কন্যা মন্নুঃ) ৩২।

বিষ্ণুচন্দ্র ইনি ১২৯৭ সালের ৩রা চৈত্র ৫২ বৎসর বয়সে কান্দীর বাটীতে পরলোক গমন করেন। বিষ্ণু সুত বসন্তকুমার (অঃ পুঃ), সুরেন্দ্র নারায়ণ স্ত্রী পঞ্চাননী দেবী, নীলচন্দ্র চট্টোর কন্যা সাং বাগদুর্গাপুর মন্নুঃ), উপেন্দ্র (০) যতীন্দ্র নারায়ণ (স্ত্রী জ্ঞানদাসুন্দরী নীলচন্দ্রের কন্যা), **হরেন্দ্রনারায়ণ কবিরঞ্জন,** কোষাধ্যক্ষ ব্রহ্মবিদ্যালয় শান্তিনিকেতন বোলপুর (স্ত্রী হেমবরণী দেবী মাড়গ্রামের বিনোদ চট্টোর কন্যা দেবাই বং। হেমবরণী ১৩১৩ সালের ৩রা ফাল্গুন পরলোক গমন করেন) ও ভোলানাথ (Officer, Tagore Estate) ৩২; কন্যা চিন্ময়ী দেবী (স্বামী দুর্গাদাস মন্নু সাং মহীসার) ৩২।

পণ্ডিতরত্নী মেল।

পণ্ডিতরত্নী মেল, "কেলেচাঁদি," "ভারতী," "ভোলানাথ," 'ভবানীপুরে," ইত্যাদি কয়েকটী থাকে বিভক্ত।

লোকনাথ ও মন্নু এই দুইজন পরস্পরে কন্যা আদান প্রদান হেতু যে "থাক" হইয়াছে তাহা "বাঙ্গাল ভাবাপন্ন" নামে খ্যাত। শুনিতে পাওয়া যায়

মেলবন্ধন সময়ে **বঙ্গভূষণ মনু** উপস্থিত ছিলেন না, পরে তিনি উপস্থিত হইলে তাঁহার পাণ্ডিত্যে সন্তুষ্ট হইয়া পণ্ডিতরত্ন মেলের আদি পুরুষ পণ্ডিত দৈবকীনন্দন, মনুকে নিজের মেলভুক্ত করিয়াছিলেন এবং সাধারণের বিশ্বাসের জন্য আপন জ্যেষ্ঠপুত্র লোকনাথের সহিত মনুর উভয়তঃ কন্যা আদান প্রদান কার্য্য সম্পন্ন করেন। ঘটকালী প্রথা অবসানের পর অনেকেই (মনু ও লোকনাথ মধ্যে) আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়া হরি, শ্রীনাথ, দেবাই, গরুড় প্রভৃকিকে কন্যাসম্প্রদান করতঃ নিজেকে নিজেই ছোট করিয়াছিলেন। কারণ লোকনাথ ও মনুকে উহারা উচিৎ কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন দেখা যায়। কিছুকাল লোকের ধারণা ছিল যে, যে ঘরের কন্যা গ্রহণ করা গেল সেই ঘরে কন্যা প্রদত্ত হইলে গৌরব নষ্ট হইবে। এই বিশ্বাসে কেহ কেহ পালটী ঘরে না দিয়া শাণ্ডিল্য গোত্রজ দুর্গাদাসের কুলহীন বিশ্বেশ্বর প্রভৃতিকে কন্যা দিয়াছেন। এই দুর্গাদাসের সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতি আছে।

"হরি", "শ্রীরাম", "দুর্গাদাস" ও "রঘুনন্দন" এই চারিজনের মধ্যে দুর্গাদাস জ্যেষ্ঠ এবং হরি কনিষ্ঠ, প্রবাদ কাহার ঋতুবতী কন্যার পাণিগ্রহণে দুর্গাদাস অস্বীকৃত হওয়ায়, হরি সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং তদবধি "হরিকে" বড় করিয়া "দুর্গাদাসকে" কনিষ্ঠের আসন দেওয়া হইয়াছে। সেই সময় হইতে কাশ্যপ গোত্রজ দেবাই, গরুড় ও ভরদ্বাজ গোত্রজ রঘুনাথ; দুর্গাদাসকে কন্যা সম্প্রদান করেন না।

এই দুর্গাদাসের ৫ পুত্র, তন্মধ্যে বিশ্বেশ্বর অত্রহাণি দোষে পতিত; রত্নেশ্বর কুলমর্য্যাদা প্রাপ্তির পরই ভঙ্গ হইয়াছেন। রামভদ্র, রাঘবরাম ও গঙ্গাধর এই তিনজনের মধ্যে গঙ্গাধরের একটু বিশেষত্ব দেখা যায়, মনু, লোকনাথ প্রভৃতি গঙ্গাধরকে কন্যা দিয়াছেন, গঙ্গাধর, দেবাই, গরুড় ও রঘুনাথকে কন্যা দিয়া আসিতেছেন, কিন্তু দেবাই, গরুড় ও রঘুনাথের মধ্যে গঙ্গাধরকে পূর্ব্বে স্বইচ্ছায় কেহই কন্যা দেন নাই। বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত

হওয়ার পর উহাদের মধ্যে কেহ কেহ নানা কারণে বাধ্য হইয়া গঙ্গাধরকে কন্যা দেন, বলা বাহুল্য বহুবিবাহকালের পুত্র কন্যা, পিতৃস্নেহে বঞ্চিত ইহাতে এক বিন্দু সন্দেহ নাই, এবং প্রায় সকলেই মাতুলান্নে প্রতিপালিত হইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় গঙ্গাধর নিজের স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়া ভালই করিয়াছেন। পণ্ডিতরত্ন মেলের মধ্যে উক্ত দুর্গাদাসের যথার্থ জ্যেষ্ঠত্বের আসনচ্যুতি এই সমস্যা লইয়া আলোচনা অনেকেই করেন, কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধান অভাবে স্থির সিদ্ধান্তে কেহই উপনীত হইতে পারিতেছেন না। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হইতেছে।

মুখ চন্দ্রপতি অধিকারী (২২) বংশ। (চন্দ্রপতি বা চন্দ্রশেখরী মেল)।

৬৬ পৃঃ।

মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি।

মুখটী বংশের বরাহ-সুত চন্দ্রপতি অধিকারীই চন্দ্রশেখরী মেলের মূল প্রকৃতি। কাশী কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক ধাত্রীগ্রাম নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রদত্ত বংশাবলী এখানে অবিকল মুদ্রিত করা গেল। পাটুলী নিবাসী শ্রীযুক্ত রামদাস ঘটক প্রদত্ত তালিকা অনুসারে ৬৬ পৃষ্ঠে চন্দ্রপতি মেলের যে তালিকা দেওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত এই তালিকার কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ হইলেও আমরা উহা পরিবর্ত্তন করিতে পারিলাম না; কিন্তু মহামহোপাধ্যায় মহাশয় নিজবংশ সম্বন্ধে যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহাই পরিশুদ্ধ জ্ঞানে এখানে মুদ্রিত করিলাম।

জয়কৃষ্ণ ২৬। পুত্র রামভদ্র তর্কসিদ্ধান্ত, এবং অন্য দুই ব্যক্তির নাম অজ্ঞাত ২৭। রামভদ্র-সুত কামদেব ন্যায়বাগীশ, সন্তোষ ও পরমানন্দ ২৮।

কামদেব-সুত বিষ্ণুদেব বাচস্পতি ও শিশুরাম তর্কভূষণ ২৯। বিষ্ণুদেব-সুত রামমাণিক বিদ্যালঙ্কার, গঙ্গেশ চিন্তামণি, রামজয়, রমানাথ ও গোপাল ৩০। মাণিক-সুত বীরেশ্বর ৩১। তৎপুত্র দামোদর ও নিশানাথ ৩২। দামোদর সুত ষষ্ঠীদাস ও চন্দ্রশেখর ৩৩। গঙ্গেশ-পুত্র নীলমণি (অপুত্রক) ও রামজয় ৩১। রামজয় সুত রাধানাথ ও হরিশ্চন্দ্র ৩১। রাধানাথ সুত রাজকুমার, রূপনারায়ণ, মতিলাল ও কালীকৃষ্ণ ৩২। মতিলাল সুত গোপালকৃষ্ণ ৩৩। কালীকৃষ্ণ সুত নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও বেচারাম ৩৩। হরিশ্চন্দ্র অপুত্রক। গোপাল (৩০) পুত্র প্রসন্ন ৩১।

রমানাথ সুত যাদবেন্দ্র, কমললোচন ও অপর ব্যক্তির নাম অজ্ঞাত ৩১। যাদবেন্দ্রের চারি পুত্র—কালীচরণ, উমাচরণ, কান্তিচন্দ্র ও বিধুভূষণ ৩২। কালীচরণ সুত আশুতোষ ও অতুলকৃষ্ণ ৩৩। কমল-সুত কৈলাস ৩২।

শিশুরাম তর্কভূষণ সুত ভবনাথ তর্কপঞ্চানন, ধর্ম্মনাথ শিরোমণি, গোরাচাঁদ, আনন্দচন্দ্র ও রামতারক ভট্টাচার্য্য ৩০। ভবনাথ সুত ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম, জনার্দ্দন তর্কবাগীশ, হরিহর চূড়ামণি ও হরচন্দ্র ৩২। ঘনশ্যাম সুত প্রসন্ন ও মহামহোপাধ্যায় **কৈলাসচন্দ্র** শিরোমণি ৩২। প্রসন্নচন্দ্রের দুই পুত্র, কীর্ত্তিচন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র ৩৩। কীর্ত্তি সুত চারুচন্দ্র ও অন্নদাপ্রসাদ ৩৪। মহেন্দ্র সুত গিরিজাপ্রসাদ ও গৌরীপ্রসাদ ৩৪। কৈলাসচন্দ্রের পাঁচ পুত্র, ব্রজবল্লভ, মুকুন্দবল্লভ, আশুতোষ, সদানন্দ ও নিত্যানন্দ ৩৩। রাজবল্লভের পুত্র যজ্ঞপতি ৩৪।

ধর্ম্মনাথের পুত্র কালীকুমার, কালীদাস ও কালীপ্রসন্ন ৩১। কালীকুমার সুত শশিশেখর, কেদারনাথ, পরেশনাথ, দ্বারকানাথ ও তারাপদ ৩২। শশিশেখরের সুত অসিতাচরণ, সত্যচরণ, ভূপতি, শ্রীপতি ও রামপতি ৩৩। কালিদাস সুত বিনোদবিহারী ও সূর্য্যদেব ৩২। কালীপ্রসন্ন সুত যোগেন্দ্রচন্দ্র ৩২।

রামভদ্র সুত সন্তোষ ২৮। তৎসুত দুই ; জ্যেষ্ঠের নাম রামলোচন বিদ্যা-

বাগীশ, কনিষ্ঠের নাম অজ্ঞাত ২৯। রামলোচন সুত গদাধর ৩০। অজ্ঞাত নামার পুত্র নারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ও মধুসূদন ভট্টাচর্য্য ৩০। নারায়ণ সুত নবীন ও হারাধন ৩১। মধু সুত মাধব, যাদব, কেশব ও দীননাথ ৩১। মাধব সুত সীতানাথ ৩২। যাদব সুত রাখালচন্দ্র ৩২। কেশব সুত নাম অজ্ঞাত ৩২।

রামভদ্র-প্রমুখ পরমানন্দ (২৮)-পৌত্র বৈদ্যনাথ শিরোমণি, কাশীনাথ সার্ব্বভৌম, মথুরানাথ তর্কবাগীশ ও লক্ষ্মণচন্দ্র ৩০। বৈদ্যনাথ সুত ঈশানচন্দ্র ৩১। ঈশান সুত জ্যেষ্ঠের নাম অজ্ঞাত, কনিষ্ঠের নাম আনন্দচন্দ্র ৩২। জ্যেষ্ঠের পুত্র অমৃতলাল ৩৩, আনন্দচন্দ্র অপুত্রক। কাশীনাথ সুত গোপীনাথ ন্যায়পঞ্চানন, রাধানাথ তর্কপঞ্চানন ও হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ৩১। গোপী সুত মাধব বাচস্পতি, সীতানাথ ও চন্দ্রশেখর তর্করত্ন ৩২। মাধব পুত্র বিপিন বিহারী ৩৩। বিপিন সুত সত্য, কালী ও বিষ্ণু ৩৪। চন্দ্রশেখর সুত ষষ্ঠীদাস ভট্টাচার্য্য ৩৩। হরিনাথ সুত পঞ্চানন ও গোপালচন্দ্র ৩২। গোপাল সুত শশধর ও দিবাকর ৩৩।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখুটী বংশের একদেশ বংশাবলী।

১ শ্রীহর্ষ। ২ শ্রীগর্ভ। ৩ শ্রীনিবাস। ৪ আরব। ৫ ত্রিবিক্রম। ৬ কাক। ৭ ধাঁধু। ৮ জলাশয়। ৯ সুরেশ্বর (বাণেশ্বর)। ১০ গুঁই। ১১ মাধবাচার্য্য। ১২ কোলাহল। ১৩ উৎসাহ (ইনি কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন)। ১৪ আহিত। ১৫ উদ্ধব। ১৬ শিরঃ। ১৭ নৃসিংহ। ১৮ গর্ভেশ্বর ও গদাধর। ১৯ মুরারি ওঝা। ২০ অনিরুদ্ধ। ২১ বরাহ।

মুখটী বংশীয় বরাহ সুত চন্দ্রপতির সন্তান (ভঙ্গ)

২২ চন্দ্রপতি অধিকারী। ২৩ গোপীনাথ। ২৩ বিশ্বনাথ। ২৫ জনার্দ্দন। * ২৬ কৃষ্ণ। ২৭ দয়াল। ২৮ মুকুটচাঁদ। ২৯ রামসুন্দর। ৩০ গোবর্দ্ধন।

৩১ প্রাণকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ ও হরিকৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণ সুত গৌরমোহন, নিতাই-মোহন ৩২। গৌরমোহন সুত নীলমণি ৩৩। ভোলানাথ, বিজয়, গোবিন্দ, ও শ্যামাপদ ৩৪। ভোলানাথ সুত রতন ৩৫। বাসস্থান খড়দহ জেলা ২৪ পঃ।

ফুলিয়ার মুখুটী, নৃসিংহের সন্তান (ভঙ্গ)।

১৭ নৃসিংহ। ১৮ গর্ভেশ্বর ও গদাধর। ১৯ কাশীনাথ। ২০ নারায়ণ। ২১ সঙ্কেত। ২২ গোবিন্দ। ২৩ পদ্মনাভ। ২৪ কৃষ্ণদেব। ২৫ পতিত। ২৬ মুরারি। ২৭ ভুবনচন্দ্র। ২৮ রামজীবন *। ২৯ ত্রৈলোক্যনাথ। ৩০ জয়চন্দ্র। ৩১ মদনমোহন। ৩২ পতিতপাবন। ৩৩ রাধামোহন। ৩৪ নটবর। নটবরের ৩ পুত্র লোকনাথ, অধর ও মনোহর ৩৫। মনোহরের ২ পুত্র প্রফুল্ল, রাজেন্দ্র ৩৬। অধরের ৪ পুত্র মণিমোহন, কৃষ্ণদাস, চুণিলাল, প্রবোধ ৩৬। মণি-মোহনের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় ও হরিচরণ ৩৭। প্রফুল্লচন্দ্রের পুত্র রণেন্দ্র ৩৭।

* ২৫ জনার্দ্দন ও ২৮ রামজীবন ইহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং শাক্ত আত্মীয় স্বজনগণের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান রহিত করিয়া দেন। ইঁহাদের কোন কোন আত্মীয় বংশ বর্ত্তমানে শাক্তবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ পুনঃ স্থাপিত করিয়াছেন।

অনুমান চারিশত বর্ষকাল এই বংশ জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাদুড়িয়া নামক গ্রামে বাস করিতেছেন।

ফুলের মুখুটী নীলকণ্ঠ ঠাকুর পুত্র গঙ্গাধর (২৭) ঠাকুর বংশ। (ভঙ্গকুল)

গঙ্গাধর সুত গোপীরমণ ২৮। সুত আত্মারাম ২৯। সুত রবিলোচন (ভঙ্গ) ৩০ সুত ভৈরব ৩১ সুত কৈলাস ৩২ (ইনি লধুড়কায় বিবাহ করেন)। সুত গিরীশ ও ঈশান ৩৩। গিরীশ সুত সীতানাথ ও মণীন্দ্র ৩৪। ঈশান সুত অবিনাশ ও সতীশ ৩৪। অবিনাশ মানভূম মনিহারা মধ্য ইংরাজী স্কুলের হেড পণ্ডিত, নিবাস লধুড়কা।

ভরদ্বাজগোত্রে শ্রীহর্ষ বংশ—

শ্রীহর্ষের চারিপুত্র। মুখুটী-ধাঁদু, ডিংসাই-জন, সাহরিক-নান রায়ীগাই-রাম।

আদৌ মুখটী ডিণ্ডী চ সাহরী রায়িকস্তথা।
ভরদ্বাজা ইমে জাতাঃ শ্রীহর্ষস্য তনুদ্ভবাঃ॥ কুলদীপিকা।
ধাঁধুনামা মুখৈটিঃ স্যাজ্জনঃ স্যাদ্দীনসায়িকঃ।
নানঃ সাহরিকো জ্ঞেয়ো রায়ী চ রামনামকঃ॥
শ্রীহর্ষস্য সুতা এতে বর্ণয়ন্তি চতুষ্টয়ম্॥ বাচস্পতি মিশ্র।

ধাঁদু বা সাধু, ইনি মুখটী গ্রামবাসী। জন ডিণ্ডী গ্রামের অধিনায়ক. ডিণ্ডী গ্রামকে ডিংসাই নামেও আখ্যা দেয়। সাহড়ী বা সাহরী গ্রামের নিয়ন্তার নাম লাল; এবং রাম রায়গ্রামী।

মুখবংশের বিস্তারিত বিবরণ ও বংশাবলী পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে আমরা এক্ষণে ভরদ্বাজ গোত্রীয় ডিংসাই বা ডিণ্ডীগ্রামী শ্রোত্রীয়দিগের বিষয় আলোচনা করিব।

ভবদ্বাজগোত্রীয় ডিংসাই বা ডিণ্ডীগ্রামী শ্রোত্রিয় বিবরণ।

এডুমিশ্রের নির্দ্দোষ বংশাবলী ও মহেশ্বর কুল পঞ্জিকার সামঞ্জস্যে যাহা লিখিত আছে, তাহা এই :—

আদৌ মুখুটী ডিণ্ডী চ সাহরী রায়িকস্তথা।
ভরদ্বাজা ইমে জাতা শ্রীহর্ষস্য তনুদ্ভবাঃ॥
ধাঁদুনামা মুখুটী স্যাৎ জনঃ স্যাৎ দীনশায়িকঃ।
লালঃ সাহরিকো জ্ঞেয়ো রায়ী চ রামনামকঃ।
শ্রীহর্ষস্য সুতা এতে ভরদ্বাজকুলোদ্ভবাঃ॥
জনকস্য সুতা জাতা রামঃ কামো রবিঃ শশী।
রবিকস্য সুতাঃ সপ্ত ত্রয়স্তেষাং সুরক্ষিতাঃ॥

ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ শিবানন্দঃ শেষস্তেষাং নিয়ামকঃ।
শিবকস্য সুতাঃ পঞ্চ একস্তেষাংত্রিবিক্রমঃ ॥
ত্রিবিক্রমসুতা যে যে তেষু দ্বৌ ডিণ্ডীশায়িকৌ।
শতো জ্যেষ্ঠো গরীয়াংশ্চ জঘন্যো জনসংজ্ঞকঃ
পুত্রৌ শতক্রতোর্ধন্যৌ সৌভ্রাত্রেণ সুপূজিতৌ।
তয়োর্বিশ্বেশ্বরো জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠো বিন্ধ্যশাসকঃ।

এই সকল কারিকাদ্বারা একপ্রকার স্থির নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে শ্রীহর্ষের পুত্রই ডিংগাই গ্রামে বাস করেন তজ্জন্য জন ডিণ্ডীগ্রামী।
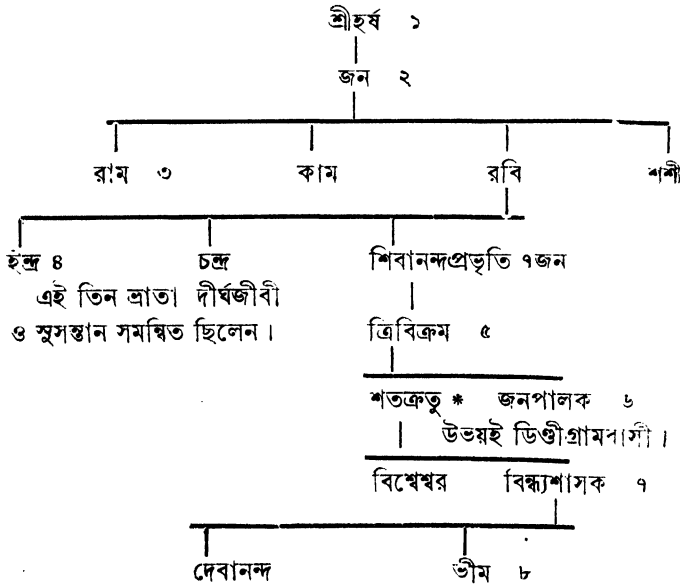
* শতক্রতু কুলকার্য্য দ্বারা সমাজে সুপূজিত ও বিশেষ মান্য। জনপালক তাদৃশ সৎক্রিয়ান্বিত ছিলেন, তজ্জন্য নিন্দনীয়।
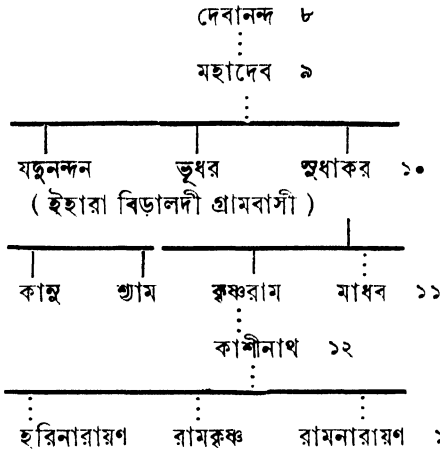
ডিংসাই রামকৃষ্ণের (১৩) বংশাবলী—

রামকৃষ্ণ সুত দুর্গারাম, দুর্গাদাস, মহেশ্বর, সদাশিব ও কালিদাস ১৪। দুর্গারাম সুত সদানন্দ ১৫। সুত রামানন্দ ও যাদব ১৬। রামানন্দ সুত গঙ্গারাম, হরি, চন্দ্রশেখর, ভগবান্ ও রামরাম ১৭। রামরাম সুত ভৈরব ও গোপীনাথ ১৮। গোপীনাথ সুত হরি, যাদবেন্দ্র, অনিরুদ্ধ ও কৃষ্ণ ১৯। হরি দেশান্তরগত। যাদবেন্দ্র সুত কৃষ্ণরায় ও কর্পূরচন্দ্র রায় ২০। **কর্পূর রায়** সিদ্ধপুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত। কর্পূর সুত রামানন্দ, কৃষ্ণানন্দ ও রামনাথ ২১। রামানন্দের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায়, শ্রী রায় ও মহেশ চৌধুরী ২২। খালিয়া ফতেজঙ্গপুরের অধিবাসী, জিলা ফরিদপুর। ইহাদিগের সন্তান পরম্পরা **খেলে-ফতেজঙ্গপুরের ডিংসাই** বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত।

রামনাথ ঃ—পরমার্থতত্ত্বচিন্তায় একান্ত রত ছিলেন। তন্নিবন্ধন তদীয় সন্ততিবর্গ অনেক সম্ভ্রান্ত কুলীন সন্তানের দীক্ষাগুরু হয়েন এবং বটেশ্বর গ্রামে (জিলা ফরিদপুর) অবস্থান করেন। তদবধি বহুল কুলীন-সন্তানে

কন্যা-দান-হেতু দৌহিত্রগণদ্বারা অতিশয় সম্মান লাভ করিয়া **বটেশ্বরের ডিংসাই** ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

কৃষ্ণানন্দের (২১) ধারা—

কৃষ্ণানন্দ পুত্র বাণীনাথ ও হরিনাথ ২২। বাণীনাথ সুত জগন্মোহন ২৩। ইনি ডাহাপাড়া, রোকনপুর (মুর্শিদাবাদ) ও জীয়োরখি (নদীয়া) এই তিন পরগণার ভূম্যধিকারী হয়েন। জগন্মোহন সুত কৃষ্ণদেব রায় ২৪। পুত্র রামগোবিন্দ ও জয়দেব রায়চৌধুরী ২৫। ইনি **জীয়োরখী-বাসী,** এই স্থানে অবস্থান করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের অনুষ্ঠিত কুলক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক বিশেষ মর্য্যাদাপন্ন হয়েন। শ্যামসুন্দর ২৬। সুত আনন্দীরাম ও গঙ্গাপ্রসাদ ২৭। গঙ্গাপ্রসাদের বংশ পৌত্র মহাদেবে শেষ হয়।

আনন্দীরাম সুত কমলাকান্ত রায় ২৮। পুত্র রাধাকান্ত, শ্রীকান্ত ও কালীকান্ত ২৯। ইহারা যখন শিশু সেই সময়েই কমকাকান্ত স্বর্গারোহণ করেন। তদীয় পত্নী স্বেচ্ছানুসারে পতির জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করেন। পাতিব্রত্য-ধর্ম্মানুসারে সংসারের মায়া পরিত্যাগ করা ভারতীয় রমণীর পক্ষে অতি সহজ ও অনায়াসসাধ্য, অন্য জাতির পক্ষে দুষ্কর ও প্রশংসনীয়। এই রমণীর নাম শিবসুন্দরী। রাধাকান্ত অপুত্রক, কন্যাদ্বয়ের পিতা। এক কন্যার স্বামী চুঁচুড়ার রামকানাই বন্দ্যোপাধ্যায় (খড়দা), অপর কন্যার পতি আঁধারমাণিক নিবাসী বদনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ফুলিয়া, কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান)।

শ্রীকান্তের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রদ্বয় অকালে মৃত। কন্যাদ্বয়ের একটী বন্দ্য অপরটী চট্টকুলে প্রদত্ত হয়। ইনি কাশীধামে যোগমার্গে তনুত্যাগ করেন।

কনিষ্ঠ কালীকান্ত রায়ের দুই পুত্র, উমাকান্ত ও রমাকান্ত ৩০। রমা-কান্তের দুই পুত্র, সুখদাকান্ত ও রামচন্দ্র ৩১।

মেলের প্রকৃতি বিষয়ে ভরদ্বাজের প্রাধান্য।

বন্ধুবর ৺নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল,
কাশ্মীর মহারাজাধিরাজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী-প্রদত্ত

মেধাতিথি মূলপুরুষ। তৎপুত্র শ্রীহর্ষ, গৌতম, শ্রীধর, শ্রীকৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, রবি, শশী এবং ধ্রুবাদি কয়েকজন।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ পুত্রেষ্টি যাগের ব্রহ্মা ১। রাঢ়ীয় ভরদ্বাজ গোত্রের আদি পুরুষ। তদীয় ভ্রাতা গৌতম বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মূলপুরুষ।

শ্রীহর্ষের অধস্তন পুরুষে সামাজিকতা সম্বন্ধে কিরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল উহা ধারাবাহিক বংশাবলী দ্বারা প্রকাশ করিলে কুলীনগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহারা পূর্ব্বে কি ছিলেন, এখন কি হইয়াছেন।

শ্রীহর্ষ ১। শ্রীগর্ভ ২। শ্রীনিবাস ৩। মেধাতথি ৪। আরব ৫। ত্রিবিক্রম ৬। কাক ৭। ধাঁদু ৮। জলাশয় ৯। বাণেশ্বর বা সুরেশ্বর ১০। গুহ বা গুঁঞি ১১। মাধবাচার্য্য ১২। কোলাহল (কোলাই সন্ন্যাসী) ১৩। উৎসাহ (প্রথম কুলীন) ১৪। গরুড় ইহার সহোদর ১৪।

উৎসাহের (১৪) বংশ।

উৎসাহ সুত আহিত, অভ্যাগত ও মহাদেব ১৫। আহিত (প্রকৃতি) সুত উধ (উদ্ধব) ও লৌলিক ১৬। উধ সুত শির ও বিকর্ত্তন ১৭। শির সুত রাম, নৃসিংহ ও দ্যাকর ১৮।

রামের (১৮) বংশ।

রাম সুত সুযোধন ১৯। জয়পতি ২০। গদাধর ও গোপাল ঘটক ২১।

নৃসিংহের (৮) বংশ।

নৃসিংহ সুত গর্ভেশ্বর ১৯। তৎসুত মুরারি ওঝা, গোবিন্দ ও সূর্য্য ২০। মুরারি সুত ভৈরব, বলমালী, অনিরুদ্ধ ২১। ভৈরব সুত গজগতি ২২। তৎসুত মৃত্যুঞ্জয় ২৩। তৎসুত মালাধর খাঁ ২৪। বনমালী সুত কৃত্তিবাস ২২। অনিরুদ্ধ

সুত লক্ষ্মীধর হালদার ও বরাহ প্রভৃতি ২২। লক্ষ্মীধর সুত দুর্গারব ও মনোহর ও কিনু বা তিনু ২৩। কিনু সুত মাধব সতানন্দ খাঁ ২৩।

গরুড়ের (১৪) বংশ।

গরুড় সুত বাদলি ও বামন ১৫। বিকর্ত্তন ১৬। নারায়ণ ও জনার্দ্দন ১৭। নারায়ণ সুত ধুষো ও বল ১৮। ধুযো সুত রুদ্র ১৯। বিষ্ণু ওঝা ২০। সদাশিব ও উদ্ধরণ ২১। বল সুত বৎস্য ১৯। বীজ ২০। দশরথ ২১। জিতামিত্র ও শত্রুঘ্ন ২২। জিতামিত্র সুত দৈবকীনন্দন ২৩। শ্রীবর্দ্ধন ২৪। জনার্দ্দন সুত ক্ষেম ২৮। গোবিন্দ ১৯। পৃথ্বিধর ২০। গঙ্গাগতি ২১।

উৎসাহের বৃদ্ধ প্রপৌত্র দ্যাকর (১৮) কাচনার মুখুটী। দ্যাকর সুত সারঙ্গ ১৯। বিজ (বিজয়) ২০। অর্জ্জুন মিশ্র ২১। বাণ ২২। বাসুদেব ২৩।

সারঙ্গ ১৯। ধর্ম্ম ২০। পুরাই ২১। জগন্নাথ ২২। গোবিন্দ ২৩। পরমানন্দ ২৪। ভবনাথ ২৫। রূপনারায়ণ ২৬। রঘুদেব* ২৭।

রঘুদেব (২৭) সুরাই মেল (বাণ)।

রঘুদেব সুত শিবরাম, রামনাথ, শুকদেব, কৃষ্ণচন্দ্র ও বলরাম ২৮। বলরাম সুত গোকুল, কৃষ্ণকিঙ্কর, রামনিধি ও রামলোচন ২৯। কৃষ্ণকিঙ্কর সুত মৃত্যুজয়, রামপ্রসাদ ও রামকুমার ৩০। মৃত্যুঞ্জয় সুত ঈশ্বরচন্দ্র (জয়দিয়া নিবাসী) ৩১। তৎসুত সীতানাথ ৩২। তৎসুত কৃষ্ণগোপাল ও শ্রীগোপাল ৩৩।

রামকুমার সুত দেবনাথ ৩১। তৎসুত ৺**নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়** (ইনি কাশ্মীর মহারাজাধিরাজের অর্থ-সচিব (Finance Minister) ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্-চেয়ারম্যান্ ছিলেন) ও **ঋষিবর** মুখোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার (ইনি কাশ্মীর রাজ্যের জজ ছিলেন ৩২। নীলাম্বর সুত দেবীবর ৩৩।

*রঘুদেব জয়দিয়ার চৌধুরী চট্টো শোভকের বংশের কন্যা বিবাহে ভঙ্গ।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় খানাকুল কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ চট্টোপাধ্যায় বংশের শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সৌরভাদেবীকে বিবাহ করেন।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়:—যশোহরের কুলিয়ারণ ঘাট তাঁহার জন্মভূমি। জন্ম ১৮৪২ খৃঃ অঃ। তিনি পণ্ডিত ৺লালমোহন বিদ্যানিধির সহাধ্যায়ী ও বাল্য বন্ধু ছিলেন। এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্ট, পরে পাঞ্জাব চীফ্ কোর্টে ওকালতী করেন। ১৮৬৮ খৃঃ অঃ কাশ্মীর মহারাজাধিরাজের প্রধান বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাঁহাকে সর্ব্বগুণান্বিত মনে করিয়া নিজ রাজ্যের অর্থ-সচিবের পদ, সনদ ও উপহারাদি দিয়া সম্মানিত করেন। ১৮৮৬ খৃঃ অঃ কর্ম্মত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। হেদুয়া পুষ্করিণীর সম্মুখে বিডন ষ্ট্রীটের উপর তাহার বাস ভবন ছিল। ১৮৯৬ খৃঃ অঃ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্-চেয়ারম্যান্ হন এবং বহুদিন ঐ পদে বিশেষ যোগ্যতার সহিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

মুং ফুং কানাই ছোট ঠাকুর বংশ।

সুষেণ পুত্র শিবাচার্য্য, ভবানী ও **কানাই** ২৩।

কানাই তিন ভ্রাতার মধ্যে ছোট বলিয়া লোকে ইহাকে ছোট ঠাকুর বলিয়া থাকে। ইহাদের প্রদত্ত তালিকায় কানাইয়ের পর্য্যয় সংখ্যা ২৩।

কানাইছোট্ঠাকুরেতি প্রসিদ্ধঃ কুলনায়কঃ।
নারায়ণস্তস্যপুত্রো নারায়ণ সমোগুণৈঃ॥
উলাবিলাসী ফুলিয়া চ মেলে স্বভাব এবাখিল লোকপূজ্যঃ
সএব নারায়ণ দেবশর্ম্মা সমাপ পুত্রং মথুরেশ নাম॥
মথুরেশো মহাবুদ্ধিঃ বেদে সাক্ষাচ্চতর্মুখঃ
কর্ণতুল্যশ্চ যো দাতা পাতার্ত্তস্য ক্ষমান্বিতঃ॥

মথুরেশাদ্ রঘুর্জজ্ঞে যজ্ঞদান তপোব্রতঃ
কৃষ্ণোত যো রঘোঃ পুত্রঃ কৃষ্ণতুল্য গুণান্বিতঃ ॥
এসব কৃষ্ণো বিদুষাংবরিষ্ঠঃ দদর্শ পৌত্রস্য চ পৌত্রমর্হন্
প্রসিদ্ধ দাতা স্বকুলে চ ধন্যঃ ত্রয়ীপরোদার বিশুদ্ধ বুদ্ধিঃ ॥
ততোযোধ্যারাম আসীদ্রামপ্রসাদস্তৎসুতঃ
ভবানীশঙ্করোজ্ঞেয়ো রামপ্রসাদনন্দনঃ ॥
ভবানী শঙ্কর সুতোলেভে হরি মতিঃ সুধীঃ
ধনেশইব বিত্তেশঃ পরেশনাথনন্দনঃ ॥
পরেশনাথাদ্ধি নগেন্দ্রনাথঃ খগেন্দ্রনাথশ্চ সুতৌবিশুদ্ধৌ ।
নগেন্দ্রনাথস্য তু ধার্ম্মিকস্য শশাঙ্কনাথঃ শুভদর্শনোভূৎ ॥
খগেন্দ্রনাথো ভিষজাং বরিষ্ঠঃ দয়াসমুদ্রঃ কবিতুল্যবুদ্ধিঃ
তস্যৈব ধীরস্য মহাত্মনস্তু সুতোজিতেন্দ্রোহি তথামরেন্দ্রঃ
অশ্বিবহ্নীন্দ্রমেশাকে বারাণসী নিবাসিনা
লিখিতাঃ কারিকাশ্চেমাঃ শ্রীবাণী দাস শর্ম্মণা ॥

কানাই ছোটঠাকুর প্রমুখ নারায়ণ (২৪) পুত্র মথুরেশ (২৫) বংশ।

(জেলা নদীয়া উলা নিবাসী স্বভাব ফুলিয়া মেল)

মথুরেশ সুত রঘু, ছাতু, রামনাথ ২৬। রঘু সুত কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২৭। সুত অযোধ্যারাম ২৮।

(কৃষ্ণ বংশ অতি সম্ভ্রান্ত ও বহু বিস্তৃত বলিয়া লোকে ইহাকে যদুবংশ বলিত। ইনি নাতির নাতির মুখ দেখিয়াছিলেন এবং অতিশয় দাতা ও ক্রিয়াবান ছিলেন)

কৃষ্ণ (২৭) সুত অযোধ্যারাম, আনন্দীরাম, রামলোচন, কালীপ্রসাদ, কাশীনাথ, যুগলকিশোর ও হরিহর ২৮।

অযোধ্যারাম—২৮ সুত রাজকিশোর, রামপ্রসাদ, শিবনারায়ণ, জয়-নারায়ণ ২৯।

রাজকিশোর—২৯ সুত কেশবচন্দ্র, তারণচন্দ্র, যাদবচন্দ্র ৩০।

কেশবচন্দ্র—৩০ সুত যজ্ঞেশ্বর ৩১ সুত গোপী ও প্রাণকৃষ্ণ ৩২। গোপী ৩২ সুত হরিনাথ ৩৩ সুত হরেন্দ্র ও রাজেন্দ্র (বিমল) ৩৪। প্রাণকৃষ্ণ ৩২ সুত রাখাল ৩৩ সুত মাখন, কানাই ৩৪। তারণচন্দ্র ৩০ সুত মদন ৩১। যাদবচন্দ্র ৩০ সুত উমাপতি ৩১ সুত নীলকমল, চন্দ্রকান্ত, তারাকান্ত ৩২।

রামপ্রসাদ—২৯ সুত ভবানীশঙ্কর, বিষ্ণুশঙ্কর, শিবশঙ্কর, গৌরীশঙ্কর ৩০।

গৌরীশঙ্কর ৩০ সুত চন্দ্রনাথ ও কালীকুমার ৩১ চন্দ্রনাথ ৩১ সুত জগবন্ধু, রামচন্দ্র, শুকদেব ৩২। রামচন্দ্র ৩২ সুত নরেন্দ্র ৩৩। কালিকুমার ৩১ সুত তারক, ভগবতী ও বঙ্কেশ্বর ৩২।

ভবানীশঙ্কর—৩০ সুত মাধবচন্দ্র, হরিমতি, গিরিশচন্দ্র, অখিলচন্দ্র, কৈলাসচন্দ্র ৩১। মাধবচন্দ্র ৩১ সুত গণপতি ৩২ সুত ভূষণচন্দ্র ৩৩। কৈলাসচন্দ্র ৩১ সুত রজনী ও হীরালাল ৩২।

হরিমতি—৩১ সুত পরেশনাথ, ত্রৈলক্যনাথ ৩২।

পরেশনাথ—৩২ সুত নগেন্দ্রনাথ ও পরোপকারী ধার্ম্মিক ডাক্তার খগেন্দ্র-নাথ ৩৩। নগেন্দ্রনাথ ৩৩ সুত শশাঙ্কনাথ, কমলানাথ ৩৪। শশাঙ্ক ভুপেন্দ্রনাথ। ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ (কলিকাতার নিবাস ৮এ শিব শঙ্কর মল্লিক লেন) ৩৩ সুত অজিতেন্দ্রনাথ ও ডাক্তার অমরেন্দ্রনাথ এম্‌-বি, ৩৪। দৌহিত্র লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যো, সাং চাতরা। অজিতেন্দ্র সুত শচীন্দ্রনাথ।

ফুলয়ার মুখুটি কানাই ছোটঠাকুর প্রমুখ গোবিন্দ বংশ। ১২পৃঃ

২৫ নারায়ণ। ২৬ শ্রীবল্লভ। ২৭ গোবিন্দ (ভঙ্গ)। ২৮ পরশুরাম। ২৯ নন্দ-লাল বাচস্পতি ও সত্যজীবন সার্ব্বভৌম। সত্যজীবন সুত ৩০ পার্ব্বতীচরণ।

পার্ব্বতী সুত ৩১ হলধর, নীলমণি, ফকিরচাঁদ ও রামকমল। হলধর সুত বেণী, রাধিকা, রামেশ্বর ও ভুবনেশ্বর পর্য্যয় ৩২। নীলমণি সুত গিরীশ ৩২। ৩১ ফকীরচাঁদ সুত উমাচরণ ৩২। তৎপুত্র কালীপদ ৩৩। সুত অজিত কুমার, প্রমথকুমার ও প্রভাতকুমার ৩৪।

মুং ফুং গঙ্গাধর ঠাকুর বংশ। ৪পৃঃ

রায় বাহাদুর যদুনাথ মুখোপাধ্যায়

সুবর্ণপুর জেলা নদীয়া।

গঙ্গাধর ঠাকুর নবদ্বীপাধিপতির ভয়ে ফুলিয়া হইতে উঠিয়া বর্দ্ধমানাধীশের অধিকারে হুগলীর খামারগাছীতে অবস্থান করেন। পুত্রগণের কতক কেশরভাবাপন্ন হওয়ায় বাঙ্গাল ঘটকেরা গঙ্গাধরে কেশরভাব আক্ষেপ করেন। বস্তুতঃ সকল পুত্র কেশরভাবাপন্ন নহেন।

২৭। গঙ্গাধর পুত্র (২৮) গোপীরমণের ধারার একদেশ। ক্রমান্বয়ে অঙ্কপাত—গৌরীচরণ, রঘুপতি ও আত্মারাম প্রভৃতি ২৯। গৌরী সুত হরেকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি ৩০। হরেকৃষ্ণের পুত্র শম্ভু ৩১। পৌত্র কালিদাস ৩২। প্রপৌত্র মহেশ ৩৩। বৃদ্ধপ্রপৌত্র আশু ও বিজয়গোপাল ৩৪। আশু সুত চরণদাস ৩৫।

২৯। গৌরীচরণের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ৩০। পুত্র শিবচন্দ্র ৩১। পৌত্র ঈশ্বর চন্দ্র ৩২। প্রপৌত্র দিগম্বর ৩৩। বৃদ্ধপ্রপৌত্র **যদুনাথ** মুখোপাধ্যায় রায়-বাহাদুর জেলা নদীয়া সুবর্ণপুর গ্রামবাসী ৩৪। সুত নরেন্দ্র, লোকেন্দ্র, দিগেন্দ্র, হরেন্দ্র, পরেন্দ্র প্রভৃতি ৩৫।

(২৯) ব্রজকিশোরের ধারা হুগলী জিলার বাঁশবেড়ে গ্রামের সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

রঘুপতি (২৯) এই ধারা হুগলী জিলার খেঁইমেড়ে গ্রামে আছে।

ইহাঁরা প্রকৃত কেশরভাবাপন্ন। এই ধারা এখন বাঁকুড়া ও বীরভুম জিলার অধিবাসী।

২৯ রঘু সুত নিধিকৃষ্ণ ৩০। পৌত্র চণ্ডীচরণ ৩১। প্রপৌত্র কালীপ্রসাদ, তারিণীপ্রসাদ ও সারদাপ্রসাদ ৩২। কালীপ্রসাদের পুত্র কুলদানন্দ ৩৩। তারিণীপ্রসাদের পুত্র জগদানন্দ, শ্যামলানন্দ, গঙ্গানন্দ, বিমলানন্দ ও বগলানন্দ ৩৪।

আত্মারাম ২৯। পুত্র (রবিলোচন ভঙ্গ) ও রাধাকান্ত ৩০। রবি সুত কাশীনাথ, বদন ও রামমোহন ৩১। পৌত্র ঈশ্বর, কালীজীবন, হরজীবন, কৃষ্ণধন, রামধন ও শ্যামধন ৩২। কালীজীবন সুত বেণীমাধব ও বিজয়মাধব ৩৩। বেণীসুত কেদার ও সুরেন্দ্র ৩৪। বিজয়মাধব সুত গিরিন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ ৩৪।

রামমোহনের সন্ততিগণ বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জিলায় বিরাজিত। রাধাকান্ত ৩০। পুত্র তারিণীচরণ ,পার্ব্বতীচরণ ও শ্যামাচরণ ৩১। শ্যামাচরণ-সুত সারদাচরণ, (ত্রিপুরাচরণ ভঙ্গ) ও মোক্ষদাচরণ ৩২। সারদ সুত শ্রীহর্ষ ৩৩। ত্রিপুরা সুত, হরিমোহন ও কাঙ্গালী ৩৩। মোক্ষদা সুত সর্ব্বাণী ও গীর্ব্বাণী ৩৩। সর্ব্বাণী সুত সন্তোষকুমার ও সূর্য্যকুমার ৩৪। গীর্ব্বাণী সুত সাতু ৩৪।

২৯ গৌরীচরণ সুত রাধাকৃষ্ণ ৩০। পুত্র কেদারনাথ ৩১। পৌত্র নীলকমল (ভঙ্গ), চন্দ্রকান্ত ও বিষ্ণু ৩২। নীল সুত কালীমোহন ৩৩। চন্দ্রকান্ত সুত চূণিলাল ৩৩। পৌত্র হেমন্ত ও নির্ম্মল ৩৪।

মুং ফুং বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান শ্যামের (২৯) ধারা।

বিষ্ণু ২৭। রামদেব ২৮। শ্যাম ২৯। কালীশঙ্কর ৩০। শিবপ্রসাদ ৩১। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি ৩২। পুত্র বিহারীলাল ৩৩। পৌত্র রসিক-

লাল, মাণিকলাল ও বিনোদলাল ৩৪। রসিক সুত ভূপতি ও মুকুন্দ ৩৫। মাণিকলাল ও দ্বিজেন্দ্রলাল ৩৫ (ফরিদপুর কালামৃেধা গ্রামবাসী)।

গিরিশ ৩২। সুত হরমোহন ও অক্ষয়কুমার ৩৩। অক্ষয় সুত মণীন্দ্র ও হৃষীকেশ ৩৪। মণীন্দ্র সুত বিমলবিহারী ৩৫। ইহাদিগের বাস শালনগর, যশোহর জিলা, নড়াইল সাবডিভিসন।

মুং ফুং বিষ্ণুঠাকুর সুত নারায়ণ ঠাকুরের ধারা। ২৬পৃঃ

নারায়ণ ২৮। পুত্র রামকান্ত, মুলুকচাঁদ ও শঙ্কর ২৯। মুলুকচাঁদ সুত রামগোপাল ৩০। তৎপুত্র শিবচরণ ও হরচরণ ৩১। শিবচরণ সুত বীরেশ্বর ৩২। তৎপুত্র বিশ্বেশ্বর, তারকেশ্বর, রত্নেশ্বর, রামেশ্বর, উমেশ্বর কেদারেশ্বর ও যজ্ঞেশ্বর ৩৩। রামেশ্বর পুত্র কালীচরণ, বেণীমাধব ও নগেন্দ্র ৩৪। কালীচরণ পুত্র কালিকানন্দ ও শ্যামানন্দ ৩৫। (বং সাং রঘুরাম পাল্টী সাং জয়দেবপুর, জিলা ঢাকা)। নগেন্দ্র সুত খগেন্দ্র ৩৫। কালীচরণাদি মাতামহাশ্রয়ে বাস হেতু শান্তিপুরের পশ্চিম বাঘআঁচড়া গ্রামে বাস। ইঁহাদিগের আদিবাস ফুলে বেলগড়িয়া। কালীচরণের পুত্রগণ বেগের বটব্যাল সিদ্ধ শ্রোত্রিয় কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র।

মুং ফুং কাশীশ্বর ঠাকুরের ধারায় কেশব বংশের একদেশ। ২২পৃঃ

কাশীশ্বর ২৫। রমানাথ ২৬। মধুসূদন ২৭। সুত জয়রাম, শিবরাম, রামভদ্র, রামচরণ ও রামজীবন ২৮। রামজীবন সুত জগন্নাথ ২৯। তৎপুত্র কেশব ৩০ (গুড়ভাবাপন্ন)। মহেশপুর, বাঘআঁচড়া ও কোটা প্রভৃতি স্থানে কেশবের বংশাবলী বিরাজিত। কেশব সুত রাজারাম ৩১। ভুবন ৩২। পুত্রদ্বয় রামকান্ত ও পদ্মলোচন ৩৩। পদ্ম সুত গঙ্গানারায়ণ ৩৪। পুত্র চারু অথবা প্রভাস ৩৫। চারু সুত সুপ্রকাশ বা ফটিক অপরঞ্চ ৩৬ (মহেশপুরবাসী)।

মুং ফুং বলরাম ঠাকুরের (২৭) একদেশ। ৩৭ ও ৩৮ পৃঃ

রঘুনন্দন ২৮ পুত্র জগন্নাথ ২৯ পুত্র নৃসিংহ ৩০ রামহরি ৩১ পুত্র মুলুকচাঁদ ৩২ পুত্র পূর্ণচন্দ্র ৩৩ গঙ্গাচরণ ৩৪ (জয়নগর গ্রামে ভঙ্গ) পুত্র মণীন্দ্র, ফণীন্দ্র, মন্মথ ৩৫। দেবেন্দ্র (স্বভাব) ৩৪ পুত্র নৃপেন্দ্র ৩৫।

বল্লভী দুর্গাবর পণ্ডিত সন্তান। ৫০পৃঃ

৺গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় Police Superintendent.

বল্লভী দুর্গাবর পণ্ডিত ২২ পুত্র শ্রীনিবাস সুত যাদব, অমর, রঘু, রামচন্দ্র ২৩ রামচন্দ্র সুত রমানাথ মজুমদার ও গোপাল মজুমদার ২৫। গোপাল সুত নারায়ণ, মথুরেশ, হরি ন্যায়ালঙ্কার, মধুসূদন ২৬ মধুসূদন সুত বিশ্বেশ্বর ২৭ সুত রামেশ্বর, ভুবন, শ্রীধর, রামরাম, রামগোবিন্দ, জয়দেব, যজ্ঞেশ্বর ও কাশীশ্বর ২৮।

রামেশ্বর ২৪ সুত রতিকান্ত, রামজীবন, রামসন্তোষ ২৯। রতিকান্ত সুত কৃষ্ণচন্দ্র,* রামনারায়ণ, কালীশঙ্কর ৩০। কৃষ্ণচন্দ্র সুত রামজয় বিদ্যাবাগীশ ৩১ (ভঙ্গ)। রামজয় সুত মহেশচন্দ্র, রাজচন্দ্র ৩২। মহেশচন্দ্র সুত কান্তিচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র ৩৩। কান্তিচন্দ্রসুত গিরীন্দ্র, (Supdt. of Police) ও যোগেন্দ্র ৩৪। নিবাস শান্তিপুর, গিরীন্দ্র সুত ভূপেন্দ্র (Dy. Magistrate) ও প্রবোধ ওরফে কৃষ্ণচন্দ্র (Vakil, High Court, Calcutta) ৩৫। ভূজেন্দ্র সুত সুধীরচন্দ্র ৩৬।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাং কাছিমাপাড়া, শান্তিপুর।

* শান্তিপুর কাছিমা ভট্টাচার্য্য বংশের একদেশ।

যদুনাথ চক্রবর্ত্তী সুত গোপাল, পঞ্চানন সুত ভবানী সিদ্ধান্ত ওরফে শ্রীকান্ত গুরু ভট্টাচার্য্য সুত বিশ্বেশ্বর ন্যায়বাগীশ তপস্বী (কাছিমা ভট্টাচার্য্য) অপর পুত্র হরিরাম ন্যায়ালঙ্কার (পঞ্চানন) সুত কৃষ্ণগোবিন্দ বিদ্যালঙ্কার কন্যা (নাম অজ্ঞাত) খান্দিরাম তর্কালঙ্কার, রামজীবন ন্যায়-বাচস্পতি, কন্যা (নাম অজ্ঞাত) বিবাহ বল্লভী কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শান্তিপুর।

মুং ফুং গঙ্গাধর ঠাকুরের (২৭) একদেশ।

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

অযোধ্যার তালুকদার।

গঙ্গাধর প্রমুখ হৃদয়রাম ৩০ পুত্র ভবানীশঙ্কর ৩১ পুত্র ভৈরবচন্দ্র ৩২ পুত্র দুর্গাদাস (কানাই গোস্বামীর কন্যার বিবাহে বীরভদ্রী) পরমানন্দ, (জগন্মোহন) ৩৩ (কলিকাতা সূর্য্যকুমার ঠাকুরের কন্যা বিবাহে পিরালি দোষ)। দুর্গাদাস সুত ক্ষেত্র ৩৪। পরমানন্দ সুত **রাজা দক্ষিণারঞ্জন**, বিশ্বরঞ্জন, নিরঞ্জন রায় বাহাদুর, কালিকারঞ্জন, সর্ব্বরঞ্জন ৩৫। সুত চিত্তরঞ্জন ৩৬। বিশ্বরঞ্জন সুত বিভু ৩৬। নিরঞ্জন সুত নিত্যরঞ্জন ও নৃসিংহরঞ্জন ৩৬। নিত্যরঞ্জন সুত নিখিলরঞ্জন ৩৭।

মুং শিবাচার্য্য-প্রমুখ রমন ঠাকুর (২৭)

তৎসুত সহস্ররামের (২৮) ধারা। ১৯পৃঃ

নিবাস হুগ্‌লী জেলার অন্তর্গত গোপীনাথপুর।

জজ ৺অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সহস্ররাম ২৮ (হুগ্‌লী জেলার অন্তর্গত গোপীনাথপুর বাসী) তৎপুত্র চন্দ্রশেখর, অযোধ্যারাম, বীরেশ্বর, রামকেশব, রামশঙ্কর ও মুক্তরাম ২৯। রামকেশব ২৯ পুত্র দুর্গাচরণ ৩০ পুত্র কৃষ্ণমোহন, পিতাম্বর ও মাণিকরাম ৩১। পিতাম্বর ৩১ পুত্র রমানাথ ও পার্ব্বতীচরণ ৩২।

পার্ব্বতীচরণ ৩২ (সাং চাত্‌রা শ্রীরামপুর বাসী) পুত্র হরিচরণ, বিমলাচরণ, কালীচরণ ও বিষ্ণুচরণ ৩৩। হরিচরণ ৩৩ পুত্র সত্যচরণ ও অভয়াচরণ ৩৪।

কালীচরণ ৩৩ ইহার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে, অবসথী গঙ্গানন্দ চট্ট সন্তান, জেলা নদীয়া, ধর্ম্মদা গ্রামবাসী, কালীদাস চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র, মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় বিবাহ করেন।

বিষ্ণুচরণ ৩৩ পুত্র ভোলানাথ প্রভৃতি ৩৪।

চন্দ্রশেখর ২৯ (গোপীনাথপুর ঘটক বাড়ী বিবাহ করায় ভঙ্গ,) পুত্র রাধামোহন ও রামপ্রসাদ ৩০। রামপ্রসাদ ৩০ পুত্র বৈদ্যনাথ, রামজা, রামমোহন ৩১। বৈদ্যনাথ ৩১ পুত্র লক্ষ্মীনাথ ৩২ পুত্র অবিনাশ, অপ্রকাশ ও **অনুকূল** (কলিকাতা হাইকোর্টের জজ) ৩৩ পুত্র রাজেন্দ্র ও হরেন্দ্র ৩৪। হরেন্দ্রনাথের কন্যাকে কাশিমবাজার নিবাসী অন্নদাচরণ রায়ের পুত্র রাজা আশুতোষনাথ রায় বিবাহ করেন। উক্ত আশুতোষনাথের কন্যাকে নবদ্বিপাধিপতি মহারাজ ক্ষৌনীশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিবাহ করেন।

মুক্তারাম ২৯ পুত্র চিন্তামণি ৩০ পুত্র দিগম্বর ও শ্রীধর ৩১ শ্রীধর ৩১ পুত্র তিনকড়ি ৩২ (রেক্টর অফ্ কুমার রাধাপ্রসাদ ইন্‌ষ্টিটিউশন্) ইনি বাগবাজার গোস্বামী বাড়ী বিবাহ করিয়া বীরভদ্র দোষ প্রাপ্ত। পুত্র যতীন্দ্রনাথ ৩৩।

(জেলা নদীয়া, ধর্ম্মদা নিবাসী, শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রদত্ত)

মুং ফুং শ্রীধর-প্রমুখ রামনারায়ণ (২৮)-বংশ

রামনারায়ণ সুত হরিদেব, সীতারাম, গোবিন্দ ও কৃষ্ণচন্দ্র ২৯। সীতারাম-সুত গৌরীচন্দ্র, নিমাই, উদয়চন্দ্র ও সদাশিব ৩০। নিমাই-সুত আনন্দীরাম ৩১। কৃষ্ণচন্দ্র (২৯)-সুত সুধারাম, তিলকরাম, বীর ও নিমাই ৩০।

শ্রীধরের পুত্র বাণেশ্বরের ছয় পুত্র, তন্মধ্যে ২৪ পৃষ্ঠে তিন ব্যক্তির নাম নির্দ্দিষ্ট আছে; অপর তিন পুত্রের নাম যথা—শিবরাম, পাঁচু ও নন্দ ২৯। পাঁচু-সুত রামসুন্দর, রামলোচন, রামকিশোর, বলরাম, রামতনু, কাশী, কানাই ও রঘুনাথ ৩০ (রঘুনাথ ভঙ্গ)।

শ্রীধর-প্রমুখ রামকৃষ্ণের পৌত্র নন্দরামের ধারা ২৪ পৃষ্ঠে দেখুন। জগন্নাথ-সুত গুরুপ্রসাদ ও নীলমোহন ৩১। শ্রীধর-প্রপৌত্র লক্ষ্মীকান্ত ৩০ (নন্দরামের ধারা)। বৃদ্ধপ্রপৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র, মাণিকচন্দ্র, শ্রীরামচন্দ্র ও জয়রাম ৩১।

মুং ফুং রামেশ্বর-প্রমুখ ষষ্ঠিদাস-সুত রামচরণ (২৯) বংশ

পুত্র হৃদয়রাম, কালীপ্রসাদ, হরানন্দ, রামতনু ও কৃষ্ণচন্দ্র ৩০। রামচরণ-সহোদর রামশঙ্কর-সুত রাজকিশোর, রামদুলাল, রামনিধি, হরি, রামজয় ও কন্দর্প ৩০। রামদুলাল-সুত কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, রাধারমণ, বিষ্ণুরাম ও কানাই ৩১ (২৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

রামেশ্বর- প্রমুখ বিশ্বেশ্বর ২৮। সুত শুকদেব, কেশব (অথবা রামকেশব) কৃষ্ণকিঙ্কর, কৃষ্ণকান্ত, সীতারাম, রামকান্ত ও রামজীবন ২৯। কেশব-সুত লক্ষ্মণ, রামরাম ও কৃষ্ণরাম ৩০।

রামেশ্বর ঠাকুর-প্রমুখ তেকুনামক রামগোবিন্দ-সুত দুর্গাচরণ, নন্দকুমার, রামানন্দ, দয়ারাম ও আত্মারাম ২৯।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় ডিংসাই শুদ্ধ-শ্রোত্রিয় বংশ বিবরণ।

মহামেধা তিথির পুত্র ভরদ্বাজের কোথুমী শাখাবংশ সম্ভূত মহারাজ আদিশূর আনীত শ্রীহর্ষের অধস্তন ডিংসাই সতের সন্তান রায় পরমানন্দ বংশে

মুকুন্দমুরারী ভট্টাচার্য্য।

শ্রীগর্ভের নাম ধাঁদু মুখটীতে গত।
বরাহের রাই গাই আছে যে বিদিত॥

স্বরেশ্বর সাহরিতে করিল প্রবেশ।
সতের ডিংসাই গাই রহে অবশেষ ॥
শ্রীহর্ষের চারি বংশ খ্যাত দেশ বিদেশ।
ভাটের কাহিনীতে কর মনোনিবেশ ॥ সারাবলী

রঘুনাথ + অলকা দেবী (খ)
রামমোহন
রামগোবিন্দ
(গ) নীলকমল বা (বাঙ্গারাম)
দীনদয়াল
হরদয়াল
নিস্তারিণী
শ্যামা
স্বর্ণময়ী
প্রসন্নময়ী
কুমেদ ঘোষাল
রামহালদার
কেশব
গিরীশ (পত্নী গোপাল সুন্দরী দেবী)
গৌর
নলিনাক্ষ
প্রবোধ
পূর্ণচন্দ্র
অমিয়কুমার
বিশ্বনাথ
পদ্ম
অক্ষয়
কৈলাস
ব্রহ্ম
পূণ
দয়াময়ী
গঙ্গা নারায়ণ
নিত্যকালী
নীলমণি + সৌরভ সুন্দরী
মধু
চন্দ্রকুমার
পান্নালাল
ইন্দুভূষণ
যতীন্দ্র
গিরীশ
ভূপেন্দ্র
বিভূতি
হৃষিকেশ
শর
উপেন্দ্রনাথ, শ্যামাচরণ
ভবতারণ
আশুতোষ, বিমল
সরসী
সুশীল
ব্যোমকেশ
সুধীর
সুবোধ
সন্তোষ
ফনীন্দ্র
নির্ম্মল
রমেন্দ্র
রাজেন্দ্র
বিভা
বিনয়
অরবিন্দ
হেমলতা
শান্তিকুমার
শৈলেন
হেম
ভূপেন্দ্র
কৃষ্ণ
কানাই
সাধনানন্দ
জীবানন্দ
ডালিয়া
লিলিয়া
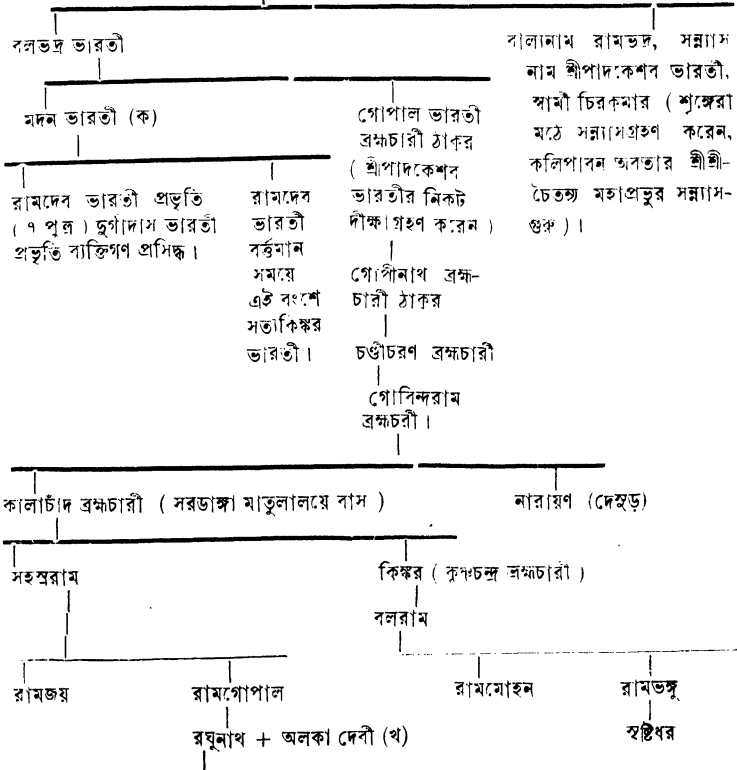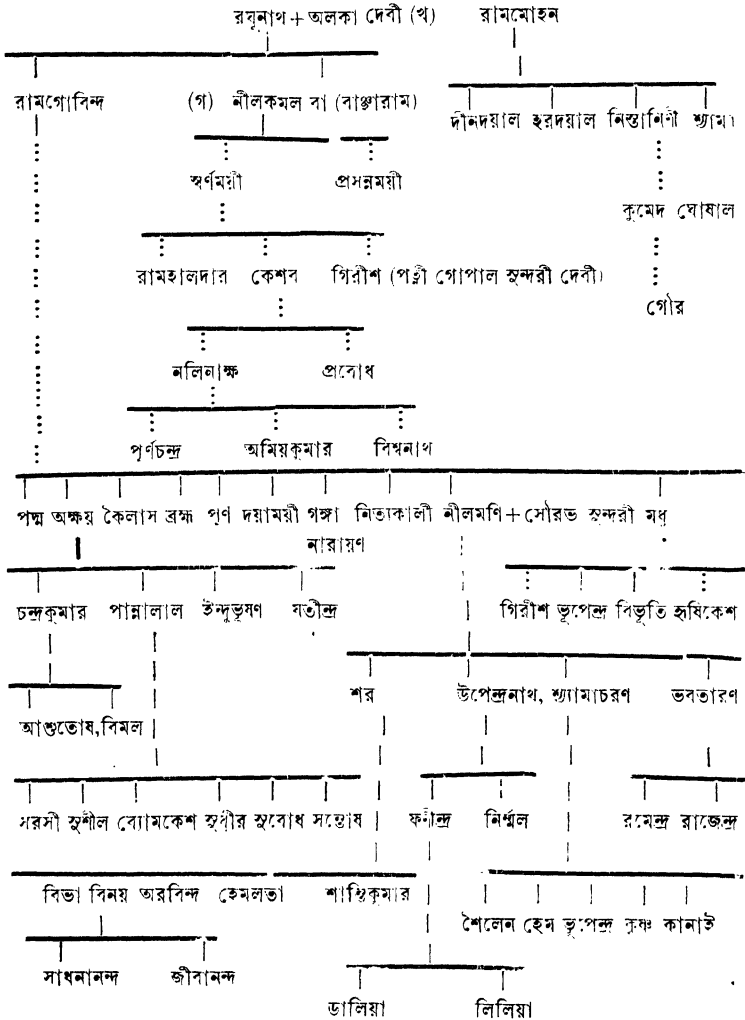
(ক) মদনভারতী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আউড়িয়া গ্রামে মাতুলাশ্রমে বাস করেন। শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রদত্ত পাঁচটী শ্রীগোপাল মূর্ত্তির মধ্যে দুইটী আউড়িয়ায় লইয়া গিয়া তথায় স্থাপন করেন। এখনও উক্ত শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় আউড়িয়া ভারতী বাটীতে পূজিত হইতেছেন।

(খ) ৺৭শ্রীশ্রীরাজ রাজেশ্বর শ্রীচরণে সরণং

সন ১২৩০ সাল সকাব্দা ১৭৪৪

৺য়লক নন্দা প্রকাসিত বারি ৺রাম গুনাম কিত্তন ক
রি ৺ব্রহ্মচারি নাম রঘুনাথ তস্য জায়া ৺অলকা দে
ব্যা সর্ব্ব পূনায়তিস্তব্যা সদা ধ্যান প্রস্থ ৺গোপি
নাথ জেষ্ঠ সুত গোবিন্দ নাম কনিষ্ঠ পুত্র বাঞ্ছারাম
রাসি নামদি জনিল কোমল এদিনের সে দিন হবে
রাম বেঁলে প্রাণ জাবে কিসে পাব চরণ জুগল।

(গ) এই মন্দির লিপি হইতে জানা যাইতেছে যে নীলকমল ১২৩০ সনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী লোক।

আমরা চৈতন্য চরিতামৃত পাঠে জানিতে পারি যে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ১৪০৭শকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৫৬শকে অন্তর্ধান হন। যথা…

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী।
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত ছাপ্পান্নে প্রভুর অন্তর্ধান॥ চৈতন্যচরিতামৃত।

ইহা দ্বারা কেশব ভারতীর সময় নিরূপিত হইতেছে।

কেশব ভারতীর সহোদরের নাম বলভদ্র ভারতী (গোস্বামী)। বলভদ্রের দুই পুত্র মদন ও গোপাল। মদনের সাত পুত্র। নিবাস বর্দ্ধমান জিলার কাল্না।

সবডিভিসনের মন্ত্রেশ্বর থানার আউড়ে কলসা। ইঁহারা ভরদ্বাজ গোত্রীয় ডিংসাই সতের সন্তান।

গোপালের ধারায় পুত্র গোপীনাথ, পৌত্র চণ্ডীচরণ, প্রপৌত্র গোবিন্দরাম গোবিন্দরামের সন্তান কালাচাঁদ পূর্ব্বস্থলীর নিকট শরডাঙ্গা বাসী। গোবিন্দ-রামের অধস্তন সন্তান অক্ষয়, নীলমনি ও মধু। মন্ত্রেশ্বর থানার অন্তর্গত দেনুড়ে ভারতীর পুষ্করিণী আছে। তথাকার ব্রহ্মচারীবর্গ নারায়ণ ব্রহ্মচারীর ধারা ডিংসাই সতের সন্তান।

আউড়িয়া গ্রামে দুর্গাদাস ভারতী বিখ্যাত। দেনুড়ে অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী গণ্যমান্য ও শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত। ইঁহারা ভারতীর শিষ্য বলিয়া অনেকের জানা আছে। গোপাল ভারতী দেনুড়ের ও শরডাঙ্গার ব্রহ্মচারী-দিগের আদি পুরুষ। তিনিই কেশবের জ্ঞাতি ও শিষ্য।

এই বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—

৺অক্ষয় কুমার ব্রহ্মচারী (জুনিয়ার সিনিয়র স্কলার)। ইনি হুগলী কলেজের ল-লেকচারার ছিলেন।

নীলমণি ব্রহ্মচারীর পুত্রগণ।

রায় শ্রীশরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী বাহাদুর এম্-এ, বি-টি :—

বর্ত্তমান বাসস্থান বালিগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকট

ঠিকানা ৭নং কসবা রোড, বালিগঞ্জ, পোঃ ঢাকুরিয়া।

ইঁহার পিতা নীলমণি ব্রহ্মচারী জামালপুরের ই-আই রেলওয়ের প্রধান সহকারী মেডিক্যাল অফিসার এবং জামালপুরের (জেলা মুঙ্গের) অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও মিউনিসিপাল কমিশনার ছিলেন।

ইনি ১৮৯২ খৃঃ অঃ ইংরাজীতে এম-এ এবং ১৯১২ খৃঃ অঃ বি-টি

পাশ করিয়া ৩০ বৎসর গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করেন। শিক্ষাবিভাগের নানাস্থানে স্কুল পরিদর্শকের কার্য্য করিয়া অবশেষে বেঙ্গল এডুকেশন্যাল সার্ভিসে থাকিয়া হুগলী গবর্ণমেণ্ট নর্ম্ম্যাল ট্রেণিং স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিয়া ১৯২৯ খৃঃ অঃ অবসর গ্রহণ করেন পেনসনের পূর্ব্বে মাহিনা ৬০০৲ ও এলাঅ্যান্স ৫০৲ পাইতেন।

ইনি নানাপ্রকার দেশ-হিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে লিপ্ত আছেন এবং জনসাধারণকে নানাপ্রকার সহায়তা করেন।

Present Honorary Functions :—

(1) Secretary, St. John Ambulance Association 24-Parganas District.

(2) Divisional Superintendent St. John Ambulance, Brigade Overseas 11th Division.

(3) Member of the General Council of the St. John Ambulance Association and Brigade, Provincial Centre and of the Executive Committee.

(4) Member—Calcutta Health Week.

(5) Member—Calcutta Health Week Clinic.

(6) Organiser of Junior Red Cross Group in Calcutta Schools.

(7) Member of the Kiosk Committee.

Past Govt. Service :—Asst. Inspector of Schools, Asst. Charge Superintendent, Famine Relief opera-

tions in North Bihar under Sir R. W. Carlyle in 1896-97 and Mr. Egerton, District Magistrate, Durbhanga, 1907 & 1909.

Literary Productions :—

(1) Text-book of Educational Psychology in Bengali (ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান) prescribed by the Calcutta University for B. A. Examination for some time.

(2) Text-book of Hygiene in Bengali, approved by the Calcutta Text-book Committee.

Present Distinctions :—

(১) মনোবিদ্যা বিশারদ (ভট্ট পল্লী)।

(2) Honorary Life Member, St. John Ambulance Association.

(3) Recipient of War Badge C for War Work.

(4) Recipient of Vote of Thanks by the Indian Council, St. John Ambulance Association.

(5) Recipient of Title of Rai Bahadur.

(6) Appointed Associate Serving Brother by His Majesty the King Emperor in the Venerable Order of the St. John of Jerusalem.

(7) Recipient of Coronation Medal, 1937.

(8) Nominated Commissioner Tollygunj Municipality.

BRAHMACHARI, SIR UPENDRANATH, Knt. Bach. (1935), Rai Bahadur (1911), Kaisar-i-Hind (Gold) (1924), M.A., M.D., Ph. D., F.R.A.S.B., F.S.M.F. (Bengal) F.N.I.; Professor of Tropical Medicine, Carmichal Medical College, Calcutta ; Hon. Professor of Bio-chemistry, University of Calcutta ; Physician, Chittaranjan Hospital, Calcutta ; Consulting Physician ; Research Worker ; Pres. Indian Science Congress, 1936 ; Pres., Section of Medical Research, Indian Science Congress, Jubilee Session, 1938 ; Pres., Indian National Committee, International association of Microbiologists; Vice-Pres., Royal Asiatic Society of Bengal ; Vice-pres., Physiological Society of India; Additional Vice-Pres., National Institute of Sciences of India; Pres., Society of Biological Chemists , India ; Chairman, Board of Industries, Bengal ; Hon- Vice- Pres., Indian Red Cross Society; Chairman, Indian Red Cross Society and St. John Ambulance Association, Bengal ; Member, Governing Body of the Indian Research Fund Association ;

Member, Court of the Indian Institute of Science, Bangalore ; Member, Sanitary Board, Bengal ; Founder, Brahmachari Research Institute, Calcutta ;Vice-Pres., Governing Body of Presidency College, Calcutta; Vice-Pres., Indian Association for the Cultivation of Science and of Indian Science News Assoc. ; Fell. University of Calcutta ; Fell. Royal Society of Medicine, London ; Fell. Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, London ; Hon. Fell., State Medical Faculty of Bengal; M.A. Ist Class [Chemistry] University Medal; M.D., Ph.D. [Physiology] ; Coates Medallist and Winner of Griffith Memorial Prize, Calcutta University ; Minto Medallist, Calcutta School of Tropical Medicine and Hygiene, and Sir William Jones Medallist, Royal Asiatic Society of Bengal ; Teacher of Materia Medica, Dacca Medical School [1901] ; Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Calcutta [1905-23] ; Research Worker under Indian Research Fund Association [1920-26] ; Discoverer of Urea Stibamine an organic antimonial, a powerful specific, for the treatment and prophylaxis of Kala-azar ; Physician,

Medical College Hospitals, Calcutta [1923-27] ; Past Pres., Royal Asiatic Society of Bengal [1928-29] ; Secretary, Medical Section, Royal Asiatic Society of Bengal, for several years ; Past Pres., Medical and Veterinary Section, Indian Science Congress, 1930 ; Past Pres., Indian Chemical Society ; Past Pres., Indian Committee, International Society for Microbiology ; Late Hon. Asst. Surgeon to the Viceroy and Gov-Gen. of India ; Late Vice-Chmn. Board of Trustees, Indian Museum ; Author of Studies in Haemolysis ; Kala-azar in Dr, Carl Mense's Handbuch der Tropenkrankheiten ; Treatise on Kala-azar and numerous articles published in various scientific and medical Journals dealing with subjects on Chemistry and Chemotherapy of Organic Antimonials, Chemistry and Chemotherapy of Quinoline Compounds, Kala-azar, Dermal Leishmanoid Malarial Blackwater Fever, Influenza, Haemolysis and Anopheles ; b. 7 June. 1875 ; 2nd son of late Dr Nilmoney Brahmachari of Jamalpur, E. I. Rly.; m. 1898, Nani Bala Devi, dau. of late Dr. Ram Lal Banerji, of Calcutta, and has issue, two sons—Dr.

Phanindra Nath Brahmachari, M. Sc., M. B., P. R. S. & Mr. Nirmal Kumar Brahmachari, B. Sc. and two aus. Sm. Usharani Devi & Sm. Sobharani Devi. Address 82/3. Cornwallis street, Calcutta ; 19, Loudon Street, Calcutta ; Calcutta Club ; Bengal Flying Club ; alcutta Madical Club ; and Union Club, Darjeeling.

শ্রীশ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী বি-এল, (Advocate, Calcutta High Court) বর্ত্তমান ঠিকানা ৪২নং বেনিয়া পুকুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী এম্-এ, বি-এল, (Advocate, Calcutta High Court) বর্ত্তমানে চুঁচড়াতে প্রাক্‌টিস করেন।

অক্ষয় ব্রহ্মচারীর পুত্রগণ

৺চন্দ্রকুমার ব্রহ্মচারী (Office Supdt. Work Managers Office Jamalpur, E. I. R.)

রায় সাহেব পান্নালাল ব্রহ্মচারী (অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী পুলীশ কমিশনার কলিকাতা) বর্ত্তমান ঠিকানা লেকরোড বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

৺ইন্দুভূষণ ব্রহ্মচারী এম্-এ, পি-আর-এস্, ইনি গৌহাটী কলেজে প্রফেসর ছিলেন।

৺যতীন্দ্র ব্রহ্মচারী ইনি পুলীশ সব-ইন্সপেক্টর ছিলেন।

৺আশুতোষ ব্রহ্মচারী এম্-বি, ইনি বিহার প্রদেশের সরকারী অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জন ছিলেন।

অক্ষয় ব্রহ্মচারীর পুত্রগণ

শ্রীসরসী ব্রহ্মচারী কলিকাতার পুলীশ ইন্সপেক্টর।

শ্রীসুশীল ব্রহ্মচারী ইনি ধানবাদ খনির ম্যানেজার।

শ্রীসুধীর ব্রহ্মচারী এম্‌-বি, বেনারসে ডাক্তারী করেন।

রায়বাহাদুর শ্রীশরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারীর পুত্রগণ

শ্রীবিনয় ব্রহ্মচারী এম-বি (ঠিকানা ৭নং কসবা রোড, বালিগঞ্জ)।

শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মচারী এ-এম্‌-ই-ই, কলিকাতা ইলেকট্রিক্যাল করপোরেশনে কর্ম্ম করেন।

শ্রীশান্তিকুমার ব্রহ্মচারী কলিকাতা বেঙ্গল টেলিফোনে কর্ম্ম করেন।

স্যার ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর পুত্রগণ।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এম-এস্‌-সি, এম্‌-বি, পি-আর-এস্ (Associate Physician, Campble Medical School, Calcutta.)
শ্রীনির্ম্মলকুমার ব্রহ্মচারী বি-এস্‌-সি।

মধু ব্রহ্মচারীর পুত্রগণ

ডাক্তার শ্রীগিরীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী—বরাহনগর বাস করিতেছেন।

ডাক্তার বিভূতিভূষণ ব্রহ্মচারী এল্‌-এম্‌-এস্ (মুঙ্গেরের ডাক্তার)

এই ব্রহ্মচারী বংশের সহিত যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ হইয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১। শ্রীশরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী—স্ত্রী শ্রীমতী ননীবালা দেবী (কাঁচরাপাড়া, পরে বিজনা নিবাসী শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কন্যা) (শিববাবু P. W. D. Bengal, Assam & Burmaর Upper Subordinate ছিলেন।

২। স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী—স্ত্রী শ্রীমতী ননীবালা দেবী (ডাক্তার ৺রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা)।

৩। শ্রীশ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী—স্ত্রী শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী (অখিলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা—মেহেরপুর, নদীয়া)।

৪। শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী, স্ত্রী শ্রীমতী দনুজদলনী দেবী (বাগবাজার, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা)।

৫। শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মচারী, স্ত্রী শ্রীমতী মীরাদেবী (শ্রীযুক্ত মুটবিহারী বন্দ্যোর কন্যা, সম্পর্কে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রী)।

৬। শ্রীফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী—স্ত্রী শ্রীমতী গোপারাণী দেবী—৺সত্যপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তেলিনীপাড়ার জমিদারের কনিষ্ঠা কন্যা ও শ্রীসত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগ্নী।

৭। শ্রীনির্ম্মল ব্রহ্মচারী, স্ত্রী শ্রীমতী **পূর্ণিমা দেবী** (নদীয়ার মহারাজ ৺ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের কনিষ্ঠা কন্যা)।

৮। শ্রীশরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারীর ১মা কন্যা শ্রীমতী বিভা দেবী, স্বামী শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল, উকীল, কৃষ্ণনগর।

৯। শ্রীশরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারীর ২য়া কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবী, স্বামী শ্রীরসময় বন্দ্যো, হাজরা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।

১০। শ্রীবিনয় ব্রহ্মচারী, স্ত্রী শ্রীমতী প্রতিভা দেবী (জলধর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ও রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঢাকার ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জনের নাতনী)।

স্যার ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর ১মা কন্যা শ্রীমতী ঊষারাণী দেবীর (শ্বশুর ডাঃ ৺নিলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়), স্বামী শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, দিল্লী রেলওয়ে বোর্ডে কার্য্য করেন।

২য়া কন্যা শ্রীমতী শোভারাণী দেবী, শ্বশুর শ্রীযুক্ত বিমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, Govt. Contractor, Cal. স্বামী শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় M. B. D. T. M., D. P. H. Pathologist School of Tropical Medicine, Calcutta. বসতবাটী বৌবাজার, নেবুতলা। Present Address—10-A, Sahitya Parisad St., Calcutta.

কেশব ভারতী।

দেনুড় গ্রামের প্রান্তস্থিত "ভারতীগড়" নামক পুষ্করিণী যে স্থানে কেশব-ভারতী সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে ঈশ্বর উপাসনা করিতেন, এখন কেশব ভারতীর ক্ষীণ স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

বর্দ্ধমান জিলার কাইগ্রামের স্বর্গীয় জমীদার গোবিন্দচন্দ্র বসু মুন্সেফ মহাশয়ের গৃহে, দুইশত বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিখিত একখানি শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থের শেষাংশে, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত প্রণেতা—বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সখা দেনুড়ের গোপীনাথ ভারতীর উল্লেখ আছে। উক্ত গোপীনাথ ব্রহ্মচারী যে **কেশব ভারতীর** ভ্রাতৃবংশ সম্ভূত সে পরিচয়ও একটু আছে।

("**শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকা**"—**দ্রষ্টব্য**)

একখানি প্রাচীন মহাজনী পদে শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রণেতা শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শিষ্য ও সখার পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

"প্রিয় ভক্ত রামহরি শচীদেবী আদি করি ;—
সখা গোপীনাথে দেন কোল।"

ভক্তিপ্রভা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীপাঠ পরিক্রমা গ্রন্থের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় **কেশব ভারতীর** বাল্যাশ্রম দেনুড়।

মুসলমান শাসনকালে যখন আমাদের দেশ নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় পৌছিয়াছিল সেই ঘোর দুর্দ্দিনে শ্রীপাদ **কেশব ভারতী** প্রভু বর্দ্ধমান জেলার একটী ক্ষুদ্র পল্লী দেন্দুরা (বর্ত্তমান দেনুড়) গ্রামে আবির্ভূত হইয়া মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবকে সন্ন্যাসদীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক ভারতে

নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত বিমল প্রেমভক্তির ধর্ম্মে দেশ, কাল পাত্রের বিচার নাই, ইহা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিত্তি। এই ধর্ম্মে ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ চণ্ডালও ভগবদ্ভক্তি বিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায়, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সকলেরই শীতল হইবার ব্যবস্থা আছে। এই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র "নামে রুচি এবং জীবে দয়া"। জড়বাদের লীলাভূমি ইউরোপ এবং আমেরিকা যেরূপ হিংসা দ্বেষ মারামারি কাটাকাটির পীড়নে উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে তাহাদিগকে শান্তির আশায় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই সময় আমাদের বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত তাহাদিগকে শান্তির পথ দেখাইবে এবং মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গুরু পূজ্যপাদ **কেশব ভারতীর** স্থান কত উর্দ্ধে তাহা জগদ্বাসী জানিতে পারিবে, আর তাঁহার ভ্রাতৃবংশধর বলিয়া এই পবিত্র বংশ সম্মানিত হইবে। কবির ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয় "এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন আসিবে সে দিন আসিবে।" মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন—
"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

শ্রীপাদ **কেশব ভারতীর** উপর প্রাচীন বৈষ্ণব ভক্তগণের কিরূপ ভক্তি ছিল নিম্নলিখিত পয়ার দুই ছত্রই তাহার প্রমাণ—

কেশব ভারতী পদে কোটী নমস্কার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাম শিষ্যরূপে যাঁর॥

আনুমানিক ১৩৮০ শকে মাঘী শুক্লা ভৈমী একাদশী তিথিতে বর্দ্ধমান জেলার দেমুড় (প্রাচীন দেন্দুরা) গ্রামে সান্দীপনি ও গর্গের সম্মিলিত শক্তিতে শ্রীপাদ **কেশব ভারতী** প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম মুকুন্দমুরারি। মুকুন্দমুরারির দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ বলভদ্র—কনিষ্ঠ

রামভদ্র। এই রামভদ্রই গর্ভাষ্টমে উপনীত হইয়া গৃহত্যাগ পূর্ব্বক ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠে গমন করিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যম সম্প্রদায়ী ভারতী সম্প্রদায়ের নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং **কেশব ভারতী** নাম প্রাপ্ত হন। তৎপরে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থে ভ্রমণকালীন—মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র গ্রহণ করেন। এবং কাটোয়ার নিকট খাটুন্দী গ্রামে আসিয়া মঠ স্থাপন করেন। সেই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলভদ্রের পুত্র গোপাল খাটুন্দী গ্রামে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই গোপালের পুত্র গোপীনাথ ব্রহ্মচারীই দেনুড় ও শরডাঙ্গা (বর্ত্তমান সময়ে চুঁচুড়া) ব্রহ্মচারী বংশের আদি পুরুষ। এই সময় খাটুন্দীর উষাপতি ও নিশাপতি নামক দুইজন ব্রাহ্মণ কুমারও **কেশব ভারতীর** নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। খাটুন্দীর বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য বংশ ইঁহাদের বংশ সম্ভূত। ইঁহারা এক্ষণে আপনাদিগকে **কেশব ভারতীর** সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। **কেশব ভারতী** চিরকুমার ছিলেন, সুতরাং তাঁহার শৌক্র সন্তান থাকা অসম্ভব। তাঁহারা ভারতী প্রভুর শিষ্য অর্থে সন্তান শব্দ বংশ পরম্পরায় ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন বলিয়া অনুমিত হয়। তবে তাঁহারা **কেশব ভারতীর** জন্মস্থান দেনুড় বলিয়াই স্বীকার করেন।

খাটুন্দী হইতে **কেশব ভারতী** কাটোয়ায় যাইয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই স্থানেই শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকে সন্ন্যাস দীক্ষা প্রদান করেন। ভারতীপ্রভু সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া, সন্ন্যাসীর পূর্ব্বাশ্রমের কথা বড় বড় বৈষ্ণব রচিত গ্রন্থে কোন উল্লেখ নাই। সেই জন্যই এই মারামারী।

বৈষ্ণব চরিতাভিধানে শ্রীপাদ **কেশব ভারতী** সম্বন্ধে এবং শ্রীগোপাল ব্রহ্মচারীর একটু পরিচয় আছে।

মুং ফুং বলরাম ঠাকুরের একদেশ।

এই বংশের প্রসিদ্ধ বক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ— (Rai Bahadur P. N. Mukherjee, M. A., C. B. E.):—কৃতধী প্রখ্যাতনামা মিষ্টার মুখার্জ্জি এই বংশের অলঙ্কার ও ব্রাহ্মণ সমাজের স্তম্ভ স্বরূপ। ইঁহার প্রীতি মধুর অমায়িকতা, শিষ্টাচার, সৌজন্য ও ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীতে সকলেই মুগ্ধ।

ইঁহাদের আদি বাসস্থান জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত রহড়া (খড়দহ) গ্রামে। ইনি এম্-এ পাশ করিয়া ডাকবিভাগে Superintendent রূপে প্রবেশ করেন এবং অলোকসামান্য যোগ্যতা ও কর্ম্মকুশলতায় Post Master General পদে উন্নীত হন।

ইঁহার নিয়মানুবর্ত্তিতা, কুসুমপেলব কেশর সুগন্ধি সহৃদয়তা ও অনুপম নেতৃত্ব সুবিদিত। ইঁনি রায় বাহাদুর ৺প্রিয়নাথ মুখার্জ্জির সুযোগ্য ভ্রাতা। ইহার যশোরশ্মিতে ব্রাহ্মণকুল আলোকিত এবং ইঁহার পদবী গৌরব সহজাত ও স্নিগ্ধ।

Extract from the Indian Year Book & Who's Who in India.

MUKHERJEE, RAI BAHADUR PARESHNATH, C. B. E., M. A. (1902) Rai Bahadur (1926), C. B. E. (1933).

Post Master General, Bengal and Assam b. 22nd December 1882. m. Samir Bala Chatterjee. Educ. Presidency College, Calcutta.

Joined the Postal Department as Superintendent of Post Offices in 1904, Secretary Postal Committee 1920, Member Office Reorganisation Committee 1921, Secretary of the Indian Deligation to the International Postal Congress at Stockholm 1924. Asstt. D.G. 1927, Member of the Indian Delegation to the International Postal Congress at London, 1929. Deputy D.G. 1931. Deputed to Kabul to settle Postal Relationship with Afganisthan 1932. Post Master General Madras 1933, Bihar and Orissa 1933—34, Leader of the Indian delegation to the International Postal Congress at Cairo 1934. Publications, several Departmental publications. Address:—Raceview, St. George's Gate Road, Hastings, Calcutta.

রায় বাহাদুর পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ও কন্যাগণের পরিচয়।

একমাত্র পুত্র **বীরেন্দ্রনাথ** সর্ব্ব কনিষ্ঠ। তিনি Station Superintendent Imperial Airways, অধুনা Gwalior Marine Airportএর চার্জে আছেন। বিলাতে শিক্ষা লাভ করেন ও Croydon, Alexandria, Baghdad, Bahrein প্রভৃতি স্থানে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

১মা কন্যা প্রতিভা দেবী (মৃত্যুঃ ১৯৩৫ সাল), স্বামী ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সার্কাস এভেনিউ), ২য়া কন্যা হেমপ্রভা দেবী—স্বামী

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (অধুনা রাঁচী ইউনাইটেড্ মোটর ওয়ার্কস্ নামে কারবার চালাইতেছেন।

৩য়া কন্যা শ্রীমতী সুপ্রভা দেবীর স্বামী ৺প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাঃ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র এবং পরলোকগত মহামান্য প্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টর অনারেবল জে, সি, ব্যানার্জ্জির ভ্রাতুষ্পুত্র) ১৯৩৫ সালে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুং শিবাচার্য্য ঠাকুরের সন্তান নিবাস বাকুলিয়া জেলা হুগলী

জগমোহন ১। সুত উমাচরণ ও সীতানাথ ২। উমাচরণ-সুত নগেন্দ্র-নাথ, খগেন্দ্র (০), হরেন্দ্রনাথ ও জিতেন্দ্রনাথ ৩। নগেন্দ্র-সুত বসন্তইন্দু ও প্রভাতইন্দু ৪। বসন্তইন্দু-সুত মাধবইন্দু ও কন্যা বীরেশ্বরী, শঙ্করী ও বাণীবালা ৫। প্রভাতইন্দু-সুত অমলেন্দু ও মহাদেব ৫। হরেন্দ্র-সুত মণীন্দ্র ও রবীন্দ্র ৪। জিতেন্দ্রনাথ-সুত সিদ্ধেশ্বর প্রভৃতি ৫ ভাই ৫ ভগ্নী ৪।

বসন্তইন্দুর স্ত্রী শ্রীমতী শিবদাসী দেবী (পঞ্চানন গঙ্গোর কন্যা শান্তিপুর দত্তপাড়া) ইহারা এক্ষণে ভঙ্গ।

শ্রীবসন্তইন্দু মুখো শান্তিপুর প্রদত্ত। ২০।১২।৩৭

প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী জুট বেলার ও সিপার ৺রাজকুমার মুখোপাধ্যায়।

অনেকেরই ধারণা আছে যে চাকুরীজীবী বাঙ্গালী জাতি ব্যবসা করিবার একেবারে অযোগ্য, আরো কাহারও কাহারও ধারণা যে, প্রচুর মূলধন না পাইলে ব্যবসা পরিচালনা করা অসম্ভব, কিন্তু সামান্য মূলধন লইয়া ব্যবসা বুদ্ধি খাটাইয়া ধৈর্য্য ধরিয়া ব্যবসা করিলে বাঙ্গালী যে কোন অবাঙ্গালীর

প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সৌভাগ্য দেবীর কৃপা লাভ করিতে পারে তাহা রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবনী পাঠে অবগত হওয়া যায়।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত, ফুলিয়া মেলের প্রসূতি ভূমি, ফুলিয়া বেলগড়িয়া গ্রামে রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ১২৫৭ সালের ২১শে শ্রাবণ জন্মগ্রহন করেন। মুখটী-কুলশিরশ্চূড়ামণি প্রাতঃস্মরণীয় বিষ্ণুঠাকুরেব পৌত্র স্বনামধন্য কৃষ্ণ-জীবন ঠাকুরের অধস্তন চতুর্থ বংশধর, পণ্ডিতপ্রবর গুরুদাস মুখোপাধ্যায়, রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের পিতা। তাঁহার মাতার নাম অম্বিকা দেবী। অতি শৈশবেই রাজকুমার পিতৃহীন হন, এজন্য তাঁহার শৈশবকাল নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত হয়। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সের সময় পাবনা জেলার স্থল-নওয়াহাটা নিবাসী প্রবল প্রতাপ জমিদার তারকচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের একমাত্র কন্যা কামিনী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং তিনি কয়েক বৎসর শ্বশুরালয়ে শ্বশুরের অনুরোধে বাস করিতে থাকেন। এখানে তাঁহার প্রথম, দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে, তিনি অর্থো-পার্জ্জনের জন্য কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় কয়েক মাস কর্ম্মের সন্ধানে থাকিয়া অবশেষে Messers Devid Smith & Co. নামক কলিকাতার তদানীন্তন বিখ্যাত European Jute Baling Firmএর অন্যতম মালিক Mr. Mac Vicar Smith সাহেবের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হন। সাহেব তাঁহাকে মাসিক ৮৲ টাকা বেতনে সামান্য কার্য্য দেন। এখানে সততা, অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও নিজের অসাধারণ কর্ম্মনৈপুণ্য দ্বারা দৈনন্দিন কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তিনি তাঁহার মনিব Smith সাহেবের অতি বিশ্বাসভাজন ও প্রিয়পাত্র হইতে সমর্থ হন এবং সাহেবের কৃপায় ক্রমে Head Purchaser ও Managerএর পদে উন্নীত হন। উক্ত Firm এ সুদীর্ঘ ২০।২১ বৎসর

কাল দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে পরে স্বাধীনভাবে ব্যবসা পরিচালনার যোগ্যতা প্রদান করিয়াছিল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সাহেব নিজ গৃহ বিবাদে মনোক্ষুন্ন হইয়া স্বীয় কলিকাতাস্থ Baling business উঠাইয়া দেন এবং রাজকুমারবাবুকে মূলধন প্রদান করিয়া স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করিতে উপদেশ প্রদান করেন। উক্ত সাহেবের চেষ্টায় ও অর্থসাহায্যে অল্পকাল মধ্যেই তিনি Messers Rajcoomer Mukherjee & Co. নামক Jute Baling and Shiping business small scaleএ আরম্ভ করেন। এবং অল্পকালের মধ্যেই সততা ও ব্যবসাবুদ্ধির দ্বারা এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে একটী বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে সমর্থ হন।

রাজকুমার বাবু ১৩।১৪ বৎসর কাল পট্ট ব্যবসা করিয়া স্বীয় ব্যবসা বুদ্ধি ও ভাগ্যবলে, বার, তের লক্ষ টাকার মালিক হইতে সমর্থ হন। ইতিমধ্যে তিনি কলিকাতা নগরীতে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ৭।৮ খানি বাড়ী ও স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করেন এবং তথাকার একজন বিশিষ্ট নাগরিক ও বিখ্যাত ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচিত হন। এই সময়ে তিনি Messers Bhattacherjee-Mukherjee and Co. নামক অপর একটী Jute Baling business start করিয়া তাহার Managing Director হন। তাঁহার এই প্রতিষ্ঠানে সহস্র সহস্র যুবক নানারূপ কার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জনের সুযোগ পাইয়াছে। রাজকুমার বাবু "Bengal Chamber of Commerceএর" এবং "Calcutta, Bale Jute Associationএর" member, হিন্দুমিশন ও ব্রাহ্মণ্য সভার সভ্য, শ্যামপুকুর ক্লাব প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের Secretary ও Prsident ছিলেন। তিনি স্বীয় পুত্র প্রবোধচন্দ্রের নামে

জনৈক বিখ্যাত চিকিৎসকের সহিত ঝরিয়া অঞ্চলে একটী কয়লা খনি ক্রয় করেন। তিনি বারানসীধামেও একটী বাটী ক্রয় করিয়া উক্ত বাটীতে **"মহেন্দ্রনাথ"** নামক শিব বিগ্রহ নিজ নামে প্রতিষ্ঠা করিয়া উক্তবাটী দেবত্তর করিয়া দিয়াছেন।

Hon. Justice সারদা চরণ মিত্র ও Justice গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কুমার মন্মথ মিত্র, ভাগ্যকুলের কুণ্ডু—রাজা সীতানাথ রায়, রায়বাহাদুর বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত প্রবর লালমোহন বিদ্যানিধি, স্থলের জমিদার সারদা পাকড়াশী, স্বর্ণখালির জমিদার হেমবাবু প্রভৃতি তাঁহার বিশেষ হিতৈষী ও বন্ধু ছিলেন। বঙ্গের যশস্বী কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় তাঁহার চিকিৎসক জীবনের উন্নতির স্থচনায় রাজকুমার বাবুর নানারূপ সহায়তা পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

রাজকুমার বাবু যেমন বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন তেমনি তাঁহা সদ্ব্যবহারও করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর মহাসমারোহে ৺কালীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা প্রভৃতি হিন্দুর বার মাসে তের পার্ব্বন করিয়া, ভারতের প্রায় সমুদয় তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণ করেন এবং দেবদ্বিজ দরিদ্রনারায়ণের সেবা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দরিদ্র ছাত্রদিগকে মাসিক বৃত্তি দান প্রভৃতি সৎকার্য্যে অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহার বহু দান অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল।

রাজকুমার বাবু ধনে, মানে, কুলে ও শীলে, কুলীন সমাজে মহামান্য ছিলেন ; তাঁহার বংশ কৌলিন্য মর্য্যাদার জন্য চির প্রসিদ্ধ।

তিনি ইউরোপের সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ব্যবসা করিয়া,— বিশেষতঃ বিগত মহাযুদ্ধের সময় Jute Bale সরবরাহ করিয়া বহুলক্ষ টাকা লাভ করেন। কিন্তু যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই দক্ষিণহস্ত

স্বরূপ তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র নলিনীনাথ ও তৃতীয় পুত্র প্রবোধচন্দ্র তাঁহার মত না লইয়া Messrs Grace Bros & Co. নামক কলিকাতার বিখ্যাত ইউরোপীয়ান ব্যবসায়ীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া ইউরোপস্থ জনৈক ব্যবসায়ীর সহিত তৎকালীন বাজার দরে চারি লক্ষ Jute Bale সরবরাহ করিবেন বলিয়া একটী চুক্তি পত্র সহি করিয়া দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সময় হইতে পাটের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকায় চুক্তি পত্রানুযায়ী ক্ষতি করিয়াও Bale সরবরাহ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহার সঞ্চিত বহু লক্ষ টাকা এককালে নিষ্কাশিত হইয়া যায়। নিজের ভুল বুঝিতে পারায় নলিনীবাবুর এইসময় হইতে মনস্তাপে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে; একারণে রাজকুমার বাবু কিয়ৎকালের জন্য ব্যবসা বন্ধ রাখিয়া নলিনীনাথের চিকিৎসার প্রতি সম্পূর্ণ মনোনিবিষ্ট হয়েন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দটী রাজকুমার বাবুর জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অশুভ বৎসর। এই বৎসর তাঁহার মধ্যমা কন্যা, লক্ষ্মী স্বরূপিনী স্ত্রী, দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ জ্যেষ্ঠ পুত্র কয়েক মাসের মধ্যেই একে একে ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। পর পর এই তিনটী শোক ৭২ বৎসরের বৃদ্ধ রাজকুমার বাবুকে একেবারে মুহ্যমান করিয়া ফেলিল। এইসময় হইতে তিনি সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া এক বৎসর নানা তীর্থস্থানে অবস্থান করিয়া দিন যাপন করিতে থাকেন। ১৩২৯ সালে (ইং ১৯২৩ খৃঃ) এই স্বনামধন্য পুরুষ স্বীয় বারাণসী ধামস্থ বাটীতে মহাপ্রয়ান করেন।

জীবন অধ্যায়ের প্রারম্ভে স্বজন বন্ধুহীন ও কপর্দ্দকশূন্য হইয়াও বাংলার যে অল্পসংখ্যক কয়েকটী স্বনামধন্য পুরুষ নিজ নিজ প্রতিভা, স্বাবলম্বন ও পরিশ্রম দ্বারা সামান্য অবস্থা হইতে প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী— মহৎ হইতে মহত্তর হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রাজকুমার বাবু অন্যতম।

৺রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের বংশলতা।

মুং ফুং বিষ্ণু ঠাকুর (২৭) বংশ (ফুলিয়া বেলঘড়িয়া) বিষ্ণু ঠাকুর ২৭। তৎসুত রামদেব (বড় ঠাকুর) ও নারায়ণ (ছোট ঠাকুর) ২৮। রামদেব সুত খেলারাম (বংশাভাব), শ্যামসুন্দর, সীতারাম, কন্দর্প, কৃষ্ণজীবন, রাজকিশোর ও পাঁচু বা পঞ্চানন ২৯। কৃষ্ণজীবন সুত মধুসূদন, শিবনারায়ণ বাসুদেব, রামগোপাল, নন্দগোপাল (বংশাভাব) ও মদনগোপাল ৩০। রামগোপাল সুত হরিহর, গৌরীপ্রসাদ ও প্রাণনাথ। মদনগোপাল সুত রঘুনাথ, হরিনাথ ও হরনাথ ৩১। হরনাথ সুত গুরুদাস, ঈশ্বরচন্দ্র, বিষ্ণুচরণ, কৈলাস ও ভূবন ৩২। গুরুদাস সুত **রাজকুমার** (কলিকাতার বিখ্যাত জুটবেলার) ৩৩। রাজকুমার সুত নলিনীকান্ত, শশধর ও প্রবোধচন্দ্র ৩৪।

৺রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ও কন্যাগণের পরিচয়ঃ—

জ্যেষ্ঠ পুত্র **৺নলিনীনাথ**—ইঁহারব্যবসা বিষয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব, মিষ্টভাষিতা, সামাজিকতা প্রভৃতি বহুগুণ ছিল। বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় তৌর্য্যত্রিক **তারাপ্রসাদ রায়ের** কন্যাকে ইনি বিবাহ করেন। প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পর, ইনি যশোহর লক্ষ্মীপাশা নিবাসী কেশব চক্রবর্ত্তী বংশোদ্ভূত বিনোদ বিহারী বন্দ্যো ও লাল বিহারী বন্দ্যো, B. A., B. L.এর ভগ্নীদ্বয়কে ও গুপ্তিপাড়া নিবাসী গোপাল ভট্টাচার্য্যের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি নিঃসন্তান থাকায় ইঁহার মধ্যম ভ্রাতা শশধর মুখোর ৩য়া কন্যা শ্রীমতী হরিদাসী দেবীকে পালিতা কন্যারূপে গ্রহণ করেন। নলিনীনাথের বিধবা স্ত্রী ঐ কন্যা ও তাহার স্বামী শ্রীঅচ্যুত মোহন বন্দ্যো B. A., B. L. সহ তাঁহার ১৬ নং তেলিপাড়া লেনস্থ বাটীতে বাস করিতেছেন। নলিনীনাথের দানের নিদর্শন আজিও শ্যামপুকুর ক্লাবে ও স্থলনওয়াহাটা স্পোর্টিং ক্লাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দ্বিতীয় পুত্র ৺**শশধর**—ইনি অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ **সম্বন্ধ-নির্ণয়** গ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিতপ্রবর ৺লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্যের ৩য়া কন্যা শ্রীমতী বিনোদিনী দেবীকে বিবাহ করেন। ইনি একজন সরলচেতা, সধর্ম্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী ব্যক্তি ছিলেন। তদীয় পিতার নামে একটী অবৈতনিক পাঠাগার ও একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার মহতী পরিকল্পনা তাঁহার ছিল, কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এক্ষণে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার এই মহতী ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিলে সুখী হইব। শশধর বাবু পৈত্রিক পূজাপার্ব্বনাদি কার্য্যকলাপ সমুদয় তাঁহাদের কলিকাতার আদি বসত বাটীতে বাস করিয়া সম্পাদন করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন ইঁহার ৪ পুত্র ও ৫ কন্যা বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমাঙ্গ—ইনি স্থল নওয়াহাটার জমিদার ও পাবনার Retd. Magistrate শ্রীযুক্ত হেরম্ব ভট্টাচার্য্যের পৌত্রীকে বিবাহ করেন। ২য় পুত্র হরিদাস (B. A. পরীক্ষার্থী) ৩য় পুত্র হরিগোপাল (Presidency College হইতে I. Sc. পরীক্ষা দিবে) ৪র্থ পুত্র হরিরঞ্জন (Scottish Church School এ পড়ে) ১মা কন্যা জ্যোতিপ্রভা স্বামী ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যো B. A. ২য়া পরিমল—স্বামী সুরাজমোহন বন্দ্যো (খালিয়ার জমিদার) ৩য়া হরিদাসী—স্বামী অচ্যুত মোহন বন্দ্যো B. A., B. L. ৪র্থা হরিপ্রিয়া—স্বামী গোলক বিহারী বন্দ্যো ৫মা—আভারাণী (অঃ বিঃ)।

রাজকুমার বাবুর ৩য় পুত্র **প্রবোধচন্দ্র** বর্ত্তমান, ইনি কলিকাতার ব্রাহ্মণ্য সভার President, শ্যামপুকুর ক্লাব প্রভৃতি বহু ক্লাবের Secretary ও সভ্য ছিলেন। ইনি মেদিনীপুর জেলার শ্রীবরার জমিদার রামচন্দ্র ভট্টের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার পাঁচ কন্যা ও সাত পুত্র।

* ১৮৪ পৃষ্ঠায় কিরণশশীর ৫ কন্যার পরিবর্ত্তে প্রবোধ চন্দ্রের হইবে।

রাধাবল্লভ :—

রাধাবল্লভ রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের (কুলীন পক্ষের) সন্তানরা ইনিই সর্ব্ব কনিষ্ঠ। ইনি B. A. পাশ করিয়া যশোহর লক্ষ্মীপাশা স্কুলের Head Master হইয়াছেন। ইহার এক কন্যা ও চারি পুত্র।

সরলা দেবী ও কিরণশশী দেবী :—

ইঁহারা রাজকুমার বাবুর কন্যা। ইঁহাদের স্বামী বিনোদ বিহারী বন্দো-পাধ্যায় রাজকুমার বাবুর গৃহে 'ঘর জামাই' ছিলেন। সরলা দেবীর মৃত্যু হওয়ায় রাজকুমার বাবু প্রদত্ত তদীয় হরি ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ বাটী ও কোম্পানির কাগজ প্রভৃতি তদীয় এক মাত্র কন্যা "বেলু" প্রাপ্ত হইয়াছে। কিরণ শশী রাজকুমার বাবু ও তদীয় স্ত্রী কামিনী দেবী প্রদত্ত প্রভূত অর্থ, কোম্পানির কাগজ ও ৮৯-১ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ বাটী প্রাপ্ত হইয়া উক্ত বাটীতেই অবস্থান করিতেছেন) ইঁহার পাঁচ কন্যা :—

(১) উষারাণী দেবী—স্বামী সৌরেন্দ্র মোহন বন্দ্যো (মৃত)। (২) বীণা-পাণি দেবী—স্বামী বিভূতি বন্দ্যো (লক্ষ্মীপাশা যশোহর)। (৩) শৈল দেবী—স্বামী যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, (মৃত) খালিয়া। (৪) শোভনা রাণী দেবী—স্বামী দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায় (E. B. R. advertisementএর head clerk) টেংড়া। (৫) বসনারাণী—স্বামী জীতেন বন্দ্যোপাধ্যায় (খালিয়া)।

মুং ফুং বিষ্ণু ঠাকুর পাঁচুর সন্তান

বিষ্ণু ঠাকুর ২৭। সুত রামদেব ও নারায়ণ ২৮। রামদেব সুত পাঁচু প্রভৃতি ২৯। পাঁচু সুত ভৈরব ৩০। তৎসুত হরচন্দ্র ঠাকুর, ইনি জপতপে সিদ্ধ ছিলেন। (নিবাস সারুলিয়া যশোহর) ৩১। হরচন্দ্র সুত কালীকান্ত তারপাশা মহাশয় বংশে বিবাহ, কৃষ্ণমোহন বা কৃষ্ণচন্দ্র, কমলাকান্ত (ভঙ্গ

কলসকাটী) ও ভারতচন্দ্র ৩২। কমলাকান্ত (সারুলিয়া যশোহর) স্থত তারাপ্রসাদ (কলসকাটী), কাশীকান্ত, হরবিলাস এম্‌-এ, বি-এল (উকিল, ফরিদপুর, নিবাস ধলগ্রাম, ফরিদপুর)—ইঁহার তৈলচিত্র ফরিদপুর বার লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে ও কালীধন এম-এ, বি-এল ৩৩। তারাপ্রসাদ স্থত রসিক (Overseer) ৩৪। কাশীকান্ত (কুচবিহার স্কুল সমূহের ইন্‌সপেক্টার ছিলেন) স্থত মধুস্থদন, ত্রৈলোক্য, কেদার (মাঝপাড়া পোঃ ঢাকা) ৩৪। মধুস্থদন স্থত স্থরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি (মাঝপাড়া P. O. Dacca) ৩৫। ত্রৈলোক্য স্থত হর্ষনাথ প্রভৃতি (পি ১৭৭, লেক রোড, কালিঘাট, কলিকাতা) ৩৫। হরবিলাস স্থত কুঞ্জবিলাস, চন্দ্রবিলাস (৫।২৩ সেবক বৈদ্য ষ্ট্রীট, কলিকাতা), উপেন্দ্র (অঃ পুঃ) ও ইন্দ্রবিলাস (সব্‌ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সম্বলপুর), নিবাস ৫।১৯ সেবক বৈদ্য ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৩৪। কুঞ্জ-স্থত জগৎবিলাস উকীল ফরিদপুর, তপনবিলাস (Veterinary Asstt. Surgeon, Bengal) ও নিধুবিলাস ৩৫। চন্দ্রবিলাস স্থত ভূপেন্দ্র উকীল গোপালগঞ্জ, রণবিলাস এম্‌-এ, নিরেন্দ্রবিলাস, অনিল, তিনু ও ক্ষুদু ৩৫। ইন্দ্রবিলাস স্থত শচীবিলাস বি-এসসি ও অমিয়বিলাস F. Z. S. (London), F. R. E. S. (London), D. Serology. (Paris), এক্ষণে Amsterdamএ আছেন, M. D. পরীক্ষা দিবেন। কালীধন স্থত শ্যামলধন ৫২ নং দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্বলপুরের সব্‌ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ইন্দ্রবিলাস মুখো প্রদত্ত। ১০।৩।৩৮।

ইন্দ্রবিলাস মুখোপাধ্যায় ঃ—এক্ষণে সম্বলপুর জেলার Superintendent of Land Records in-charge. ইনি অশেষ দক্ষতার সহিত সার্ভে কার্য্যের শৃঙ্খলতা এমনভাবে করিয়াছিলেন যে তাহাতে সরকারের চারি লক্ষ টাকা ব্যয় সঙ্কোচ হইয়াছিল। গাংপুর, খারসোয়ান ও

বোনাই ষ্টেটের সেটেলমেণ্ট অফিসার থাকা কালীন খুব দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। চাম্পারণ সেটেলমেণ্টে সহকারী সেটেলমেণ্ট অফিসার হইয়া প্রজার সপক্ষে অনেক কাজ করিয়াছিলেন ; সেজন্য সরকার বাহাদুরের নিকট তাঁহার সুনাম আছে। ইঁহার Uplift of Villages in Sambalpur বই খানিতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইনি সম্বলপুরের Gazetteerএ রোড়াসম্বর **নরসিংহনাথ** মন্দির বিষয়ে অনেক নূতন কথা লিখিয়াছেন। সম্বলপুরের একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারক বলিয়া ইঁহার সুখ্যাতি আছে।

ভরদ্বাজ গোত্র ডিংসাই শ্রোত্রিয় বংশ বিবরণ

বটেশ্বরের ডিংসাই শ্রেষ্ঠ, বিড়ালদীঘী মধ্যম

কোচবিহার—গোবরাছড়া ডিংসাই।

কুলচন্দ্রের সারাবলীর লিখনে যাহা পাওয়া যায় তাহা এই। দিণ্ডী রায় পরমানন্দের পিতার নাম শ্রীরামানন্দ, পিতামহ সদানন্দ, প্রপিতামহ দুর্গারাম। মুলোপঞ্চানন ধৃত মহেশ্বর কারিকায় পরমানন্দকে কুলধ্বংশকারী বলিয়া উল্লেখ করে। যথা—

মহিন্তা জগদানন্দো দগ্ধবাটী গজেন্দ্রকঃ।
দিণ্ডী শ্রীপরমানন্দস্ত্রয়ো রায়া কুলান্তকাঃ॥ মেলমালা

মহিন্তা জগদানন্দ, পোড়ারি গজেন্দ্র এবং ডিংসাই পরমানন্দ এই তিন ব্যক্তিই যে সময়ে পাতসার রায় রেয়ে পদে অভিষিক্ত ছিলেন, সে সময় উচ্চপদস্থ হইলেও উহারা সমাজে যবনের ভৃতিভূক্ বলিয়া সামাজিক ব্যক্তি-বর্গের নিকট অপদস্থ ও অপাঙক্তেয়রূপে খ্যাত। তাই ঘটকেরা উহাদিগকে জঘন্যরূপে বর্ণন করেন। ইহাদিগের পৌত্র পরম্পরায় কুলীনে কন্যা সম্প্রদান দ্বারা সমাজে পরিগৃহীত হইলেন। এখন কুলীনগণের নিকট মার্জিত

শ্রোত্রিয়। তদনুসারে বটেশ্বর ও বিড়ালদীঘী গ্রামে প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ কুলীন সন্তানের মাতামহাশ্রয় হইয়াছেন।

কুলচন্দ্রের সারাবলীর লিখন যথা :—

পরমানন্দসুতাঃ সপ্ত রামঃ, কামঃ, শিবঃশশী।
জ্যেষ্ঠানুক্রমযোগেন সোমো দেবোহরিশ্চ হ॥
তেষাং বহ্বন্যপত্যানি কুলকার্য্যেস্বু কন্যকাঃ।
তৈঃ ক্রিয়তে তদ্দানং কুলীনেভ্যো তদ্বেচ্ছয়া॥
কুলীন ভাগিনেয়ত্বাৎ মাতুলো ধন্য এব হি।
ন কেবলং মাতুলাস্থা সপ্রমাতামহাদিকাঃ॥

পরমানন্দের কুলাঘাত পৌত্রাদিতে বিলুপ্ত হয়।

রামাৎ শ্যাম ইতি খ্যাতস্তৎ সুতো যদুনন্দনঃ।
দুর্গানন্দো যদোঃ পুত্রস্তৎ সুতো বল্লভশ্চ হ।
বল্লভাদ্দুর্লাভো জাতো স তু বৃদ্ধাতিবৃদ্ধকঃ॥

পরমানন্দের কুলাঘাত, পৌত্রাদিতে কুলীনে সাথ
এখন দেখ ডিংসাইর পরিপাটী।
রামানন্দ, শ্যামানন্দ, যদু আদুর্ল্লভপিতাদুর্গানন্দ
কন্যাদানে কুলোজ্জ্বলে করে আঁটাআঁটী॥ সারাবলী

ইহা দ্বারা পরমানন্দেরই নিজের অকৃতিত্ব এবং হেয়ত্ব জন্মিয়াছিল, ইহাই অনুমান হয়। সে যাহাই হউক এক্ষণে সকল মেলেই ডিংসাই পরিগৃহীত দেখা যায়।

রংপুর জেলার উত্তর গোবরাছড়ার (কোচবিহার) ডিংসাইগণের ধারাবাহিক বংশাবলী দেওয়া গেল। ইহারা সামবেদী কুথুমশাখী শ্রোত্রিয়। বিড়াল দীঘীর ডিংসাই বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত।

কারিকা দ্বারা স্থির হইল যে, ১। পরমানন্দের পুত্র রামানন্দ ২। পৌত্র শ্যামানন্দ ৩। প্রপৌত্র যদুনন্দ ৪। বৃদ্ধ প্রপৌত্র দুর্গানন্দ ৫। অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র রায় বল্লভাচার্য্য ৬। তৎপুত্র দুর্ল্লভ নারায়ণ মজুমদার ৭। উর্দ্ধতন দুই চারি পুরুষ হুগ্লী জেলার ত্রিবেণী নিবাসী। পরবর্ত্তী সন্তানগণ শাঁকোয়া গ্রামে অবস্থান করেন। সুসং দুর্গাপুর, জেলা মৈমনসিং।

দুর্ল্লভ সুত রূপনারায়ণ ৮। উপাধি মজুমদার মুস্তোফী ঃ—ইনি ইং ১৬৬৫ শতাব্দে কোঁচবিহারের মহারাজ মোদনারায়ণের মুচ্ছুদি পদে নিযুক্ত হয়েন। রাজদত্ত উপাধি মুস্তোফী। ইনি কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমার অন্তর্গত ভিতরকুটী নামক স্থানে যাইয়া বাস করেন। ইহার সন্তানগণ গোবরাছড়া গ্রামবাসী (কোঁচবিহার)।

রূপনারায়ণ পুত্র বিশ্বনাথ, রুচিনাথ ও দেবনাথ (নিঃ সঃ) ৯। বিশ্বনাথ সুত কালিকাপ্রসাদ, বিমলাকান্ত ও ভগবতীপ্রসাদ ১০। কালিকাপ্রসাদ সুত গৌরীনন্দন, রঘুনন্দন (নিঃ সঃ) ও শচীনন্দন ১১।

গৌরীনন্দন সুত শিবপ্রসাদ ও ২ কন্যা ১২। ১মা কন্যার স্বামী মধুপুরের হরিশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (নিঃ সঃ) ২য়া কন্যার বিবাহ গুনাইগাছাতে—পুত্র আনন্দ-মোহন ওরফে ফকীর বক্সী। শিবপ্রসাদ কন্যা কমতেশ্বরী দেব্যা (০), রুদ্রেশ্বরী দেব্যা-স্বামী দলদলিয়ার ব্রজসুন্দর চৌধুরী (নিঃ সঃ) ও পুত্র বিষ্ণুপ্রসাদ ১৩। বিষ্ণু সুত রাজচন্দ্র ও কন্যা শ্যামাসুন্দরী (মৈমনসিংহ জেলায় আটঘড়ির নৈকষ্য কুলীন গৌরচন্দ্র চট্টোর সঙ্গে ১২৫৫ সালে বিবাহ হয়—পুত্র শ্রীশচন্দ্র চট্টো) ১৪।

শচীনন্দন সুত শ্রীনন্দন, রবিনন্দন (০), রূপনন্দন (০), হরনন্দন (হিসাবিয়া) ও ব্রজনন্দন ও ২ কন্যা ১২। ২য়া কন্যার বিবাহ গয়বাড়ী—পুত্র কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

শ্রীনন্দন সুত রামনন্দন ১৩। রামনন্দনের ৪ কন্যা ও ৩ পুত্র। ১মা

কন্যার বিবাহ ধামসানি,মধুপুর—পুত্র নবকুমার বন্দ্যো (মৃত্যু ৮ই আষাঢ় ১৩১০) তৎসুত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ২য়া কন্যার স্বামী কৃষ্ণকিশোর বক্সী গুনাইগাছা (নিঃ সঃ)। ৩য়া কন্যার স্বামী শিবকিশোর বক্সী, নাও ডাঙ্গা। ৪র্থা কন্যার স্বামী কৃষ্ণকিশোর বক্সী। রামনন্দন পুত্র কালীনন্দন (০), ঈশ্বরচন্দ্র (০) ও তারিণীপ্রসাদ ১৪।

হরনন্দন (হিসাবিয়া) সুত শিবচন্দ্র (০), কালীশচন্দ্র ও এক কন্যা ১৩। কালীশচন্দ্র সুত রোহিণীচন্দ্র (০), শ্যামচন্দ্র (জন্ম ৩১এ আষাঢ় ১২৪৪ সন, মৃত্যু ১৫ই মাঘ ১৩০৯), প্রসন্নচন্দ্র ও ১ কন্যা ১৪।

শ্যামচন্দ্র সুত জগদীশচন্দ্র (জন্ম ২১এ মাঘ ১২৭০ সাল), যোগেশচন্দ্র (জন্ম ৫ই শ্রাবণ ১২৭৪ সাল) ও কামাখ্যাপদ ১৫।

জগদীশচন্দ্রের ২ কন্যা ও ১ পুত্র। ১মা কন্যা হেমন্ত কুমারী দেবী জন্ম ৮ই ফাল্গুন ১২৯৮ সাল, বিবাহ হুগ্লী জেলার কাকড়াকুলী নিবাসী ব্রজগোবিন্দ চট্টোর পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোর সহিত ২১এ আষাঢ় ১৩১০; ২য়া কন্যা হেমপ্রভা জন্ম ১৩০৮,২৩এ মাঘ। জগদীশ পুত্র ক্ষিতিশচন্দ্র(জন্ম ১৩০৩, ১৯এ পৌষ) ১৬। যোগেশচন্দ্র সুত অমূল্যচন্দ্র (জন্ম ১৯এ পৌষ, ১৩০৩ সাল) ১৬। ব্রজনন্দন সুত গোবিন্দচন্দ্র (০), ভবানীচন্দ্র (০), ঈশানচন্দ্র (মৃত্যু ১২৬১ সাল) ও ৪ কন্যা ১৩। ১মা কন্যা (নিঃ সঃ), ২য়া কন্যার বিবাহ বোদাচন্দনপাট—পুত্র সর্ব্বানন্দ শর্ম্মা, ৩য়া কন্যা নিঃ সঃ ও ৪র্থা কন্যার ১ পুত্র গিরিশচন্দ্র বক্সী ও তিন কন্যা।

ঈশানচন্দ্র সুত মহেশচন্দ্র (০), বৈকুণ্ঠচন্দ্র (মৃত্যু ১২৮১ সন) ও উমেশচন্দ্র (০) ১৪।

বৈকুণ্ঠচন্দ্র সুত **সতীশচন্দ্র মুস্তোফী** (জন্ম ১৪ই আশ্বিন ১৩৭৩), **সুরেশচন্দ্র মুস্তোফী** (জন্ম ১৬ই অগ্রহায়ণ ১২৭৯) ও **শৈলেশচন্দ্র মুস্তোফী** (জন্ম ২৭এ মাঘ, ১৩০৯ সাল); কন্যা সুভাসিনী (জন্ম ১৩০২।৯ই ভাদ্র), সরোজিনী (জন্ম ১৩০৪।১৯এ মাঘ), নীলাব্জবাসিনী (জন্ম ২৭এ অগ্রহায়ণ

১৩০৭) ও কল্যাণী (জন্ম ১৩১৯।১৩ই মাঘ) ১৫। সতীশচন্দ্র সুত প্রফুল্লচন্দ্র জন্ম ১২৯৬ আষাঢ় ও নির্ম্মলচন্দ্র (জন্ম ১২৯৮।৩০এ পৌষ) ১৬। সুরেশচন্দ্র কন্যা রাধারাণী (জন্ম ১৩০০।১৬ই শ্রাবণ।

কালিকা প্রসাদ মুস্তোফী ৯০।

মাহারাজ রূপনারায়ণের সময়াবধি মুচ্ছুদ্দির পদে নিযুক্ত ছিলেন।

গৌরীনন্দন ও শচীনন্দন।

গৌরীনন্দন মুস্তফী মহারাজ উপেন্দ্র নারায়ণের সময় পর্য্যন্ত খাসনবীশ ও প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত থাকেন।

১৭৬৩ হইতে ১৭৭৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণ রাজা, শচীনন্দন মুচ্ছুদ্দি ও খাস মন্ত্রী। এই সময়ে ভুটিয়ারা কোঁচবিহারে নিতান্ত দৌরাত্ম্যের পরাকাষ্ঠা দেখায়। এমনকি মহারাজার ভ্রাতা রাম নারায়ণের বধ সাধন করে। ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণের সময়ে শচীনন্দন ও মহারাজ ভুটিয়ার চেচাখাতায় ভোটে আবদ্ধ হয়েন। পরে ইংরাজের সহিত সন্ধিবন্ধনে লালবন্দী দেওয়া স্বীকার করায় ভুটিয়াদিগের হস্ত হইতে রাজা ও মুচ্ছুদ্দি প্রভৃতির উদ্ধার হয়। পরে শিবপ্রসাদ মুস্তফী রাজ সরকারের রাজস্ব পরিদর্শক হয়েন।

শচীনন্দন কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, ইনি ইং ১৭৭৫ মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণের নিকট ৬৬২৪৴ বিঘা ভূমি ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হয়েন। অপিতু তৎসঙ্গে সম্মানচিহ্ন ডঙ্কাদি মনসব প্রাপ্ত হয়েন।

সতীশ মুস্তোফী—ইনি কলিকাতার, বৌবাজারের হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যমপুত্র সুরেন্দ্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি বিশেষ শিক্ষিত, বিনীত, ভদ্র, সভ্য ও বিদ্বান ব্যক্তি। ইহাঁর পুত্রগণও পিতৃবৎ সদ্‌গুণান্বিত। ইহাঁর কন্যা সুভাষিণী দেবীর সহিত

কৃষ্ণনগর নিবাসী রায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায়-বাহাদুরের পুত্র শ্রীমান্ মল্লিনাথের বিবাহ হইয়াছে। চৈতল চন্দ্র-শেখর সন্তান। নিকষ কুলীন কেশর ভাবাপন্ন। সুরেশচন্দ্রের কন্যা শ্রীমতী রাধারাণীর স্বামীর নাম শ্রীমান্ তরুণাঙ্গ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গরলগাছা, জেলা হাওড়া নিবাসী শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র (নিকষ কুলীন)। পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র ও নির্ম্মলচন্দ্র, কন্যা সুভাষিণী, সরোজিণী, নীলাব্জবাসিনী ১৬।

শিবপ্রসাদ রাজসরকারে দেওয়ানী, ফৌজদারী আদালতের আহেলকারী, সরবরাহকারী ও থানগিরদারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

১৩। বিষ্ণুপ্রসাদ মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের—সময়ে কোন কাজ না করিলেও খোরাকি স্বরূপ মাসিক নারায়ণী ২৫৲ টাকা পাইতেন।

১২। রবিনন্দন ও শ্রীনন্দন মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণ ও রাজেন্দ্র নারায়ণের সময়ে মন্ত্রী ছিলেন। (হরনন্দন হিসাবিয়া)।

১২। ব্রজনন্দন—ইনি মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের সময়ে খাস মুচ্ছুদ্দি হয়েন। সর্ব্বদাই সকল প্রকার উচ্চ আদালতের প্রধান কার্য্য সরবরাহ করিতেন।

১০। বিমলাকান্ত মুস্তোফী পুত্র দর্পনারায়ণ ১১। পুত্র রামসুন্দর ১২। পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র, ১৩। তৎপুত্র শম্ভু নিঃসন্তান—পত্নী কাশীবাসী।

১০। ভগবতীপ্রসাদ মুস্তোফী। পুত্র সীতারাম ১১। পৌত্র রাম-প্রসাদ মুস্তোফী (মুন্‌সী) ১২। জামাতা শিবপ্রসাদ বক্‌সী ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী নাউ ডাঙ্গা। প্রপৌত্র তারিণীচন্দ্র মুস্তোফী (মুন্‌সী) ১৩। বৃদ্ধপ্রপৌত্র তারক চন্দ্র মুন্সী ১৩। অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র তারাপ্রসন্ন মুন্সী ১৫। কোঁচবিহার দিনহাটা সবডিবিসন, মুন্সীর হাট।

হরনন্দন সুত কালীশচন্দ্র ১৩। মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের সময় ভূসম্পতি সম্বন্ধে বাজে জমীর কার্য্যকারক ছিলেন। তৎপরে আপীল আদালতের বিচারক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কালীশ সুত শ্যামচন্দ্র মুস্তোফী (১৪) রাজ সরকারে কার্য্য না করিলেও বিদ্যাবত্তা, নানা সদ্‌গুণ ও পরোপকারিতা এবং সভ্য সমাজে প্রবেশ ক্ষমতা দ্বারা মান্য হইয়া ছিলেন। ইংরাজ দরবারেও ইহাঁর নাম প্রসিদ্ধ।

১৪। বৈকুণ্ঠচন্দ্র। ইনি পূর্ব্ব পুরুষের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। নরেন্দ্র নারায়ণ ভূপের সময় নিকাশী কার্য্যের প্রধান কার্য্যকারক হয়েন। কিছুকাল পরে দেওয়ানের সহকারী পদেও অভিষিক্ত হয়েন। ১৮৭৫ ইং ১৩৮২ বাং সনে ইনি কোঁচবিহার কলেজে ১০০০ (সহস্র) মুদ্রা প্রদান করেন। তাহার সুদে সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতার জন্য একটী বার্ষিক বৃত্তি চলিতেছে। পুত্র সতীশচন্দ্র কোঁচবিহার রাজ্যের আহেলকার ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হয়েন। সুরেশচন্দ্র কার্য্য করেন না বটে কিন্তু পৈতৃক সম্মান রক্ষার জন্য সর্ব্বদাই জ্যেষ্ঠের অনুগত এবং আজ্ঞানুবর্ত্তী। ইহাঁদিগের পৈতৃক সম্মান-সূচক রাজদত্ত মর্য্যাদার আশা, শোঁটা, খাস, নিশান, ডঙ্কা প্রভৃতি ব্যবহারে ভূস্বামিগণের ন্যায় সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

ভরদ্বাজ গোত্র ডিংসাই সিদ্ধ শ্রোত্রিয় বংশ।

রামচাঁদ ১। সুত কেশব ও অপর তিন পুত্র ২। ইহাদের বংশধরেরা বরিশাল জেলার দেহেরগতি গ্রামে বাস করিতেছেন। কেশব সুত কালচাঁদ ৩। রামদাস ৪। গোকুল ৫। রামজয় ৬। উমাচরণ ও ষষ্ঠীদাস ৭। উমাচরণ সুত শ্রীগণেশচন্দ্র সন্যায়মাত ৮। সুত শ্রীরমেশ ৯। গণেশবাবু শশিভূষণ ভট্টাচার্য্যের অধিনে পাটনায় ঠিকাদারী কার্য্য পরিদর্শন করেন।

শ্রীগণেশচন্দ্র সন্যায়মাত

গ্রাম ও পোঃ দেহেরগতি, জেলা বরিশাল প্রদত্ত। ৪।১২।৩৫

ভরদ্বাজ গোত্র ডিংসাই সিদ্ধশ্রোত্রিয় বংশ।

রায় পরমানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীহরি প্রমুখ মধুসূদনের একদেশ বংশাবলী।

রেল সমূহের প্রসিদ্ধ শ্লিপার কণ্ট্রাক্টর।

শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

৭নং ও ৩।১ নং কেদার দত্ত লেন, কলিকাতা।

বিড়াল দীঘীর ডিংসাই রায় পরমানন্দের অধস্তন সপ্তম পুরুষে মধুসূদন চক্রবর্ত্তী ১। ইনি যশোহরের মাগুড়া মহকুমার ১৮ খাতা গ্রাম বাসী। পুত্র রাজারাম ২। পৌত্র ভবানীপ্রসাদ ও জগন্নাথ ৩। ইঁহারা দুই ভ্রাতাই নবদ্বীপাধিপের নিকট নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর লাভ করিয়া তদধিকারে নদীয়া জেলার পূর্ব্বাংশে আলমপুর গ্রামের অধিবাসী হয়েন। ভবানীর পুত্র হরনাথ ৪। তৎপুত্র দীননাথ, **রাধানাথ** (কলিকাতা বাসী), সীতানাথ ও কুঞ্জবিহারী ৫। দীননাথ সুত উপেন্দ্র ও গিরীন্দ্র ৬।

রাধানাথ সুত শ্রীগোপাল (৭নং কেদার দত্তর লেন), ও বিশ্বেশ্বর (৩।১ নং কেদার দত্তর লেন) ৬। রাধানাথের ৪ কন্যা, সর্ব্ব কনিষ্ঠা ৺মৃণালিনী দেবীর শ্বশুর ৺ পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, স্বামী মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীগোপাল সুত ১ম পক্ষে রাজেন্দ্র, ২য় পক্ষে বেণীমাধব, ভবনাথ, আদ্যনাথ, শিবনাথ, কৃষ্ণনাথ ও দেবনাথ; কন্যা ১ম পক্ষে ক্ষেত্রদাসী (স্বামী শ্রীঅরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, ১২০ নং চোর বাগান, কলিকাতা)। ২য় পক্ষে ৺বেলারাণী (স্বামী শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো এম-এ, বি-এল; ৬১বি রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট্ কলিকাতা) ও মায়া ৭। রাজেন্দ্র (পত্নী ঊষা) সুত রণজিৎ ৮।

বিশ্বেশ্বর সন্তান রাণুবালা (স্বামী শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ১১ নং মোহন লাল মিত্র ষ্ট্রীট্, শ্যামবাজার কলিকাতা), খগেন্দ্র (বি-এ,) এক্ষণে এম-এ পরীক্ষার্থী ও দুর্গাদাস ম্যাট্রিক ৮।

৺**রাধানাথ** ঃ—বাল্য জীবনে শান্তিপুরে কোর্টে সামান্য বেতনে কার্য্য করিতেন। সেই সময় কোন ধনী ব্যবসাদার শান্তিপুরে বিবাহ করেন। ঐ বিবাহে তিনি বিশেষ সহায়তা করায়, উক্ত ধনী তাঁহাকে তাঁহার অধিনে ব্যবসা পরিচালনা করিতে নিযুক্ত করেন। ক্রমে নিজে প্রসিদ্ধ হেসিয়ান ব্যবসায়ী রূপে গণ্য হইয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত কালী ভক্ত ছিলেন এবং অন্তরও অতি পবিত্র ছিল। এখনও তাঁহার চিত্রপট দেখিলে মনে হয় যে তিনি প্রকৃত সাধু পুরুষ ছিলেন। মৃত্যুকালে বয়স ৮০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল ; প্রায় লক্ষ মুদ্রা ও কলিকাতায় ২ খানি বসতবাটী করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যামাকালী পূজা তাঁহার পুত্রগণ যথা নিয়মে নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। ইনি পিতৃ শ্রাদ্ধে প্রায় ১০ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন।

শ্রীগোপাল ও শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী ঃ— শ্রীগোপাল বাবু প্রথমে Calcutta Eden Gardenএ Head Clerkএর কার্য্য এবং সঙ্গে সঙ্গে পিতার ব্যবসা পরিচালনা করিতেন। পরে আসানসোলে কাষ্ঠের ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং B.N.R. প্রভৃতি রেল কোম্পানীর বিশিষ্ট শ্লিপার কণ্ট্রাক্টর রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন ও বিপুল অর্থোপার্জ্জনও করিয়াছিলেন। শ্রীগোপাল বাবু তাঁহার দুই কন্যা, বিশ্বেশ্বর বাবু তাঁহার এক কন্যা, বিশিষ্ট কুলীন ও ধনী পাত্রে সম্প্রদান করেন। এই তিন কন্যার বিবাহে ইঁহারা প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া কুলীন সমাজে সম্মানিত হইয়াছেন। ইঁহারা দুই ভ্রাতাই কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত পরিচিত ও অনেকের সহিত আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ। নিষ্ঠাবান হিন্দুর ন্যায় পূজা আহ্নিকে, গঙ্গাস্নানে এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপনে ইঁহারা অভ্যস্ত

ভরদ্বাজ গোত্র ডিংসাই সতের সন্তান

বর্দ্ধমান জেলার দেনুড়ের ব্রহ্মচারী বংশ।

(১৫৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

মুকুন্দমুরারি সুত বলভদ্র (ভারতী) ও রামভদ্র (সন্ন্যাস নাম শ্রীপাদ কেশব ভারতী)।

বলভদ্র (বিবাহ আউড়িয়া গ্রামে), সুত মদন (আউড়িয়া গ্রামে মাতামহাশ্রয়ে বাস) ও গোপাল (দেনুড়ে পৈতৃক ভিটায় বাস)। মদনের বংশধরগণ আউড়িয়ায় বাস করিতেছেন।

গোপালের পুত্র গোপীনাথ। তৎপুত্র চণ্ডীচরণ, চণ্ডী পুত্র নারায়ণ।

নারায়ণ সুত কমলাকান্ত। তৎসুত কৃষ্ণকিঙ্কর। তৎসুত সদাশিব, কৃষ্ণদেব ও প্রাণকৃষ্ণ। সদাশিব সুত রামকুমার। তৎসুত রামজীবন, রামতারণ, রামেশ্বর, রামচরণ ও রামধন (সকলেই অপুত্রক)।

প্রাণকৃষ্ণের ধারা—

প্রাণকৃষ্ণ সুত শ্যামসুন্দর (০), জয়হরি (০), রামসুন্দর (০), রামহরি (০), আনন্দচন্দ্র ও নন্দলাল প্রভৃতি ৭ পুত্র। নন্দলাল সুত নীলমণি (০)।

আনন্দচন্দ্র সুত যজ্ঞেশ্বর, শ্রীরাম, শ্রীনাথ, দীননাথ, ভুবনেশ্বর, মহেশচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্র।

শ্রীরাম সুত **অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী,** ভক্তিরঞ্জন। ইনি সুকবি এবং বিখ্যাত বৈষ্ণব সাহিত্যিক ছিলেন। ইঁহার প্রণীত পত্রাষ্টক কাব্য, বঙ্গরত্ন প্রভৃতি এবং ইঁহার সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অপ্রকাশিত অংশ, পল্লীবাসী অফিস হইতে প্রকাশিত এবং ঢাকা জিন্দাবাহার হইতে শান্তিকণা পত্রিকায় আলোচিত ভক্তি-চিন্তামণি প্রভৃতি বিখ্যাত।

অম্বিকাচরণ সুত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী (ভক্তিবিনোদ), নলিনাক্ষ, সরোজাক্ষ, কমলাক্ষ, যতীন্দ্রমোহন, বিভূতি ও প্রভাসরঞ্জন।

ভোলানাথ সুত রাধাশ্যাম, ননীগোপাল, চিত্তরঞ্জন ও কিশোরগৌরাঙ্গ। রাধাশ্যাম সুত গুরুপদ। সরোজাক্ষ সুত মহাদেব। কমলাক্ষ সুত গোপীমোহন। বিভূতি সুত কার্ত্তিক।

মহেশচন্দ্র সুত যোগেন্দ্রনাথ। গিরীশচন্দ্র সুত কান্তিচন্দ্র।

যোগেন্দ্রনাথ সুত আশুতোষ, বনবিহারী ও জগদিন্দু। আশুতোষ সুত হরেন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লকুমার। বনবিহারী সুত তিনকড়ি।

শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী, ভক্তিবিনোদ

গ্রাম দেনুড়, পোঃ পুটশুড়ী—জেলা বর্দ্ধমান, প্রদত্ত; ১লা আষাঢ় ১৩৪৫।

কেশব ভারতী

(১৭২—১৭৩ পৃষ্ঠার পর পাঠ্য)

অষ্টম বৎসরে শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভুর উপনয়ন হয়। উপনয়নের পর, রামভদ্র (শ্রীপাদ কেশব ভারতী) দেনুড় গ্রামের অগ্নিকোণে অবস্থিত, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের স্বখাত একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর পাহাড়ে, তুলসী বৃক্ষ রোপন করিয়া, হরিনামামৃত পানে বিভোর থাকিতেন। এই পুষ্করিণীটী এখন পর্য্যন্ত "ভারতী গড়" নামে পরিচিত। কেশব ভারতী মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট বৈদিক ব্রহ্ম সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বহুতীর্থ ভ্রমণ করেন। পরে খাটুন্দী গ্রামে মঠ স্থাপন করিয়া কতকগুলি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় গোপাল ভারতী ব্রহ্মচারী এবং ঊষাপতি ও নিশাপতি, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে ঐ বিগ্রহগুলির মধ্যে পাঁচটী শ্রীবালগোপাল, শ্রীগোপীনাথ ও

জগন্নাথ প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহ ভ্রাতুষ্পুত্র গোপালকে প্রদান করেন এবং দুইটী শ্রীবালগোপাল বিগ্রহ আউড়িয়াবাসী অপর ভ্রাতুষ্পুত্র মদনকে দিতে আদেশ করেন।

তিনি তাঁহার আদেশমত মদনকে দুইটী শ্রীবালগোপাল বিগ্রহ প্রদান করেন। তাহা এখনও আউড়িয়ার ভারতী বাড়ীতে পূজিত হইতেছেন। বাকী তিনটী শ্রীবালগোপাল, গোপীনাথ ও জগন্নাথ প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহ আজ পর্য্যন্ত দেনুড়ের ব্রহ্মচারী ভবনে যত্নের সহিত পূজিত হইতেছেন। খাটুন্দীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য শ্রীবিগ্রহগুলি, তাঁহার ভক্ত শিষ্যদ্বয়, উমাপতি ও নিশাপতিকে প্রদান করিয়া কেশব ভারতী প্রভু কাটোয়া বা কণ্টকনগর গমন করেন ও তথায় গঙ্গাতীরে একটী মঠ স্থাপন করেন।

কলি কলুষহারী কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এই কণ্টক নগরেই শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভুর নিকট বৈদিক ব্রহ্ম সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের কিছুদিন পর, শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভুর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ, শান্তিপুর হইয়া নীলাচল ধামে গমন করেন। শ্রীজগন্নাথ ধামে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত শ্রীপাদ কেশব ভারতী কিছুদিন ভক্তিতত্ত্বের আলোচনায় অতিবাহিত করেন। কাহারও মতে এই নীলাচল ধামে, কাহারও মতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে, গমন করিয়া উভয়ে লীলা সংবরণ করেন।

কোন্ সময় কি ভাবে শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভুর তিরোভাব হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে তিনি যে মাঘী শুক্লা ভৈমী একাদশী তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ, দেনুড়ের ব্রহ্মচারী বাটীতে ও আউড়িয়ার ভারতীদের গৃহে প্রত্যেক বৎসর অনুষ্ঠিত, শ্রীপাদ ভারতী প্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব হইতে জানিতে পারা যায়।

বর্দ্ধমান জেলার দেন্দুরাই (বর্ত্তমান দেন্নুড়), যে তাঁহার জন্মস্থান সে প্রমাণ উদ্ধবদাস কৃত প্রাচীন শ্রীপাট পরিক্রমা গ্রন্থে পাওয়া যায় যথা—

বাল্যকালে কেশবের দেন্দুরাতে স্থিতি।
বৃন্দাবন দাসের হয় যেথায় বসতি ॥

দেন্নুড়ের ব্রহ্মচারী বাটীতে এবং বালিগঞ্জ নিবাসী রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী, এম্-এ, বি-টি ; বাহাদুর মহাশয়ের গৃহে প্রাচীন চিত্র হইতে গৃহীত, কেশব ভারতী প্রভুর আলোকচিত্র রক্ষিত হইয়াছে। দর্শনেচ্ছু মাত্রই তথায় যাইয়া নয়ন চরিতার্থ করিতে পারেন।

কাই গ্রামের জমিদার বসু মুন্সী বাবুদের গৃহে রক্ষিত, প্রাচীন হস্ত লিখিত একখানি শ্রীচৈতন্য ভাগবতের সর্ব্বশেষে নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"এবে কহি মুই কিছু গুণ পরিচয়।
কহিবার কথা নহে তবু সে কহয় ॥
মোদক্রম দ্বীপে বাসুদেব দত্তের শ্রীপাটে।
বাল্যকাল কেটেছিল জননী নিকটে ॥
তারপর নিত্যানন্দ কৃপাকরি মোরে।
টানিলেন নিজ স্থানে বহু কৃপা করে ॥
রাঢ় দেশে গ্রামে গ্রামে নাম প্রচারিয়া।
উপনীত হইলা শেষে দেন্দুরা আসিয়া ॥
কেশব ভারতী যথা করি বাল্যলীলা।
শৃঙ্গেরী মঠেতে গিয়া সন্ন্যাস লইলা ॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হয় গোপাল ব্রহ্মচারী।
যাঁর পুত্র গোপীনাথ অতি সদাচারী ॥

এই গ্রামে তিঁহো বাস করেন তখন।
নিত্যানন্দ সহ মোরা আইলা যখন ॥
গোপীনাথ আর ভক্ত, রাম হরিদাস।
অনেক ভক্তের সঙ্গে আইলা প্রভু পাশ ॥"

আউড়িয়া ও দেনুড়ের শ্রীপাদ কেশব ভারতীর ভ্রাতৃবংশীয়গণ ছাড়া ভারতী প্রভুর স্মৃতি মহোৎসব, আর কোন স্থানে, কোন বংশীয়গণ কর্ত্তৃক আচরিত হয় না। পি, এম্, বাগচী; ও পূর্ণচন্দ্র ডাইরেক্টরী প্রভৃতি পঞ্জিকাতে শ্রীপাট আউড়িয়া ও দেনুড়ের মহোৎসবের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়।

দেনুড় গ্রামের পরিচয় :—

বর্দ্ধমান জেলার কান্‌লা মহকুমায় দেনুড় গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রাম পূর্ব্বে দেন্দুরা বলিয়া পরিচিত ছিল। এই গ্রাম শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গুরু শ্রীপাদ কেশব ভারতীর আবির্ভাব স্থান ও বাল্যাশ্রম এবং বঙ্গের আদি কবি বঙ্গীয় সাহিত্য কাননের কলকণ্ঠ কোকিল, প্রেমের অমিয় মন্দাকিনী, শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রণেতা, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট বাটী। যথা—অভিরাম দাসের শ্রীপাট পর্য্যটন গ্রন্থে :—

হালিসহর নতি গ্রামে নারায়ণী সুত।
দাস বৃন্দাবন নাম জগতে বিদিত ॥
নতি গ্রামে জন্ম স্থান স্থিতি দেন্দুরাতে।
শ্রীচৈতন্য ভাগবত কৈল প্রকাশিতে ॥

এই গ্রামের ব্রহ্মচারী বাটীতে ভৈমী একাদশী তিথিতে প্রত্যেক বৎসর শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের সহিত শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব এবং শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর নিত্যানন্দ

প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে, বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত, রামহরি দাস (জাতি কায়স্থ) মহাশয়ের বংশধরগণ কর্ত্তৃক, প্রত্যেক বৎসর চব্বিশ প্রহর শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের সহিত, বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। এই শ্রীপাট বাটীতে এখন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর স্বকৃত সহস্ত লিখিত ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীপ্পনী পূজীত হইয়া আসিতেছে। যে হস্তাক্ষরের আলোকচিত্র ঢাকা জিন্দা-বাহার হইতে প্রকাশিত "শান্তিকণা" পত্রিকায় দেনুড় গ্রামের আধুনিক কালের গৌরব-রবি, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, বিখ্যাত বৈষ্ণব সাহিত্যিক স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয়, সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; এক্ষণে সেই চিত্রই, পানিহাটী শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হইতেছে। এই গ্রাম বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পুণ্য তীর্থ। এই গ্রামের উত্তর প্রান্তে অনুমান হাজার বৎসর পূর্ব্বের একটী প্রাচীন মন্দিরে **৺দীনেশ্বর** নামে এক অনাদি লিঙ্গ জাগ্রত শিবলিঙ্গের সহিত অতি প্রাচীন ভাস্কর শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ বিক্রমচণ্ডী নামে এক শক্তি মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন।

এই গ্রাম নবদ্বীপের ৭ ক্রোশ পশ্চিমে, কাটোয়ার ৭ ক্রোশ দক্ষিণে, পীঠ-স্থান ক্ষীর গ্রামের ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে; শ্রীখণ্ডের ৫ ক্রোশ অগ্নিকোণে, কালনার ১২ ক্রোশ বায়ুকোণে এবং মেমারী ষ্টেশনের ১০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।

---

১৬২ পৃঃ উল্লিখিত আছে যে, গোপাল ভারতী কেশবের জ্ঞাতি ও শিষ্য; কিন্তু সম্বন্ধ-নির্ণয়ের পূর্ব্বতন সংস্করণে উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তাঁহাকে কেবল কেশবের শিষ্য বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছিল। এক্ষণে রায় বাহাদুর শ্রীশরৎ চন্দ্র ব্রহ্মচারী ও দেনুড়ের শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী প্রদত্ত, কেশব ভারতীর জন্ম-বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বপুরুষাদির সঠিক পরিচয় মুদ্রিত হইল এবং ইঁহারা যে কেশবের জ্ঞাতি বংশধর তাহাও স্থিরীকৃত হইল।

উত্তরপাড়া ভরদ্বাজ গোত্র বাচস্পতি গোষ্ঠি (মুখোপাধ্যায়)

(আদি বংশজ)

ইঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষের নাম যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মূল পুরুষ হরানন্দ (খিতাড়া হইতে আগমন) ১। তৎসুত রামনিধি ২। তৎসুত গোবিন্দ ৩।

গোবিন্দ পুত্র মতিলাল ও নবীনকৃষ্ণ এবং কন্যা রাজরাজেশ্বরী (স্বামী)৺বরদাপ্রসন্ন চট্টো; শ্বশুর ৺চন্দ্রকুমার চট্টো Govt. Pleader ভবানীপুর কলিকাতা) ৪।

মতিলালের ধারা

মতিলাল সন্তান গিরিবালা, রাজবালা, প্রখ্যাতনামা দেশ-হিতৈষী **শ্রীশরৎচন্দ্র** বি-এ; বি-এল, কিরণবালা, ব্রজবালা. হিরণবালা, ক্ষীরোদবালা, গোপালচন্দ্র ও হেমচন্দ্র (অঃ বিঃ মৃত) ৫।

শরৎচন্দ্র সন্তান সুহাসিনী, ৺ধীরেন্দ্রনাথ, **ফণীন্দ্রনাথ** M. Sc., B. L. (Asstt. Secretary Communication and Works Department, Bengal.), নন্দরাণী (গোসা), শম্ভুনাথ, অজয়কুমার (অঃ বিঃ), পুষ্পরাণী, সোমনাথ ও বিশ্বনাথ (অঃ বিঃ) ৬।

ধীরেন্দ্রনাথ সুত দেবব্রত ও বাণীব্রত (উভয়েই অঃ বিঃ) ৬।

ফণীন্দ্রনাথ সন্তান রমা, সত্যব্রত (অঃ বিঃ), সুব্রত (অঃ বিঃ), কল্যাণী (অঃ বিঃ), জ্যোতি (অঃ বিঃ) ৬।

শম্ভুনাথ কন্যা মাধবিকা (অঃ বিঃ) ৬।

গোপালচন্দ্র কন্যা ইন্দিরা এবং পুত্র শ্যামাদাস ও হৃষিকেশ ৬।

বৈবাহিক সম্বন্ধ

মতিলালের কন্যা—গিরিবালার স্বামী ৺রাধিকাপ্রসন্ন চট্টো, উত্তরপাড়া।

ঐ ঐ রাজবালার স্বামী ৺সতীশচন্দ্র বন্দ্যো, বৈদ্যবাটী।

ঐ ঐ কিরণবালার স্বামী ৺ডাঃ অমৃতলাল বন্দ্যো, ভদ্রেশ্বর, তেলিনীপাড়া।

ঐ ঐ ব্রজবালার স্বামী বিনয়কুমার বন্দ্যো, ভদ্রেশ্বর, তেলিনীপাড়া।

ঐ ঐ হিরণবালার স্বামী ৺মহাদেব বন্দ্যো, চটা মহেশতলা, হাল সাকিম—ভবানীপুর।

ঐ ঐ ক্ষীরোদবালার স্বামী ৺সুরেন্দ্রনাথ রায় (বন্দ্যো), ভাটপাড়া।

শরৎচন্দ্রের বিবাহ, চৈতলপাড়া বালী নিবাসী, ৺বীরেশ্বর চট্টোর ১মা কন্যা শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবীর সহিত হয়।

শরৎচন্দ্রের কন্যা—সুহাসিনীর স্বামী ৺রাখালচন্দ্র বন্দ্যো,ভদ্রেশ্বর,তেলিনীপাড়া।

ঐ ঐ নন্দরাণীর (গোসা) স্বামী ফণীন্দ্রভূষণ বন্দ্যো, (হরিপাল), হাল সাকিম দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।

ঐ ঐ পুষ্পরাণীর স্বামী মধুসূদন বন্দ্যো, চোরবাগান, কলিকাতা।

ঐ পুত্র ৺ধীরেন্দ্রনাথের বিবাহ, মাহেশ বল্লভপুর নিবাসী, ৺বিপ্রদাস চট্টোর পুত্র, অনিলবিহারীর কন্যা প্রতিমা দেবীর সহিত।

ঐ ঐ ফণীন্দ্রনাথের বিবাহ, শিবপুর, হাওড়া নিবাসী ৺শরৎচন্দ্র চট্টোর পুত্র ৺পঙ্কজকুমার চট্টোর কন্যা সুখোলোকা দেবীর সহিত।

ঐ ঐ শম্ভুনাথের বিবাহ, রিষড়া মাহেশ নিবাসী, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোর কন্যা দুর্গারাণী দেবীর সহিত।

ঐ ঐ সোমনাথের বিবাহ বল্লভপুর, মাহেশ নিবাসী, অনিল

বিহারী চট্টোর কন্যা মাধুরী দেবীর সহিত। এই অনিলবিহারী চট্টো ও পূর্ব্বোল্লিখিত অনিলবিহারী চট্টো একই ব্যক্তি নহেন।

গোপাল চন্দ্রের কন্যা, ইন্দিরা দেবীর স্বামী সত্যপ্রিয় ঘোষাল, ভূকৈলাস, খিদিরপুর। ফণীন্দ্রনাথের কন্যা রমা দেবীর স্বামী ডাঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় —শালকিয়া, হাওড়া।

নবীনকৃষ্ণের ধারা—

নবীনকৃষ্ণ সন্তান সুশীলা, ৺প্রিয়নাথ, সরলা, উষানাথ, প্রভানাথ, সুরনাথ (অঃ বিঃ মৃত), সুধানাথ ও চারুশীলা ৫।

প্রিয়নাথ কন্যা নলিনী, বীণাপাণি ও সরজুবালা ৬।

উষানাথ কন্যা লাবণ্য ও শিবরাণী (অঃ বিঃ), পুত্র কিরণ প্রকাশ ৬। কিরণ প্রকাশের ২ কন্যা ১মা কণিকা (অঃ বিঃ) ২য়া কন্যা (অঃ বিঃ) ৭।

প্রভানাথ সন্তান রজনীবালা, মণিমালা, কমলা, অমর, কন্যা ও অজর শেষোক্ত ৩ জনই (অঃ বিঃ) ৬।

সুধানাথ সন্তান শান্তি, সুবোধ, মায়া ও সুকুমার ৬।

বৈবাহিক সম্বন্ধ

নবীনকৃষ্ণের কন্যা—সুশীলার স্বামী ৺কীর্ত্তিচন্দ্র চট্টো, চাকদহ পালপাড়া।

ঐ ঐ —সরলার স্বামী উপেন্দ্রনাথ চট্টো, উত্তরপাড়া।

ঐ ঐ চারুশীলার স্বামী বিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যো, বাগবাজার, কলিকাতা।

প্রিয়নাথের ঐ নলিনীর স্বামী অনুরূপ বন্দ্যো—খড়দহ।

ঐ ঐ বীণাপাণির স্বামী প্রবোধগোপাল বন্দ্যো, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর।

ঐ ঐ সরজুবালার স্বামী সুরেশচন্দ্র রায় (বন্দ্যো), শ্রীরামপুর।

উষানাথের ঐ লাবণ্যের স্বামী ৺কালীকুমার বন্দ্যো, বরাহনগর।

প্রভানাথের কন্যা—রজনীবালার স্বামী সাতকড়ি বন্দ্যো, টালা।

ঐ ঐ মণিমালার স্বামী ক্ষীরোদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ২০নং রায় বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ঐ ঐ কমলার স্বামী সুশীলচন্দ্র বন্দ্যো।

সুধানাথের ঐ শান্তির স্বামী জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যো, কালীঘাট—জোড়াবাড়ী।

ঐ ঐ মায়ার স্বামী চৈতন্য চট্টো, উত্তরপাড়া।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের কমন্যুকেশন্ এণ্ড ওয়ার্কস্ অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এস্-সি, বি-এল; প্রদত্ত। ২৪।৬।৩৮

এই বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ঃ—হুগ্‌লী জেলার উত্তরপাড়া গ্রামে ১৮৬২ খৃঃ অব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ৺মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। উত্তরপাড়া গ্রামে স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া, কলিকাতায় Presidency Collegeএ ভর্ত্তি হন। সেখান হইতে B.A. পাশ এবং City College হইতে Law পাশ করেন। ১৮ বৎসর বয়সে ইঁহার বালী-গ্রাম নিবাসী ৺বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবীর সহিত বিবাহ হয়।

ইনি কিছুদিনের জন্য পশ্চিম ভারতের এক Native Stateএ দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন্। সেখানকার British Agentএর সহিত মনোমালিন্য হওয়ায়, চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং কয়েক বৎসর দেশে থাকিয়া শ্রীরামপুরে ওকালতী করেন। পরে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমায় ওকালতি করিতে থাকেন এবং বর্ত্তমানে সেইখানেই বসবাস করিতেছেন।

ইনি বহুদিন পর্য্যন্ত তমলুক Municipalityর Chairman ছিলেন। এক্ষণে Hamilton H. E. School, Girls M. E. School এবং Boy's M. E. School এর Secretary, Tamluk Law Office কোম্পানীর Managing Secretary এবং তমলুকের বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইনি বহুবার তমলুক মহকুমা হইতে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহার কর্ম্মদক্ষতায় এবং বিচক্ষণতায় তমলুকের অধিবাসীবৃন্দ এখনও ইঁহাকে জনসাধারণের সেবা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে দেয় নাই। এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ইনি সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম এবং উদ্যোগী রহিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ফনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, M. Sc., B. L. তমলুক স্কুল হইতে ১৯০৬ সালে Entrance পাশ করেন—মেদিনীপুর জেলার ভিতর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১০৲ বৃত্তি পান। Presidency College হইতে I. A., B. Sc. ও M. Sc. পাশ করেন—B. Sc. তে ভূতত্ত্ববিদ্যায় Honours এ প্রথমস্থান অধিকার করিয়া Post Graduate Scholarship পান এবং ১৯১২ সালে M. Sc. তেও প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৫ সালে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হন। এক্ষণে Asst. Secy. Commn. and Works Dept. Govt. of Bengal.

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—B. L.

শ্রীসুধীনাথ মুখোপাধ্যায়—B. L., Asst. Registrar, Cal. University.

৺ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—M. Sc., B. L. (Double M.Sc. in Physics & Math.), B.E. Collegeএর Lecturer ছিলেন।

শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়—Govt. Diploma holder in Mining and Electrical Engineering. বর্ত্তমানে ব্যবসা করিতেছেন; কোম্পানীর নাম—The Asbestos Products Co.

শ্রীসোমনাথ মুখোপাধ্যায়—M. B.

" শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়—M. A., B. L.

" সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়—M. A., B. L.—বরোদা State এর Asst. Librarian.

" সুকুমার মুখোপাধ্যায়—B. Sc.

" সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়—B. Sc. (Law এবং M. Sc. পড়িতেছেন)।

" দেবব্রত এবং সুব্রত B. E. College এ পড়িতেছেন।

বারেন্দ্র শ্রেণীর—ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশ।

আদিপুরুষ গৌতম। তদীয় অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ ভাস্করাচার্য্য বেদান্তী, তৎপুত্র কণ, ধন, সুকাশী, সায়ন, ভুবন ও বিনায়ক ১৫। কোন কোন পুস্তকে ভাস্কর বেদান্তীর আর পাঁচ পুত্রের নামোল্লেখ করে। যথা—আরু, আতু, নিধ, বিশ ও জয় ১৫। ইঁহাদিগের মধ্যে সায়নাচার্য্যের পুত্র বেদ, আরু এবং আতু ওঝা ১৬। বেদের পুত্র বাপী ১৭। পৌত্র প্রতাপ (পেতু) ও আকাই (আকাশবাসী) ১৮। প্রপৌত্র জলধর, গঙ্গেশ ও বিশ ১৯। বাপীর আর তিন পুত্র আদ, বেদ ও মহীধর ১৮। বেদের পুত্র নেতু, পেতু, গুহ, শৈল, ডাক, সরল, নাথ ও পিথ ১৯।

আরু ওঝার নাম আরুণি। পুত্র যদুনাথ পণ্ডিত ১৭। ইঁহার পুত্রগণের মধ্যে শ্রীপতি (১৮) নাড়িয়াল-গ্রামী। জটাধর (১৮) শাকটীগ্রামী। শাকটীগ্রামী অতি হেয়বর্ণ ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত। এই সকল ব্যক্তিদ্বারা ক্রমশঃ বারেন্দ্র-কুলে শ্রোত্রিয়গণের গাঞির সৃষ্টি হইয়াছে; এককালে হয় নাই। সুতরাং সহজেই অনুমিত হয় যে, বারেন্দ্রদিগের শ্রোত্রিয় গাঞিগুলির সমুদায় রাজদত্ত নহে। সমাজের বল বর্দ্ধিত হইলে নূতন নূতন গাঞির কল্পনা হইয়াছে। সেই কারণে ইহা একপ্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায় যে, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ আট দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পরস্পর ভোজ্যান্নতা ও বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এখন যেমন এক গোষ্ঠীর মধ্যেই বিভিন্ন মেল ও পটী দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায় হইয়াছে ও পরস্পর আহার ব্যবহার নাই, তদ্রূপ পূর্ব্বকালেও দলবদ্ধ হইবার পরেই রাঢ়ী-বারেন্দ্রের পার্থক্য জন্মিয়াছিল। প্রমাণ যথা—শ্রীহট্ট অঞ্চলে ভাদড়-গ্রামীণেরা কৌলীন্য খ্যাপন করেন; এদেশে তাহা অগ্রাহ্য।

যে ব্যক্তি	যত পুরুষ অধস্তন	ব্যক্তির নাম	সমাজ-গ্রাম
গৌতমের	১৫শ	কণ	গোচ্ছাসীগ্রামী
	১৫শ	ধন	গোগ্রামী
	১৫শ	সুকাশী	গোস্বালম্বী
	১৫শ	সায়ন	ভাদড়গ্রামী
	১৫শ	ভুবনেশ্বর	আতুর্থীগ্রামী
	১৫শ	বিনায়ক	উচ্ছরিখগ্রামী
সায়ন সুত	১৬শ	বেদ	ভাদড়গ্রামী
	১৬শ	আরুণি (লাড়ুলী)	নাড়িয়ালগ্রামী
	১৬শ	আতু ওঝা	রত্নাবলী
বেদ-সুত	১৭শ	বাপী	ভাদড়গ্রামী

যে ব্যক্তি যত পুরুষ অধস্তন		ব্যক্তির নাম	সমাজ-গ্রাম
বাপী-সুত	১৮শ	আকাই	ভাদড়
	১৮শ	আদ	ঝামালগাঁই
	১৮শ	বেদ	ভাদড়
	১৮শ	মহীধর	কাচ্ছটীগ্রামী
আরুণির পৌত্র	১৮শ	জটাধর	শাকটী
পেতু-সুত	১৯শ	জলধর	শিম্বাগ্রামী
	১৯শ	গঙ্গেশ	শরিয়ালগাঁই
	১৯শ	বিশ	আতুর্থী
	১৯শ	নিধ	শরিয়াল
	১৯শ	জয়	শিম্বীগ্রামী
বেদ-পুত্র	১৯শ	সরল	রায়িগাঞি
	১৯শ	পিথ	দধিয়াল

বারেন্দ্র বংশের ভরদ্বাজ গোত্রের লাড়লী গ্রামিগণের বংশের একদেশ দ্বারা পঞ্চ মহর্ষির সন্তানগণ বঙ্গে আসিয়া ঐ শ্রেণীতে কত পুরুষ অধস্তন সোপানে অবরোহণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট অনুমিত হইবে।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় ধীর (বা বীর) স্নু মেধাতিথির পুত্র শ্রীহর্ষ-সহোদর (১) **গৌতমের ধারা** (ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিক অধস্তন অঙ্ক দেখ)। (২) বিভাকর (৩) প্রভাকর। (৪) বিষ্ণু মিশ্র। (৫) কাকুৎস্থ। (৬) গোপীনাথ। (৭) বাচস্পতি। (৮) আকাশবাসী। (৯) অগ্নিহোত্রী বর্দ্ধমান। (১০) পৃথ্বীধর। (১১) শরভাচার্য্য। (১২) মাতঙ্গ। (১৩) জিষ্ণনি। (১৪) ভাস্কর বৈদান্তিক। (১৫) সায়নাচার্য্য। (১৬) আরুণি। (১৭) যদুনাথ পণ্ডিত। (১৮) শ্রীপতি (১৯) কুলপতি। (২০) বিভাকর। (২১) প্রভাকর। (২২) **প্রভাকরসুত**

নৃসিংহ লাড়ুলী। (২৩) বিদ্যাধর। (২৪) ছকড়ি। তৎপুত্র (২৫) কুবেরাচার্য্য।

"কুবেরস্তস্য পুত্রোঽভূদগ্নিহোত্রী মহাতপাঃ।

পঞ্চাননতয়া খ্যাত আশ্বালায়নশাখিকঃ॥ অদ্বৈত-বংশাবলী।

কুবের পুত্র (২৬) অদ্বৈত আচার্য্য।

শ্রীমানদ্বৈতাচার্য্যঃ প্রখ্যাতস্তস্য চাত্মজঃ।

মহেশ্বরাবতারো যো নির্ণীতস্তত্ত্ববিত্তমৈ॥ অদ্বৈত-বংশাবলী।

অদ্বৈত-পুত্র অচ্যুতানন্দ, বলরাম মিশ্র, গোপাল, রূপ, জগদীশ। (২৭) কৃষ্ণ মিশ্র। (২৮) রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী। (২৯) যাদবেন্দ্র হইতে শান্তিপুরের মদন গোপাল গোস্বামী বংশের ধারা চলিতেছে ২৯। যাদবেন্দ্র (৩০)। রামদেব (৩১)। নন্দকিশোর। (৩২) কুঞ্জবিহারী। (৩৩) মোহনচন্দ্র। (৩৪) নবকান্ত। (৩৫) রাধাকিশোর। (৩৬) যদুনাথ। (৩৭) সচ্চিদানন্দ।

অদ্বৈতের (২৬) পুত্রগণমধ্যে অচ্যুত, জগদীশ ও গোপাল চির-কৌমার ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী ছিলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ মিশ্র সংসারাশ্রমী, পর্য্যায় ২৭। বলরামের দশ পুত্র; তন্মধ্যে আটজন অতি প্রসিদ্ধ। যথা—মধুসূদন, কুমুদানন্দ, দৈবকীনন্দন, কামদেব, নিত্যানন্দ, রামচন্দ্র, নরোত্তম ও মথুরেশ চক্রবর্ত্তী গোস্বামী ২৮। মথুরেশ-সুত রাঘবেন্দ্র, ঘনশ্যাম ও রামেশ্বর ২৯।

জ্যেষ্ঠ রাঘবেন্দ্রের ধারায় শান্তিপুরের বড় গোস্বামিবর্গ। মধ্যম ঘনশ্যাম, ইহাঁর সন্ততিবর্গ শান্তিপুরের মঠো গোস্বামী বা হাটখোলা গোস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধ; মধ্যমবাটীও বলে। রামেশ্বর কনিষ্ঠ, ইহাঁর পাঁচ পুত্র। যথা—রামকৃষ্ণ, হরিদেব, গোপাল, কেশব ও সন্তোষ ৩০। রামকৃষ্ণ-সুত চাকফেরা গোস্বামিবর্গ। সন্তোষ সুত বাঁশবুনে বলিয়া বিখ্যাত। রামকৃষ্ণ সুত

রামকান্ত ৩১। রামকান্ত সুত নন্দদুলাল, লক্ষ্মীনারায়ণ, ইন্দ্রনারায়ণ ও কিঙ্কর ৩২। নন্দদুলাল সুত নবকিশোর ৩৩। সুত কৃষ্ণনাথ, গোবিন্দ, গোপীনাথ ও গোপাল ৩৪। গোপাল সুত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ৩৫।

কৃষ্ণ মিশ্র (২৭) সুত রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী গোস্বামী ও দোলগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী গোস্বামী ২৮। রঘুনাথের পুত্র হইতে মদনগোপাল গোস্বামিবর্গ। দোল-গোবিন্দের সন্ততিবর্গ ঢাকা জিলার উথলী-গ্রাম-বাসী।

স্থল, ইড়াল ও বাহাদুরপুর—পাবনা জিলা; ঘোপের ঘাট, আশাপুর ও গোপালপুর—ফরিদপুর জিলা; নটাকোলা—ঢাকা জিলা; তেঘরী, গড়ুই-টুপি ও মালমপাড়া—যশোহর জিলা; কুমারখালী ও মেহেরপুর—নদীয়া জিলা: এই কয়েক স্থানের গোস্বামিবর্গ অদ্বৈতসন্তান বলিয়া পরিচিত।

শান্তিপুরে—মধুসূদনের ধারায় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য। কুমুদানন্দের বংশীয়েরা পাগলা গোস্বামিবর্গ। দৈবকীনন্দনের সন্তানগণ আতাবুনে। কামদেব-বংশ বাহাদুরপুরের গোস্বামিগণ।

রাঢ়ীয় শ্রেণীতে শ্রীহর্ষের বংশাবলী ৩৫।৩৬ পুরুষ হইয়াছে। তৎসহোদর গৌতমের ধারায় দুই এক পুরুষ অধিক দৃষ্ট হইতেছে। কি রাঢ়ী-শ্রেণী, কি বারেন্দ্র-শ্রেণী, উভয় শ্রেণীতেই ভরদ্বাজবংশের ধারা অনেক নিম্ন সোপানে অবতীর্ণ হইয়াছে দেখা যায়। শ্রীহর্ষ বা, গৌতমের অন্য সঙ্গিগণের সন্ততির ধারা ২৬।২৭, ন্যূনাধিক্যে। ৩২।৩৩ পর্য্যন্তের অতিরিক্ত দেখা যায় না। সুতরাং শ্রীহর্ষ অতি নিতান্ত বৃদ্ধবয়সেই প্রপৌত্র প্রদৌহিত্রাদির মুখ সন্দর্শন-পূর্ব্বক যে এখানে আসিয়াছিলেন, তৎপক্ষে সংশয় করা যায় না।

নাটোরের রাজা রামজীবনের দত্তক রাজা রামকান্ত, তৎপত্নী দানে অন্নপূর্ণা-সমা প্রাতঃস্মরণীয়া প্রসিদ্ধ রাণী ভবানী। তদীয় দত্তক রাজা

রামকৃষ্ণের গোষ্ঠী, পুঁটিয়ার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের পত্নী শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরীর দত্তক ও তাহিরপুরের রাজা কংস-নারায়ণগোষ্ঠীর অধস্তন সন্তানগণকে ধরিলে এইপ্রকার সংখ্যাই দেখা যায়। কিন্তু বাৎস্য-গোত্রে রাঢ়ী-শ্রেণীদিগের কোন কোন বংশ সদৃশ অধিকাংশ বংশেই ৩০শ সোপানের নিম্নে নামে নাই। বারেন্দ্র-শ্রেণীতে দত্তকের কৌলীন্য বিদ্যমান থাকায় এবং ধনবানের অতি অল্প বয়সে বিবাহ হেতু রাঢ়ী-শ্রেণী অপেক্ষা বারেন্দ্র-শ্রেণীতে ২।৪ পুরুষ অধিক দেখা যায়।

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের পিত্রাদির পরিচয়।

ভরদ্বাজে শ্রীহর্ষ ও গৌতম

আসীদ্ধীরো * ভরদ্বাজো মহামতির্দ্বিজোত্তমঃ।
তস্মাজ্জাতাঃ সুতাঃ সপ্ত সপ্তর্ষিসমতাং গতাঃ ॥ ১ ॥
সূর্য্যোঽভবৎ সুধাংশুশ্চ হংসো নীলো গুরুঃ কবিঃ।
মেধাতিথিঃ কনীয়াংস্তু ধীরপুত্রেষু সপ্তসু ॥ ২ ॥
অমাতৃকঃ সূরিশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
স এব হীরো ভূষায়াং ধ্রিয়তে মুকুটে বুধৈঃ ॥ ৩ ॥
তস্যাপি বহবঃ পুত্রা আদ্যো মধ্যঃ সুবিশ্রুতঃ।
শ্রীহর্ষঃ সর্ব্বতো মান্যো ভ্রাতৃণাঞ্চ প্রধানকঃ ॥ ৪ ॥
কবীনাং সর্ব্বতঃ পূজ্যঃ সভায়াং তিলকং কৃতী।
গৌতমঃ শ্রীধরঃ কৃষ্ণঃ শিবো দুর্গা রবিঃ শশী।
হর্ষপ্রিয়ানুজা এতে জঘন্যাস্তু ধ্রুবাদয়ঃ ॥ ৫ ॥

* বোম্বাই অঞ্চলের মন্বাদি ছাপার পুস্তকে মেধাতিথির পিতার নাম "বীর" এইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় হস্তলিখিত মন্বাদির টীকায় মেধাতিথির পিতার নাম "ধীর" এই পাঠ আছে। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নামে বীরত্ব-বোধক শব্দ-প্রয়োগ অপেক্ষা ধীরত্ব-বোধক শব্দ থাকাই সম্ভব।

গৌতমোঽপি সমাগচ্ছৎ শ্রীহর্ষং গৌড়মণ্ডলে।
বিভাকরাদয়ঃ সপ্ত পুত্রাস্তস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬ ॥*
এড়ুমিশ্র এবং কুলরমা।

বারেন্দ্র কুলজী

ভরদ্বাজ গোত্র।

ভরদ্বাজে মহামতি গৌতম সুধন্য।
পুত্রে. যশে, তোয়ে দেখি তাঁর আছে পূণ্য ॥ ১ ॥
গৌতমের অধস্তন ত্রয়োবিংশাপত্য।
মধু মৈত্রে কন্যা-দানে নৃসিংহই সত্য ॥ ২ ॥
নৃসিংহের প্রপৌত্র কুবেরাদ্বৈত- পিতা।
অদ্বৈত শিবাবতার, চৈতন্যের মিতা ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী কুলীনের সন্তান।
ভণিল বারেন্দ্র-দ্বিজ-বংশ-গুণ-গান ॥ ৪ ॥

---

* এই সকল বচন দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে যে, রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বিভাগ প্রথমতই হইয়াছিল। বারেন্দ্রদিগের কুল-শাস্ত্রের বচনে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নারায়ণ ভট্টের অধস্তন ১০ম পুরুষ জয়সাগর ও বিদ্যাসাগর বাৎস্য-গোত্রীয় ধরাধর ভট্টের অধস্তন ধন ও শুক্র, সাবর্ণি-গোত্রীয় পরাশরের অধস্তন ৮ম অনিরুদ্ধ ও গুণার্ণব, কাশ্যপ-গোত্রীয় সুসেনের অধস্তন ১০ম স্বর্ণরেখ ও ভবদেব ভট্ট, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় গৌতমের অধস্তন ৯ম ভাস্কর ও পরাশর বৈদান্তিক, এই দশ ব্যক্তির সময়ে উভয় সমাজে এই দশ ব্যক্তিকে লইয়া রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বিভাগ হয়, এই কথা কোনক্রমেই সুসঙ্গত ও প্রকৃত বলিয়া কদাপি প্রতীতি হয় না। বসতি নিবন্ধন রাঢ়ীয়গণ ও বারেন্দ্রগণ প্রথম হইতেই পৃথগন্ন ও পৃথক্‌ক্রিয় হইয়াছিলেন। তবে এ সকল কথা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে যে, যাবৎকাল কৌলীন্য-মর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয় নাই, তাবৎকাল-পর্য্যন্ত পরস্পর ভোজ্যান্নতা ও পরিণয়-সূত্রে কন্যাপাত্রের আদান প্রদানে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। পরবর্ত্তী সময় হইতে আদান প্রদান রহিত হয় এইমাত্র।

তাহে দেন উপনাম রসের সাগর।
নবদ্বীপ-ভূপ, করি বহু সমাদর ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী রসসাগর-কৃত কুলপঞ্জিকা,
নবদ্বীপাধিপতির দেওয়ান কার্ত্তিকেয় রায়-প্রদত্ত

কানাই ছোটঠাকুর বংশীয় ৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম পক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র (স্বভাব কুলীন), সর্ব্বানন্দী মেলপ্রাপ্ত

১২৭নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, জোড়াসাঁকো (কলিকাতা) নিবাসী

৺ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশাবলী।

১ মেধাতিথি হইতে অধস্তন ২৫ পুরুষ কানাই ছোটঠাকুর। ২৬ রমাকান্ত ২৭। রামঠাকুর ২৮। বীরেশ্বর ২৯। কৃষ্ণানন্দ ৩০। রামনাথ ৩১। রামপ্রসাদ ৩২। রামনিধি ৩৩। মধুসূদন (পত্নী হীরামণি দেবী) ৩৪। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (প্রথমা পত্নী ক্ষ্যান্তমণি দেবী), গোপালচন্দ্রের প্রথম পক্ষে তিন পুত্র যথা ৩৫। জ্যেষ্ঠ ৺ভূতনাথ (পত্নী সুরথসুন্দরী দেবী), মধ্যম শ্রীহরনাথ (নিঃসন্তান, পত্নী শ্রীমতী গিরিবালা দেবী) এবং কনিষ্ঠ ৺মন্মথনাথ (পত্নী প্রথম পক্ষে ভিক্টোরিয়া দেবী) এবং দ্বিতীয় পক্ষে ননীবালা দেবী)।

ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়ের এক কন্যা ৺প্রভাবতী দেবী ও একমাত্র পুত্র শ্রীহরিহর মুখোপাধ্যায় ৩৬।

হরিহর মুখোপাধ্যায়ের সন্তানাদি যথা—ফুলবালা, কমলাসনা, বিশ্বনাথ, গীতারাণী, লক্ষ্মীনারায়ণ, নারায়ণচন্দ্র, গৌরীবালা, রাসবিহারী ও রামচন্দ্র ৩৭।

কুলক্রিয়া।

৺ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হাওড়া জেলান্তর্গত কোনাগ্রাম নিবাসী শুদ্ধ শ্রোত্রীয়, কাশ্যপ গোত্রীয় প্রসন্নকুমার চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা, শ্রীমতী সুরথসুন্দরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

৺ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা ৺প্রভাবতী দেবীর, চন্দননগর, বিশালাক্ষী-সড়ক নিবাসী শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয় এবং একমাত্র পুত্র হরিহর, ৯বি, রামতনু বসু লেন (কলিকাতা) নিবাসী, সব্‌জজ্‌ ৺প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রভাশশী দেবীকে বিবাহ করেন।

হরিহরের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী ফুলবালাকে দর্জ্জীপাড়া, ৮৬নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট্‌ (কলিকাতা) নিবাসী—৺যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (এটর্ণী) মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন।

হরিহরের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী কমলাসনা দেবীর (টুকী), ২৪নং জগন্নাথ দত্ত লেন (গড়পার, কলিকাতা) নিবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়।

হরিহরের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী গীতারাণী দেবীকে, হাওড়া সালকিয়া ২।১ নং ক্ষেত্র মিত্র লেন নিবাসী রাধাবাজারের (কলিকাতা) প্রসিদ্ধ কাগজ-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন।

কানাই ছোট-ঠাকুর বংশীয় ৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম পক্ষের কনিষ্ঠ পুত্র (স্বভাব-কুলীন), সর্ব্বানন্দী মেলপ্রাপ্ত

৭এ, প্যারীদাস লেন (রামবাগান, কলিকাতা), নিবাসী—

৺মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশাবলী।

১ মেধাতিথি হইতে ২৫ পুরুষ অধস্তন কানাই ছোটঠাকুর ২৬। রমাকান্ত ২৭। রামঠাকুর ২৮। বীরেশ্বর ২৯। কৃষ্ণানন্দ ৩০। রামনাথ ৩১। রামপ্রসাদ ৩২। রামনিধি ৩৩। মধুসূদন (পত্নী হীরামণি দেবী) ৩৪। ৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (প্রথমা পত্নী ক্ষ্যান্তমণি দেবী); গোপালচন্দ্রের প্রথম পক্ষে তিন পুত্র ৩৫। ৺ভূতনাথ (পত্নী ৺সুরথসুন্দরী দেবী), শ্রীহরনাথ (পত্নী গিরিবালা দেবী), ৺মন্মথনাথ (পত্নী ৺ভিক্টোরিয়া দেবী ও দ্বিতীয় পক্ষে ৺ননীবালা দেবী)।

মন্মথনাথের সন্তানাদি যথা—(৩৬ পর্য্যায়) প্রথমপক্ষে পুত্র বটকৃষ্ণ। দ্বিতীয় পক্ষে পুত্র সত্যচরণ, বিভূতিভূষণ ও হরিসাধন ; কন্যা উমারাণী, ৺বীণাপাণি, রাধারাণী, ৺শিবরাণী, ৺পূর্ণশশী, মলিনা ও অশ্রুময়ী (প্রতিমা দেবী)। মন্মথনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীবটকৃষ্ণ দুইবার বিবাহ করেন ; প্রথম পক্ষের এক পুত্র (৩৭) নুটবিহারী, দ্বিতীয় পক্ষে বিজলী দেবী, রবীন্দ্রনাথ, শেফালী, সমীর ও সুধীর।

ঐ মধ্যম পুত্র শ্রীসত্যচরণের ৩ কন্যা মায়াদেবী, ছায়াদেবী এবং ইলাদেবী; ও দুই পুত্র, সমীর ও সুধীর।

ঐ তৃতীয় পুত্র শ্রীবিভূতিভূষণের দুই কন্যা, কান্তিদেবী ও শান্তিদেবী।

ঐ কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীহরিসাধন (নিঃসন্তান)।

কুলক্রিয়া

৺মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম পক্ষে পটলডাঙ্গা নিবাসী শুদ্ধ শ্রোত্রিয় গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কন্যা ভিক্টোরিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় পক্ষে হাওড়া, শিবপুর নিবাসী, দয়াময় গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা ননীবালা দেবীকে বিবাহ করেন। উভয় স্ত্রী পরলোকগতা।

ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র বটকৃষ্ণ প্রথম পক্ষে ১০নং জগন্নাথ দত্ত লেন (গড়পাড়) নিবাসী, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা স্নেহলতা দেবীর (মৃতা) পাণিগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় পক্ষে মাহেশ, বসুপাড়া নিবাসী ৺রসিকলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী এবং শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায় (নাগপুর প্রবাসী) মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী স্নেহলতা দেবীকে বিবাহ করেন।

ঐ মধ্যমপুত্র সত্যচরণ, অপার সার্কুলার রোড (রাজার বাজার, কলিকাতা) নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্রচিকিৎসক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ষষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী চপলা দেবীকে বিবাহ করেন।

ঐ তৃতীয় পুত্র বিভূতিভূষণ, জোড়াসাঁকোর (কলিকাতা) বিখ্যাত বস্ত্র এবং পোষাক ব্যবসায়ী, শুদ্ধ শ্রোত্রিয়, শাণ্ডিল্য গোত্রীয়, সিংটী-শিবপুর নিবাসী, বর্ত্তমানে সাহিত্য-পরিষদ ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীকে (লক্ষ্মী) বিবাহ করেন।

ঐ কনিষ্ঠ পুত্র হরিসাধন, গিরীশ বিদ্যারত্ন লেন নিবাসী, ডাঃ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী আশালতা দেবীকে বিবাহ করেন।

ঐ প্রথমা কন্যা শ্রীমতী উমারাণীর, রাজা লেন, কলিকাতা নিবাসী—বর্ত্তমানে বেহালা, সুরেন্দ্রনাথ রায় রোড নিবাসী, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়।

ঐ দ্বিতীয়া কন্যা বীণাপাণির (মৃতা), হাওড়া—শিবপুর নিবাসী, বর্ত্তমানে দার্জ্জিলিং নিবাসী, উকীল ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত সত্যজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়।

ঐ তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী রাধারাণীর, রাজবল্লভ পাড়া (বাগবাজার, কলিকাতা) বর্ত্তমানে রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট, নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, শ্রীযুক্ত হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়।

ঐ চতুর্থী কন্যা শিবরাণীর (মৃতা), হাওড়া—শিবপুর নিবাসী, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়।

ঐ পঞ্চমী কন্যা পূর্ণশশী অবিবাহিতা অবস্থায় মৃতা।

ঐ ষষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মলিনার, দার্জ্জিলিং নিবাসী উকীল, ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়।

ঐ কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অশ্রুময়ীর (প্রতিমা), পূর্ব্বে আহিরীটোলা ষ্ট্রীট্ কলিকাতা নিবাসী, বর্ত্তমানে সাদার্ণ এভেনিউ (টালীগঞ্জ) নিবাসী, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়।

কানাই ছোট ঠাকুর বংশীয়, ফুলে মেল—স্বভাব কুলীন,

কলিকাতা জোড়াসাঁকো অন্তর্গত ৪৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্ নিবাসী

স্বর্গগত কিষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের—বংশাবলী।

১। মেধাতিথি ২। শ্রীহর্ষ ৩। শ্রীগর্ভ ৪। শ্রীনিবাস ৫। আরব ৬। ত্রিবিক্রম ৭। কাক ৮। ধাঁধু (সাধু) ৯। জলাশয় (গুঁই) ১০।

বাণেশ্বর (সুরেশ্বর) ১১। জিয় ১২। মাধবাচার্য্য ১৩। কোলাহল (কোলাই সন্ন্যাসী) ১৪। উৎসাহ ১৫। আহিত ১৬। উদ্ধব ১৭। শিরঃ (শিব) ১৮। নৃসিংহ ১৯। গর্ব্বেশ্বর ২০। মুরারি ওঝা ২১। অনিরুদ্ধ ২২। লক্ষ্মীধর ; লক্ষ্মীধরের ২ পুত্র যথা ২৩। মনোহর (ফুলে) এবং দুর্গাবর (বল্লভী) মনোহর পুত্র ২৪। সুষেণ পণ্ডিত ; সুষেণ পণ্ডিতের ৩ পুত্র যথা— শিবাচার্য্য, ভবানী এবং কনিষ্ঠ ২৫। কানাই ছোট ঠাকুর, কানাই পুত্র ২৬। রামকান্ত ২৭। রামঠাকুর ২৮। বিশ্বেশ্বর ২৯। কৃষ্ণানন্দ ৩০। রামনাথ ৩১। রামপ্রসাদ, রামলোচন, ব্রজকিশোর ও রাজকিশোর (ইঁহারা চার সহোদর) রামপ্রসাদের পুত্র ৩২। রামনিধি মুখোপাধ্যায়।

রামনিধির দুই বিবাহ, প্রথম পক্ষের স্ত্রী বিন্দুবাসিনী দেবীর দুই পুত্র ৩৩। কালাচাঁদ (পত্নী রাইমণি দেবী) ও ঈশ্বরচন্দ্র। (পত্নী ব্রহ্মময়ী দেবী) ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র ৩৪। ক্ষেত্রনাথ (পত্নী মনোরমা দেবী), ক্ষেত্রনাথের একমাত্র পুত্র ৩৫। ৺কিষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পত্নী বিনোদিনী দেবী)।

কিষণচন্দ্রের সাত পুত্র ও ১ কন্যা (৩৬ পর্য্যায়) যতীন্দ্রনাথ, ৺ধীরেন্দ্রনাথ (অবিবাহিত), হরেন্দ্রনাথ, B. SC., M. M. F., ৺নরেন্দ্রনাথ, খগেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ (নিরুদ্দিষ্ট) ও কনিষ্ঠ বীরেন্দ্রনাথ এবং একমাত্র কন্যা ৺আন্নাকালী দেবী।

যতীন্দ্রনাথের সন্তানাদি (৩৭ পর্য্যায়) প্রাণধন, সরস্বতী, ইন্দুমতী, হরিধন ও অন্নপূর্ণা।

হরেন্দ্রনাথের সন্তানাদি (৩৭ পর্য্যায়) কন্যা লীলা, পুত্র—রামধন ও তারকধন এবং কন্যা দীপালী।

৺নরেন্দ্রনাথের সন্তানাদি--কন্যা শেফালিকা, প্রহেলিকা, পুত্র সুকুমার ও কন্যা আত্রেয়ী (৩৭ পর্য্যায়)।

খগেন্দ্রনাথের সন্তানাদি—পুত্র ভোলানাথ ও কন্যা দেবরাণী (৩৭ পর্য্যায়)

বীরেন্দ্রনাথের সন্তানাদি—পুত্র ঋষিকুমার ও কন্যা মহামায়া (৩৭ পর্য্যায়)

যতীন্দ্রনাথের পুত্র প্রাণধনের কন্যা (৩৮ পর্য্যায়) উমা।

কুলক্রিয়া

৺ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট্ (ঠনঠনিয়া) শ্রীরাম-ভবন নিবাসী শুদ্ধ শ্রোত্রিয় সাবর্ণ গোত্রীয় ৺শ্রীরাম শিরোমণি (মালখণ্ডী) কথক মহাশয়ের প্রথমা কন্যা—মনোরমা দেবীকে বিবাহ করেন।

৺কিষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়, বেহালা হালদার পাড়া নিবাসী, শুদ্ধ-শ্রোত্রিয় ৺গোবিন্দচন্দ্র হালদার মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনী দেবীকে বিবাহ করেন।

৺কিষণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্রনাথ, চন্দননগর (সাউলী বটতলা) নিবাসী শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী শাকম্ভরী দেবীকে বিবাহ করেন।

কিষণচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র ডাক্তার হরেন্দ্রনাথ, কলিকাতা, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট্ নিবাসী ৺সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী মলিনা দেবীকে বিবাহ করেন।

কিষণচন্দ্রের চতুর্থ পুত্র ৺নরেন্দ্রনাথ, কলিকাতা, বহুবাজার দুর্গাচরণ পিতুড়ী লেন নিবাসী ৺শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা রেণুকা দেবীকে বিবাহ করেন।

কিষণচন্দ্রের পঞ্চম পুত্র খগেন্দ্রনাথ, কলিকাতা, ১২নং নলিন সরকার ষ্ট্রীট্ নিবাসী, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মেনকা দেবীকে বিবাহ করেন।

কিষণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ, বাগবাজার (কলিকাতা), রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট্ নিবাসী, শ্রীঅঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী ইরাবতী দেবীকে বিবাহ করেন।

খিদিরপুর, দেওয়ানজী-বাড়ী নিবাসী শ্রীযতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিষণ চন্দ্রের একমাত্র কন্যা, আন্নাকালী দেবীকে (মৃতা) বিবাহ করেন।

কিষণচন্দ্রের পৌত্রী, যতীন্দ্রনাথের প্রথমা কন্যা সরস্বতী দেবীকে, ১৪নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্ কলিকাতা, নিবাসী ৺হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত) বিবাহ করেন।

কিষণচন্দ্রের পৌত্রী, যতীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবীকে, কলিকাতা, ৯।২ নং খেলাৎ ঘোষ লেন, নিবাসী ৺ভূজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র শ্রীবিভূতি ভূষণ চট্টোপাধ্যায় বিবাহ করেন।

কিষণচন্দ্রের পৌত্রী, যতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীকে ১৭নং মথুর সেন গার্ডেন লেন কলিকাতা, নিবাসী ৺অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র শ্রীনবনী গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন।

কিষণচন্দ্রের পৌত্র, যতীন্দ্রনাথের পুত্র প্রাণধন, হাওড়া জেলাস্থ বলুহাটী গ্রাম নিবাসী, শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ৺চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কন্যা শ্রীমতী আঙ্গুরবালা দেবীকে বিবাহ করেন।

কানাই ছোট ঠাকুর বংশীয় ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের পুত্র

১৩৭ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট কলিকাতা, নিবাসী

ফুলে মেল, স্বভাব কুলীন,

৺কালীচরণ মুখোপাধ্যায়ের বংশাবলী।

মেধাতিথি হইতে অধস্তন ২৫ পুরুষ কানাই ছোট ঠাকুর।

২৬। রমাকান্ত ২৭। রাম ঠাকুর ২৮। বীরেশ্বর ২৯। কৃষ্ণানন্দ ৩০। রামনাথ ৩১। রামপ্রসাদ ৩২। ব্রজকিশোর (পত্নী ৺রাসমণি দেবী) ৩৩। পরাণকৃষ্ণ (পত্নী ৺ গণেশ জননী দেবী) ৩৪। ঠাকুরদাস (প্রথমা পত্নী আদরমণি দেবী)। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পক্ষে তিন পুত্র

৩৫। ষষ্ঠীদাস (পত্নী ৺রাধারাণী দেবী), নরহরি (পত্নী সুরবালা দেবী), কালীচরণ মুখোপাধ্যায় (পত্নী রমাসুন্দরী দেবী)।

ষষ্ঠীদাসের পুত্র—৩৬ পর্য্যায়। বীরেশ্বর (অবিবাহিত), হীরালাল (মৃত), কন্যা সুলতা দেবী এবং রাজলক্ষ্মী দেবী।

কালীচরণের পুত্র—৩৬ পর্য্যায়,—নবকৃষ্ণ, গোপীকৃষ্ণ, নন্দলাল, মাখনলাল, মিছরীলাল, ভোলানাথ ও কন্যা ৺আশালতা দেবী।

নবকৃষ্ণের সন্তানাদি (৩৭ পর্য্যায়) শ্যামসুন্দর, কণিকা দেবী, রেণুকা দেবী। গোপীকৃষ্ণের সন্তানাদি (৩৭ পর্য্যায়) নীলকমল, লালকমল (মৃত)।

কুলক্রিয়া।

কালীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, হাওড়া শিবপুর নিবাসী—বর্ত্তমানে দার্জ্জিলিং নিবাসী, পরলোকগত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল মহাশয়ের কন্যা রমাসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন।

কালীচরণ বাবুর কন্যা ৺আশালতা দেবীকে, মথুর সেন গার্ডেন লেন কলিকাতা, নিবাসী ৺অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীননিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন।

কালীচরণ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র নবকৃষ্ণ, ১১নং মোহনলাল ষ্ট্রীট, (শ্যামবাজার) কলিকাতা, নিবাসী ৺রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্রী এবং ৺বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী আশালতা দেবীকে বিবাহ করেন।

কালীচরণ বাবুর মধ্যম পুত্র গোপীকৃষ্ণ, চোরবাগান ১২০ নং মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট্ নিবাসী ৺রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী, ৺তুলসী-দাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মাধবীলতা দেবীকে বিবাহ করেন।

কানাই ছোট ঠাকুর বংশীয় স্বভাব কুলীন

৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পক্ষের কনিষ্ঠ পুত্র,

সর্ব্বানন্দী মেল প্রাপ্ত **শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের বংশাবলী।**

১৩১ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্ কলিকাতা নিবাসী।

মেধাতিথি হইতে অধস্তন ২৫ পুরুষ কানাই ছোট ঠাকুর।

২৬। রমাকান্ত ২৭। রামঠাকুর ২৮। বীরেশ্বর ২৯। কৃষ্ণানন্দ ৩০। রামনাথ ৩১। রামপ্রসাদ ৩২। রামনিধি মুখোপাধ্যায় ইঁহার দুই বিবাহ, প্রথম পক্ষের পুত্র কালাচাঁদ ও ঈশ্বরচন্দ্র এবং দ্বিতীয় পক্ষের তিন পুত্র ৩৩। মধুসূদন, গোরাচাঁদ, নয়নচন্দ্র ৩৩। মধুসূদনের (পত্নী হীরামণি দেবী) পাঁচ পুত্র—৩৪। চন্দ্রকুমার, কৈলাসচন্দ্র, গঙ্গাধর, গোপালচন্দ্র ও রামকালী মুখোপাধ্যায়।

গোপালচন্দ্রের (তৃতীয়া পত্নী যাদুমণি দেবী) পুত্র ৩৫। ৺নিরঞ্জন, কালীচরণ ও নন্দলাল মুখোপাধ্যায়।

নন্দলালের সন্তান ৩৬। তারকদাসী (মৃত), শঙ্করলাল, শম্ভুনাথ ও তরুবালা। নিরঞ্জনের প্রথম পক্ষের সন্তান—(৩৬ পর্য্যায়) সাতকড়ি ও বেচুরাণী ও (দ্বিতীয় পক্ষে কন্যা সুষমা)।

কুলক্রিয়া।

শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায় চুঁচুড়া, কামার পাড়া নিবাসী ৺যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা রাধারাণী দেবীকে (মৃতা) বিবাহ করেন।

নন্দবাবুর প্রথমা কন্যা ৺তারকদাসী দেবীকে চুঁচুড়া, কামার পাড়া নিবাসী শ্রীসিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন।

নন্দবাবুর প্রথম পুত্র শ্রীমান্ শঙ্করলাল (অবিবাহিত),

নন্দবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শম্ভুনাথ, ১০নং কাশী দত্ত ষ্ট্রীট্, কলিকাতা নিবাসী, শুদ্ধ-শ্রোত্রিয় শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর কন্যা শ্রীমতী গীতা দেবীকে বিবাহ করেন।

নন্দবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী তরুবালাকে, ভাটপাড়া, বর্ত্তমানে ৬।৩ নং কাঁটাপুকুর (বাগবাজার) কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীতুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এস্-সি, বি-এল বিবাহ করেন।

নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রথম পক্ষে দর্জ্জিপাড়া, রামচাঁদ নন্দী লেন, কলিকাতা, নিবাসী ৺দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা—জয়াবতী দেবীকে বিবাহ করেন ; (দ্বিতীয় পক্ষে) চাঁপাতলা নিবাসী শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কমলা দেবীকে বিবাহ করেন।

নিরঞ্জন বাবুর প্রথমা কন্যা ৺বেচুরাণীকে, হাওড়া—শিবপুর, নিবাসী শ্রীমন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র, শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বিবাহ করেন।

ঐ একমাত্র পুত্র শ্রীসাতকড়ি, চুঁচূড়া নিবাসী—বর্ত্তমানে Asst. Supdt. Budget Section, Finance Dept., Nagpur Secretariate অফিসের শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী শান্তি দেবীকে বিবাহ করেন।

ঐ দ্বিতীয় পক্ষের কন্যা সুষমাকে, হাওড়া—শিবপুর নিবাসী শ্রীসত্যলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীগোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন।

কানাই ছোট ঠাকুর বংশীয় স্বভাব কুলীন ৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র,

৩১নং নন্দ মল্লিক লেন (জোড়াসাঁকো) কলিকাতা নিবাসী,

সর্ব্বানন্দী মেল-প্রাপ্ত **শ্রীকালীচরণ মুখোপাধ্যায়ের বংশাবলী।**

মেধাতিথি হইতে অধস্তন ২৫ পুরুষ কানাই ছোট ঠাকুর।

২৬। রমাকান্ত ২৭। রামঠাকুর ২৮। বীরেশ্বর ২৯। কৃষ্ণানন্দ ৩০। রামনাথ ৩১। রামপ্রসাদ ৩২। রামনিধি ৩৩। মধুসূদন ৩৪। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (তৃতীয়া পত্নী যাদুমণি দেবী) ৩৫। গোপালচন্দ্রের তৃতীয় পক্ষের মধ্যম পুত্র শ্রীকালীচরণ মুখোপাধ্যায়।

কালীচরণের সন্তানাদি ৩৬। ৺চণ্ডীচরণ, ৺প্রমীলা, মঙ্গলাচরণ, সরলা, শান্তিলতা, আনন্দমোহন, শ্রীমন্ত, বাসন্তী, শ্রীকান্ত, নমিতা দেবী (লক্ষ্মী), কাশীনাথ, অমিতা দেবী ও মাণিকলাল।

কুলক্রিয়া।

১। শ্রীকালীচরণ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা কাঁসারি পাড়া, নিবাসী ৺যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা দুর্গারাণী দেবীকে বিবাহ করেন।

২। ঐ প্রথমা কন্যা ৺প্রমীলাকে হাওড়া জেলান্তর্গত, বালিটিকারী গ্রাম নিবাসী, শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিবাহ করেন।

ঐ মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী সরলাকে, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট্ (কলিকাতা) নিবাসী, ৺সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র এবং ৺দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় বিবাহ করেন।

ঐ তৃতীয়া কন্যা শান্তিলতাকে বেহালা নিবাসী শ্রীযুক্ত ননিলাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র শ্রীঅনাথনাথ চট্টোপাধ্যায় বিবাহ করেন।

৺রামদুলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশাবলী—
ভরদ্বাজ গোত্র নৃসিংহের সন্তান (ভঙ্গ)

আদি বাসস্থান :—খানাকুল—কৃষ্ণনগর।

বর্ত্তমান বাসস্থান :—মেদিনীপুর জেলান্তর্গত তমলুক মহকুমা।

এই বংশের উদ্ধতন পুরুষের পরিচয় যতদূর জানা গিয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

(১) ৺রামদুলাল মুখো সুত (২) ৺রামপ্রসাদ সুত (৩) ৺আনন্দ (ইনি তমলুকের অন্তর্গত চিতরা গ্রামে আসিয়া বাস করেন)।

৺আনন্দ মুখো সুত ৺শীতলপ্রসাদ, ৺গোপালচন্দ্র (১০ই ডিসেম্বর ১৯৩৩ সালে ৯৪ বৎসর বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়) ও রামতারক (অপুত্রক) ৪। ৺শীতলপ্রসাদ সুত বিপিন (অপুত্রক মৃত) ৫। (৪) ৺গোপালচন্দ্র সুত বামাচরণ,৺শশীমুখী ও সতীশচন্দ্র ৫। বামাচরণ সুত ৺হিরণ্ময়ী, হেমনলিনী, হরিদাস ও পঞ্চানন (অঃ বিঃ) ৬। হরিদাস সুত রবীন্দ্র, রণেন্দ্র ও ছোটখোকা ৭। (৫) সতীশচন্দ্র সুত হৃষীকেশ (টুনুবাবু) ৬। হৃষীকেশ সুত আশীস, লীলা (কন্যা) ও ছোটখোকা ৭।

৺গোপালচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

ইনি ৮ বৎসর বয়সে চিতরাগ্রাম হইতে তমলুকে আসিয়া এক উকীলের আশ্রয়ে থাকিয়া সামান্য লেখাপড়া শেখেন। শেষে ঐ উকীলের পরামর্শানুসারে তমলুক হাঁসপাতালে Compoundary শেখেন ও পরে পাশ করেন এবং ঐ হাঁসপাতালেই ১৩৲ টাকা মাহিয়ানায় চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে তথাকার Asst. Surgeon এর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায়

ঐ চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া তমলুকে নিজে স্বাধীন ডাক্তারী ব্যবসা আরম্ভ করেন ও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন। সম্প্রতি তমলুকে তাঁহার জমিদারীর বাৎসরিক আয় ৮০০০৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায়:—ইঁনি সম্প্রতি আগ্রাতে Electric Supply Co., এর Station Superintendent.

রমণ ঠাকুর সন্তান ৺রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশাবলী।

ভরদ্বাজ গোত্র মুখোপাধ্যায় বংশ (ভঙ্গ), ফুলিয়া মেল।

পূর্ব্ববাসস্থান গোবরা (২৪ পরগণা). বর্ত্তমান বাসস্থান বিষ্ণুপুর, জেলা খুলনা।

অনুসন্ধানে যতদুর অবগত হইয়াছি তাহাতে ইহাঁদের আদিপুরুষ রঘুনাথ গোবরা গ্রামবাসী ছিলেন। ঐ গ্রাম ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত। তৎপুত্র মনোহর ঐ গ্রামেই বাস করিতেন।

মনোহর-সুত রামসুন্দর (ইনি হরিদেব রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া বিষ্ণুপুরের অধিবাসী হয়েন। পুত্র হারানন্দ (শিববাড়ী) ও পদ্মলোচন। হারানন্দ-সুত মোহন ও লোকনাথ।

পদ্মলোচনের ২ বিবাহ—১ম পক্ষের স্ত্রী রেমণি (বাহিরদিয়া) পুত্র পীতাম্বর (স্ত্রী বরদাসুন্দরী) ও মধুসূদন (স্ত্রী গিরিবালা), ২য় পক্ষের স্ত্রী মনোমোহিনী (আজুগড়া—খুলনা) পুত্র শ্যামাচরণ (স্ত্রী সৌদামিনী)।

পীতাম্বর-সুত প্রসন্ন, পূর্ণচন্দ্র (স্ত্রী ভুবনমোহিনী). হরিশ্চন্দ্র (স্ত্রী সরোজিনী) ও গিরীশচন্দ্র।

পূর্ণচন্দ্র-পুত্র ক্ষেত্রনাথ (মৃত্যু ১৯৩৮, স্ত্রী দুর্গেশনন্দিনী), কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রীটের **"কমলালয়"** বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতার ম্যানেজার জগদীশ (স্ত্রী নীহারবালা) ও ডক্টর অনাদিনাথ (স্ত্রী কমলা)।

পূর্ণচন্দ্রের তিন কন্যা যথা :—(১মা) হরিদাসী দেবী (স্বামী শ্রীযামিনী কান্ত চট্টোপাধ্যায়, ঢাকা—বিক্রমপুর নিবাসী, হাল সাকিন ধোপাখালি, জেলা খুলনা।

(মধ্যমা) কালিদাসী দেবী (স্বামী শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা)।

কনিষ্ঠা—ননীবালা দেবী—স্বামী ৺অমলাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেনহাটী খুলনা।

ক্ষেত্রনাথ-সুত অজিতকুমার (বঙ্গবাসী কলেজে I. Sc. পড়িতেছে)।

জগদীশ-সুত গৌরমোহন, রবীন্দ্রনাথ ও রঞ্জিতকুমার।

অনাদি-সুত দিলীপ (মৃত)।

হরিশ্চন্দ্র-সুত অনুকূল, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের ষ্টেশন মাষ্টার ও ননীগোপাল (মৃঃ ১৯২৬)।

মধুসূদন-সুত চন্দ্রভূষণ ও শশীভূষণ।

শ্যামাচরণ-সুত সীতানাথ (আড়ুগড়ায় বাস করেন, জেলা খুলনা)।

সীতানাথ-সুত শিবপদ, কালীপদ, দুর্গাপদ, কৃষ্ণপদ ও তারাপদ।

এই বংশ-তালিকা শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখো-
পাধ্যায়ের নিকট অনুসন্ধানে লিখিত।
তারিখ—২।১০।৩৮

পূর্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র **ক্ষেত্রনাথ** মুখোপাধ্যায় :—ব্যবসায়ী ও জনপ্রিয় ছিলেন। ধান্যের ব্যবসায়ে ইহার খুব অভিজ্ঞতা ছিল। উল্টাডাঙ্গা দাসপাড়া ধান্যের আড়তের সমিতির মধ্যে তাঁহার খুব আধিপত্য ছিল। ১৩৪৫ সালের ৩০শে আষাঢ় তারিখে জন্মভূমি বিষ্ণুপুর গ্রামে ৪৮ বৎসর

বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ অজিত কুমার বঙ্গবাসী কলেজে I. Sc. অধ্যয়ন করিতেছে।

পূর্ণচন্দ্রের মধ্যমপুত্র **শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র** মুখোপাধ্যায়ঃ—ইনিও বস্ত্র ব্যবসায়ে বিশেষ পারদর্শী। ১৯১৬ খৃঃ অব্দে ইনি মেট্রোপলিটান কলেজে বি-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন ও তৎপরে ব্যবসা শিক্ষার জন্য Messrs. Grace Brothers এ কিছুদিন শিক্ষানবিশ ছিলেন। পরে নিজে Export and Import এর অফিস করিয়া সাত বৎসর কার্য্য করেন তৎপরে নানাকারণে উহা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রীটের **"কমলালয়"** নামক প্রসিদ্ধ বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতার দোকানের ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে ক্ষুদ্র কমলালয় সমগ্র ভারতবর্ষ মধ্যে একটী বৃহৎ ব্যবসায়ে পরিণত হয়।

ইনি ১৯২৫ সালে ব্যবসা প্রসারের জন্য সুদূর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় এবং সিংহল প্রভৃতি স্থানে স্বয়ং পরিভ্রমণ করিয়া তথায় কমলালয়ের এজেন্সী স্থাপন করিয়া, ভারতবর্ষ হইতে বস্ত্র, সোলাটুপী প্রভৃতি বহুদ্রব্য রপ্তানী করিতে থাকেন। ইনি বঙ্গদেশের বহু সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। বস্ত্র ও পোষাক ব্যবসায়ী ও কর্ম্মচারীগণের বহুপ্রকার সভা সমিতির সম্পাদক ও সভাপতি আছেন।

ইনি কলিকাতার সুবিখ্যাত সাইকেল ব্যবসায়ীগণের মুখপত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী নীহারবালা দেবীকে বিবাহ করেন।

পূর্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র ডাঃ **শ্রীঅনাদিনাথ** Dr. Ing.:—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস্ সি পাশ করিয়া ধানবাদ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে Geological Engineering পাশ করিয়া লণ্ডন, জারমানী প্রভৃতি স্থানে গিয়া Freiberg হইতে Doctorate উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ডক্টর অনাদিনাথ

গিরিডি Coke Ovens এ Chief Mining Engineer এর অধীনে Asst. Manager এর পদে কার্য্য করিতেছেন।

ইনি শালকীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী কমলা দেবীকে বিবাহ করেন।

ভুবনমোহিনী দেবী—জগদীশবাবুর মাতৃদেবী বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বজয়ার ব্রত ও বহু ব্রতানুষ্ঠানে নিযুক্তা ছিলেন। অতিথিসেবা দীন দরিদ্রে দয়া এবং তাহাদের অভাব মোচনে মুক্তহস্তা ছিলেন। এরূপ রমণী স্ত্রীজাতির আদর্শস্থানীয়া সন্দেহ নাই। এই পুণ্যবতী রমণী ৯ই পৌষ, ১৩৪৪ সালে বালিগঞ্জে অনুমান ৬৫ বৎসর বয়সে, স্বর্গারোহণ করেন।

ভরদ্বাজ ঋষির জন্ম-বৃত্তান্ত।

ভরদ্বাজ গোত্রের কোন ব্যক্তি-বিশেষ, ভরদ্বাজকে উতথ্যের ক্ষেত্রজ-পুত্র, দীর্ঘতমা ঋষির অগ্রজ এবং মমতার দেবরজ-পুত্র বলিতে ইচ্ছা করেন না। তিনি কহেন, ভরদ্বাজ ব্রহ্মার মানস-পুত্র। সাধারণের ভ্রান্তি-নিরাস জন্য পুরাণের বচন উদ্ধৃত করা গেল। যথা ঃ—

মূঢ়ে ভর দ্বাজমিমং ভরদ্বাজং বৃহস্পতে।
যাতৌ যদুক্ত্বা পিতরৌ ভরদ্বাজস্ততস্ত্বয়ম ॥ ইতি।

বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ১৯ অধ্যায়, ৬ শ্লোক।
ভাগবত-পুরাণ, ৯ম স্কন্ধ, ২০ অধ্যায় ২৬ শ্লোক।
মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১০৩ অধ্যায়।

মুং ফুং শিবাচার্য্য প্রমুখ রমণ ঠাকুর বংশ।

পার্ব্বতীচরণের (৩০) ধারা

বর্ত্তমান বংশধরগণ ৪।৫ পুরুষ ভঙ্গ

(বাসস্থান দত্তপাড়া—শান্তিপুর, নদীয়া)

পার্ব্বতীচরণ সুত শিবচরণ ৩১। পৌত্র রামচরণ ৩২। প্রপৌত্র জয়নারায়ণ ৩৩। ইনি উলার আত্মারাম বন্দ্যোর কন্যা বিবাহে ভঙ্গ। জয়নারায়ণ কেশর ভাবাপন্ন। জয়নারায়ণ সুত রামনৃসিংহ (০), রামকুমার ও মধুসূদন এবং কন্যা কৃষ্ণমণি দেবী ৩৪। রামকুমার সুত রাজকৃষ্ণ ও রামগোপাল ৩৫।

রাজকৃষ্ণ সুত কালীপ্রসন্ন, বিহারীলাল ও হরিনাথ (তিনজনেই কণ্ট্রাক্টর) ৩৬।

৩৬। কালীপ্রসন্ন কন্যা সুশীলা স্বামী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ ৩৭।

বিহারী সুত ১ম পক্ষে অমূল্যধন, ভবনাথ ও ভোলানাথ ;—২য় পক্ষে সত্যচরণ, যোগচরণ (অঃ বিঃ), ষষ্ঠীচরণ, অভয়চরণ, মৃত্যুঞ্জয়, গুরুচরণ, বিভূতিচরণ ও তারাচরণ ; কন্যা হরিদাসী ও শিবদাসী ৩৭।

অমল্যধন কন্যা বেলার স্বামী শ্রীকালীকুমার ভট্টাচার্য্য (শান্তিপুর, ক্ষিতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র) ও চামেলী (অঃ বিঃ) I. A. পড়িতেছে ৩৮।

সত্যচরণ সুত রঞ্জিৎ ৩৮।

হরিনাথ সুত দেবচরণ ও তুলসীচরণ (টাটানগরে ব্যবসা করেন) ৩৭।

রামগোপাল সুত রামকৃষ্ণ (Executive Engineer.) ৩৬।

রামকৃষ্ণ সুত অবিনাশচন্দ্র ও মণীন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, (Police Sub-Inspector, Burdwan) ও নন্দলাল ৩৭।

অবিনাশ সুত পাঁচুগোপাল, জগন্নাথ (অঃ বিঃ), ননীগোপাল ও ব্রজগোপাল ৩৮।

মণীন্দ্রনাথ সুত শ্যামাপদ (কণ্ট্রাক্টর) ও উমাপদ (E. B. R.এ কর্ম্ম করেন) ৩৮।

নগেন্দ্রনাথ সুত বৈদ্যনাথ (কণ্ট্রাক্টর), বিশ্বনাথ, কালীনাথ, ভোলানাথ ও শম্ভুনাথ (অঃ বিঃ) এবং এক কন্যা বীণাপাণি স্বামী শ্রীশিবশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় চুঁচুড়া ধরমপুর (Municipal Market Flower Store, Calcutta.)

মধুসূদন সুত শ্যামাচরণ, শ্রীনাথ ও ব্রজকৃষ্ণ ৩৫। শ্যামাচরণ সুত রামলাল ও জ্ঞানেন্দ্রলাল ৩৬। শ্রীনাথ সুত হরিদাস (এলাহাবাদ—লুকারগঞ্জ), সুরেন্দ্র (মৃত) ও ফণীন্দ্র (কানপুর) ৩৬।

ব্রজকৃষ্ণের পুত্র বসন্তকুমার ও হেমন্তকুমার ৩৬। ইহাঁদের সকলের নিবাস শান্তিপুর।

জেলা নদীয়া মদনপুর E. B. Railwayর নিকট শেখপাড়া গ্রামে জয়নারায়ণ পুনর্ভঙ্গ হয়েন। তথায় জয়নারায়ণের দ্বিতীয় পক্ষের ধারায় অধস্তন সন্ততিগণ বিরাজমান আছেন।

৺রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ঃ—জুনিয়র-সিনিয়র স্কলারসিপ পাশ করিয়া তৎকালীন কলিকাতাস্থিত এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হন। তথা হইতে এঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া U. P.তে P. W. D.র Asst. Engineerএর পদ প্রাপ্ত হন। ক্রমে Executive Engineer হইয়া সুনামের সহিত কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। সরকার বাহাদুর তাঁহাকে রায় সাহেব উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ২৩।২৪ বৎসর পেনসন ভোগ করিয়া ১৯১১ খৃঃ অঃ ৭৩ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।

৺কালীবাবু :— ইনি আসাম বেঙ্গল রেলওয়েতে কণ্ট্রাক্টারী করিয়া প্রায় ৩ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করেন। শান্তিপুরের বিখ্যাত চাটুজ্যেদের বাড়ী

ও জমী খরিদ করিয়া উহাতে নূতন বসতবাটী নির্ম্মান ও ভ্রাতৃগণ সহ বাস করেন। শান্তিপুরের পাবলিক লাইব্রেরী ইহাঁদের বাটী সংলগ্ন। পাবলিক লাইব্রেরীর উন্নতিকল্পে ইহাঁদিগের সহযোগিতা আছে।

ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত মথুরামোহন মুখোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী বি, এ, মহাশয়ের বংশ-পরিচয়। (ভঙ্গ কুল)

ভরদ্বাজ গোত্র লৌলিকের (১৫) ধারার একদেশ (৬৯ পৃঃ)

লৌকিক (অয়ংখিলপাড়া নিবাসী) ১৫। সুত সর্ব্বজ্ঞ ১৬। সর্ব্বজ্ঞ সুত রাঘব ১৭। রুখো ১৮। রত্নাকর ১৯। প্রিয়ঙ্কর ২০। রঘুনন্দন ২১। জানকীনাথ ২২। কাশীনাথ ২৩। শিবাচার্য্য ২৪। রত্নেশ্বর ২৫। রামদেব ২৬।

রামদেব সুত রাঘবেন্দ্র, মথুরেশ ও মহাদেব ২৭। মহাদেব সুত রূপরাম ২৮। তৎসুত রামরাজা ২৯। তৎসুত গুরুপ্রসাদ ৩০।
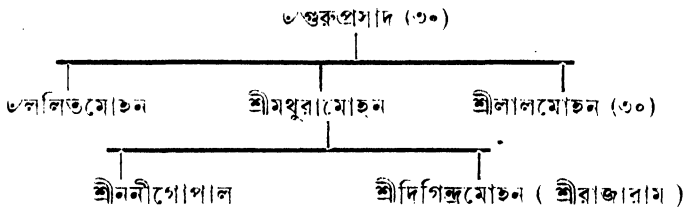
শক্তি ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মথুরামোহন মুখোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী :—

ইনি ৺গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। গুরুপ্রসাদের আদি বাসস্থান ঢাকা বিক্রমপুরান্তর্গত কাউলিপাড়া নামক

গ্রামে ছিল। মথুরামোহন কালীপাড়া গ্রামে ১২৭৮ সালের ১৩ই আষাঢ় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের নয় বৎসর পরে পদ্মানদীতে উক্ত গ্রাম ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর, ৺গুরুপ্রসাদ বিক্রমপুরের বটেশ্বর নামক অন্য একটী গ্রামে অস্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। ঐ স্থানে থাকা কালীন গুরুপ্রসাদের অনেক সোনা রূপা এবং নগদ টাকা প্রভৃতি চুরি হয়। তিনি কালীপাড়ায় কুসুম ফুলের ব্যবসা নৌকাচালানী এবং কলিকাতা বালিয়াঘাটায় চাউলের আড়তদারী প্রভৃতি কারবার এবং লগ্নী টাকার তেজারতী করিতেন। সময়ে অনেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তিও তাঁহার নিকট টাকা ধার লইতেন। উক্ত কারবার দেশের এবং কলিকাতা প্রভৃতি বাঙ্গালার নানা স্থানে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু কালীপাড়া ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর উক্ত কারবার সমূহ নষ্ট হইয়া যায় এবং যাহাদের নিকট টাকা পাওনা ছিল তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যাওয়ায় ঐ সব টাকা আদায়ের পথ একপ্রকার বন্ধ হয়। চুরির পরে তিনি বটেশ্বরের নিকটবর্ত্তী কুমারভোগ নামক গ্রামে এক খাজনা করা বাড়ীতে বসবাস করিতে থাকেন। কুমারভোগ আসিয়া দেড় বৎসরের মধ্যে কয়েকদিন আমাশয় রোগাক্রান্ত হইয়া গুরুপ্রসাদের দেহত্যাগ ঘটে। মৃত্যুকালে গুরুপ্রসাদ অস্থাবর জিনিষপত্র সহ ৪০০০৲ হাজার টাকার মত সর্ব্বমোট সম্পত্তি রাখিয়া যান; তৎসঙ্গে কিছু কর্জ্জও ছিল। মথুরাবাবুর মাতা ৺ব্রহ্মময়ী দেবী অতিশয় বুদ্ধিমতী ও গৃহকার্য্যে নিপুণা ছিলেন। তিনি ঐ সম্পত্তি দ্বারা কোন মতে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইয়া ৩টী ছেলের লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করেন।

মথুরাবাবু—গুরুপ্রসাদের তিন পুত্রের মধ্যে বিশেষ মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ললিতমোহন মৃগীরোগাক্রান্ত থাকায় তাঁহার বিশেষ লেখাপড়া শিক্ষা হয় নাই। তৃতীয় পুত্র লালমোহন পিতার

মৃত্যুকালে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়স্ক বালক ছিলেন। মথুরাবাবু—তাঁহার মাতুলালয় ষোলঘর গ্রামে কয়েক বৎসর মাইনর স্কুলে পড়িয়া ঢাকা পোগোজ স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ঢাকা পোগোজ স্কুল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই ডবল প্রমোশন পাইয়া ১৪।১৫ বৎসর বয়সেই প্রথম শ্রেণীতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কুলের প্রথম বৃত্তি পান। মেসে থাকিয়া এই বৃত্তির টাকা ও বাড়ী হইতে সামান্য টাকা যাহা আনিতে পারিতেন তাহা দ্বারা ঢাকা কলেজে এফ-এ পড়িতে থাকেন। এফ-এ পরীক্ষার ৬ মাস পূর্ব্বে মথুরাবাবু মারাত্মক ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হন। এই সময় ডাক্তার কবিরাজও তাঁহার জীবন সম্বন্ধে অনেকটা সংশয়াপন্ন হইয়াছিলেন। মথুরাবাবু বাল্যকাল হইতেই দেব-দ্বিজে বিশেষ ভক্তিমান্ ছিলেন। মৃত্যুভয়ে প্রায় ৬ মাসকাল পড়াশুনা করিতে পারেন নাই। তিনি ঢাকার স্থানীয় শ্রীশ্রীসীতানাথ জীউর মন্দিরে এবং ৺শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দিরে নিজের আরোগ্যার্থে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিতেন। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দিরে হত্যা দিয়া থাকিবার সময় তিনি একটী দৈববাণী শুনিলেন "বারদীর ব্রহ্মচারীর নিকট' যা, তোর মঙ্গল হবে।" তিনি বারদীর ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। অনেক অনুসন্ধান করিয়া কোন প্রকারে তিনি বারদী যাইয়া উক্ত মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পান। প্রথম দিন ব্রহ্মচারীবাবা ডাক্তার কবিরাজের আশ্রয় লইবার উপদেশ দেন। কিন্তু পরের দিন প্রাতে ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহাকে দীক্ষিত করেন এবং আশীর্ব্বাদ করেন—"তোর মঙ্গল হবে।" কিন্তু ঐহিক সম্বন্ধে কিছুই বলেন না। ব্যাধি বা পরীক্ষার সম্বন্ধে বলিলে তিনি ক্রোধের ভাণ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার দীক্ষায় এবং আশীর্ব্বাদ পাইয়া ঢাকা আসিলে দুইদিনের মধ্যেই উক্ত উৎকট রোগ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেন এবং তিনি ঐ বৎসরই এফ-এ পাশ করেন।

পরে বি, এ, পরীক্ষাও পাশ করেন। বি, এ, পড়িবার সময়ে ছাত্র পড়ানই তাঁহার পড়ার খরচ চালাইবার একমাত্র পথ ছিল। তিনি যখন বি, এ, পাশ করিলেন তখন পিতৃত্যক্ত সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইয়া প্রায় ১০০০ হাজার টাকা কর্জ্জ হইয়াছিল। পাশের খবর পাইবার ১ সপ্তাহের মধ্যেই তিনি ঢাকা জিলার অন্তর্গত রোয়াইল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য পান এবং ৭ বৎসর ঐ কাজ করেন। ঐ সময়ে তিনি তিনবার ডেপুটীগিরি পরীক্ষা দেন; দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যক্রমে একবারও কৃতকার্য্য হন নাই। ঐ কয়েক বৎসর হেড্‌মাষ্টারী করিবার ফলে ঋণের প্রায় ৫০০৲ টাকা পরিশোধ করেন। ১৩০৭ সালে ঢাকার কিশোরীলাল জুবিলী স্কুলের সহকারী শিক্ষকের কার্য্য পাইয়া ঢাকাতে Law পড়িতে আসেন; তথায় ১৩০৮ সালের সপ্তমী পূজার দিবস ৺ব্রহ্মচারীবাবার প্রতিমূর্ত্তি অর্চ্চনা করিবার সময় তিনি এক অনুপ্রেরণা (inspiration) পান যে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের কারবারে অল্পলাভে ঔষধ বিক্রয় করিলে তিনি নিজেও প্রভূত অর্থশালী হইবেন এবং জন সাধারণেরও যথেষ্ট উপকার করিতে পারিবেন। এই inspiration পাওয়ার পর ১৩০৮ সালের শুভ অগ্রহায়ণ মাসে, শক্তি ঔষধালয় কারবার অতি সামান্য মূলধন লইয়া আরম্ভ করেন। উক্ত কারবার মথুরাবাবুর বিশেষ সততা, পরিশ্রম ও যত্নে বর্ত্তমান সাফল্য লাভ করিয়াছে। কারবার আরম্ভ করিবার সময় মথুরাবাবুর মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয়-স্বজন সকলেই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং ওকালতী পরীক্ষা দিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে কিছুতেই কেহ কৃতকার্য্য হন নাই। এই কারবারে অকৃত্রিম ঔষধ প্রস্তুত করা ও অল্প লাভে বেশী কাটতি করা তাঁহার মূল মন্ত্র ছিল। কারবার আরম্ভ করিবার সময় চ্যবনপ্রাস, পঞ্চতিক্ত ঘৃত প্রভৃতি ২।৩টী ঔষধ প্রস্তুত করিবার কৌশল তিনি শিখিয়া

লইয়াছিলেন এবং উহাই যথেষ্ট পরিমাণে শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় বিক্রয় হওয়াতে বেশ লাভ হইতে লাগিল। ৩।৪ বৎসর এইরূপ চলিলে তিনি একজন বিশ্বাসী কবিরাজকে রাখিয়া কার্য্য চালাইতে লাগিলেন এবং ৩।৪ বৎসর পরে ঢাকার সুবিখ্যাত ৺ভগবান কবিরাজ মহাশয়ের নিকট তিনি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। আয়ুর্ব্বেদকে পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম চিকিৎসা বিজ্ঞান বলিয়া প্রমাণ করাই মথুরাবাবুর প্রধানতম উদ্দেশ্য হইল। তিনি দেশের অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে বিশেষ মনোযোগ না দিয়া অনবরত আয়ুর্ব্বেদের সেবাতেই নিযুক্ত আছেন। তিনি বুঝিয়াছেন যে আয়ুর্ব্বেদকে গৌরবময় করিয়া তুলিতে হইলে যেমন অকৃত্রিম ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে তেমনি বিচক্ষণ চিকিৎসকও সৃষ্টি করিতে হইবে। এজন্য তিনি ১৩১৬ সালে ঢাকায় একটী আয়ুর্ব্বেদীয় টোল স্থাপন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। শক্তি ঔষধালয় স্থাপনকালে মথুরাবাবু তাঁহার গুরুদেব ৺ব্রহ্মচারীবাবার নিকট এই মানত করিয়া কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন যে যদি কারবারের আয় মাসিক—১০০৲ একশত টাকার উর্দ্ধে হয় তবে আয়ের অর্দ্ধাংশ তিনি ৺ব্রহ্মচারী বাবার ও গৃহদেবতার সেবা পূজায় ও তদুপদিষ্ট দান ধ্যান পূজা অর্চ্চনা প্রভৃতি সৎকার্য্যে ব্যয় করিবেন। উক্ত মানত অনুযায়ী তিনি এই কারবারের আয়ের অর্দ্ধাংশ ব্রহ্মচারীবাবা ও গৃহদেবতার সেবা পূজা এবং অন্যান্য সৎকার্য্যের জন্য পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ আয় হইতে এই আয়ুর্ব্বেদ এবং দর্শনশাস্ত্র অধ্যাপনার ব্যয় প্রভৃতি নির্ব্বাহিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত কারখানা সংলগ্ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশে ৺ব্রহ্মচারীবাবার আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার সেবাপূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ আশ্রমে বহু দরিদ্র ছাত্র আহার ও বাসস্থান পাইয়া সংস্কৃত এবং স্থানীয় স্কুল, কলেজে অধ্যয়ন করে। ঐ আশ্রম হইতে বাঙ্গালার টোলের অধ্যাপকগণ বৃত্তি পাইয়া

থাকেন এবং তথায় একটী অতিথিশালা রহিয়াছে তাহাতে সমাগত অতিথিগণ আহার এবং বাসস্থান পাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত নীরব এবং সাময়িক দান অজস্র চলিতেছে। মথুরাবাবুর এই সকল প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালার গণ্য মান্য বহু ভদ্রলোক পরিদর্শন করিয়াছেন। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর বাহাদুরগণ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মহাত্মা গান্ধিজির সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই ও সামসুল হুদা (জজ হাইকোর্ট) প্রভৃতি হিন্দু, মুসলমান এই সকল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া অনেক শংসা করিয়াছেন। এই কারখানা ও শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পরিদর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া হরিদ্বারের শ্রীশ্রীভোলাগিরি মহারাজ অধ্যক্ষ মথুরাবাবুকে বলেন "এছাকাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিমে কই নেই কিয়া। আপ তো রাজচক্রবর্ত্তী হ্যায়।" তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীবাবার ও শ্রীশ্রীভোলাগিরি মহারাজ এবং অন্যান্য অনেক সজ্জনগণের আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া তিনি আদিষ্ট কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। আমরা এই কর্ম্মযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত মুড়াগাছা গ্রামের

প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় বংশ

খড়দহ মেল

(৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

রামকিশোর মুখোপাধ্যায় (পর্য্যায় ২৬) নদীয়া জেলার গোঠপাড়া নিবাসী কেশরগ্রামী রাজা রামদেব রায়ের কন্যা বিবাহী।

রামকিশোর পুত্র আত্মারাম, গৌরীচরণ, গঙ্গারাম, আনন্দীরাম, সদাশিব, রামকান্ত ও রামদেব ২৭। (৭৬ পৃঃ)

গঙ্গারাম স্থত রামগোবিন্দ, কালিচরণ, দুর্গাচরণ, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র ২৮। দুর্গাচরণ প্রসিদ্ধ দেবীদাসের পিতৃদেব।

শ্রীযুক্ত গিরিজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নিকট যে কুর্শীনামা রক্ষিত আছে তাহাতে নিম্নলিখিতরূপে বংশের ধারা বিবৃত হইয়াছে :—

রামভদ্র পুত্র গোপীজনবল্লভ, তৎস্থত রামনারায়ণ, তৎস্থত বিশ্বেশ্বর, তৎস্থত রামকিশোর, তৎস্থত রামগোবিন্দ, কালিচরণ, দুর্গাচরণ, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র। (সম্বন্ধনির্ণয় পূর্ব্ব সংস্করণে ইহারা কৃষ্ণবল্লভের ধারা বর্ণিত আছে)।

আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি উপরোক্ত গঙ্গারাম স্থত রামগোবিন্দ, কালিচরণ, দুর্গাচরণ, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র। ইহা গিরিজানন্দ বাবুও অনুমোদন করিয়াছেন।

রামগোবিন্দের (২৮) ধারা

রামগোবিন্দ স্থত রামগোপাল, বিজয়গোপাল, জয়গোপাল, নন্দগোপাল ও মদনগোপাল (০) ২৯।

রামগোপাল স্থত রাধিকাপ্রসাদ ও উমাপ্রসাদ ৩০। রাধিকাপ্রসাদ স্থত সত্যভূষণ (সেরেস্তাদার) ৩১। তৎস্থত রবি, মনু, পিনাকী ও ভসলী ৩২।

উমাপ্রসাদ স্থত শশীভূষণ, ব্রজভূষণ, বিধুভূষণ ও শ্রীভূষণ (D. S. P.) শশী স্থত যোগী, জিতিন, হিরু ৩২। যোগী স্থত লোহারাম (G. D. A., London) ৩৩। শ্রীভূষণ স্থত ৺রমেন (পুলিস ইন্‌সপেক্টর) ও গোপেন (মহৎ কর্ম্মী) ৩২।

বিজয়গোপাল স্থত কালিপ্রসাদ, গিরিজাপ্রসাদ ৩০। কালী স্থত মনমোহন, যোগীমোহন ও স্থরমোহন ৩১। জয়গোপাল স্থত কালীকান্ত ৩০। নন্দগোপাল স্থত শ্যামানন্দ, পূর্ণানন্দ ও হারানন্দ ৩০।

কুলক্রিয়া

বর্ত্তমান সময়ের কন্যাদের নাম, তাহাদের স্বামীর নাম ও বাসস্থান অজ্ঞাত।

কালীচরণের (২৮) ধারা

কালিচরণ সুত কাশিপ্রসাদ (Dewan), গঙ্গাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ ২৯। কাশী সুত তারিণীশঙ্কর (০), ত্রিবেণীশঙ্কর (০), ভবানীশঙ্কর, তারাশঙ্কর, উমাশঙ্কর, শ্যামশঙ্কর ও গৌরীশঙ্কর (০) ৩০।

ভবানীশঙ্কর সুত হিরালাল, চুণীলাল, বিনোদলাল, কিশোরীলাল (০) ৩১। হিরালাল সুত মনোমোহন, ফণীভূষণ ও রাজমোহন ৩২। মনোমোহন সুত গোপাল, নন্তু ও পন্তু ৩৩। ফণীভূষণ সুত কালিদাস ৩৩। চুণীলাল সুত রমণী, মোহিণী ও নলিনী ৩২। বিনোদলাল সুত গোপাল ৩২।

তারাশঙ্কর সুত পরেশ, আদ্যনাথ (০), ত্রৈলক্যনাথ, প্রমথনাথ (ইনি বরিশালের উকীল ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। বরিশালে নিজ বসত বাটী আছে) ও হেমাদ্রী ৩১। পরেশ সুত দক্ষিণা, বিন্দু (০), নিরূ, কুলদা ও ত্রিজানি ৩২। দক্ষিণা সুত ১ম নাম অজ্ঞাত, ২য় নাম অজ্ঞাত, ৩য় জিতেন ও ৪র্থ সত্যেন্দ্র ৩৩। কুলদা সুত কাবিল প্রভৃতি ৩৩।

ত্রৈলোক্যনাথ সুত পারী, সদু (০), পরমানন্দ ও শচী ৩২। শচী সুত সন্তু ৩৩।

প্রমথনাথ সুত ননী, ক্ষীরোদলাল (Addl. District Magistrate, 24 Parganas) ও নৃত্যলাল (Professor) ৩২।

হেমাদ্রী সুত অতুল (০) ৩২।

উমাশঙ্কর সুত দেবেন্দ্রনাথ (০) ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ (০) ৩১।

শ্যামশঙ্কর সুত বিহারীলাল, বেণুয়ারী, ধনঞ্জয় ও রামলাল ৩১। বিহারীলাল সুত জগবন্ধু ও অরুণ ৩২। বেণুয়ারী সুত হৃদয়নাথ ৩২। ধনঞ্জয় সুত দিনবন্ধু ৩২।

কুলক্রিয়া

বর্ত্তমান সময়ের কন্যাদের নাম তাহাদের স্বামীর নাম ও বাসস্থান অজ্ঞাত।

গঙ্গাপ্রসাদ সুত ঈশ্বরচন্দ্র (০), বিষ্ণু (০), শিব, রতন (০), পরেশ, বৈদ্য, গিরীশ, মাধব, শম্ভু ও ঈশান ৩০। শিবনাথ সুত সীতানাথ ও কৈলাস (৩১), কৈলাস সুত কুমুদ, প্রমোদ (০), গণেশ ও ক্ষীরোদ ৩২। বৈদ্যনাথ সুত কেদারনাথ ৩১। গিরিশ সুত হরিনাথ (০) ও কামাখ্যা (০) ৩১। শম্ভু সুত যোগেন্দ্র ও নরেন্দ্র ৩১। ঈশান সুত অঘোর ৩১। তৎসুত মহিম ও ক্ষিতু ৩২। ক্ষিতু সুত শঙ্কর ৩৩।

অন্নদাপ্রসাদ সুত চন্দ্রকান্ত (০) ও সূর্য্যকান্ত ৩০। সূর্য্যকান্ত সুত ব্রজলাল (০), অমৃতলাল (০) ও বিপিন (০) ৩১। অমৃতলাল সুত বিমলা ৩২। তৎসুত নিলাদ্রী, সত্যেন্দ্র, গোপেন্দ্র ও নৃপেন্দ্র ৩৩।

নিলাদ্রী সুত পাঁচু, সাধু ও কালো ৩৪।

কুলক্রিয়া

বর্ত্তমান সময়ের কন্যাদের নাম তাহাদের স্বামীর নাম ও বাসস্থান অজ্ঞাত।

দুর্গাচরণের (২৮) ধারা

দুর্গাচরণ সুত দেবীদাস (১৭৮৮-১৮৩৮), ঠাকুরদাস, তারাদাস ও কালিদাস ২৯।

দেবীদাস সুত জগচ্চন্দ্র (লালা বাবু), বৃন্দাবন ও কুঞ্জলাল (০) ম্যাজিষ্ট্রেট ৩০।

জগচ্চন্দ্রের ৮ পুত্র ৺গঙ্গেশ, ৺শিতল, ৺রাখালরাজ, দ্বিজরাজ, ধীরাজ (ইনি সব-রেজিষ্টার ছিলেন), ব্রজরাজ, ৺ঋষিরাজ (০) ও ৺গিরিরাজ (ইনি পুলিশ সুপারিণ্টেনডেণ্ট ছিলেন) ৩১।

৺রাখালরাজ সুত অনুকূল, সানুকূল, ৺মণিকূল (০), ৺সত্যকূল (০) ও ৺ষষ্ঠী ৩২।

অনুকূল সুত উমাদাস M. Sc. (Professor of Physics Amraoti) ও গৌরীদাস B. Sc. ৩৩।

ষষ্ঠী সুত ফেলু ৩৩।

সানুকূল বাবু গয়া সুগার মিলের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু মোহিতকুমার সরকার (বন্দ্যোপাধ্যায়) মহাশয়ের ভগ্নীপতি। ইনি সপরিবারে জব্বলপুরে বাস করিতেছেন।

সানুকূল সুত শিবু, শম্ভু ও নন্কু ৩৩। শিবদাস মধ্যপ্রদেশের মান্দালাতে পি-ডবলু-ডির ওভারসিয়ার।

দ্বিজরাজ সুত শঙ্কর (রেলওয়ে কর্ম্মচারী), গিরিজানন্দ B. Sc. (স্কুল মাষ্টার, বিদ্যাসাগর স্কুল, ১০০ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা), পূর্ণচন্দ্র (রেলওয়ে কর্ম্মচারী) ও শরদিন্দু ৩২।

শঙ্কর (জন্ম ১৩০৫) সুত শম্ভু, শিব ও হর ৩৩।

গিরিজানন্দ (জন্ম ১৩১০) সুত বিনয়ানন্দ (জন্ম ১৩৩৭), বরদানন্দ, কমলানন্দ ও কন্যা—সুজাতা, গীতা ৩৩।

পূর্ণচন্দ্র (জন্ম ১৩১৩) সুত হরি, চুনচুন ৩৩।

শরদিন্দু (জন্ম ১৩১৮) সুত ডুলু (দিলীপ) ৩৩। শরদিন্দু বাবু শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার সরকার (বন্দ্যোপাধ্যায়ের) জ্যেষ্ঠা কন্যা মায়া দেবীকে বিবাহ করেন।

ধীরাজ সুত লক্ষ্মীপতি (০), শ্রীপতি (০), শান্তিরাম (Doctor) ও ৺নীলু ৩২।

ব্রজরাজ সুত কালী, হরি B. Sc. ও সুনীল ৩২।

গিরিরাজ সুত সিদ্ধেশ্বর, বাণেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর ৩২।

বৃন্দাবন সুত ৺কানাই, ৺বলাই, ৺ছিদাম, ৺সুবল (০), ৺ফণী, ৺ঘনশ্যাম ও নবনীভূষণ (০) ৩১।

কানাই সুত ৺নিরঞ্জন (০), ৺সঞ্জিবন (০) ইত্যাদি ৩২।

বলাই সুত দুঃখহরণ, ৺চিত্তহরণ (০) ও ৺চিন্তাহরণ (০) ৩২। দুঃখহরণ সুত নমু, চণ্ডি, কালো ও নারুল ৩৩।

ছিদাম সুত ৺শিশির, ৺সনৎ, ৺নীলকান্ত ও নন্দদুলাল ৩২। শিশির সুত ভূজেন ৩৩।

ফণী সুত ৺হরেন, ৺সুবোধ, ৺প্রমোদ, ৺ অনিল ও ৺কৃষ্ণ ৩২।

ঘনশ্যাম সুত শান্তি ও হরিগোপাল ৩২।

চণ্ডীদাস (২৯) সুত শ্রীনাথ ও মথুরানাথ ৩০।

শ্রীনাথ সুত প্রতাপ (০), জগদীশ (০), সুরেন্দ্র, বেজচন্দ্র (০) ও পুরেন্দ্র (০) ৩১।

মথুরনাথ সুত বিনোদবিহারী (০), বিপিন (০), দ্বারিকানাথ, আদ্যনাথ, কামাখ্যা (০) ও নদেরচাঁদ (০) ৩১।

দ্বারিকা সুত বিপুলা ৩২। আদ্যনাথ সুত হাকিম ৩২।

কালিদাস (২৯) সুত বাণীকান্ত, নীলকান্ত, কমলা ও রাধাকান্ত ৩০।

বাণীকান্ত সুত তিনকড়ি (০) ও রমাপ্রসাদ ৩১।

নীলকান্ত সুত আশুতোষ ৩১। তৎসুত সত্য, ধর্ম্মদাস, কৃষ্ণচন্দ্র ও নৃত্যগোপাল ৩২।

কমলা সুত রাজেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্র ৩১।

রাজেন্দ্র সুত বারাণসী, ললিতমোহন ও হরিমোহন ৩২।

ব্রজেন্দ্র সুত ষষ্ঠীচরণ ও নৃপেন্দ্র ৩২।

কুলক্রিয়া

বর্ত্তমান সময়ে কন্যাদিগের নাম স্বামীর নাম ও বাসস্থান

শ্রীদ্বিজরাজ মুখোর—

১মা কন্যা—৺লাবণ্যপ্রভা স্বামী কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীসুধীরকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নদীয়া মহারাজের দৌহিত্র বংশ।

২য়া কন্যা—গৌরীবালা—স্বামী ৺দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রাম ধর্ম্মপুর-গোবরডাঙ্গা ২৪ পরগণা।

৩য়া কন্যা—গোঠপাড়া নিবাসী শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায় পিতা—৺শশধর চট্টোপাধ্যায়।

৪র্থা কন্যা—মুড়াগাছা নিবাসী—রাধাপদ চট্টোপাধ্যায়।

১ম পুত্র শঙ্কর মুখো—স্ত্রী—৺কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা—লাবণ্যময়ী কুবেরনগর।

২য় পুত্র গিরিজানন্দ „ „ শ্রীঅমূল্যনাথ বন্দ্যোর—৩য়া কন্যা— „ মিনারাণী, কাশী-শিবালয়।

৩য় পুত্র পূর্ণচন্দ্র „ „ „ ৪র্থা কন্যা— হৈমবতী „

৪র্থ পুত্র শরদিন্দু „ „ শ্রীমোহিতকুমার সরকারের—১মা কন্যা —মায়াদেবী, ধর্ম্মদহ।

রামচন্দ্রের (২৮) ধারা

রামচন্দ্র সুত মাণিকচন্দ্র, ভৈরব (০), শিব ও রাজীবলোচন (০) ২৯

মাণিক সুত শ্যামচন্দ্র ৩০। শিব সুত মোহিনী (০) ৩০।

দেবীদাসের দৌহিত্র বংশ।

১মা কন্যার বংশ

স্বামীর নাম ভৈরব গঙ্গো বাটী অজ্ঞাত বিবাহের পর মুড়াগাছায় বাস।

১মা কন্যার নাম অজ্ঞাত। পুত্র ১ম ও ২য় নাম অজ্ঞাত। ৩য় পুত্র গোকুল গঙ্গোপাধ্যায়। গোকুল সুত সুকুমার (Postal Superintendent) প্রভৃতি।

২য়া কন্যা সরস্বতীর বংশ

স্বামীর নাম সম্ভব ভগবান চট্টো বাটী অজ্ঞাত বিবাহের পর মুড়াগাছায় বাস।

সরস্বতী সুত যদুপতি চট্টো ও ভূপতি (চট্টোঃ) এবং কন্যা হরিমতি ও প্রভাবতী।

যদুপতি চট্টো সুত ৺যতীন্দ্র, ৺জীতেন্দ্র (District Judge) ও ৺চারু (০)। যতীন্দ্র সুত রামপ্রসাদ ও শ্যামপ্রসাদ। জীতেন্দ্র সুত ৺তুমু, দেবপ্রসাদ (Bar-at-law ; Cal., High Court.) প্রভৃতি ৩ পুত্র।

ভূপতি সুত কালিচরণ। তৎসুত তারাপ্রসাদ। তারাপ্রসাদ (Stenographer of a Bar-at-law, Calcutta)। ইনি বসিরহাটের শ্রীযুক্ত অমর নাথ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম জামাতা। তারাপ্রসাদ সুত ভবানীপ্রসাদ ও শঙ্করপ্রসাদ।

সরস্বতীর দৌহিত্র বংশ

(হরিমতি স্বামী বিজয় মুখো বাড়ী খড়দহ বর্ত্তমান বাসস্থান মুড়াগাছা)

হরিমতি সুত ৺নগেন্দ্র মুখো Pleader (০) ও যোগীন্দ্র মুখো। যোগীন্দ্র সুত শচীন্দ্র (Sub-Divisional Officer) ও অতীন্দ্র (Sub-Divisional Officer), রবীন্দ্র ও ৺সুধীন্দ্র।

প্রভাবতী (স্বামীর নাম কৃষ্ণগোপাল মুখো কৃষ্ণনগর। সুত ৺আনন্দগোপাল মুখো (Registrar) ও প্রাণগোপাল মুখো (Postal Superintendent)।

আনন্দ সুত প্রবোধগোপাল (Public Prosecutor Sibpore Howrah) প্রভৃতি।

প্রাণগোপাল সুত তপোগোপাল (Postal Supdt.) ও গৌরগোপাল।

তৃতীয়া কন্যার বংশ

নাম অজ্ঞাত বাসস্থান সাধনপাড়া মুড়াগাছা।

৩য়া কন্যার পুত্র শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রভৃতি ৩ পুত্র। শ্রীগোপাল সুত ৺খগেন্দ্র, হরিদাস (Police Inspector) প্রভৃতি ৩ পুত্র।

৪র্থী কন্যার নাম ও বংশ অজ্ঞাত।

৫মা কন্যার বংশ (নাম অজ্ঞাত)। আদি বাসস্থান আন্দুলিয়া, রাণাঘাট। বর্ত্তমান বাসস্থান বর্দ্ধমান। পুত্র সজনী চট্টো (Famous Pleader Burdwan) ও রজনী চট্টো। সজনী সুত—বোকা, মনু। রজনী সুত নলিনী চট্টো (Professor University College, Calcutta) বর্ত্তমান বাসস্থান কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত গিরিজানন্দ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও গয়া সুগার মিলের সেকরেটারী শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার সরকার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত। অক্টোবর ১৯৩৮।

প্রসিদ্ধ কবি, নাট্যকার ও সাহিত্যিক,

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য নাটক প্রণেতা

ঢাকার সপ্তাহিক পত্র **স্বায়ত্ত-শাসন** সম্পাদক

শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়

কবিভূষণ নাট্যবিদ্যাবিনোদ।

ইনি বঙ্গাব্দ ১২৭৮ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ বরিশাল জেলার বাকপুর গ্রামে মাতামহাশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার স্বর্গীয় মাতামহ বাকপুরের প্রসিদ্ধ শিমলায়ী শ্রোত্রিয় বংশোদ্ভব। কালীভূষণের পৈত্রিক নিবাস ফরিদপুর জেলার কালমৃধা গ্রাম। তাঁহার পিতা শশিভূষণের মাতুল কালামৃধার প্রসিদ্ধ জমিদার ৺ঈশানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়। সেখানে তাঁহার পাকা বসতবাটী আছে, কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ ঢাকা নগরীর ওয়ারী সহর-পল্লীতে বাস-বাটী নির্ম্মাণ করিয়া সেইখানেই স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন।

কালীভূষণ তাঁহার পিতার কর্ম্মস্থল ঢাকা জেলার কালীগঞ্জ স্কুল হইতে ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। সেখান হইতে ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা কলেজে প্রবিষ্ট হন। সেখানে কিছুদিন অধ্যয়নান্তে তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ভর্ত্তি হন। এখানে তাঁহার এফ-এ পরীক্ষা দিবার অল্পপূর্ব্বে হঠাৎ পিতৃবিয়োগ ঘটিলে পিতার একমাত্র পুত্র বিধায় তাঁহার পাঠদ্দশার অবসান হয়। তাঁহার পিতার পরম বন্ধু বিখ্যাত সাহিত্যরথী ঢাকার ভাওয়াল রাজ ষ্টেটের তৎকালীন চীফ ম্যানেজার—রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সি-আই-ই কালীভূষণকে ভাওয়াল ষ্টেটে তাঁহার পিতৃকার্য্যে নিয়োজিত করেন। তাঁহার সংস্পর্শ ও উৎসাহ কালীভূষণের সাহিত্য সাধনার বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। কালীভূষণ

আজীবন সাহিত্যসেবী, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবিত্বশক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যালয়ে নিম্ন শ্রেণীতে পাঠকালেই তিনি হস্ত-লিখিত সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেন (তাহার নিদর্শন "কালীগঞ্জ গেজেট" ও "হিন্দু পত্রিকা" প্রভৃতি) এবং নানা উপলক্ষে কবিতাদি লিখিতেন। ঐ কালেই তাঁহার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ "নলোপাখ্যান নাটক" প্রকাশিত হয়।

তিনি বাঙ্গালা ১৩০২ সালের শেষ হইতে ১৩১৯ সাল পর্য্যন্ত ভাওয়াল ষ্টেটের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন। এই সময়েই তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের তিনখানি প্রসিদ্ধ কাব্য ও কতিপয় নাটকাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কালীভূষণ তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনায় এক বৈশিষ্ট স্থাপন করেন; তাহাতে স্বনামধন্য ৺রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেন যে, চিরস্মরণীয় মধুসূদনের ছন্দের অনুকরণ বড় সহজ নহে তথাপি আপনি সে ছন্দ রচনায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ আপনার ছন্দ অতি সরল ও সহজ। সুবিখ্যাত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেন—কাব্যের ছন্দ "অমিত্রাক্ষর ছন্দের সুন্দর আদর্শ"।

সাহিত্য সাধনার প্রবল তাড়নায় বিগত ১৩২০ সালের বৈশাখ মাসে কালীভূষণ তদীয় চাকুরী-জীবন স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা সহরে অধিষ্ঠিত হন। এখানে আসিয়া তিনি অবিরাম সাহিত্য চর্চ্চায় নিয়োজিত আছেন। কাব্য, নাটক ও পদ্য গদ্য নানারকমে তাঁহার প্রায় অর্দ্ধশত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আজ বার বৎসর ঢাকার বিশিষ্ট সাংবাদিকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি এদেশের বালিকা পাঠ্য পুস্তকের বিশিষ্ট প্রবর্ত্তক।

ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধে তিনি অভিনব প্রণালীতে "মর্ত্ত্যমঙ্গল" ও "মাতৃমঙ্গল" নামে দুইখানি স্বাস্থ্য নাটক লিখিয়া দেন। গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে তাহা অভিনীত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া বর্ত্তমানে ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড সাহেব বাহাদুর ও ভূতপূর্ব্ব বঙ্গলাট লর্ড লিটন সাহেব

বাহাদুর প্রভৃতি ভারতের বিশিষ্ট রাজপুরুষ ও স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ জননেতৃগণ কর্ত্তৃক বিশেষ আদৃত হয়। প্রথমোক্ত গ্রন্থখানি ইউরোপের বিখ্যাত "লিগ-অব-নেশানের" কর্ম্মিগণ কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত হইয়া দূরদেশে অভিনীত হইয়াছিল।

সমাজ সংস্কারমূলক "কুলীন বামণ" প্রহসন পুস্তক লিখিয়া তিনি এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের সমাজে আলোড়ন উত্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নাটকগুলি আধুনিক সামাজিক নানারূপ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি তীব্র কষাঘাতে পূর্ণ। সঙ্গীত রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। বড় বড় সম্মিলন-সমিতিতেও তাঁহার সঙ্গীতে উন্মাদনা দিয়াছে। তাঁহার অনেক সঙ্গীত রেকর্ডে স্থান পাইয়াছে।

তাঁহার একমাত্র কন্যা কুমারী ঊষারাণী দেবী (ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থিনী) পিতার সাহিত্য সাধনার ও প্রচারের সহকারিণী হইয়াছেন ইহা বড়ই আনন্দের বিষয় হইয়াছে।

আমারা ভগবানের নিকট এরূপ লেখকের দীর্ঘ জীবন ও ক্ষীণ স্বাস্থ্যের উন্নতি কামনা করি।

(এই অংশ ২৪৫ পৃষ্ঠার পর পাঠ্য)

দেবীদাসের পিতা **দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়** (ইং ১৭৫৭—১৮১৭ অব্দ):—ইনি অস্বাভাবিক বলবান ছিলেন। বেলগাছ তলায় বাঘ দেখিয়া লেজ ধরিয়া টানেন। ফলে বাঘ আক্রমণ করে। বাঘকে বগলে চাপিয়া বেল দিয়া বাঘ মারেন। মহিষের শিং নির্ম্মিত ইহার ধনু এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে। ইহার অব্যর্থ শরসন্ধানে অনেকবার ডাকাত দল বিদ্ধস্ত হয়।

দেওয়ান **দেবীদাস মুখোপাধ্যায়** (ইং ১৭৮৮—১৮৪৮ অব্দ):—পয়সা না থাকায় নাপিতে চুল কাটিয়া দিতে চাহে নাই।

১৭ বৎসর বয়সে পায়ে হাঁটিয়া মুর্শিদাবাদ যান। নবাবের সাক্ষাৎ পান না। পদব্রজে, শ্যামনগর * (খড়দা) আসিয়া তথাকার রাজবাড়ীর প্রাচীরে অসুস্থ অবস্থায় মলিন বসনে অনাহারে বসিয়া থাকেন। রাজা দেখিতে পাইয়া তাঁহার সকল কথা শ্রবণ করিয়া চাকরী দেন। পরে তিনি ম্যানেজার হন। রাজবাড়ীতে লাট সাহেব বাহাদুর আসিলে অভ্যর্থনার ভার তাঁহার উপর পড়ে। লাট সাহেব বাহাদুর তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মদক্ষতা ও মেধা দেখিয়া মেদিনীপুর জেলার হিজলীর নিমক মহলের দেওয়ান নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাকে পরে কএকটী জায়গীরও প্রদান করিয়াছিলেন।

এদিকে বৃদ্ধা বিধবা মাতা গুড়গুড়িয়া নদীতে, পূজার বাসন মাজিতেছেন এমন সময় জয়ডঙ্কা বাজাইয়া কয়েকখানি নৌকা সমেত বজরা ঘাটে লাগিল। দেবীদাস বজরা হইতে অবতরণ মাত্র তাঁহার মাতা গোরাতে ধরিতে আসিতেছে ভাবিয়া, পরিধেয় বস্ত্র আবরণ করিয়া নিকটস্থ গাছের পাশে দাঁড়াইলেন। রাজবেশ পরিহিত পুত্র দেবীদাস মাথার মুকুট মাতৃ পাদদেশে স্থাপন করিয়া সেই গাছতলাতেই সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। পরে গৃহে যাইয়া মাতৃপাদমূলে বিপুল ধনরত্ন ঢালিয়া দিলেন।

লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে মুড়াগাছার বসতবাটী, কাছারী বাড়ী ও পূজার দালান এবং শ্রীশ্রীসর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

তিনি বাৎসরিক ষাটহাজার টাকার হস্তবুদ আদায়ের সম্পত্তি ও নগদ নয় লক্ষ টাকা পুত্রগণের জন্য রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র **জগচ্চন্দ্রই** (প্রসিদ্ধ লালা বাবু) সমস্ত বিষয় সম্পত্তির কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন।

কাশী, পুরী ও বৃন্দাবনে দেবীদাসের স্থাপিত মন্দির আছে। মন্দিরের সেবাইতগণকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায় যে,সেবার ব্যবস্থা করিয়া

---

* বর্ত্তমান সময়ে শ্যামনগরে রাজবাড়ীর কোন চিহ্ন নাই।

গিয়াছেন। নাম প্রকাশ হইবে বলিয়া মন্দিরে কোন নামের চিহ্ন রাখেন নাই। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন "কৃষ্ণের জন্য কৃষ্ণের মন্দির নামের জন্য নহে।" এরূপ ভাগ্যবান পুরুষ বাঙ্গলা দেশে অতি বিরল।

তিনি মুড়াগাছায় শিবমন্দির, চাঁদনী চক্, নহবৎ খানা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। দুর্গাপূজার দালান জিলার মধ্যে দর্শনযোগ্য বস্তু। বাৎসরিক উৎসব শ্রীশ্রীসর্ব্বমঙ্গলা পূজা উপলক্ষে বৈশাখ সংক্রান্তিতে মেলা বসে।

জগচ্চন্দ্র (মুড়াগাছার প্রসিদ্ধ জমিদার লালাবাবু) :—জন্ম ইং ১৮২৩ আষাঢ় মৃত্যু ইং ১৯১২ আষাঢ়। ইনি অতিশয় সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। বড়লোক হইলেও নিজকে কখনও বড় ভাবিতেন না। লাট বাহাদুরের দরবারেও যেমন প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেন গরীব এবং জনসাধারণ হিন্দু মুসলমান সকলের পাশে বসিয়াও তদ্রূপ আমোদ আহ্লাদ করিতেন। ইঁহার দান ও সকলের প্রতি ভালবাসার কথা আজিও গ্রামবাসী বা জেলাবাসী-দিগের নিকট শুনা যায়। যখন সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় তখনও ইঁহার দুঃখের লেশ মাত্র বুঝা যায় নাই। সৎকর্ম্মে ও দীন দুঃখীকে এবং আমোদ আহ্লাদে দানের জন্য তাঁহার হস্ত সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। তিনি পাখী পুষিতে বড় ভাল বাসিতেন। সে জন্য ভারতের নানা স্থানের বহুমূল্য পাখী মুড়াগাছার কাছারী বাড়ী শোভিত ছিল।

দেশে নিজ ব্যয়ে হাই স্কুল স্থাপন করেন। গরীব ছাত্রেরা ও শিক্ষকেরা আহারাদি তাঁহার বাড়িতে করিতেন। পোষ্ট অফিস, রেল ষ্টেসন ও বাজার প্রভৃতি স্থাপনের ব্যবস্থা তিনিই করেন। দুর্ভিক্ষের সময় অকাতরে চাউল বিতরণ করেন। ইনি অশ্বারোহণে ব্যাঘ্র শিকার প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। একবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় হঠাৎ ব্যাঘ্র আক্রমণ করে। সেই বেঙ্গল টাইগারের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করেন। সর্ব্বাঙ্গে বাঘের দাঁত ও নখের ক্ষত চিহ্ন ছিল। বাঘের বিষ নষ্ট করিবার নানা প্রকার ঔষধ তাঁহার জানা ছিল।

জগচ্চন্দ্র (লালা বাবু) ৺শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা ও ৺শ্রীশ্রীশ্যামাকালী পূজা মহা সমারোহে করিতেন। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি সর্ব্বজাতিকে অপরিমেয় ভোজন করাইতে ভাল বাসিতেন। এবং গরীব লোককেও নানা প্রকার দান করিতেন

কালের গতিতে লালাবাবুর আর্থিক অবস্থা মন্দ হইলে সরকার বাহাদুর তাঁহার যোগ্য পুত্রগণকে উচ্চ কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া এই বংশের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।

বলাই লাল মুখোপাধ্যায় (জগচ্চন্দ্রের ভ্রাতা বৃন্দাবন চন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র)। গোবরডাঙ্গার মন্থ বাবু, কে, এন, চৌধুরী প্রভৃতি ইহার নিকট শিকার কৌশল শিক্ষা করেন। রাজা আশুতোষ নাথ রায়, মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী প্রভৃতি ইহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন। এবং তাঁহাদের সকল কার্যেই বলাই দা না থাকিলে চলিত না। ইনি অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ্ লর্ড কিচিনার সাহেব বাহাদুর ইহার সহিত সাক্ষাতে ইহার স্বাস্থ্য ও অবয়ব সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশংসা করেন। শেষ বয়সে আর্থিক অবস্থা মন্দ হইলেও মনের জোর কমে নাই। ইহার বিষয় সম্পত্তি অপহারক কোন ধনী আত্মীয় কিছু উৎকৃষ্ট ফল লইয়া সাক্ষ্যাৎ করিতে আসিলে ইনি তাঁহাকে বলেন, সিংহের নিকট শৃগাল শিকার লইয়া আসিয়াছে, উহা সিংহের অভক্ষ্য। শৃগালেই উহা ভক্ষন করুক। নাড়ী ছাড়িয়া গেলেও ইনি শান্তিপুরের ধুতি ও এসেন্স মাখাইয়া দিতে বলেন ও বন্দুকটা সঙ্গে দিতে বলেন এবং পুত্রগণকে বলিলেন যদি খটিয়া কিনিবার পয়সা না থাকে দরজার কপাট খুলিয়া আমার খাটিয়া করিবে। কাহারও নিকট চাহিও না। বন্ধুরা বলাই বাবুর অবস্থার কথা জানিতেন না। কার্ত্তুজ এসেন্স তাঁহারা উপহার দিতেন ও সরবরাহ করিতেন।

৺ধীরাজ মুখোপাধ্যায় (লালা বাবুর পুত্র) :—ইনি সব-রেজিষ্ট্রার

ছিলেন এবং অতি ধার্ম্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইহার ন্যায় বিচারের জন্য কলিকাতার জনসাধারণ ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। মাতার প্রতি অসাধারণ ভক্তি, ভ্রাতা ও ভগ্নির প্রতি অসাধারণ ভালবাসা ছিল।

৺গিরিরাজ মুখোপাধ্যায় (লালা বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র):—ইনি ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন। ইনি অন্ততঃ দুই শত লোকের অধিক লোকের চাকরি করিয়া দিয়াছেন। যখন যিনি তাঁহাকে ধরিয়াছেন তিনি বিনা স্বার্থে বা ওজরে তাহার চাকুরীর জন্য সাহেবের কাছে প্রার্থনা ও উমেদারী করিয়াছেন। তিনি বলিতেন একজনের চাকরী করিয়া দেওয়া মানে সারা জীবন তাহার অন্নদানের সংস্থান। এই জন্য দেশের লোক তাঁহাকে দেবতা মনে করিত। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে দেশের লোক ব্যথিত হইয়াছে।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর।

ইনি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং মহাপ্রভুর বিখ্যাত ভক্ত শ্রীবাস আচার্য্যের ভ্রাতৃ সুতা বিধবা নারায়ণী দেবীর গর্ভজাত। ইনি ব্যাস অবতার। ইহার জন্ম বৃত্তান্ত অলৌকিক। ইহার বিধবা জননী নারায়ণী মহাপ্রভুর তাম্বুলের চর্ব্বিতার শেষ ভোজনে গর্ভবতী হন। যথা—

উদ্ধব দাসের প্রাচীন পদে ঃ—

শ্রীপ্রভুর চর্ব্বিত পান,
স্নেহ বশে কৈলা দান,
নারায়ণী ঠাকুরাণী হাতে।
শৈশব বিধবা ধনী, সাধ্বীসতী
শিরোমণি ভোজন করিল
সে চর্ব্বিতে ॥

প্রভুশক্তি সঞ্চারিণী
বালিকা গর্ভিণী হইল।
ইথে দোষ কিছুই নহিল।
দশ মাস পূর্ণ যবে
মাতৃ গর্ভ হৈতে তবে
সুন্দর তনয় এক হৈল ॥
সেই বৃন্দাবন দাস,
ত্রিভুবনে সুপ্রকাশ,
চৈতন্য লীলার ব্যাস যেই,
উদ্ধব দাসের দয়া
করি দিবে পদ ছায়া
প্রভুর মানস পুত্র সেই ॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বংশ নাই। কারণ তিনি বিবাহ করেন নাই। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে, তাঁহার তিন জন বিখ্যাত শিষ্যের মধ্যে কায়স্থ জাতীয় রামহরি দাস দেনুড়ের শ্রীপাটের সেবাইত ছিলেন এবং পুত্র পৌত্র ও শিষ্যাদি ক্রমে রামহরির বংশধর মহন্তগণ শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সমুদায় কীর্ত্তি কলাপ বজায় রাখিয়া চলিতেছেন এবং দেনুড় গ্রামকে বৈষ্ণব সাহিত্য জগতের কেন্দ্র স্থানের সুনাম রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। এ কারণ রামহরি দাস কায়স্থ জাতি হইলেও শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ইঁহাদিগের বিষয় এখানেই বর্ণিত হইতেছে।

বর্দ্ধমান জেলার কালনা মহকুমার মন্তেশ্বর থানার মাত্র ৩ মাইল ব্যবধান দেনুড় বা দেন্দুরা গ্রাম, ইহা একটী প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী জনপদ বিশেষ। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই গ্রামটী বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী বক্তিগণের পবিত্র তীর্থ, যেহেতু মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসাবতার বঙ্গের আদি কবি

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত প্রণেতা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট বলিয়া; প্রাচীন বৈষ্ণব জগতে চির প্রসিদ্ধ। ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীনিতাই গৌর সুন্দর ও শ্রীশ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র জিব (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি) বিরাজিত আছেন এবং শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাহার এই শ্রীপাটে অবস্থান করিয়াই তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের আদেশেই শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল বা শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন, ইহা বৈষ্ণব জগতে চির প্রসিদ্ধ।

এই গ্রামে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাটে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের স্বকৃত স্বহস্ত লিখিত শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্দের টিপ্পনী এখনও বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমানে শ্রীপাট পানিহাটী শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির হইতে এই শ্রীগ্রন্থের একটী ছিন্নপত্রের ফটো প্রচারিত হইতেছে। অধিকন্তু ভগবান্ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গুরু সন্দীপনা মুনির অবতার শ্রীপাদ কেশব ভারতীর প্রকট ভূমি বলিয়াও এই জনপদটী বৈষ্ণব জন সাধারণের চির পরিচিত ও চির পূজিত। ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার নিজ জন, নিত্য পরিকর যে মহাপুরুষ কেশব ভারতীকে সন্ন্যাস গুরুত্বে বরণ করিয়া চিরধন্য চিরকৃতার্থ করিয়াছেন তাঁহারই ভ্রাতৃবংশীয় অধঃস্তন ব্যক্তিগণ অদ্যাপি এই গ্রামে অবস্থান করিতেছেন।

এই গ্রামেই রামহরি দাস নামে জনৈক মহাত্মা শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রকট কালে আবির্ভূত হন। ইনি হরিদ্বার মায়াপুর হইতে আগত দেবদত্ত মহাত্মা বংশীয় কাশ্যপ গোত্রীয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর কায়স্থ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার গৃহেতেই বেদব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কর্ত্তৃক শ্রীপাট সংস্থাপিত হয় ও ইহাকে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের আদেশেই নিজ শিষ্যত্ব অঙ্গিকার করেন। পরবর্ত্তীকালে ইঁহার অলৌকিক ভজন সাধনাদি ও বিশিষ্ট গুণাদির পরিচয় পাইয়া মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, ইঁহাকে বৈষ্ণব আচার্য্যত্ব ও "মহন্ত ঠাকুর" উপাধিতে ভূষিত করেন।

বর্ত্তমান সময়ে এই মহাত্মার অধঃস্তন ব্যক্তিগণ দেন্দুড় বা দেন্দুরা গ্রামের ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের শ্রীপাটের সেবাইত রূপে বিদ্যমান আছেন। ইঁহাদের বর্ত্তমান উপাধি "মহন্ত"। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত দেখা যায় যে ইহাদের কায়স্থ হইতে নিম্নতর শ্রেণীর জাতি শিষ্য আছেন।

ইঁহাদের মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন জেলার অধিবাসী উত্তর রাঢ়ী শ্রেণী সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণের সঙ্গে আদান প্রদান বিবাহাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এই বংশীয় ব্যক্তিগণের একটী প্রাচীন বংশানুক্রমিক প্রথা যাহা বর্ত্তমান দেশ কালাদির বশে বিপর্য্যয় ঘটিলেও নূন্যাধিক কিছু কিছু এখনও পরিলক্ষিত হয়। যথা—বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত উত্তর রাঢ়ীয় শ্রেণী কায়স্থ কুলের সঙ্গে আদান প্রদান বিবাহাদি কার্য্য হয়। উত্তর রাঢ়ী শ্রেণী দীক্ষিত কায়স্থ নর নারী মাত্রকেই ইঁহারা বৈষ্ণবাদি অভিধানে অভিহিত করিয়াই তাহাদেরই পাক পর্ণাদি গ্রহণ করেন, নতুবা সমাজিক ভাবে সাধারণ কায়স্থাদির গৃহে ভোজনাদি ব্যাপারে ইহারা বিরত থাকেন। এই বংশীয় ব্যক্তিগণ দীক্ষাদি কার্য্য তাহারা নিজ বংশীয় ব্যক্তিগণের নিকটেই বংশ পরম্পরাভাবেই গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীপাট দেন্দুড় বা দেন্দুরায় শুভাগমন ও শ্রীপাট সংস্থাপনাদি বিস্তৃত বিবরণ শ্রীপাট দেন্দুড় বা দেন্দুরা শ্রীপাট বাটী হইতে প্রকাশিত "শ্রীপাট প্রকাশ" ও "দেন্দুরের প্রাচীন বৈষ্ণব মহিমা" নামক পুস্তকে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত আছে। এই মহন্ত বংশীয় ব্যক্তিগণের বংশানুক্রমিক শিষ্য পরম্পরা ধারা নির্ণয় যথা :—

১।	শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভু।	আদি গুরু উপাস্যদেব
২।	শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর।	শিষ্য
৩।	শ্রীরামহরি দাস মহন্ত।	শিষ্য
৪।	শ্রীগোকুলানন্দ মহন্ত।	পুত্র ও শিষ্য

৫।	শ্রীকৃষ্ণদাস মহন্ত।	পুত্র ও শিষ্য
৬।	শ্রীগৌরাঙ্গদাস মহন্ত।	পুত্র ও শিষ্য
৭।	শ্রীনিত্যানন্দ দাস মহন্ত।	পুত্র ও শিষ্য
৮।	শ্রীগদাধর দাস মহন্ত।	পুত্র ও শিষ্য
৯।	শ্রীঅদ্বৈত চরণ দাস মহন্ত।	পুত্র ও শিষ্য
১০।	শ্রীবৈষ্ণব চরণ দাস মহন্ত।	পুত্র ও শিষ্য
১১।	শ্রীমুরারিধর মহন্ত।	পুত্র ও শিষ্য
১২।	শ্রীআনন্দচন্দ্র মহন্ত।	পুত্র ও শিষ্য
১৩।	শ্রীবদনচন্দ্র মহন্ত।	পুত্র ও শিষ্য
১৪।	শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র মহন্ত।	পুত্র ও শিষ্য
১৫।	শ্রীপঞ্চানন মহন্ত।	পুত্র ও শিষ্য
১৬।	শ্রীগোপেন্দ্রমোহন মহন্ত।	পুত্র ও শিষ্য

উপরোক্ত এই যে ধারা বর্ণিত হইল ইহা বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র। ইহাদিগের বিভিন্ন শাখার ধারা অন্যত্র যথা স্থানে বর্ণিত হইবে।

দেনুড় গ্রামের শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনোদ ও শ্রীপঞ্চানন মহন্তের নিকট অনুসন্ধানে লিখিত।

নভেম্বর ১৯৩৯।

ভরদ্বাজ গোত্র ডিংসাই শ্রোত্রিয় বংশ

ডিংসাই সাতের সন্তান রায় পরমানন্দের বংশজাত।

নিবাস আউড়িয়া বা আউড়ে-কলসা, বর্দ্ধমান জেলা

বংশানুক্রমিক উপাধি ভারতী

১৫৯ পৃষ্ঠার পর পাঠ্য—

মদন ১ (উপাধি-ভারতী) পুত্র রূপরাম ও রামদেব ২।

রূপরাম সুত হরেকৃষ্ণ ও শ্যামসুন্দর ৩।

হরেকৃষ্ণ সুত কেবলরাম, বাবুরাম ও ভোলানাথ ৪। কেবলরাম সুত সৃষ্টিধর ৫। তৎসুত তারাশঙ্কর ৬।

বাবুরাম সুত ভগবতীচরণ ৫। তৎসুত যজ্ঞেশ্বর ৬। তৎসুত শ্যাম, তারিণী ও প্রসন্ন ৭। তারিণী সুত দুর্গাদাস ৮। তৎসুত প্রভাসচন্দ্র ৯। প্রসন্ন সুত হরি ও অঘোর ৮।

ভোলানাথ সুত রামচন্দ্র, জয়চন্দ্র, বদনচন্দ্র, ব্রহ্মানন্দ ও চণ্ডীচরণ ৫। রামচন্দ্র সুত শ্রীনাথ ও যাদব ৬। শ্রীনাথ সুত সূর্য্যনারায়ণ ৭। যাদব সুত সদানন্দ। জয়চন্দ্র সুত নবকিশোর, রাজবল্লভ, ষষ্ঠীরাম। নবকিশোর সুত মহানন্দ ৭। রাজবল্লভ সুত মহেন্দ্র ৭। বদনচন্দ্র সুত রাজীবলোচন, ৬। তৎসুত ভুবনচন্দ্র ৭। তৎসুত ক্ষেত্রনাথ ৮। ব্রহ্মানন্দ সুত হরিনারায়ণ ৬। সুত সত্যকিঙ্কর ৭। তৎসুত সত্যচরণ ৮। চণ্ডীচরণ সুত রাজকুমার ৬। তৎসুত হরি ৭।

শ্যামসুন্দর সুত শম্ভুরাম ৪। সুত কৃষ্ণানন্দ ৫। সুত পরমানন্দ ৬। সুত গঙ্গানন্দ ৭। সুত রামচন্দ্র ৮। সুত মহিমারঞ্জন ৯।

রামদেব সুত দুর্গাচরণ ৩। সুত কাশীনাথ ও কার্ত্তিকচরণ ৪।

কাশীনাথ সুত বিশ্বেশ্বর ও রামকৃষ্ণ ৫। রামকৃষ্ণ সুত রামগোবিন্দ, রামতারণ, রামেশ্বর, রামবিষ্ণু ও রামকমল ৬।

রামগোবিন্দ সুত উপেন্দ্র, যোগেন্দ্র সুরেন্দ্র ও হৃষীকেশ ৭।

রামতারণ সুত ক্ষেত্রনাথ ও ভৈরব ৭। ক্ষেত্রনাথ সুত রামরাম ৮।

রামেশ্বর সুত রামপ্রসন্ন, শ্যামাপ্রসন্ন ও মুনীন্দ্র ৭।

রামকমল সুত গুরুপদ ও গৌরীপ্রসাদ ৭।

কার্ত্তিকচরণ সুত কালীকিশোর, শিবচন্দ্র ও রামধন ৫। কালীকিশোর সুত রামদাস ৬। সুত শক্তিপদ ৭। শিবচন্দ্র সুত বামনদাস ৬। রামধন সুত সারদাপ্রসাদ ৬। সুত নিরঞ্জন ৭।

মাতামহবংশের পরিচয় ও বর্ত্তমান সময়ের বৈবাহিক সম্বন্ধ সংগ্রহ হয় নাই।

কেশব ভারতী

(১৯৬—১৯৯ পৃষ্ঠার পর দ্রষ্টব্য)

শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দরের সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচল পথে তিনি যখন শান্তিপুর শ্রীল অদ্বৈত ভবনে গমন করেন তখন যে শ্রীপাদ কেশব ভারতীও সেই সঙ্গে শান্তিপুর গিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড ১ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। যথা—

কেশবভারতী পদে বহু নমস্কার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ শিষ্যরূপে যার॥
এইমত সর্ব্বরাত্রি গুরুর সংহতি।
নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি॥
প্রভাত হইলে প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
চলিলেন গুরুস্থানে বিদায় লইয়া॥
গুরুবোলে আমিহ চলিব তোমা সঙ্গে।
থাকিব তোমার সঙ্গে সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥

কৃপা করি প্রভু সঙ্গে লইলেন তানে।
অগ্রে গুরু করিয়া চলিলা প্রভু বনে॥ (বনে অর্থ বিন্দাবনে)

* * *

নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি।
গোবিন্দ পশ্চাতে আগে কেশব ভারতী॥
চলিলেন মাত্র প্রভু মত্ত সিংহ প্রায়।
লক্ষ কোটি লোক পাছে কান্দি যায়॥

* * *

তবে প্রভু কৃপাদৃষ্টি করিয়া সভারে।
চলিলেন শান্তিপুর আচার্য্যের ঘরে॥ ইত্যাদি

* * *

এত ভাবি বলিলেন অদ্বৈত মহাশয়।
কেশব ভারতী চৈতন্যের গুরু হয়॥ ইত্যাদি

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর বৃন্দাবন যাইতেই ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু শান্তিপুরের ভক্তগণের অনুরোধে সে যাত্রা বৃন্দাবন না গিয়া কেশব ভারতীর সহিত নীলাচল গিয়াছিলেন।

ভারতী প্রভু যে নীলাচলেও মহাপ্রভুর নিকট ছিলেন তাহারও প্রমাণ শ্রীচৈতন্য ভাগবত অন্তখণ্ড ১০ম অধ্যায়ে লিখিত আছে যথা—

নিজ গুরু শ্রীকেশব ভারতীর স্থানে।
ভক্তি জ্ঞান দুই জিজ্ঞাসিল একদিনে॥
প্রভু বলে জ্ঞান ভক্তি দুইতে কি বড়।
বিচারিয়া গোসাঞি কহত করি দড়॥
ভারতী বলেন মনে বিচারিয়া তত্ত্ব।
সভা হইতে বড় দেখি ভক্তির মহত্ত্ব॥

* * * *

ভক্তি বড় শুনি প্রভু ভারতীর মুখে।
হরি বলি গর্জ্জিতে লাগিলা প্রেম সুখে॥
প্রভু বলে আমি কথোদিন পৃথিবীতে।
থাকিলাঙ্ এই সত্য কহিল তোমাতে॥
যদি তুমি জ্ঞান বড় বলিতে আমারে।
প্রবেশিতোঁ আজি মুঞি সমুদ্র ভিতরে॥

দেনুড়ের ব্রহ্মচারীদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ।

ভাউসিংহের ঠাকুর বংশ সাবর্ণ গোত্রীয় রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহারা বেগের গাঙ্গুলী হরিরামের সন্তান। ইহাদের ভাউসিংহ বাটীতে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে পরমভক্ত বৈষ্ণব হরি গোস্বামী প্রভুর কাষ্ঠ পাদুকা পূজা হইয়া আসিতেছে। উক্ত হরি গোস্বামী ঠাকুর ভাউসিংহের ৺ভূষণচন্দ্র ঠাকুরের মাতামহ বংশের একজন বিখ্যাত ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন।

ভূষণচন্দ্র ঠাকুর (ভাউসিংহের ঠাকুর বংশের আদি পুরুষ) ১। তৎপুত্র চন্দ্রনাথ ঠাকুর ২। তৎপুত্র মাখনলাল ঠাকুর ৩। তৎপুত্র গৌরসুন্দর ঠাকুর ৪। তৎপুত্র শ্রীগোঁসাইপদ ঠাকুর ৫। তৎপুত্র শ্রীহরিহর ঠাকুর ৬। ইহাদের বহু শিষ্য শাখা আছে। ভাউসিংহ দাঁইহাটের অন্তর্গত বর্দ্ধমান জেলা।

এই বংশের শ্রীগোঁসাইপদ ঠাকুরের সহিত দেনুড়ের ভোলানাথ ব্রহ্মচারীর ৪র্থা কন্যা শ্রীমতী পঙ্কজবাসিনী দেবীর বিবাহ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনোদের—পুত্রগণের শ্বশুরালয়

১ম পুত্র শ্রীমান্ রাধাশ্যাম ব্রহ্মচারীর বিবাহ বর্দ্ধমান জেলার নিত্যানন্দ-পুরের গাঙ্গুলী বংশে শ্রীযুক্ত আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ২য়া কন্যা শ্রীমতী মৃগনয়না দেবীর সহিত হইয়াছে।

২য় পুত্র শ্রীমান্ ননী গোপাল ব্রহ্মচারীর বিবাহ বর্দ্ধমান জেলা মন্তেশ্বর পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত পাতুন গ্রামের অভিরাম গোস্বামীর শাখা সন্তান ৺বিজয় গোপাল গোস্বামীর কন্যা শ্রীমতী গৌর লীলা দেবীর সহিত হইয়াছে। ইহারা বাৎস গোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

৩য় পুত্র শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন ব্রহ্মচারীর বিবাহ বর্দ্ধমান জেলার মন্তেশ্বর পোষ্ট অফিসের অধীন ভুরকুণ্ড গ্রামের বিখ্যাত শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শুদ্ধ শ্রোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত হরেরাম মজুমদার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী যমুনা বালা দেবীর সহিত হইয়াছে।

শ্রীআশুতোষ ব্রহ্মচারীর পুত্র শ্রীমান্ হরেন্দ্রকুমার ব্রহ্মচারীর বিবাহ নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রীর সহিত হইয়াছে।

শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারীর ভগিনীগণের পরিচয়

১। শ্রীমতীসুরীতি বালা দেবীর স্বামী শ্রীঅনন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বভাব সুরাই মেলের কুলীন রোণ্ডা, জেলা বর্দ্ধমান, পোষ্ট শ্রীবাটী, সবডিভিসন কাটোয়া।

২। মৃতা অনিল বালা দেবীর স্বামী শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় জগদানন্দপুর, জেলা বর্দ্ধমান, পোঃ দাঁইহাট, সবডিভিসন কাটোয়া।

৩। শ্রীমতী দুর্গেশ নন্দিনী দেবীর স্বামী ৺নলিনাক্ষ হালদার, মুকশীমপাড়া, জেলা বর্দ্ধমান, পোঃ হালদিনপাড়া, সবডিভিসন কাল্না।

৪। শ্রীমতী তিলোত্তমা দেবীর স্বামী শ্রীঅনাদি গোস্বামী (অভিরাম গোস্বামীর শাখা) গল্লাতুন, জেলা বর্দ্ধমান, পোঃ পুটশুরী, সবডিভিসন কাল্না।

৫। শ্রীমতী সুধীরবালা দেবীর স্বামী শ্রীজিতেন্দ্র গোস্বামী (শ্রীনিত্যানন্দ

গোস্বামী বংশীয়) কাণাডাঙ্গা, জেলা বৰ্দ্ধমান, পোঃ কৈচোর, সবডিভিসন কাটোয়া।

৬। শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবীর স্বামী শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার ভূরকুণ্ড, জেলা বৰ্দ্ধমান, পোঃ মন্তেশ্বর, সবডিভিসন কাল্না।

৭। শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবীর স্বামী অশ্বিনীকুমার মজুমদার ভূরকুণ্ড জেলা বৰ্দ্ধমান, পোঃ মন্তেশ্বর, সবডিভিসন কাল্না।

অক্ষয়কুমার ও অশ্বিনীকুমার উভয়ে সহোদর ভ্রাতা। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শুদ্ধ শ্রোত্রীয়।

৮। শ্রীমতী শ্রীসুবর্ণ বালা দেবীর স্বামী ৺বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য চৈতন্যপুর, জেলা বৰ্দ্ধমান, পোঃ কৈচোর, সবডিভিসন কাটোয়া।

৯। শ্রীমতী সুশীলা বালা দেবীর স্বামী ৺দুর্গাগতি অধিকারী, কাটোয়া, বৰ্দ্ধমান।

১০। শ্রীমতী নরেশ নন্দিনী দেবীর স্বামী শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়দাপাড়া, জেলা বৰ্দ্ধমান, পোঃ দাঁইহাট, সবডিভিসন কাটোয়া।

দেনুড়ের ব্রহ্মচারী বংশ :—

ভ্রম সংশোধন :—৯ পং ১৯৫ পৃঃ—চণ্ডী সুত গোবিন্দরাম তৎসুত নারায়ণ হইবে।

দেনুড়েব ব্রহ্মচারীদিগের মাতামহ বংশের পরিচয়।

অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জনের মাতামহ বংশ বৰ্দ্ধমান জেলার করুই পোষ্টাফিসের অন্তর্গত জামড়া কুয়ারার চট্টোপাধ্যায় বংশ। মাতামহের নাম অজ্ঞাত, মাতুলের নাম ৺ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

যোগেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর মাতামহ আউড়িয়ার বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য বংশ। মাতুলদ্বয়ের নাম রাজনারায়ণ ও অঘোরচন্দ্র। আউড়িয়া, করুই পোষ্ট অফিস, জেলা বৰ্দ্ধমান।

শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারীর মাতামহ বংশ বর্দ্ধমান জেলার পোষ্টগ্রামের শুদ্ধ শ্রোত্রিয় শিমলায়ী কাশ্যপ গোত্রীয় চক্রবর্ত্তী বংশ। পোষ্টগ্রাম বর্দ্ধমান জেলার শ্রীবাটী পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত।

ইঁহাদের বংশ ধারা যতদূর জানা গিয়াছে তাহাই লিখিত হইল।

৺কামাখ্যানাথ চক্রবর্ত্তী। ১। তৎপুত্র যোগাদ্যচরণ ২। তৎপুত্র ৺অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী ৩। ইনিই ভোলানাথ ব্রহ্মচারীর মাতামহ। অম্বিকা চরণ সুত রামচন্দ্র ও শিবচন্দ্র ৪। রামচন্দ্র বর্দ্ধমান জেলার কালনার বিখ্যাত উকীল ছিলেন। ইনি বি-এল পাশ ছিলেন।

রামচন্দ্র সুত মৃত্যুঞ্জয় (ওরফে তুলসীদাস), সুধীরকুমার, প্রকাশচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র ও বিজয়চন্দ্র ৫। মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তীর বিবাহ শান্তিপুরের বিখ্যাত উড়িয়া গোস্বামী বংশের গোপালচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের কন্যার সহিত।

আশুতোষ, বনবিহারী, নলিনাক্ষ, সরোজাক্ষ, কমলাক্ষ প্রভৃতির মাতামহের শ্বশুরালয় ভারু-ছার গাঙ্গুলী বংশ। ভারুছার বর্দ্ধমান জেলার কাল্না মহকুমার মন্তেশ্বর পোষ্টাফিসের অন্তর্গত। মাতামহ বংশ মন্তেশ্বরের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ। মাতামহের নাম ৺ মহেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্তেশ্বরে থানা ও পোষ্ট অফিস আছে।

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারীর শ্বশুরালয় কলিকাতার বাৎস্য গোত্র ঘোষাল বংশীয় শাখা বর্দ্ধমান জেলার নিগনের অধিকারী বংশ।

নিগন বর্দ্ধমান জেলা, নিগন গ্রামেই পোষ্টাফিস ও রেল ষ্টেশন আছে। বর্দ্ধমান কাটোয়া রেল লাইন নিগন হইয়া গিয়াছে।

ইহাদের বংশ পরিচয় যতদূর জানা গিয়াছে নিম্নে লিখিত হইল। ক্রমান্বয় অধস্তনে অঙ্কপাত করা গেল।

গোলক অধিকারী ১। নিতাই ২। দীননাথ, শ্রীনাথ, সীতানাথ জানকীনাথ, দ্বারকানাথ, ত্রৈলক্যনাথ, ব্রজনাথ ও মথুরানাথ প্রভৃতি নয় পুত্র

৩। সীতা নাথের পুত্র হরি ও বিধুভূষণ ৪। ত্রৈলোক্য সুত অবিনাশ ৪। ব্রজনাথ সুত পঞ্চানন, ভূপতি ও ভূধর ৪। পঞ্চানন সুত বিষ্ণুপদ ৫। ভূপতি সুত ভগবানচন্দ্র ৫। ভূধর সুত শ্রীশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, কীর্ত্তিচন্দ্র ৫। অবিনাশ সুত বিরিঞ্চিমোহন, কিশোরীমোহন, মুরলীমোহন, রমণীমোহন ও যামিনী-মোহন ৫। বিধুভূষণের পুত্র অজিৎ কুমার ৫।

ব্রজনাথের কন্যা গোপেশ্বরী ও বিশ্বেশ্বরীর শ্বশুরালয় বর্দ্ধমান জেলার পাটুলীর বিখ্যাত পাকড়াশী কাশ্যপ গোত্রীয় শ্রোত্রিয় রায় বংশ। গোপেশ্বরীর স্বামী ৺ ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, বিশ্বেশ্বরীর স্বামী ৺ বালক নাথ রায়।

অভয়াবালার বিবাহ দেমুড়ের ব্রহ্মচারী বংশের ভোলানাথ ব্রহ্মচারীর সহিত হইয়াছে। অভয়া বালাও ব্রজনাথের কন্যা।

দীননাথ অধিকারীর কন্যার পুত্র শ্রীআশুতোষ রায় সালন্দার ডিংসাই সত রায় পরমানন্দের বংশীয়। সালন্দা বর্দ্ধমান জেলা।

এই শ্রীআশুতোষ রায় বর্দ্ধমান জেলার নিগন গ্রামে মাতামহ আশ্রয়ে এক্ষণে বাস করেন। তাঁহার নিকট বংশ ধারা পাওয়া যাইতে পারে।

ভোলানাথ ব্রহ্মচারী, আশুতোষ ব্রহ্মচারী, বনবিহারী ব্রহ্মচারীর জামাতা বংশের পরিচয় :—

ভোলানাথের জামাতা বংশ ধান্য খেড়ুরের (জেলা বর্দ্ধমান পোঃ মধ্যম গ্রাম) বিখ্যাত কালীবাড়ীর শিমলায়ী কাশ্যপ চক্রবর্ত্তী বংশ। এই বংশে সুকবি ৺ প্রভাকর চক্রবর্ত্তী কাব্যনিধির জন্ম।

শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারীর ১মা কন্যার নাম বীণাপাণি দেবী, জামাতার নাম ৺দিবাকর চক্রবর্ত্তী।

ওকোরসাহার চৌধুরী বংশ বাৎস্য গোত্রীয় কাঞ্জিলাল। এই বংশে ডাক্তার পতিতপাবন চৌধুরী, (আই-এম্-এস্, মহাশয়ের জন্ম। এই বংশীয় এলাহাবাদের বিখ্যাত কন্‌ট্রাকটার শ্রীমান্ শ্যামসুন্দর চৌধুরী ভোলানাথ

ব্রহ্মচারীর মধ্যম জামাতা। কন্যার নাম শ্রীমতী অমিয়বালা ওরফে ঈশানীবালা দেবী। ওকোরসাহার চৌধুরী বংশ—৪র্থ পরিঃ দ্রষ্টব্য।

উক্তার ভট্টাচার্য্য বংশ বাৎস্য গোত্রীয়। শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারীর কন্যা শ্রীমতী শান্তিময়ীর স্বামী শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। উক্তা বর্দ্ধমান জেলার দাঁথা পোষ্টাফিসের অন্তর্গত।

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনোদের ৪র্থা কন্যার নাম শ্রীমতী পঙ্কজবাসিনী দেবী, জামাতার নাম শ্রীগোসাইপদ ঠাকুর, ভাউসিংহ, দাঁইহাট।

আশুতোষ ব্রহ্মচারীর জামাতা বংশ :—মামুদপুরের (জেলা বর্দ্ধমান) ভঙ্গভাব কুলীন, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ। কন্যা শ্রীমতী উমারাণী দেবীর স্বামী শ্রীকালীভঞ্জন ওরফে ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়।

বনবিহারীর জামাতা বংশ (১) সাতগড়ে বাগিড়ার চট্টোপাধ্যায় বংশ। জামাতার নাম শ্রীপ্রফুল্ল কুমার, কন্যার নাম শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী।

ভোলানাথ, আশুতোষ প্রভৃতির ভগিনীপতিদিগের বংশ :—(১) রোগুার স্বভাব কুলীন বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ, (২) কাটোয়ার শুদ্ধ শ্রোত্রিয় অধিকারী বংশ, (৩) জগদানন্দপুরের রায় বংশ, (৪) মুকশীমপাড়ার জমিদার হালদার বংশ, (৫) গলাতুন কাণাডাঙ্গার গোস্বামী বংশ, (৬) ভূরকুণ্ড গ্রামের শাণ্ডিল্য গোত্রিয় শুদ্ধশ্রোত্রিয় মজুমদার বংশ।

বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চ্চা ও ভজন পূজনাদির কেন্দ্রস্থলের নাম।

১। নবদ্বীপ—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলাস্থল ও বৈষ্ণব সাহিত্য চর্চ্চার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র।

২। শান্তিপুর—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বাসস্থান, সাধনার স্থান, বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চ্চার স্থান এবং ব্যবহারিক লোক শিক্ষার প্রধান লীলাক্ষেত্র।

৩। বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড—শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের বাসস্থান এবং বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র। গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তার জন্মস্থান।

৪। দেনুড় বা দেন্দুর। (বর্দ্ধমান)—শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গুরু শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভুর আবির্ভাব স্থান এবং তাঁহার ভ্রাতৃবংশধর ব্রহ্মচারী মহাশয়দিগের ভবন। এই গ্রাম শ্রীচৈতন্যভাগবত, ভক্তিচিন্তামণি প্রভৃতি বিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থের রচনার স্থান। দেনুড় ব্রহ্মচারীবংশের আধুনিক কালের বিখ্যাত সাহিত্যিক ৺অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয় শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর রচিত ভক্তিচিন্তামণি এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্টের সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব জগতের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি "পত্রাষ্টক কাব্য", "বঙ্গরত্ন", "ভক্তচরিতাষ্টক" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের উপকার করিয়া গিয়াছেন। "গৃহস্থ", "শান্তিকণা" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার সচিত্র জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তাঁহার এবং শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভুর ফটো সংযোগ করিবার ইচ্ছা রহিল।

৫। মায়াপুর (নদীয়া)—মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব স্থান।

৬। পাণিহাটী (২৪ পরগণা)—ভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাট এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ডমহোৎসবের স্থান। এখানে শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির নামে একটি বৈষ্ণব গ্রন্থাগার ও পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে।

৭। কলিকাতা—বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনার বিরাট ক্ষেত্র।

৮। খড়দহ (২৪ পরগণা)—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা স্থান।

৯। বাঘনাপাড়া (বর্দ্ধমান জেলা)—বৈষ্ণব শ্রীপাট।

১০। নান্নুর গ্রাম (বীরভূম)—এইস্থানে বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস বাশুলী দেবীর সেবাইৎ ছিলেন।

১১। বৰ্দ্ধমান জেলার কো-গ্রাম—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রণেতা শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট।

১২। বৰ্দ্ধমান জেলার ঝামটপুর—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজের শ্রীপাট।

১৩। বৰ্দ্ধমান জেলার কাটোয়ায়—মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের স্থান।

১৪। বৰ্দ্ধমান জেলার জাজিগ্রামে বঙ্গে ভক্তি গ্রন্থের প্রচারক শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শ্রীপাট। বৰ্দ্ধমান জেলার নবগ্রামের এবং মুর্শিদাবাদ জেলার মাণিকহার ও মালিহাটীর ঠাকুর বংশ, ইঁহার বংশ সম্ভূত। ইঁহারা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

১৫। রাজসাহী জেলার খেতুরী গ্রামে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব স্থান। ইঁহার রচিত প্রার্থনা পদাবলী অতুলনীয় এবং ভক্তি-ভাবপূর্ণ।

১৬। বৰ্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় ইন্দ্রাণী পরগণায় মহাভারতের বিখ্যাত পদ্যানুবাদক কাশীরাম দাসের জন্মস্থান

১৭। বীরভূম জেলার একচক্র বা একচাকা গ্রাম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব স্থান। ঐ জেলার কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলী গ্রাম সংস্কৃত গীতগোবিন্দ প্রণেতা শ্রীজয়দেব গোস্বামীর শ্রীপাট।

১৮। বৰ্দ্ধমান জেলার কুলীন গ্রামের কায়স্থ বংশীয় মালাধর বসু বা গুণরাজ খাঁন বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ রচয়িতা। এই কুলীন গ্রাম মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের পুণ্যতীর্থ।

এইরূপ শত শত বৈষ্ণব তীর্থ আছে। মুরারিলাল অধিকারী প্রণীত বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী, কলিকাতা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত—গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা ও বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি, সাহিত্য-পরিষদ মন্দির হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী, বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত বঙ্গভাষার লেখক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে ঐ সকলের বিশেষ উল্লেখ আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, বৈষ্ণব গুরু শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভুর কুল-পরিচয় ও তাঁহার অলৌকিক কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিপিবদ্ধ নাই।

ভরদ্বাজ গোত্র—নৃসিংহের সন্তান

শ্রীযুক্ত রাজেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বৃদ্ধ পিতামহ রাধাগোবিন্দ ১। প্রপিতামহ গৌরমোহন ২। পিতামহ নীলমাধব ৩। তৎসুত গিরীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ ও মহেন্দ্রনাথ ৪।

গিরীন্দ্রনাথ সুত রাজেশচন্দ্র (বোনাই ষ্টেটের সেক্রেটারী), সুরেশচন্দ্র, সতীশচন্দ্র ও জ্যোতিষচন্দ্র ৫। রাজেশচন্দ্র সুত তুষারমোহন ৬। জ্যোতিষচন্দ্র সুত সুপ্রিয়।

যোগেন্দ্রনাথ সুত যতীন্দ্রনাথ, লোকেন্দ্রনাথ, শঙ্করনাথ, ভার্গবনাথ ও ভাস্করনাথ ৫।

মহেন্দ্রনাথ সুত মণীন্দ্রনাথ ৫। সুত মৃগেন্দ্রনাথ ৬।

ইহারা নীলমাধব হইতে ভঙ্গ। ইহাদিগের পৈতৃক নিবাস বাসুদেবপুর শ্যামনগর, ২৪ পরগণা।

বোনাই ষ্টেটের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রাজেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বোনাইগড় ভায়া পানপোষ বি-এন-আর) মহাশয়ের পত্রের মর্ম্মানুযায়ী লিখিত। ৮।১২।১৯৩৮

ভরদ্বাজ-গোত্রে ভাদড় বংশ।

(বারেন্দ্র কুলজী)

ভাদড়ের কৌলীন্য নাই : বারেন্দ্র শ্রেণী শ্রোত্রিয়ের মধ্যে পরিগণিত। ঐ বংশের চতুরঙ্গ ভাদড় বাদসাহের নিকট নিজের কৃতিত্বের পুরস্কার-স্বরূপ খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষের নাম বাপী ১৭। ক্রমান্বয়ে অঙ্কপাত করা গেল। পুত্র আকাই ১৮। নরপতি, রাজপতি, উমাপতি, বিদ্যাপতি ও বৃহস্পতি ১৯। যশোহরের শৈলকূপা রাজপতির ভাদড়ের সমাজ। সাত-বাড়িয়া গ্রামে উমাপতি ভাদড়ের অধিবাস। ইহার পুত্র জিয়াই বা জীবধর ২০। তৎপুত্র আনন্দ, বলদেব, মাধব এবং সুরাই ২১। আনন্দ-সুত শুভঙ্কর ২২। নিতাই ২৩। নিতাই-সুত চতুরঙ্গ খাঁ ২৪। আনন্দ আন্দাই নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহার সমাজ কেটকাবালাই। মাধবের সমাজ লক্ষ্মীকোল। সুরাই খাগজানা-সমাজের নেতা।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় কবি পরিচয় :—

উমাপতিধর।

ইনি শ্রুতিধররূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাঁর সমসাময়িক কোন কবিই শ্রুতিধরতা-সম্বন্ধে ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে সমর্থ হয়েন নাই। উমাপতিধর ভরদ্বাজ-গোত্রীয় রায়ীগ্রামী কষ্টশ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত। শ্রোত্রিয়-শ্রেণীতে প্রাধান্য না থাকুক, কবিত্ব-শক্তির গুণে ইনি গুণিগণ-গণনায় সর্ব্বপ্রধান স্থান লাভ করিয়াছেন। একটা সামান্য শব্দকে শাখা-পল্লবে এমন বিভূষিত করিয়াছেন, যে লোকে কবিত্বের বীজ অন্বেষণ করিতে গিয়া

তদীয় কবিতার লতা-পল্লব ও কুসুমের মাধুর্য্যে মোহিত হয়†। কেহ কেহ বলেন, ইনি গৌতম-গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক; ধর ইঁহার উপাধি।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির বংশীয়। সাহড়িয়াল গাই, ভরদ্বাজ-গোত্রীয়। তদীয় অধস্তন বংশের চতুর্দ্দশ পুরুষের আড়বাটা গ্রামে বাসুদেব বংশ আছে। দৌহিত্র লালমোহন বিদ্যাবাগীশ রাঢ়ীয়-শ্রেণীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, অধুনাতন নিবাস নবদ্বীপ। ইনি স্মার্ত্তদিগের বিশেষ মান্য ছিলেন।

প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত-শিরোমণি শূলপাণি।

মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি রঘুনন্দনের অনেক দিনের পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিত, কারণ রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের মধ্যে শূলপাণি মহোদয়ের মত সকল সমালোচিত ও পরিগৃহীত হইয়াছে দেখা যায়। ইনি সাহড়িয়াল গাই, কষ্ট-শ্রোত্রিয়। শূলপাণি নিজ-পরিচয়ে সাহড়িয়াল বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তদ্রচিত স্মৃতি-সন্দর্ভ সম্বন্ধ-বিবেক সর্ব্বত্র প্রচলিত।

---

† রায়ীগ্রামী ভরদ্বাজ উমাপতিধরঃ কবিঃ
শ্রোত্রিয়েষু জঘন্যত্বাৎ বিষ্ণুপাদং সমাশ্রিতঃ। সারাবলী।
শব্দই ব্রহ্ম, সুতরাং বিষ্ণুপাদ শব্দে কাব্য বুঝিতে হইবে।

বিষ্ণুঠাকুর সুত নারায়ণ ঠাকুরের বংশাবলী

এই বংশ পূর্ব্ব বঙ্গে বিরাজমান এবং অধিকাংশ নিকষ কুলীন

(১৫৮ পৃঃ পর পাঠ্য)

২৯। নারায়ণ (২৮) সুত রামকান্ত, মুল্লুকচাঁদ ও নিমুনামা (শঙ্কর)।

রামকান্তের ধারা

৩০। রামকান্ত সুত রামসুন্দর, রামকিশোর ও কানাই।

৩১। রামসুন্দর সুত বৃন্দাবনচন্দ্র (ঢাকা জেলা, তারপাশাবাসী)।

৩২। **বৃন্দাবন** সুত কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার(নৈয়ায়িক পণ্ডিত), রামমোহন, স্বরূপচন্দ্র, শ্যামসুন্দর, রাধাচরণ, ঈশ্বরচন্দ্র ও ভগবানচন্দ্র।

৩৩। **কৃষ্ণচন্দ্র** সুত মহেশচন্দ্র, কাশীচন্দ্র, কান্তচন্দ্র ও বঙ্গচন্দ্র (০)।

৩৪। মহেশচন্দ্র সুত মহিমচন্দ্র (মহাদেবপুর), শরচ্চন্দ্র ও ভারতচন্দ্র (কুশারীপাড়া)।

৩৫। মহিম সুত তারক (৩৬) আমবেরিয়া, সতীশ (অঃ পুঃ), অতুল ও নিবারণ (আরিয়ল)।

৩৬। তারক সুত গোবিন্দচন্দ্র (আমবেরিয়া) প্রাণচন্দ্র, গোপাল ও হরিদাস (মহাদেবপুর)। গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল রাজ জামাতা।

৩৭। গোবিন্দ সুত নীরদ বি-এল, অমর, অবিনাশ, গোবেশ ও খোকা।

৩৭। প্রাণচন্দ্র সুত জীবন ও কালিদাস।

৩৭। গোপাল সুত কিরণ ও অরুণ।

৩৭। হরিদাস সুত শিবদাস ও দুর্গাদাস।

৩৬। অতুল সুত হৃষীকেশ, আশুতোষ, সন্তোষ, প্রাশুতোষ।

৩৭। হৃষীকেশ সুত সুবোধ, ধ্রুব, কমলেশ, টুকু ও খোকা।

৩৭। আশুতোষ সুত কালু, বেলু ও শঙ্কর। সন্তোষ সুত নিতাই।

৩৬। নিবারণ (আরিয়ল) সুত সুরেশচন্দ্র (ডিঃ বোর্ড হেডক্লার্ক দার্জ্জিলিং)।

৩৭। সুরেশ সুত তিনু।

৩৫। শরচ্চন্দ্র সুত লালমোহন (কালামৃধা) ও শ্রীশচন্দ্র (আরিয়ল)।

৩৬। লালমোহন সুত হারাণচন্দ্র, শচীন্দ্রচন্দ্র ও সুধীরচন্দ্র। শেষ দুই জন বজ্রযোগিনী আটপাড়া বাসী।

৩৭। শচীন্দ্র সুত গৌরাঙ্গ।

৩৭। সুধীর সুত অধর, মাণিক, চুণীলাল ও পান্নালাল।

৩৬। শ্রীশচন্দ্র সুত জগদীশচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র, বি-এ (পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টার)।

৩৭। জগদীশ সুত গোবিন্দচন্দ্র, জনার্দ্দন ও হাবু।

৩৭। রমেশচন্দ্র সুত নারায়ণ, ধ্রুব (বালমৃত), পঞ্চানন, হৃষীকেশ দুলাল ও খোকা এবং কন্যার নাম অজ্ঞাত (লক্ষ্মীপাশা নিবাসী কেশব চক্রবর্ত্তী সন্তানে বিবাহিতা)।

৩৫। ভারতচন্দ্র সুত হরলাল, যোগেন্দ্র, অমৃতলাল ও হারাণচন্দ্র (ভঙ্গ কলসকাটী)।

৩৬। হারাণ সুত তারকনাথ।

৩৪। কাশীচন্দ্র সুত রসিকচন্দ্র, গিরীশচন্দ্র (ভঙ্গ কলসকাটী), জগদীশ-চন্দ্র বি, এ, (সুযোগ্য হেড মাষ্টার ছিলেন), রাধামাধব (০), দীন-তারণ (কান্দাপাড়া) এবং গুরুতারণ (রোয়াইল কাব্যগ্রন্থ প্রণেতা)।

৩৫। রসিকচন্দ্র সুত বৈদ্যনাথ (বজ্রযোগিনী পুরোহিত পাড়া), যোগেশ বা কামনামোহন (কালামৃধা), দীনেশ, অবনীমোহন (নাটক লেখক)।

৩৬। বৈদ্যনাথ সুত গুরুপ্রসন্ন।

৩৬। যোগেশ বা কামনামোহন সুত কার্ত্তিক, যোগজীবন ও সুধাংশু।

৩৬। দীনেশ সুত জিতেশচন্দ্র ও পটল।

৩৬। অবনী (অনাথ) সুত সুধীরমোহন (দেওভাগ), প্রফুল্ল (দেওভাগ) ও সতীমোহন (বজ্রযোগিনী, আটপাড়া)।

৩৫। গিরীশ সুত বীরেশ্বর, আশুতোষ, নীরদবরণ, অতুল ও খগেন্দ্র।

৩৬। বীরেশ্বর সুত বিজয়, মাধব, ইন্দুভূষণ, অনন্ত, বিনয় ও বেণী।

৩৬। নীরদবরণ সুত নীলকণ্ঠ।

৩৫। দীনতারণ সুত চিন্তাহরণ, মনোরঞ্জন ও নরেশচন্দ্র (অঃ বিঃ)।

৩৬। চিন্তাহরণ সুত সাধন, শান্তি, ব্রজগোপাল ও মনু (ডাক নাম)।

৩৬। মনোরঞ্জন সুত চিত্তরঞ্জন।

৩৫। গুরুতারণ সুত অখিলচন্দ্র ও নিখিলচন্দ্র।

৩৬। অখিলচন্দ্র সুত অবনীতারণ ও ভবতারণ।

৩৪। **কান্তচন্দ্র** সুত হরিশচন্দ্র (রোয়াইল), গগনচন্দ্র ও প্রভাতচন্দ্র (কাইচাইল)।

৩৫। হরিশচন্দ্র সুত রসিকলাল ও মাখনলাল।

৩৬। রসিক সুত দ্বিজেন্দ্রলাল (আড়িয়ল)।

৩৫। গগন সুত দীনেশ (তস্কর), সতীশ (কাইচাইল) ও হৃদয়রঞ্জন বা কানু (কাইচাইল)।

৩৬। দীনেশ সুত জীবন।

৩৬। সতীশ সুত প্রফুল্ল, রমেশ, বিনয়, সুকুমার, হেমন্ত ও অজিত।

৩৭। প্রফুল্ল সুত সুজিৎ।

৩৬। হৃদয় সুত বিমল।

৩৫। প্রভাত সুত আদিত্য ও হীরালাল (দুর্গাচরণ) ভঙ্গ কলসকাটী।

৩৬। আদিত্য সুত কালীপদ। তৎসুত অমরেন্দ্র ৩৭।

৩৬। হীরালাল সুত মাখনলাল ও দেবকুমার।

৩৭। মাখনলাল সুত মোহনলাল ও মণ্টুলাল।

৩৭। দেবকুমার সুত খোকা।

দ্রষ্টব্য :—বাম দিকের অঙ্ক চিহ্নগুলি পুত্রের পর্য্যায় সংখ্যা বুঝিতে হইবে।

বৃন্দাবন সুত রাসমোহনের (৩২) ধারা

৩২। **রাসমোহন** সুত—রামকুমার, কালীকুমার, বিশ্বেশ্বর (বংশাভাব) ও রামেশ্বর ৩৩।

৩৩। রামকুমার সুত চন্দ্রমোহন শিরোমণি (স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন) ও রাজমোহন (বংশাভাব) ৩৪।

৩৪। চন্দ্রমোহন সুত পূর্ণচন্দ্র (কালামৃধা), লালমোহন (আড়িয়ল) মুখ ও বন্দ্য বংশপ্রণেতা ও হারাণচন্দ্র (বজ্রযোগিণী, আটপাড়া) ৩৫।

৩৫। পূর্ণচন্দ্র সুত মাখনলাল, প্রবল, প্রভাতচন্দ্র ও হেমচন্দ্র ৩৬।

৩৬। প্রবল সুত অখিল (অমূল্য), যোগেন্দ্র (কালাচাঁদ) মহাদেবপুর ৩৭।

৩৭। অখিল সুত অনিল, সুনিল ও সুবল ৩৮।

৩৬। প্রভাতচন্দ্র সুত ধীরেন্দ্রচন্দ্র ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র ৩৭।

৩৫। লালমোহন (আরিয়ল) সুত রমণীমোহন (পেনসন প্রাপ্ত ফরিদপুর কালেক্টারীর কেরাণী), বিজয়মোহন (বালমৃত), দেবেন্দ্রমোহন, সুধাংশুমোহন (যৌবনে মৃত) ও মণীন্দ্রমোহন (কিশোরে মৃত)। কন্যাগণ :—সরোজিনী, বগলা, কুললক্ষ্মী ও সুরধুনী (সকলেই রবিলোচন সন্তানে বিবাহিতা) ৩৬।

৩৬। রমণীমোহন সুত হরিপদ, সুকুমার, পরেশনাথ (প্রসিদ্ধ ফুটবল খেলোয়ার), কৃষ্ণপ্রসাদ, দুর্গামোহন, বিনয় (ক্ষেপু) ও নারায়ণ (খোকন) ৩৭।

৩৬। দেবেন্দ্রমোহন সুত বাসুদেব ৩৭।

৩৫। হারাণচন্দ্র সুত আশুতোষ, ভবতোষ, সন্তোষ (স্কুল ইন্সিপেক্টর অফিসের কেরাণী, ঢাকা), হরতোষ, মনোতোষ ও গুরুদাস (দেওভাগ) ৩৬।

৩৬। আশুতোষ সুত পরিতোষ ৩৭।

৩৬। ভবতোষ সুত জ্ঞানতোষ, চিত্ততোষ, স্বদেশরঞ্জন (বালমৃত) ও মনোরঞ্জন ৩৭।

৩৬। সন্তোস সুত প্রাণকুমার, জুড়ান, বিমল, নারায়ণ ও কন্যা মীনা-রাণী ৩৭।

৩৬। হরতোষ সুত জনার্দ্দন ও শম্ভু ৩৭।

৩৬। মনোতোষ সুত নিরঞ্জন, সুদর্শন ও আকিঞ্চন ৩৭।

বৃন্দাবন পৌত্র কালীকুমার, রামেশ্বর এবং বৃন্দাবন সুত সরূপচন্দ্র ও শ্যাম-সুন্দরের ধারা পরে দেওয়া হইবে।

বৃন্দাবন সুত রাধাচরণের (৩২) ধারা

৩২। রাধাচরণ সুত নবীনচন্দ্র, দ্বারকানাথ (০) ও রাসবিহারী ৩৩।

৩৩। নবীন সুত স্বভাব কবি শশিভূষণ (কালামৃধা) ৩৪। ইনি হরি গানের দল করিয়া এবং স্বরচিত গান গাহিয়া খ্যাতি লাভ করেন ইহাঁর মুখে মুখে গান রচনার শক্তি ছিল। ইনি বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ৮ আইনের পদ্যানুবাদ ও ভাওয়ালের অংশ বিশেষের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ইনি ভাওয়াল রাজ্যের আদর্শ নায়েব ছিলেন। জন্ম বাং ১২৪৩।

৩৪। শশিভূষণ সুত ঢাকা সাপ্তাহিক পত্র স্বায়ত্ত-শাসন সম্পাদক শ্রীযুক্ত **কালীভূষণ** মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ ও নাট্য-বিদ্যাবিনোদ ৩৫। (জীবনী ২৪৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

শশিভূষণের কন্যা কুলকামিনী ও বিনোদিনী—উভয়ে রঘরাম সুত রবিলোচন বংশে বিবাহিতা। কুলকামিনী পুত্র ধীরেন্দ্র বি-এ (প্রসিদ্ধ রাজ-কুমার মুখোর নাত জামাতা) প্রভৃতি (বংশাবলী ১ পরিঃ দ্রষ্টব্য)। বিনোদিনী পুত্র রমেন্দ্র।

৩৫। কালীভূষণ কন্যা উষারাণী দেবী (ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছে) ৩৬। বাঙ্গলা ভাষা রচনায় ইহার বেশ দক্ষতা আছে।

৩৩। রাসবিহারী সুত রাইবিহারী (রোয়াইল) ঢাকার মোক্তার ছিলেন ৩৪।

৩৪। রাইবিহারী সুত হরিদাস (শেখরনগর) ৩৫।

৩৫। হরিদাস সুত কালিদাস, দুর্গাদাস, কৃষ্ণদাস (শৈশবে মৃত) ও সুশীল ৩৬। কন্যার নাম অজ্ঞাত। দৌহিত্রী হিরণপ্রভা, রেবারাণী, লাবণ্য, দুলী ও টুনী ৩৭।

বৃন্দাবন সুত ঈশ্বরচন্দ্রের (৩২) ধারা

৩২। ঈশ্বরচন্দ্র সুত ব্রজনাথ (ভঙ্গ কলসকাটী), অনাথবন্ধু, শশিভূষণ, অমরচন্দ্র (রামভদ্রপুর), বিলাসচন্দ্র (রামভদ্রপুর), রজনীনাথ (ভঙ্গ লাখটিয়া বংশাভাব) ও মধুসূদন (বংশাভাব) ৩৩। বিলাসচন্দ্র জয়দেবপুরাধিপতি রাজা কালীনারায়ণ রায়ের কন্যা কৃপাময়ী দেবীকে বিবাহ করেন; ইনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন।

৩৩। ব্রজনাথ সুত সীতানাথ ও কালীপ্রসন্ন ৩৪।

৩৪। সীতানাথ সুত সুরেন্দ্র বি-এল উকীল ঢাকা, পাঁচগাও নিবাসী ৩৫।

৩৫। সুরেন্দ্র সুত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র বি-এ, শচীন্দ্রচন্দ্র বি-এ, সদা, কালু ও গামা। ৩৬।

৩৪। কালীপ্রসন্ন সুত শ্রীনিবাস (ক্ষিতিরপাড়া) ও রমাপ্রসন্ন (মুড়াপাড়া) ৩৫।

৩৫। শ্রীনিবাস সুত খগেন্দ্রনাথ ৩৬।

৩৩। অনাথবন্ধু সুত রাজমোহন (দোহার ভঙ্গ কলসকাটি) ও দক্ষিণাচরণ (তস্তুর) ৩৪। মাতামহ বংশ ১ম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৩৪। রাজমোহন সুত বাসুদেব, চন্দ্রমোহন, রেবতী, ভূপতি ও রমণী (মৃত) ৩৫।

৩৫। রেবতী সুত গৌরাঙ্গ ও নিমাই ৩৬। ৩৫। রমণী সুত মণ্টু ৩৬।

৩৪। দক্ষিণাচরণ সুত **আম্বিকাচরণ** (উকীল মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা) ও শম্ভুচরণ (উকীল, ঢাকা) ৩৫।

৩৫। অম্বিকা সুত নারায়ণ ওরফে দাসু (বি-ই পড়িতেছে), নির্ম্মল-কান্তি (ওরফে আশু), শিশিরকান্তি (ওরফে দিনু) এবং ৫ কন্যা সুনীতি, উমা (উভয়ে রবিলোচন বংশে বিবাহিতা), বীণা, অমিয় (উভয়ে দুর্গারাম বংশে বিবাহিতা) ও জোৎস্না (অঃ বিঃ) ৩৬।

৩৫। শম্ভুচরণ সুত ভবতোষ (ওরফে অরুণেশ), শ্যামল, ধ্রুব (ওরফে বাদল), আলোক এবং কন্যা বৃথিকা (পুতুল) অবিবাহিতা ৩৬।

৩৩। অমরচন্দ্র (রামভদ্রপুর) সুত বসন্ত, কেশব ও সুধীর ৩৪।

৩৪। বসন্ত সুত যতীন্দ্র, অনন্ত, অনীল (নীলকান্ত), অমূল্য, দাশরথী, সন্তোষ, সুধাংশু এবং বুধেন্দু ৩৫।

৩৫। যতীন্দ্র সুত নির্ম্মল, সুনীল ও বিনয় ৩৬।

৩৫। অনন্ত সুত শিবকুমার, দুর্গাকুমার ও কালীকুমার ৩৬।

৩৪। কেশব সুত কালীপদ, মুকুন্দ (তিনু) ও মনোরঞ্জন ৩৫।

৩৫। কালীপদ সুত মুকুল ৩৬। ৩৫। মুকুন্দ সুত—জুড়ান ৩৬।

৩৪। সুধীর সুত জুড়ান, মুকুন্দ, জীবন, প্রবোধ তৃপ্তিচন্দ্র ও কালাচাঁদ ৩৫।

৩৩। বিলাসচন্দ্র সুত সুরেশচন্দ্র (নাট্যকাব্য লেখক) ও হেমচন্দ্র। ইহারা রাজদৌহিত্র ৩৪। মাতামহ বংশ তৃতীয় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৩৪। সুরেশ সুত রমেশ (কিশোরে মৃত), শৈলেশ, বীরেশ, নরেশ, গণেশ ও খগেশ। ১ কন্যা রবিলোচন বংশে বিবাহিতা ৩৫।

৩৪। হেমচন্দ্র সুত অতুল, প্রতুল, ভজন, বিমল, মণ্টু ও কালাচাঁদ ৩৫।

বৃন্দাবন সুত ভগবানচন্দ্রের (৩২) ধারা

৩২। ভগবানচন্দ্র (ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন) সুত ঈশানচন্দ্র (কান্দাপাড়া) ৩৩।

৩৩। ঈশান সুত মদনমোহন (ভঙ্গ), ললিতমোহন (০), জানকীনাথ (০) (ভঙ্গ) আউটসাহি ও গঙ্গাচরণ (বোকাইল) ৩৪।

মদনমোহন—ইনি স্কুল-পণ্ডিত, কবি, এবং বান্ধব পত্রিকার একজন প্রতিভাবান লেখক ছিলেন।

৩৩। মদনমোহন সুত সতীশচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র ৩৪।

৩৪। সতীশচন্দ্র সুত সুধীর ও ইন্দু (উভয়েই অবিবাহিত) ৩৫। দুই কন্যা রঘুরাম চক্রবর্ত্তী বংশে বিবাহিতা)।

৩৪। রমেশচন্দ্র সুত শৈলেশচন্দ্র, রণেশচন্দ্র (দুই জনই অবিবাহিত) এবং ৩ কন্যা—২টী রঘুরাম বংশে ও ১টী খড়দহ মেলে বিবাহিতা ৩৫।

বর্ত্তমান সময়ে এই বংশের আর কেহ কান্দাপাড়া বাস করেন না।

দ্রষ্টব্য :—এই তালিকার বাম দিকের অঙ্কগুলি পিতার এবং দক্ষিণ দিকের অঙ্কগুলি পুত্রের পর্য্যায় সংখ্যা বুঝিতে হইবে।

ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত মথুরামোহন মুখোপাধ্যায় (চক্রবর্ত্তী) বি. এ. মহাশয়ের বংশ তালিকা

(সংক্ষিপ্ত জীবনী ২৩২—৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

কৌতুক — স্বরপতি — কাক (৬)

কাক (৬)
|
ধাধু (৭)
|
গুয়ি (৮)
|
মাধবাচার্য্য (৯)
|
কোলাহল (১০)
|
উৎসাহ (১১)
|
আহিত (১২)

উদ্ধব — লৌলিক (১৩)

লৌলিক (১৩)
|
সর্ব্বজ্ঞ (১৪)
|
রাঘব (১৫)
|
দুখো (১৬)
|
রত্নাকর (১৭)
|
প্রিয়ঙ্কর (১৮)
|
রঘুনন্দন (১৯)
|
জানকীনাথ (২০)
|
কাশীনাথ (২১)
|
শিবাচার্য্য (২২)

শিবাচার্য্য (২২) ২৭৯ পৃঃ দেখ।
রত্নেশ্বর (২৩)
রামদেব (২৪)
রাঘবেন্দ্র
মথুরেশ
মহাদেব (২৬)
রূপরাম (২৭)
রামরাজ (২৮)
৺গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী (২৯)
৺ললিতমোহন
শ্রীমথুরামোহন
শ্রীলালমোহন (৩০)
ফণীন্দ্র
গিরীন্দ্র ধীরেন্দ্র সতীন্দ্র গণেশ পরমেশ হৃষীকেশ মাধব (৩১)
সুদক্ষিণা ইন্দুপ্রভা শ্রীননীগোপাল লীলাবতী শ্রীরাজারাম (দিগিন্দ্র) বীণা জ্যোতিরাণী (শঙ্করী) গায়ত্রী গীতা (৩১)
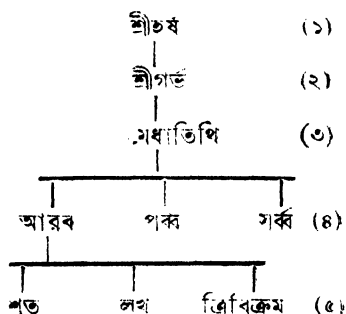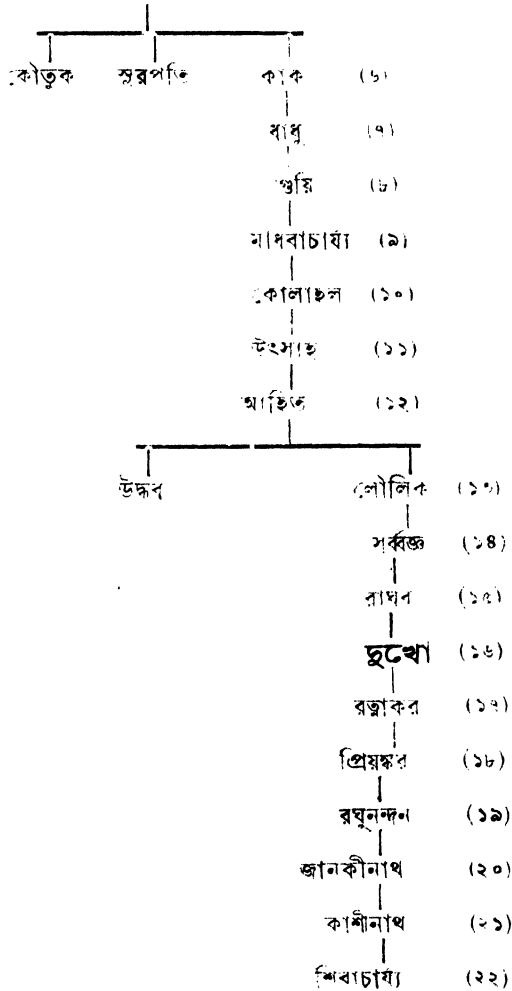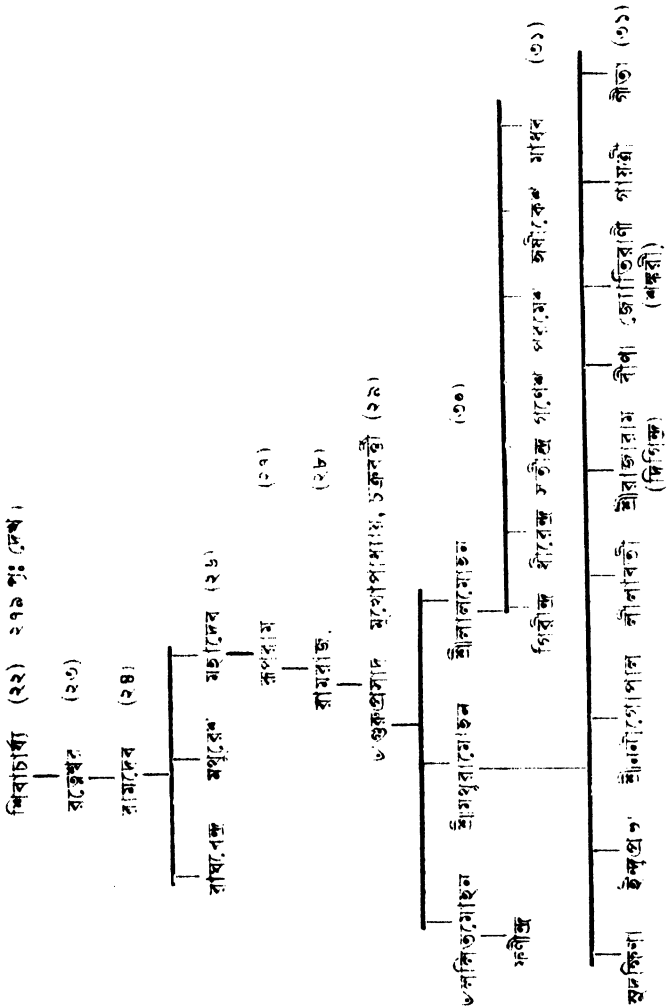
মথুরামোহনের ১ম পুত্র শ্রীননীগোপাল রাজাবাড়ী নিবাসী কাঁটাদিয়ার বন্দ্যঘটী দাসুবারুজ্যার সন্তান শ্রীরাজেন্দ্র বাবুর প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

২য় পুত্র শ্রীরাজারাম চন্দননগরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন।

মথুরামোহনের ১মা কন্যা শ্রীমতী সুদক্ষিণা দেবীর ফুলেমেলের প্রসিদ্ধ কুলীন রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান বিক্রমপুর সিংহপারা নিবাসী শ্রীমান্ হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এস্-সি, স্কটীশ চার্চ্চ কলেজের প্রফেসারের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে।

২য়া কন্যা শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা ফুলেমেলের রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান বিক্রমপুর কনকসার নিবাসী শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-আর-এস্, কলিকাতা ইউনিভারসিটির ইতিহাসের প্রফেসরের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে।

৩য়া কন্যা শ্রীমতী লীলাদেবী ফুলেমেলের রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সন্তান বিক্রমপুর ফুরশাইল নিবাসী শ্রীবীরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এস-সির সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে।

৪র্থী কন্যা শ্রীমতী বীণার ফুলেমেলের রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সন্তান বিক্রমপুর চম্পকদী নিবাসী শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় M. B., D. P. H., D. T. M., ডাক্তারের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে।

৫মা কন্যা শ্রীমতী জ্যোতিরাণীর খড়দামেলের রামনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান বিক্রমপুর ভরাকর নিবাসী দিল্লীর Federal Court এর রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত রায় অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর I. S. O. মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ কৃষ্ণপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে।

ষষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী গায়ত্রী ও ৭মা কন্যা শ্রীমতী গীতাদেবীর এখনও বিবাহ হয় নাই।

নদীয়া জেলান্তর্গত শান্তিপুর নিকটবর্ত্তী ফুলে বেলগড়িয়ার পবিত্র
মুখোপাধ্যায় পরিবারের পূর্ব্ববঙ্গীয় ঢাকা জেলান্তর্গত সুবিখ্যাত
বিক্রমপুর পরগণাস্থিত নাগেরহাট গ্রাম নিবাসী ভূতপূর্ব্ব
মুখটী গ্রামস্থ ফুলে মেলের স্বভাব কুলীন সদাচার
সম্পন্ন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেবশর্ম্মা
মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রী, বি-এ, বি-এল
মহাশয়ের

বংশাবলী ও কুল পরিচয়

(১০) মাধবাচার্য্য
(১১) কোলাহল—(ইনি সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন)
(১২) **উৎসাহ**—{ এই ব্যক্তিই প্রথম বল্লাল সদনে কৌলিন্য প্রাপ্ত হন }
(১৩) আহিত
(১৪) উদ্ধব
(১৫) শিয়ো
(১৬) নৃসিংহ
(১৭) গর্ভেশ্বর
(১৮) মুরারি
(১৯) অনিরুদ্ধ
(২০) লক্ষ্মীধর হালদার
(২১) **মনোহর** পণ্ডিত (ফুলিয়া মেলের অধিনায়ক)
(২২) **গঙ্গানন্দ**
সুষেণ
জগদানন্দ
বল্লভ
পঞ্চানন
৺গঙ্গানন্দের সময়েই
প্রথম মেল বন্ধন হয়।
গঙ্গানন্দের **"ফুলে'মেল"**

গঙ্গানন্দ
রামাচার্য্য (২৩)
বাসুদেব
(২৪) রাঘবেন্দ্র
কাশীশ্বর
গোপাল
বিশ্বেশ্বর
গোপীনাথ
পার্ব্বতীনাথ
নীলকণ্ঠ (২৫)
শ্রীকণ্ঠ (বংশ নাই)
যাদবেন্দ্র
মহাদেব (বংশ নাই)
গঙ্গাধর
শ্রীধর
রঘুনাথ
(২৬) বিষ্ণুঠাকুর
রতিকান্ত
রাধাকান্ত
রামেশ্বর
মুকুন্দ
রামদেব ঠাকুর (২৭)
নারায়ণ ঠাকুর
(২৮) শ্যাম
সীতারাম
খেলারাম (বংশ নাই)
কন্দর্প
পাঁচু
রাজকিশোর
কৃষ্ণজীবন
রামগোবিন্দ
রামকিশোর
কালীশঙ্কর (২৯)
(৩০) উমাশঙ্কর
শিবপ্রসাদ
দুর্গাচরণ

(৩১) বিষ্ণুচরণ

(৩২) করুণাকান্ত—ইনি বিক্রমপুর নাগের হাট গ্রাম নিবাসী চাঁদনীর কুশারী শ্রোত্রিয় ৺চন্দ্রনাথ আমীনের কন্যা ৺বগলা সুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন।

সুশীলা, রাজলক্ষ্মী, শ্রীহরেন্দ্র

(৩৩) শ্রীদেবেন্দ্র নাথ—ইনি পঞ্চসার দেবভোগ গ্রামে শিমলাল শ্রোত্রিয় ৺গোবিন্দচন্দ্রের কন্যা ৺বিরজা সুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন।

(কন্যা) শ্রীমতী প্রফুল্ল — বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী নিবাসী রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সন্তান শ্রীঅবনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে।

(৩৪) শ্রীসুরেশচন্দ্র—ইনি (বিক্রমপুর) কাঁদাপাড়া নিবাসী স্বভাব কুলীন ৺কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান শ্রীফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীকে বিবাহ করেন।

কন্যা — শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী দেবী (অবিবাহিতা)

কন্যা — শ্রীমতী আরতি দেবী (অবিবাহিতা)

বিষ্ণুঠাকুর সুত নারায়ণ ঠাকুর প্রপৌত্র শিবপ্রসাদের ধারা।

(এই বংশ পূর্ব্ববঙ্গে বিরাজমান এবং অধিকাংশ নিকষ-কুলীন)

(২৭৮ পৃঃ পর পাঠ্য)

৩০। রামকিশোর সুত শিবপ্রসাদ (তারপাশা বাসী) ৩১।

৩১। **শিব**প্রসাদ সুত কমললোচন, রাজীবলোচন ও ত্রিলোচন ৩২।

৩২। কমললোচন সুত ঈশানচন্দ্র, রাজচন্দ্র (অরিয়ল) ও মথুরানাথ (বংশাভাব) ৩৩।

৩৩। ঈশানচন্দ্র সুত হরিশ্চন্দ্র (ধানকোড়া) ৩৪।

৩৪। হরিশ্চন্দ্র সুত যোগেশচন্দ্র ও উমেশচন্দ্র ৩৫।

৩৫। যোগেশচন্দ্র সুত সচীন্দ্রচন্দ্র (পুলিস সব-ইন্‌স্পেক্টর), দীনেশচন্দ্র বি-এ (আবকারি সব-ইন্‌স্পেক্টর) ও মণীন্দ্রচন্দ্র (ভঙ্গ কলসকাটী) ৩৬।

৩৬। সচীন্দ্র সুত নীরেন্দ্র ও অবনী ৩৭। দীনেশচন্দ্র সুত রাধাগোবিন্দ ৩৭।

৩৬। মণীন্দ্রচন্দ্র সুত কিরণচন্দ্র ৩৭।

৩৫। উমেশচন্দ্র সুত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র বি-এ, জীতেন্দ্রচন্দ্র ৩৬। দ্বিজেন্দ্র সুত প্রীতেন্দ্র ৩৭। জীতেন্দ্র সুত নিতেন্দ্র ও হৃদেন্দ্র ৩৭।

৩৩। রাজচন্দ্র (আড়িয়ল) সুত মহেন্দ্র (ভঙ্গ কাউলীপাড়া), চন্দ্রকুমার (তন্তর), শীতল (আড়িয়ল শেষ জীবনে ৺কাশীধাম), কালীপ্রসন্ন (রামভদ্রপুর), জগদীশ (জয়দেবপুরাধিপতি রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের কন্যা শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে বিবাহ করেন) ও মধুসূদন (রোয়াইলের সরকারী এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন)।

৩৪। মহেন্দ্র সুত যত্নেশ্বর ও রত্নেশ্বর ৩৫।

৩৫। রত্নেশ্বর সুত শৈলেশ্বর ৩৬।

৩৪। চন্দ্রকুমার (তস্তর) সুত সুরেন্দ্র, রমেশ, রাজেন্দ্র, গোপেন্দ্র, ননী-গোপাল (বি-এল, উকীল), সঞ্জীবন (ইচ্ছাপুরা) ও আশুতোষ ৩৫। কন্যা চপলা দুর্গারাম চক্রবর্ত্তী বংশে বিবাহিতা ৩৫।

৩৫। সুরেন্দ্র সুত নরেন্দ্র এম্-এস্-সি, বি- এল উকীল, অনিলকুমার বি-এ (ভঙ্গ কলসকাটি), নারায়ণ, প্রাণকুমার ও বিজয়কুমার (মণ্টু) ৩৬। কন্যা সুশীলা (কেশব চক্রবর্ত্তী বংশে বিবাহিতা), চিন্ময়ী (বিবাহিতা) ও নিধু (অবিবাহিতা)।

৩৬। নরেন্দ্র সুত কানাই, ভূদেব ও দিলীপকুমার ৩৭।

৩৬। অনিল সুত অরুণকুমার ৩৭।

৩৫। রমেশ সুত চারুচন্দ্র ৩৬ (মুখবংশে রমেশ সুত পরেশ আছে) বিবাহিত, কন্যা বীণা (কেশব চক্রবর্ত্তী বংশে বিবাহিতা), বিভা (রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী বংশে বিবাহিতা) ও নমিতা ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে, অবিবাহিতা।

৩৫। রাজেন্দ্র সুত বলরাম (বালমৃত) ও শচীন্দ্র ৩৬।

৩৫। গোপেন্দ্র সুত হরিজীবন, হরিসাধন, দাসু ও তুলসীদাস ৩৬।

৩৫। ননীগোপাল সুত বিমলগোপাল, হেমগোপাল ও সিদ্ধেশ্বর ৩৬।

৩৫। আশুতোষ সুত পরিতোষ ও মনু ৩৬।

৩৪। শীতল সুত নীলরতন (ভঙ্গ কলসকাটি), নলিনী, ক্ষেত্রমোহন বি-এল, উকীল রবিশাল (ভঙ্গ কলসকাটি), জ্যোতীশ, নিত্যগোপাল, কৃষ্ণ-ধন ও মণীন্দ্রচন্দ্র ৩৫।

৩৫। ক্ষেত্রমোহন সুত শান্তিরঞ্জন ও জ্ঞানরঞ্জন ৩৬।

৩৪। কালীপ্রসন্ন সুত অবিনাশ ও মানমোহন ৩৫। জগদীশ সুত জলদচন্দ্র ৩৫।

বিষ্ণুঠাকুর সুত নারায়ণ তৎসুত শঙ্কর বংশ

২৯। শঙ্কর সুত রামনাথ, রাধানাথ, রামচন্দ্র (ভঙ্গ) ও কৃষ্ণকিশোর (ভঙ্গ) ৩০। ইহাদের বংশধরগণ শঙ্করের সন্তান বলিয়া পরিচিত।

৩০। রামনাথ সুত রমানাথ, কালীনাথ, চন্দ্রকান্ত ও গঙ্গাকান্ত ৩১।

৩১। রমানাথ সুত নীলমণি ৩২।

৩১। কালীনাথ সুত শিবনাথ ৩২। তৎসুত সুরেশচন্দ্র ৩৩।

৩১। গঙ্গাকান্ত সুত রমেশচন্দ্র, তারণচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ৩২।

৩২। তারণ সুত ননীগোপাল (বেলগড়ে)।

৩০। রাধানাথ সুত শ্রীনাথ ও রামকুমার (ভঙ্গ কালীপাড়া) ৩১।

৩১। শ্রীনাথ সুত হরিকিশোর (ফতেজঙ্গপুর) ৩২।

৩২। হরিকিশোর সুত রাসমোহন (জয়দেবপুরাধিপতি গোলোকনারায়ণের কন্যা স্বর্ণময়ী দেবীর সহিত বিবাহ হয়) ৩৩। বংশাভাব, দৌহিত্র ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩১। রামকুমার সুত গোলকবিহারী, আনন্দ, তারক, মদনগোপাল, মহানন্দ, গুরুদাস, শিবচন্দ্র (আউটসাহী) ও দ্বারকানাথ ৩২।

৩২। গোলকবিহারী সুত পুলিনবিহারী ৩৩।

৩২। আনন্দ সুত নীলকান্ত ৩৩। তারক সুত প্রসন্ন ৩৩।

৩২। মদনগোপাল সুত উমেশচন্দ্র (চম্পকদি) ৩৩। সুত চারুচন্দ্র ও যাদব ৩৪।

৩২। শিবচন্দ্র সুত করুণাকান্ত (বংশাভাব), তরুণচন্দ্র, পরীক্ষিত (আউটসাহী), চন্দ্রকুমার, কুলচন্দ্র (বেতকা), রাসবিহারী (বংশাভাব) ও কুঞ্জবিহারী (কুশারীপাড়া) ৩৬।

৩৩। করুণাকান্ত কন্যা হেমাঙ্গিনী (রঘুরাম চক্রবর্ত্তী বংশে বিবাহিতা) ৩৪।

৩৩। তরুণচন্দ্র (আউটসাহী) সুত হেমচন্দ্র, অমরচন্দ্র (০), কামাখ্যা (মাইজপাড়া), কালিদাস (অবিবাহিত) ও গুরুপ্রসন্ন ৩৪।

৩৪। হেমচন্দ্র সুত কালিদাস ৩৫। কামাখ্যার ২ পুত্র (৩৫)।

৩৩। পরীক্ষিত সুত বঙ্কিমচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্ল, সাধন, সুচন্দ্র, নরেশ, জীবনচন্দ্র, অবিনাশ, প্রিয়ময় ও খোকা ৩৪। কন্যা কুসুম পাচগাও রঘুরাম বংশে ও মিলন মাত্রসার রঘুরাম বংশে বিবাহিতা।

৩৪। বঙ্কিম সুত সুসময় ৩৫। চিত্ত সুত মধুসূদন ৩৫। নরেশ সুত জীবন ৩৫।

৩৩। চন্দ্রকুমার সুত হরিপদ প্রভৃতি ৩ পুত্র ৩৪।

৩৩। কুলচন্দ্র সুত হরিচরণ ৩৪। তৎসুত খোকা ৩৫।
বর্ত্তমান নিবাস নারিন্দা বসুর বাজার, ঢাকা।

৩৩। কুঞ্জবিহারী সুত নরেশ ৩৪।

শঙ্কর সুত রামচন্দ্রের (৩০) ধারা (২৮৮ পৃঃ)

২৯। শঙ্কর সুত রামচন্দ্র (ভঙ্গ) ৩০। সুত কালীপ্রসাদ ৩১।

৩১। কালীপ্রসাদ সুত ভৈরবচন্দ্র, জগৎচন্দ্র, উমাকান্ত (প্রাণীমণ্ডল-ঢাকা), কাশীকান্ত (০) ও তারাকান্ত (কাঁটাদিয়া-ঢাকা) ৩২।

৩২। ভৈরবচন্দ্র সুত অন্নদা ৩৩। সুত রাজেন্দ্র (ইচ্ছাপুর) ৩৪।

৩২। জগৎচন্দ্র সুত রাজকুমার, চন্দ্রকান্ত ও অম্বিকা (কাঁঠালবাড়ী— ফরিদপুর) ৩৩।

৩৩। রাজকুমার সুত হারাণচন্দ্র (বরিশাল) ৩৪।

৩৩। অম্বিকা সুত সুরেন্দ্র ও নিবারণ (পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার, কলিকাতা) ৩৪। সুরেন্দ্র সুত শ্যামাপদ ৩৫। নিবারণ সুত তারাপদ ও গুরুপদ ৩৫।

৩২। উমাকান্ত সুত প্রসন্ন (অঃ পুঃ), সারদাকান্ত বিদ্যারত্ন (বীরতারা-ঢাকা) ইনি ঢাকা গবর্ণমেণ্ট কলেজিয়েট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড পণ্ডিত), বিপিনবিহারী (মোক্তার প্রণীমণ্ডল) ও রাইমোহন (আউটসাহী নিবাসী) অপুত্রক ৩৩।

৩৩। সারদাকান্ত সুত মাখনলাল ও কিরণচন্দ্র এম্‌-এ, বিলিট্, লিট্-হাম, জন্ লক্ স্কলার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ৩৪।

শ্রীযুক্ত **কিরণচন্দ্র** মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ২০৲ টাকা বৃত্তি পান। আই-এ পরীক্ষায় ২৫৲ টাকা বৃত্তি পান। বি-এ পরীক্ষায়, ইংরাজী সাহিত্যে, দর্শনশাস্ত্রে এবং সংস্কৃতে অনার্স পাশ করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করতঃ ঈশান বৃত্তি ৪০৲ টাকা পান। এম্-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তৎপর বিলাত গমন করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রেটস্ পরীক্ষা ও জন্ লক্ স্কলার সিপ পরীক্ষায় পাশ করিয়া ২৪,০০০৲ হাজার টাকা বৃত্তি পান। তৎপর অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জেসাস্ কলেজে গ্রীক দর্শনশাস্ত্রের ও বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপকের কার্য্য করেন। ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া বর্ত্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রেজুয়েট্ ক্লাসে ইংরাজী ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেছেন।

৩৪। মাখনলাল সুত নীহাররঞ্জন বি-এ, বি-এল (উকীল আলীপুর জজ কোর্ট), হিমাংশুরঞ্জন (ক্লার্ক, মিলিটারী ডিপার্টমেণ্ট, ঢাকা) ও চিত্তরঞ্জন ৩৫।

৩৩। বিপিনবিহারী সুত নগেন্দ্র, নীহার, কালীপদ (প্রাণীমণ্ডল), হরিপদ ও তারাপদ ৩৪।

৩৪। কালীপদের জ্যেষ্ঠ পুত্র এম্-এ, বি-এল মৈমনসিংহের সরকারী উকীল ৩৫। সুত অরুণ কুমার বি-এ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ১ম হইয়া ২০৲ ও আই-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ২৫৲ টাকা বৃত্তি পান)।

৩২। তারাকান্ত সুত নিবারণ ও সুরেন্দ্র ৩৩।

শঙ্কর সুত কৃষ্ণকিশোরের ধারা (২৮৮ পৃঃ)

(কৃষ্ণকিশোর তারপাশাবাসী ছিলেন, রাজনগর নিবাসী কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের কন্যা বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হন)।

৩০। কৃষ্ণকিশোর সুত কালীকিঙ্কর, হরিকিঙ্কর, রামলোচন, কালীপ্রসাদ রামনিধি, তারকচন্দ্র ও তিতু ৩১।

৩১। কালীকিঙ্কর সুত দীনবন্ধু (সাহাবাজপুর) ৩২।

৩১। হরিকিঙ্কর সুত চন্দ্রমোহন (রামভদ্রপুর) ইনি মুন্সেফ ছিলেন। রাসবিহারী (কান্দাপাড়া), ঈশানচন্দ্র, গুরুচরণ, রাধামাধব ও পরীক্ষিত ৩২।

৩২। চন্দ্রমোহন সুত বিধুমোহন (মোক্তার মাদারিপুর) ও শশাঙ্কমোহন ৩৩।

৩২। রাসবিহারী (ইনি প্রথমে তারপাশা পরে কান্দাপাড়াবাসী হন)। ইনি "শৈশবজ্ঞানচন্দ্রিকা" এবং পদ্যে সীতার বনবাস গ্রন্থ রচনা করেন। বহু বিবাহ লোপ ও কন্যাপণ নিবারণ সম্বন্ধে বক্তৃতা ও সংবাদ পত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিতেন। বিংশ শতাব্দের প্রথমভাগে স্বর্গবাসী হন।

৩২। রাসবিহারী সুত ব্রজবিহারী (বংশাভাব), আনন্দবিহারী, নিকুঞ্জবিহারী (কোলা), নবীনবিহারী, গুরুনাথ (সিংপাড়া বর্ত্তমানে ঢাকা জেলার নারিন্দাবাসী), সীতানাথ (কাশীবাসী), বিপিনবিহারী (রায় সাহেব ও পুলীশ ইনস্পেক্টর প্রথম গ্রেড) ও সতীশচন্দ্র ৩৩

৩৩। আনন্দবিহারী (কোলা) সুত কুমুদ বি-এ, ক্ষীরোদ বি-এস-সি, যতীন্দ্রবিহারী, জীবন, কিরণ ও শান্তি ৩৪।

৩৪। কুমুদ সুত হরিপদ ও ননীগোপাল ৩৫।

৩৪। ক্ষীরোদ সুত খোকা ৩৫। যতীন্দ্র সুত পান্নু ৩৫।

৩৩। নিকুঞ্জবিহারী (কোলা) সুত গৌর ওরফে অস্তবিহারী বি-এ, জীবনবিহারী (অঃ বিঃ), বনবিহারী, দুর্গাদাস ও সত্যবিহারী ৩৪।
কন্যা নিরুপমা কেশব চক্রবর্ত্তী বংশে বিবাহিতা ৩৪।

৩৪। গৌর সুত সেবক ৩৫।

৩৩। নবীনবিহারী (কোলা বর্ত্তমান দিল্লীতে বাস) সুত সন্তোষ, কালীপদ বি-এ, অনিলবিহারী (অবিবাহিত), সুনীলবিহারী (অবিবাহিত) ৩৪।

৩৪। সন্তোষ সুত রবীন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ ৩৫। কালীপদ সুত খোকা ৩৫।

৩৩। রায় সাহেব বিপিনবিহারী (কান্দাপাড়া) সুত কালীপদ, হরিপদ, তারাপদ, ব্রহ্মপদ, গোবিন্দপদ ও শাক্তিপদ ৩৪।

৫কন্যার ১টী কেশব চক্রবর্ত্তী ও ৪টী রঘুরাম চক্রবর্ত্তী বংশে বিবাহিতা।

৩৪। কালীপদ সুত উমাপদ ও দুর্গাপদ ৩৫।

৩৪। হরিপদ সুত দেবব্রত ৩৫।

৩৩। সতীশ সুত গোপাল ৩৪।

হরিকিঙ্কর সুত পরীক্ষিৎ ও বামুর ধারা

৩২। পরীক্ষিৎ (মালপদিয়া) সুত মথুরানাথ (নাগরভাগ) ৩৩।

৩৩। মথুরানাথ সুত প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ (ডবল এম্ এ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের হেডপণ্ডিত, ইনি নানা শাস্ত্রে কৃতী লেখক ও বক্তা। পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের সহকারী সম্পাদক এবং বহু সভা-সমিতির সদস্য ৩৪।

৩৪। প্রিয়নাথ সুত প্রণবনাথ, প্রভবনাথ ও প্রতীপনাথ ৩৫।

৩২। বামু (মালপদিয়া) সুত মধুসূদন ও অশ্বিনী (শিয়ালদি) ৩৩।

৩৩। মধুসূদন সুত অবিনাশ (কেরাণী নারায়ণগঞ্জ মুন্সেফী অফিস), যতীন্দ্র ও চিন্তাহরণ ৩৪।

৩৪। অবিনাশ সুত অমূল্য বি-এ, অসিত ও অজিত ৩৫। অশ্বিনী সুত মহেন্দ্র (পুলীস ইন্‌সপেক্টর), নগেন্দ্র ডাক্তার ও মাখন ৩৫।

৩৫। মহেন্দ্র সুত শচীন্দ্র ৩৬।

৩১। রামনিধি সুত ঈশ্বরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র (ফেগুনাসার) ৩২।

৩২। কৈলাস সুত অতুল, হেম ও চিন্তাহরণ ৩৩।

কৃষ্ণকিশোর সুত তারকচন্দ্রের (কান্দাপাড়া) ধারা

৩১। তারকচন্দ্র সুত চণ্ডীদাস (কান্দাপাড়া), চণ্ডীচরণ (কান্দাপাড়া), কালীপ্রসন্ন, চন্দ্রমাধব (০), রজনী (০), দ্বারকানাথ (ফতেজঙ্গপুর),

কেদার (ফেগুণাসার বর্ত্তমান রায়পুর), হরকুমার (নাগরভাগ) অভয়, রাজকুমার (হলদা), গিরিজা ও নিশিকান্ত (কান্দাপাড়া) ৩২।

৩২। চণ্ডীদাস সুত বীরেন্দ্র বি-এ ও সুরেন্দ্র ৩৩।

৩৩। বীরেন্দ্র সুত বিনয়েন্দ্র, সুধা, অনিল, নারায়ণ, সমরেন্দ্র (মৃত), পরেশ (মৃত), মোহিত, পরিমল ও পরিতোষ ৩৪।

৩৩। সুরেন্দ্র সুত নরেন্দ্র, রণেন্দ্র, সুধীর ও অধীর ৩৪।

৩২। চণ্ডীচরণ সুত মনোমোহন (ঢাকা গেণ্ডারিয়া পেনসন প্রাপ্ত ডাক্তার), সত্যচরণ ও তিনকড়ি ৩৩।

৩৩। মনোমোহন সুত যোগেশ এম্-বি ও ভবেশ বা মেঘু (ঢাকা গেণ্ডারিয়া)। ভবেশের দুই পুত্রে নাম অজ্ঞাত।

৩২। দ্বারকানাথ সুত, সীতানাথ ও জানকীনাথ ৩৩।

৩২। কেদার সুত ললিত ৩৩। তৎসুত টুলু ৩৪।

৩২। হরকুমার সুত সুরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র ও শচীন্দ্র ৩৩।

৩৩। সুরেন্দ্র সুত পতিতপাবন ৩৪।

৩২। অভয় সুত দ্বিজেন্দ্র বি-এ (কাননগু), সুধীর (পোষ্ট মাষ্টার), সুকুমার বি-এ কাননগু, মণীন্দ্র (আরিয়ল), অধীর ও মনকুমার ৩৩।

৩২। রাজকুমার সুত মণীন্দ্র বি-এ (পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ফরিদপুর) ও ব্রজেন্দ্র ৩৩।

৩৩। মণীন্দ্র সুত সতীশ এম্-এ ৩৪।

৩৩। ব্রজেন্দ্র সুত হেরম্ব ও স্বদেশকুমার ৩৪।

৩২। গিরিজা সুত অনাথ (তরা) ৩৩।

৩২। নিশিকান্ত সুত ধীরেন্দ্র, জিতেন্দ্র, পরেশ ও দুর্গামোহন ৩৩।

৩৩। ধীরেন্দ্র সুত শান্তি, সুধেন্দ্র, সুধীর ও সুকুমার ৩৪।

৩৩। জিতেন্দ্র সুত সুখেন, সুবোধ, সুনীল ও সুবাস।

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়, কবিভূষণ নাট্য-বিদ্যাবিনোদ, প্রদত্ত।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সিদ্ধশ্রোত্রিয় বংশাবলী
(২০৯—১০ পৃঃ পর পাঠ্য)

(শান্তিপুর পাগলা গোস্বামী বাড়ী)

প্রধান বিগ্রহ শ্রীশ্রী৺ কৃষ্ণরাই (কুমুদানন্দের প্রতিষ্ঠিত)

২৬। অদ্বৈত সুত অচ্যুতানন্দ, গোপাল, বলরাম মিশ্র, শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র, শ্রীরূপ ও জগদীশ ২৭।

২৭। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র সুত রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী গোস্বামী (মদনগোপাল গোস্বামী বাড়ী) ও দোলগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী গোস্বামী (ঢাকা উথলি নটাখোলা) ২৮।

২৭। বলরাম মিশ্র সুত মধুসূদন গোস্বামী (গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বাড়ী শান্তিপুর), বাসুদেব (পূর্ব্ববঙ্গ), কামদেব (বাহাদুরপুর), গোপীরমণ (মালনপাড়া, যশোহর), মথুরেশ চক্রবর্ত্তী গোস্বামী, দৈবকীনন্দন (আতাবুনিয়া বাড়ী, শান্তিপুর), নিত্যানন্দ (বাহাদুরপুর, নদীয়া), পূর্ণানন্দ ও কুমুদানন্দ ২৮।

২৮। মথুরেশ সুত রাঘবেন্দ্র (বড় গোস্বামী বাড়ী, শান্তিপুর), ঘনশ্যাম (মধ্যম গোস্বামী বাড়ী হাটখোলা, শান্তিপুর) ও রামেশ্বর (ছোট গোস্বামী বা চাকফেরা গোস্বামী বাড়ী, শান্তিপুর) ২৯।

২৮। কুমুদানন্দ (হইতে পাগলা গোস্বামী বাড়ী, শান্তিপুর) সুত রুক্মিণী-কান্ত ২৯।

২৯। রুক্মিণীকান্ত সুত রামানন্দ ও রামচন্দ্র ৩০।

৩০। রামানন্দ সুত রমানাথ, গোপাল, কৃষ্ণনাথ, যুগলকৃষ্ণ, রাজারাম ও রসিকানন্দ ৩১।

৩২। রমানাথ সুত বাবারাম (০), জগন্নাথ ও বলরাম ৩২।

৩২। জগন্নাথ সুত রামনারায়ণ, রামকানাই, প্রাণনাথ ও গোপীনাথ(০) ৩৩।

৩৩। রামনারায়ণ সুত কৃষ্ণধন ৩৪। সুত বিশ্বম্ভর (০) ৩৫। রামকানাই সুত সনাতন (০) ৩৪।

৩৩। প্রাণনাথ সুত জয়গোবিন্দ ৩৪। সুত রামময় ৩৫। সুত নৃসিংহ-প্রসাদ (০) ৩৬।

৩২। বলরাম সুত কুঞ্জবিহারী (০) ৩৩।

৩১। গোপাল সুত মাধবেন্দ্র ও রাজীবলোচন ৩২। মাধবেন্দ্র সুত নীলমণি (০) ও লালচাঁদ (০) ৩৩।

৩২। রাজীবলোচন সুত রামসুন্দর (০) ও কৃষ্ণবদন (০) ৩৩।

৩১। কৃষ্ণনাথ সুত কৃষ্ণরাম ৩২। সুত রামলোচন ৩৩। সুত গঙ্গানারায়ণ (০) ও গোরাচাঁদ ৩৪।

৩৪। গোড়াচাঁদ সুত তিনকড়ি (০) ৩৫।

৩১। যুগলকৃষ্ণ সুত পরমানন্দ (০) ও রাসবিহারী (০) ৩২।

৩১। রাজারাম সুত হরিরাম ৩২। সুত ভগবান্ (০) ও রামধন ৩৩।

৩৩। রামধন সুত গোবিন্দচন্দ্র ও রামগোপাল ৩৪।

৩৪। গোবিন্দচন্দ্রের ২ পুত্র নাম অজ্ঞাত (ইহারা ঢাকা বাস করেন) ৩৫।

৩৪। রামগোপাল সুত সুরেন্দ্রচন্দ্র ৩৫।

৩১। রসিকানন্দ সুত নরসিংহ ৩২। সুত গৌরমোহন ও জগমোহন ৩৩।

৩৩। গৌরমোহন সুত রাধামোহন, ফটিকচন্দ্র (আনন্দমোহন) ও রামচন্দ্র (০) ৩৪।

৩৪। রাধামোহন সুত অক্ষয় ৩৫। সুত হরিমোহন ও যোগীন্দ্রচন্দ্র ৩৬।

৩৬। হরিমোহন সুত নিতাইচাঁদ ৩৭।

হরিমোহন কন্যা প্রিয়ভাষিণী দেবীর স্বামী ৫৯ নং ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর বাসী শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় (Retired Superintending Engineer, C. P.)

৩৬। যোগীন্দ্রচন্দ্র সুত গৌরগোপাল, ধীরেন্দ্র ও রবীন্দ্র ৩৭।

৩৪। ফটিকচন্দ্র (আনন্দমোহন) সুত সনাতন, বিজয়কৃষ্ণ, জয়কৃষ্ণ, কৃষ্ণময় কৃষ্ণবিহারী (০) ও মথুরানাথ ৩৫।

৩৫। সনাতন সুত প্রসন্নগোপাল (০) ৩৬। বিজয়কৃষ্ণ সুত কৃষ্ণগোবিন্দ (০) ৩৬।

৩৫। জয়কৃষ্ণ সুত **চ**ন্দ্রকিশোর ও **কি**শোরীকিশোর ৩৬। উভয়েই আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের প্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টার ছিলেন।

৩৬। চন্দ্রকিশোর সুত সুধীররঞ্জন, যশোদানন্দন ও নীলমণি ৩৭।

কন্যা প্রফুল্লকুমারী দেবী—স্বামী শ্রীইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ উকীল। পুত্র নৃসিংহপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী এম্-এ, বি-এল্ উকীল, কৃষ্ণনগর।

৩৭। সুধীররঞ্জন সুত সরোজরঞ্জন (মৃত), পঙ্কজকুমার, অজিতকুমার, হেমেন্দ্র-কুমার ও কন্যা রমাসুন্দরী—স্বামী নিবারণচন্দ্র বাকচী।

৩৬। কিশোরীমোহনের কন্যা মাত্র সুবাসিনী দেবী—স্বামী গিরীন্দ্রনাথ রায় (কণ্ট্রাক্টার)।

৩৫। কৃষ্ণময় সুত রাধিকাপ্রসাদ, নলিনীমোহন, শশীভূষণ (০) ও প্যারী-মোহন ৩৬।

৩৬। রাধিকাপ্রসাদ সুত সচ্চিদানন্দ, কুমুদানন্দ, ধীরানন্দ, জগদানন্দ ওরফে নারায়ণ (চেয়ারম্যান শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটী), রামানন্দ ও পরমানন্দ ৩৭।

৩৬। নলিনীমোহন সুত হরিদাস, কালিদাস, কৃষ্ণদাস, বিপিনচন্দ্র ও কমলাক্ষ ৩৭। ৩৬। প্যারীমোহনের এক পুত্র।

৩৫। মথুরামোহন সুত হংসেশ্বর ও ননীগোপাল ৩৬।

৩৬। হংসেশ্বরের কন্যা মাত্র।

৩৩। জগমোহন সুত দীনবন্ধু ৩৪। সুত শ্রীরূপ, রাসরূপ (০), কৃষ্ণদেব (০), ও চৈতন্যরূপ (০) ৩৫।

৩৫। শ্রীরূপ সুত পুলিনবিহারী ও অটলবিহারী ৩৬।

৩৬। পুলিনবিহারীর তিন কন্যা মাত্র।

৩৬। অটলবিহারীর দুই কন্যা মাত্র।

৩০। রামচন্দ্র সুত গোবিন্দরাম ৩১। সুত আনন্দ (০), রামকিশোর, রামসুন্দর ও গোকুলচন্দ্র ৩২।

৩২। রামকিশোর সুত কালাচাঁদ, মণিরাম (০) ও রামলোচন ৩৩।

৩৩। কালাচাঁদ সুত কিষুলাল ৩৪। সুত নীলকমল, রামকমল, কৃষ্ণকমল (০) ও হরেকৃষ্ণ ৩৫।

৩৫। নীলকমল সুত হরিনাথ ৩৬। হরিনাথের দত্তকপুত্র দীননাথ ৩৭।

৩৫। রামকমল সুত নবকৃষ্ণ (০) ৩৬।

৩৫। হরেকৃষ্ণের দৌহিত্র রাধানাথ সান্যাল। তৎপুত্র হরিদাস ও সুজন।

৩৩। রামলোচন সুত সর্ব্বানন্দ (০) ও বংশীবদন ৩৪।

৩৪। বংশীবদন সুত পীতাম্বর (০) ও ব্রজনাথ ৩৫। ব্রজ সুত বিনোদবিহারী (০) ৩৬।

৩২। গোকুল সুত স্বরূপচন্দ্র ৩৩। সুত বৃন্দাবনচন্দ্র ও বিষ্ণুচন্দ্র (০) ৩৪।

৩৪। বৃন্দানন সুত রামলাল ৩৫। সুত নৃসিংহপ্রসাদ (০) ও কুঞ্জবিহারী ৩৬।

৩৬। কুঞ্জবিহারীর তিন কন্যা মাত্র।

শ্রীসুধীররঞ্জন গোস্বামীর নিকট অনুসন্ধানে লিখিত। এপ্রিল, ১৯৩৯।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য (সিদ্ধ শ্রোত্রিয়) বংশাবলী

শান্তিপুর মদনগোপাল গোস্বামী বাড়ী—রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর ধারা।

প্রধান বিগ্রহ শ্রীশ্রী৺মদনগোপাল জীউ।

২৬। অদ্বৈত সুত কৃষ্ণ মিশ্র ২৭। সুত রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ২৮। যাদবেন্দ্র ২৯। জয়দেব ৩০। রামগোপাল ৩১। নিত্যানন্দ ৩২। রাসবিহারী

৩৩। রমানাথ ৩৪। জয়গোপাল (ইনি শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলের হেড পণ্ডিত ও গ্রন্থকার ছিলেন) ৩৫।

৩৫। জয়গোপাল সুত বেনোয়ারীলাল (লেখক), বংশীবদন, মোহনলাল (প্রসিদ্ধ কথক ছিলেন), মুরারিলাল, বীণাবল্লভ ও রাধাবল্লভ ৩৬।

৩৬। বেনোয়ারীর ৩ পুত্র খগেন্দ্রনাথ, যুথী ও জ্যোতি ৩৭।

৩৬। বংশীবদন পুত্র হেমন্ত, সন্তোষ, বিজয়, মণি ও ননী ৩৭।

৩৭। হেমন্ত সুত সুধাংশু, হিমাংশু, শশাঙ্ক, মৃগাঙ্ক ও কন্যা তরু ৩৮।

৩৬। মোহনলালের ৪ পুত্র নলিনাক্ষ, কমলাক্ষ (নন্দলাল), পুণ্ডরীকাক্ষ, (জিতেন্দ্র) ও অরবিন্দাক্ষ ৩৭।

৩৭। নলিনাক্ষ সুত বিজন, বনবিহারী, মদনগোপাল ও বিশ্বেশ্বর ৩৮।

৩৭। পুণ্ডরীকাক্ষ সুত শিবদাস ও নিত্যানন্দ ৩৮।

৩৭। অরবিন্দাক্ষ সুত গৌর ৩৮।

৩৬। বীণাবল্লভ পুত্র রাধানাথ, রাধাশ্যাম ও রাধাবিলাস।

শ্রীদুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় বি-এ, বি-টি প্রদত্ত। এপ্রিল, ১৯৩৯।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য (সিদ্ধ শ্রোত্রিয়) বংশাবলী

শান্তিপুর মদনগোপাল গোস্বামী বাড়ী

রামদেব সুত রামকৃষ্ণের (৩১) ধারা

২৮। রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী সুত যাদবেন্দ্র ২৯।

২৯। যাদবেন্দ্র সুত রামদেব ও জয়দেব ৩০।

৩০। রামদেবের ৫ পুত্র মধ্যে রামকৃষ্ণ, রঘুনাথ, ৪র্থ রসিকানন্দ ৩১।

৩১। রামকৃষ্ণ সুত রামগোপাল ৩২। সুত নিত্যানন্দ ৩৩।

৩৩। নিত্যানন্দ সুত নবকিশোর, নরহরি, রাসবিহারী, রাধামাধব ও রামসুন্দর ৩৪।

৩৪। রাধামাধব সুত, রাধাকিশোর ৩৫। সুত মধুসূদন, যদুনাথ, বিখ্যাত পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামী ভাগবতাচার্য্য ও রামগোপাল ৩৫।

৩৫। যদুনাথ সুত সচ্চিদানন্দ ৩৬। সুত গৌরগোপাল ৩৭। সুত শ্রীগোপাল ৩৮।

৩০। রামদেবের এক পুত্রের নাম অজ্ঞাত ৩১। তৎসুত কৃষ্ণমোহন ৩২। তৎসুত দিগম্বর ৩৩। তৎসুত মথুরানাথ ও শ্যামলাল ৩৪। মথুরা সুত বেচারাম (হরিমোহন) ৩৫।

শ্রীগৌরগোপাল গোস্বামীর নিকট অনুসন্ধানে লিখিত। ২৫।৪।৩৯

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য (সিদ্ধ শ্রোত্রিয়) বংশাবলী

শান্তিপুর মদনগোপাল গোস্বামী বাড়ী—
রামদেব (৩০) সুত রঘুনাথের (৩১) ধারা।

৩১। রঘুনাথ সুত মুরলীধর ও রামজীবন ৩২। রাজজীবন সুত নবীনচন্দ্র ৩৩।

৩৩। নবীন সুত বীরচন্দ্র, বৃন্দাবনচন্দ্র, উৎসবানন্দ, হরিষানন্দ, কৃষ্ণানন্দ ও কালাচাঁদ ৩৪।

৩৪। বৃন্দাবন সুত রামকৃষ্ণ ৩৫। সুত কৃষ্ণধন, জানকীনাথ ও রামচন্দ্র(০) ৩৬

৩৬। কৃষ্ণধন সুত রামগোপাল (০) ও রামগোবিন্দ ৩৭। রামগোবিন্দ সুত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাধাবিনোদ কাব্য-সাঙ্খ্যতীর্থ ৩৮। সুত রাসবিহারী ও বনবিহারী ৩৯। রাসবিহারী সুত রমাবিলাস ও খোকা ৪০।

৩৬। জানকীনাথ সুত ত্রৈলোক্যনাথ ও বিনোদবিহারী (০) ৩৭।

৩৭। ত্রৈলোক্যনাথ সুত রাধারমণ (০), সীতানাথ ভাগবতরত্ন ও শ্যামসুন্দর কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ ৩৮।

৩৮। সীতানাথ সুত গৌর, নিতাই, হৃষী ও বিমল ৩৯।

৩৭। শ্যামসুন্দর সুত অমিতাভ ৩৮।

৩৪। উৎসবানন্দ সুত প্যারীমোহন (০) ৩৫।

৩৪। হরিষানন্দ সুত কিশোরীমোহন ৩৫। সুত ক্ষেত্রমোহন ৩৬।

শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামীর নিকট অনুসন্ধানে লিখিত। ২৫।৪।৩৯

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য (সিদ্ধ শ্রোত্রিয়) বংশাবলী

শান্তিপুর মদনগোপাল গোস্বামী বাড়ী

রামদেব সুত রসিকানন্দের (৩১) ধারা

৩১। রসিকানন্দ সুত জগন্নাথ ৩২। সুত কৃষ্ণনাথ ৩৩। সুত রাধাবিনোদ ৩৪। সুত অদ্বৈত বিদ্যারত্ন ৩৫। সুত হরিশ্চন্দ্র ভাগবত-ভূষণ ও কৃষ্ণচন্দ্র ৩৬।

৩৬। হরিশ্চন্দ্র সুত বিশ্বনাথ B. A. কাব্যতীর্থ ৩৭। সুত খোকা ৩৮।

৩৬। কৃষ্ণচন্দ্র সুত ভারতচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রকিশোর ও নারায়ণচন্দ্র ৩৭।

৩৭। ব্রজেন্দ্র সুত বদরীনাথ ৩৮।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামীর নিকট অনুসন্ধানে লিখিত। ২৫।৪।৩৯

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য (সিদ্ধ শ্রোত্রিয়) বংশাবলী

শান্তিপুর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বাড়ী—মধুসূদনের ধারা।

প্রধান বিগ্রহ—শ্রীশ্রী৺বিশ্বমোহন জীউ (নাটোরের মহারাজ প্রদত্ত)।

২৬। অদ্বৈত সুত বলরাম ২৭। সুত মধুসূদন ২৮।

২৮। মধুসূদন সুত নরোত্তম ২৯। সুত আত্মারাম (পাবনা জেলার হাণ্ডিয়াল, বল্লভপুর ও স্থল প্রভৃতি গ্রাম), রামনারায়ণ ও শ্রীরাম ৩০।

৩০। রামনারায়ণ সুত নন্দকুমার (পাবনা জেলার হাণ্ডিয়াল গ্রাম) ও প্রাণকৃষ্ণ ৩১।

৩১। প্রাণকৃষ্ণ সুত রামনাথ ৩২। সুত গোবিন্দ ৩৩।

৩৩। গোবিন্দ সুত কৃষ্ণগোপাল তর্করত্ন ও কৃষ্ণচন্দ্র ৩৪।

৩৪। কৃষ্ণগোপাল সুত বিপিন, কুঞ্জ (০), বিনোদ (•), পূর্ণ ও সতীশ (খোকা) ৩৫।

৩৫। বিপিন সুত নারায়ণ ৩৬।

৩৫। পূর্ণ সুত হরিহর, শীতল, গৌরসুন্দর, নিতাইসুন্দর, প্রভৃতি ৩৬।

৩৪। কৃষ্ণচন্দ্র সুত নৃত্যগোপাল ৩৫। সাং নপাড়া-নদীয়া।

৩০। শ্রীরাম সুত রামচন্দ্র (পাবনা জেলার হাণ্ডিয়ান গ্রাম) ও রাখালপদ ৩১।

৩১। রাখালপদ সুত মুরারিধর ও **রাধামোহন** গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবাচস্পতি (ইনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত "গোস্বামী ভট্টাচার্য্য" নামে সুপরিচিত), তীর্থনাথ (•) ও বৃন্দাবন (০) ৩২।

৩২। মুরারিধর সুত কৃষ্ণকুমার, রাধাকিশোর, রাধাকৃষ্ণ (•) ও গৌর-কিশোর (০) ৩৩।

৩৩। কৃষ্ণকুমার সুত কৃষ্ণনাথ ও কৃষ্ণহরি ৩৪। কৃষ্ণনাথ সুত ব্রজনাথ (০) ৩৫।

৩৪। কৃষ্ণহরি সুত রাধাদাস ও গোপীকৃষ্ণ ৩৫। রাধাদাস সুত নুটু (•) ৩৬।

৩৫। গোপীকৃষ্ণ সুত দেবেন্দ্র, যতীন্দ্র (•) ও ব্রজেন্দ্র ৩৬।

৩৬। দেবেন্দ্র সুত নৃপেন্দ্র ৩৭।

৩৬। ব্রজেন্দ্র সুত দিলীপ ও রামচন্দ্র ৩৭।

৩৩। রাধাকিশোর দৌহিত্র গোপীকান্ত মৈত্র।

৩২। রাধামোহন গোস্বামী সুত হরেকৃষ্ণ (দত্তক) ৩৩। সুত হরিনারায়ণ ৩৪। দত্তক নৃসিংহনারায়ণ ৩৫।

৩৫। নৃসিংহ সুত উপেন্দ্র (•), মণীন্দ্র ও ধীরেন্দ্র (০) ৩৬।

৩৫। মণীন্দ্র সুত শান্তিগোপাল, কৃষ্ণগোপাল ও আনন্দগোপাল ৩৬।

অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর-অব-স্কুলস্ শান্তিপুর নিবাসী
শ্রীদুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় বি-এ, বি-টি প্রদত্ত। এপ্রিল, ১৯৩৯

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য (সিদ্ধ শ্রোত্রিয়) বংশাবলী

শান্তিপুর আতাবুনীয়া গোস্বামী বাড়ী—দৈবকীনন্দনের ধারা।

প্রধান বিগ্রহ শ্রীশ্রী৺শ্যামসুন্দর জীউ।

২৬। অদ্বৈত সুত বলরাম ২৭। সুত দৈবকীনন্দন (আতাবুনিয়া) ২৮।

২৮। দৈবকীনন্দন সুত লক্ষ্মীকান্ত ২৯। সুত বংশীবদন ৩০। সুত রামকৃষ্ণ ৩১। সুত কৃষ্ণমোহন ৩২।

৩২। কৃষ্ণমোহন সুত রাধামোহন ও পরমানন্দ ৩৩।

৩৩। রাধামোহন সুত গোপীনাথ ৩৪।

৩৩। পরমানন্দ সুত আনন্দকিশোর ও নবকিশোর ৩৪।

৩৪। আনন্দকিশোর সুত ব্রজগোপাল ও **মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ** ৩৫।

৩৫। ব্রজ সুত জগবন্ধু ৩৬। সুত সীতানাথ ৩৭। সুত শ্যামসুন্দর ৩৮।

৩৫। বিজয়কৃষ্ণ সুত যোগজীবন ও কন্যা প্রেমময়ী ও শান্তিসুধা ৩৬।

৩৬। শান্তিসুধা সুত জগদানন্দ মৈত্র (হোমিও) ৩৭।

৩৫। নবকিশোর সুত কৃষ্ণচন্দ্র ৩৬। ব্রজেরচাঁদ ৩৭। রাধাজীবন ৩৯।

শ্রীদুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় বি-এ, বি-টী প্রদত্ত। এপ্রিল ১৯৩৯।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য (সিদ্ধ শ্রোত্রিয়) বংশাবলী

শান্তিপুর মধ্যম বা হাটখোলা গোস্বামী বাড়ী—ঘনশ্যামের ধারা

প্রধান বিগ্রহ শ্রীশ্রী৺গোকুলচাঁদ জীউ।

২৬। অদ্বৈত সুত বলরাম ২৭। সুত মথুরেশ ২৮। সুত ঘনশ্যাম ২৯।

২৯। ঘনশ্যাম সুত রামদেব (ক) ও রঘুনন্দন (খ) (৺গোকুলচাঁদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা) ৩০।

৩০ ক। রামদেব সুত লক্ষ্মীনারায়ণ ও প্রাণকৃষ্ণ ৩১।

৩১। লক্ষ্মীনারায়ণ সুত গোপীকান্ত, কৃষ্ণকিঙ্কর, নবীনচাঁদ (০) ও কৃষ্ণসুন্দর (০) ৩২।

৩২। গোপীকান্ত সুত রামনৃসিংহ, কৃষ্ণনাথ ও রাসবিহারী (০) ৩৩।

৩৩। কৃষ্ণনাথ সুত ব্রজনাথ ও দ্বারিকানাথ ৩৪।

৩৪। ব্রজনাথ সুত কুঞ্জবিহারী, বিনোদবিহারী ও বংশীবদন ৩৫।

৩৫। কুঞ্জ সুত অক্ষয়কুমার (০) ৩৬।

৩৫। বিনোদবিহারী সুত মানগোবিন্দ ৩৬। সুত শৈলেন্দ্রনাথ ৩৭।

৩৫। বংশীবদন সুত মনোমোহন, মোহিনীমোহন, যামিনী, অবনী, অনঙ্গ ও মুরারি ৩৬।

৩৬। মনোমোহন সুত পাঁচকড়ি, গৌর ও নিতাই ৩৭।

৩৬। মোহিনীমোহন সুত সচ্চিদানন্দ ৩৭।

৩৪। দ্বারিকানাথ সুত গোলককিশোর (০) ও অটলবিহারী ৩৫।

৩৫। অটল সুত পূর্ণচন্দ্র ৩৬।

৩২। কৃষ্ণকিঙ্কর সুত নসিরাম ৩৩।

৩৩। নসীরাম সুত গোলকচাঁদ ও রামচাঁদ ৩৪।

৩৪। গোলকচাঁদ সুত কৃষ্ণপ্রসন্ন ও রামগোপাল ৩৫।

৩৫। কৃষ্ণপ্রসন্ন সুত নগেন্দ্র, খগেন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, রমেন্দ্র ও নরেন্দ্র ৩৬।

৩৬। রমেন্দ্র সুত রথীন্দ্র ৩৭। নরেন্দ্র সুত শিখীন্দ্র ৩৭।

৩৪। রামচাঁদ সুত বনওয়ারী (০) ও বনমালী (০) ৩৫।

৩২। কৃষ্ণকিঙ্কর সুত রামকানাই ও রামতনু ৩৩। রামকানাই সুত শ্যামচাঁদ ও রামলাল (০) ৩৪।

৩৪। শ্যামচাঁদ সুত বিহারীলাল ৩৫। রামতনু সুত রামনন্দন ৩৪।

৩১। প্রাণকৃষ্ণ সুত কৃষ্ণকান্ত, কৃষ্ণরাম, কৃষ্ণনাথ ও যুগলকৃষ্ণ ৩২।

৩২। কৃষ্ণকান্ত সুত কৃষ্ণচন্দ্র, স্বরূপচন্দ্র, নয়ানচন্দ্র ও জয়কৃষ্ণ ৩৩।

৩৩। কৃষ্ণচন্দ্র সুত দামোদর, কৃষ্ণসুন্দর ও হরিমোহন ৩৪।

৩৪। হরিমোহন সুত গৌরগোপাল, বঙ্কুবিহারী ও বিপিনবিহারী ৩৫।

৩৫। গৌরগোপাল সুত মোহিনী ৩৬।

৩৫। বন্ধু সুত চারুকৃষ্ণ ৩৬।

৩৫। বিপিনবিহারী সুত পাঁচু, কৃষ্ণচন্দ্র ও রঘুনাথ ৩৬।

৩৩। স্বরূপচন্দ্র সুত রাধামোহন ও কিশোরীমোহন (•) ৩৪।

৩৩। নয়ানচাঁদ সুত ব্রজমোহন ও মথুরামোহন ৩৪।

৩৪। ব্রজমোহন সুত রামগোপাল (০) ও নীলমণি (•) ৩৫।

৩৪। মথুরামোহন সুত প্যারীলাল ৩৫।

৩৩। জয়কৃষ্ণ সুত, কিষুলাল ৩৪। সুত দীনবন্ধু ও রামদয়াল ৩৫।

৩৫। দীনবন্ধু সুত হরিদাস, রেবতীমোহন ও ললিতমোহন ৩৬।

৩৬। হরিদাস সুত জানকী, কিশোরী, রাধাবিনোদ ও গোবিন্দ ৩৭।

৩৭। জানকী সুত গৌরাঙ্গ ৩৮।

৩৬। রেবতীমোহন সুত নীলমণি, বিনয়, রবীন্দ্র, শচীন্দ্র ও খোকা ৩৭।

৩৬। ললিত সুত ব্রজেন্দ্র, কৃষ্ণ, গোকুল, লালু, কানাই বলাই ও সুবল ৩৭।

৩৫। রামদয়াল সুত কৃষ্ণগোপাল (•), রাসবিহারী, গোপীমোহন (•) রাধিকামোহন, ও মদনমোহন ৩৬।

৩৬। রাসবিহারী সুত সীতানাথ ৩৭। সুত ধ্রুব ৩৮।

৩৬। রাধিকামোহন সুত ব্রজেন্দ্রকুমার ৩৭।

৩৬। মদনমোহন সুত পঞ্চানন বি-এ, আনন্দমোহন ও মধুসূদন ৩৭।

৩২। কৃষ্ণরাম সুত কেবলকৃষ্ণ ও কৃষ্ণহরি ৩৩। কেবলকৃষ্ণ সুত কৃষ্ণচৈতন্য ৩৪। সুত কৃষ্ণকমল (০) ৩৫।

৩৩। কৃষ্ণহরি সুত রাধারমণ (০) ৩৪।

৩২। কৃষ্ণনাথ সুত রাধাকিশোর (পোষ্য) ৩৩। সুত রামরতন (•) ৩৪।

৩২। যুগলকৃষ্ণ সুত রামতনু ও চাঁদমোহন (•) ৩৩।

৩৩। রামতনু সুত রামলাল, শ্যামলাল ও গোবিন্দলাল (•) ৩৪।

৩৪। রামলাল সুত হরিলাল ও রাধিকালাল ৩৫।

৩৫। হরিলাল সুত, অনুপলাল, অহিত, অমিয়, অর্দ্ধেন্দু ও অনন্ত ৩৬।

৩৬। অনুপ সুত অশোকলাল ৩৭।

৩৫। রাধিকালাল সুত ফটিকচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র ৩৬। ফটিক সুত গণেশ ও তুলসী ৩৭।

৩৪। শ্যামলাল সুত শরচ্চন্দ্র ৩৫। সুত সুরেশ, ক্ষিতীশ, যতীশ ও রামচন্দ্র ৩৬।

৩৬। সুরেশচন্দ্র সুত পরেশচন্দ্র ৩৭।

৩০ খ। রঘুনন্দন সুত রামকান্ত (গ), ইন্দ্রনারায়ণ (ঘ) ও কৃষ্ণগোবিন্দ(ঙ) ৩১।

৩১ গ। রামকান্ত সুত জগন্নাথ (০) ও বৃন্দাবন (০) ৩২।

৩১ ঘ। ইন্দ্রনারায়ণ সুত কৃষ্ণগোপাল ও মুরলীধর ৩২।

৩২। কৃষ্ণগোপাল সুত রামকুমার ৩৩। সুত কৃষ্ণলাল ৩৪। সুত হৃদয়-গোবিন্দ (০) ৩৫।

৩২। মুরলীধর সুত কৃষ্ণমোহন ও গৌরমোহন (০) ৩৩।

৩৩। কৃষ্ণমোহন সুত রাধাকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ ৩৪।

৩৪। রাধাকৃষ্ণ সুত বিজয়কৃষ্ণ ৩৫। তৎ কন্যা রাধারাণী ৩৬।

৩৪। রামকৃষ্ণ সুত হারাণকৃষ্ণ ৩৫। সুত হরিহর ৩৬। সুত লক্ষ্মীনারায়ণ ৩৭।

৩১ ঙ। কৃষ্ণগোবিন্দ সুত রামহরি, আনন্দিরাম, ব্রজকুমার (০) ও রাজকৃষ্ণ তর্কবাগীশ ৩২।

৩২। রামহরি সুত কৃষ্ণবল্লভ, রুক্মিণীকান্ত, রমাকান্ত, রাধামাধব, যাদবেন্দ্র ও রাধাবিনোদ ৩৩।

৩৩। কৃষ্ণবল্লভ সুত জ্ঞানানন্দ ও কৃষ্ণকেশব ৩৪।

৩৪। জ্ঞানানন্দ সুত কিশোরীমোহন ৩৫। সুত অতুলানন্দ (পোষ্য) ৩৬। সুত ব্যোমকেশ ৩৬।

৩৪। কৃষ্ণকেশব কন্যা গঙ্গামণি ৩৫।

৩৩। রুক্মিণীকান্ত সুত শ্রীকৃষ্ণ ৩৪। সুত মোহিনীমোহন (০) ৩৫।

৩৩। রমাকান্ত সুত রাম (০), গোকুলনাথ ও কৃষ্ণাচ্যুত ৩৪।

৩৪। গোকুল সুত বিপিনবিহারী ৩৫। সুত কৃষ্ণগোপাল(০) ও কৃষ্ণরতন ৩৬।

৩৬। কৃষ্ণরতন সুত হৃষীকেশ ৩৭।

৩৩। রাধামাধব সুত হরেকৃষ্ণ ও কৃষ্ণবন্ধু ৩৪।

৩৪। হরেকৃষ্ণ সুত কৃষ্ণগোপাল (০) ৩৫।

৩৪। কৃষ্ণবন্ধু সুত রামগোপাল ৩৫। সুত বিহারীলাল, দয়ারাম (০) ও সত্যব্রত ৩৬।

৩৬। বিহারীলালের ৫টী কন্যা ৩৭। ৩৬। সত্যব্রত সুত মাণিক ৩৭।

৩৩। যাদবেন্দ্র সুত যশোদানন্দন ও গোপীনন্দন ৩৪। যশোদা সুত কৃষ্ণ-প্রসন্ন (০) ৩৫।

৩৪। গোপীনন্দন কন্যা ভুবনমোহিনী ৩৫।

৩৩। রাধাবিনোদ কন্যা শ্যামাসুন্দরী ৩৪।

৩২। আনন্দীরাম সুত রাধাবল্লভ (০) ৩৩।

৩২। রাজকৃষ্ণ তর্কবাগীশ সুত কৃষ্ণপ্রসাদ ও রাধানাথ ৩৩।

৩৩। কৃষ্ণপ্রসাদ সুত রামহৃদয় (০) ও রামব্রহ্ম ৩৪। রামব্রহ্ম সুত রাজেন্দ্র ও কমলাপতি ৩৫। বর্ত্তমানে কমলাপতি বাবু প্রবীণ ও সামাজিক ব্যক্তি।

৩৫। রাজেন্দ্র সুত প্রাণগোপাল, প্রদ্যোৎকুমার ও চিদানন্দ ৩৬।

৩৫। কমলাপতি সুত জীবনগোপাল (বামারলরী অফিসের কর্ম্মচারী) ও কৃষ্ণচৈতন্য ৩৬।

৩৬। জীবনগোপাল সুত শ্যামসুন্দর (ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছে) ৩৭।

৩৩। রাধানাথ সুত রাসবিহারী (০), কিশোরীলাল ও রাধিকাপ্রসাদ ৩৪।

৩৪। কিশোরীলাল সুত নৃত্যলাল ৩৫। সুত সত্যপ্রসাদ ৩৬।

৩৪। রাধিকাপ্রসাদ সুত যোগীন্দ্রকুমার ৩৫। সুত নিকুঞ্জ ও বলাই ৩৬।

৩৬। নিকুঞ্জ সুত হরিগোপাল ৩৭।

এই বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ।

রঘুনন্দন গোস্বামী :—ইনি গুপ্তিপাড়ার শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবন জীউর সেবাইত দণ্ডীর নিকট বেদান্ত পাঠ করিতেন। তিনি পাঠ সমাপনান্তে দণ্ডীর নিকট তথাকার **দুইটী** বিগ্রহের মধ্যে একটী তাঁহাকে দিবার জন্য প্রার্থনা করেন। দণ্ডী তাঁহার চক্ষু বাঁধিয়া যেটী ইচ্ছা লইতে আদেশ দেন। তিনি ঐ অবস্থায় যে বিগ্রহটী স্পর্শ করেন তাহাই শান্তিপুর আনিয়া স্থাপনা করেন। উহাই হাটখোলা গোস্বামীদিগের শ্রীশ্রী৺গোকুলচাঁদ জীউ বিগ্রহ। ইঁহাদিগের প্রাচীন বিগ্রহ শ্রীশ্রী৺রাধাবিনোদ জীউ।

রাজকৃষ্ণ তর্কবাগীশ ন্যায়ের টীকাকার :—ইনি গোস্বামী ভট্টাচার্য্য রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতির প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

শ্রীকমলাপতি গোস্বামী প্রদত্ত। এপ্রিল, ১৯৩৯।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য (সিদ্ধ শ্রোত্রিয়) বংশাবলী।

শান্তিপুর ছোটগোস্বামী বা চাক্‌ফেরা বাড়ী—রামেশ্বরের ধারা।

প্রধান বিগ্রহ শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভ জীউ।

২৬। অদ্বৈত সুত অচ্যুতানন্দ (০), গোপাল (০), বলরাম মিশ্র, কৃষ্ণ মিশ্র, রূপ (০), ও জগদীশ ২৭।

২৭। বলরাম সুত মধুসূদন (শান্তিপুর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বাড়ী), দৈবকীনন্দন (আতাবুনিয়া), কুমুদানন্দ (পাগলা গোস্বামী), রামানন্দ (০), কামদেব (নদীয়া জেলার বাহাদুরপুর ও শ্যামপুর), গোপীরমণ (০),

নিত্যানন্দ (যশোহর জেলার মালমপাড়া), নরোত্তম (পাবনা জেলার হেড়েল স্থল-বসন্তপুর), পূর্ণানন্দ ও মথুরেশ ২৮।

২৮। মথুরেশ সুত রাঘবেন্দ্র (শান্তিপুর বড় গোস্বামী), ঘনশ্যাম (শান্তিপুর মধ্যম গোস্বামী বা হাটখোলা) ও রামেশ্বর (ছোট গোস্বামী বা চাকফেরা) ২৯।

২৯। রামেশ্বর সুত রামকৃষ্ণ (ক), হরিদেব (খ), গোপাল (গ), কেশব (ঘ) ও সন্তোষ (ঙ) ৩০। সন্তোষ হইতে শান্তিপুরের বাঁশবুনিয়া গোস্বামীবর্গ।

রামেশ্বরঃ—তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন এবং বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ প্রতিভা ছিল। ঋগ্বেদের অধ্যাপনা করিতেন। ত্রৈলাঙ্গ, দ্রাবিড়, কর্ণাট ও মিথিলা দেশের ছাত্রগণ তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন। তিনি সাতটী ভাষা জানিতেন তন্মধ্যে বৈদেশিক ভাষাও তাহার জানা ছিল। তিনি মহাতেজস্বী পুরুষ ছিলেন—কখনও শূদ্রাদির দান গ্রহণ করিতেন না। তিনি যে সমস্ত মত প্রকাশ করেন তাহার কতক কতক মিথিলা দেশে প্রচলিত আছে। শান্তিপুরের রাসযাত্রা উপলক্ষে চাকরাস সৃষ্টি করেন। রাত্রিতে দোলপূজার এবং দিনে রাস পূজার ব্যবস্থা করেন। "দিনে রাস রাত্রে দোল এই হ'লো রামেশ্বরের বোল"। কিন্তু রাসপূজা এক্ষণে রাত্রেই হইয়া থাকে। তিনি দেবদেবীর সমস্ত কাজেই হোম উঠাইয়া দেন। ঋগ্বেদী সন্ধ্যা সংক্ষেপ করিয়া প্রণয়ন করেন। তিনি আহ্নিক সময়ে ও রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ কালে শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভ জীউর সাক্ষাৎ লাভ পাইতেন।

(ক) রামকৃষ্ণের (৩০) ধারা

৩০। রামকৃষ্ণ সুত রামকান্ত ৩১।

৩১। রামকান্ত সুত কিঙ্কর (০), নন্দদুলাল, ইন্দ্রনারায়ণ, রামসুন্দর ও লক্ষ্মী-নারায়ণ ৩২।

৩২। নন্দদুলাল সুত নসীরাম (০), ব্রজনাথ (০) ও নবকিশোর ৩৩।

৩৩। নবকিশোর সুত **কৃষ্ণনাথ** (০), গোবিন্দ (০), গোপীনাথ (০) ও গোপাল ৩৪। গোপাল সুত ক্ষেত্রমোহন ৩৫।

৩৫। ক্ষেত্রমোহনের দুই কন্যা জ্যেষ্ঠা সরসীবালা ৩৬ (স্বামী গোষ্ঠগোপাল ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপ), তৎপুত্র সুবোধ, প্রবোধ, বেণু ও টুনু ৩৭। সুবোধ সুত ননী ৩৮। ২য়া কন্যা ননীবালা ৩৬। (স্বামী প্রবোধ চৌধুরী, ঘোষের পুকুরের ধার) পুত্র সুকুমার, অনাথ ও জগবন্ধু ৩৭।

৩২। ইন্দ্রনারায়ণ সুত গৌরমণি (০) ৩৩। রামসুন্দর সুত মোহন (০) ৩৩।

৩২। লক্ষ্মীনারায়ণ সুত রামরতন ও রামকানাই ৩৩।

৩৩। রামরতন সুত রুক্মিণী ৩৪।

কৃষ্ণনাথ :—তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার দ্বারা এই ছোট গোস্বামী বাড়ীর শ্রীসম্পন্ন হয়। তিনি নিজ ব্যয়ে শ্রীমন্দির, রাসমঞ্চ, নাট-মন্দির নহবত-খানা, দোলমঞ্চ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। ফলতঃ তাঁহার সময়ে এই ছোট গোস্বামী বাড়ী একটী বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারে পরিণত হয়। তিনি ১২০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৬২ সালে ফাল্গুন মাসে শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধাম প্রাপ্ত হন।

(খ) হরিদেবের (৩০) ধারা।

৩০। হরিদেব সুত শ্যামসুন্দর ৩১। সুত কালাচাঁদ (০) ও কৃষ্ণচন্দ্র ৩২।

৩২। কৃষ্ণচন্দ্র সুত অদ্বৈত (দত্তক) ৩৩। সুত হরিনাথ ৩৪। সুত নৃসিংহ ৩৫।

৬৫। নৃসিংহ সুত কৃষ্ণচন্দ্র, গোপাল, রামচন্দ্র ও রাসবিহারী ৩৬।

অদ্বৈত (কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র) :—তিনি যে সময় পুরীধাম দর্শন করিতে যান সে সময় পুরীর রাজা চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে ধনরত্ন সমন্বিত মনুষ্য মূর্ত্তির শক্তি পরীক্ষার জন্য বহু পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে আহুত করেন। রাজা

সভাস্থ পণ্ডিতবর্গকে আদেশ করিলেন, যিনি ঐ মূর্ত্তির উত্তোলিত হস্ত বল-পূর্ব্বক বা মন্ত্রপাঠ দ্বারা নামাইতে পারিবেন তিনিই বহু ধনরত্ন দ্বারা পুরস্কৃত হইবেন। তখন সভাস্থ পণ্ডিতগণ একে একে বহু প্রকার চেষ্টা করিয়াও ঐ মূর্ত্তির উত্তোলিত হস্ত নামাইতে পারিলেন না। অবশেষে অদ্বৈত ঐ মূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া তিনটী অঙ্গুলী দেখাইবা মাত্র ঐ মূর্ত্তির উত্তোলিত হস্ত নামিয়া আসিল। রাজা অদ্বৈতপ্রভুর অলৌকিক ক্ষমতা-দৃষ্টে তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। এবং ত্রি অঙ্গুলী প্রদর্শনের সার্থকতা জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন যিনি শুদ্ধাচারে ত্রিসন্ধ্যা করেন তিনি সর্ব্বশক্তিকে পরাজয় করিতে সমর্থ। রাজা তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে বহু ধনরত্ন ও ৮ হাজার টাকার বাৎসরিক আয়ের ভূসম্পত্তি দান করেন। তদবধি তিনি তথাকার অধিবাসী হয়েন এবং তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাবধি পুরীতে বাস করিতেছেন।

(গ) গোপালের (৩০) ধারা।

৩০। গোপাল সুত মাণিকচন্দ্র ও কৃষ্ণরাম ৩১।

৩১। মাণিকচন্দ্র সুত যুগলকিশোর, রামকিশোর ও কৃষ্ণকিশোর ৩২।

৩২। যুগলকিশোর সুত রামনিধি, নিত্যানন্দ ও জগমোহন ৩৩।

৩৩। রামনিধি সুত গোলক (০) ৩৪।

৩৩। নিত্যানন্দ সুত রাধানাথ, কমলাকান্ত ও সর্ব্বানন্দ ৩৪। রাধানাথ সুত গোবিন্দ (০) ৩৫।

৩৪। কমলাকান্ত সুত দীনবন্ধু (০), রমাকান্ত (০) ও শ্যামসুন্দর ৩৫।

৩৪। সর্ব্বানন্দ সুত নন্দকুমার (০) ও ব্রজকুমার ৩৫। ব্রজ সুত শরচ্চন্দ্র ৩৬।

৩৬। শরচ্চন্দ্র সুত হৃষীকেশ ৩৭। সাং সাভার—জেলা ঢাকা।

৩৩। জগমোহন সুত রাধাবিনোদ ৩৪। সুত মথুর ৩৫। সুত মদনগোপাল ৩৬। সুত শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র ৩৭। সাং গয়েশপুর—জেলা পাবনা।

৩২। কৃষ্ণকিশোর সুত রাসবিহারী (০), রাজকুমার (০) ও আনন্দচন্দ্র ৩৩।

৩৩। আনন্দচন্দ্র সুত শ্রীধর ও গোপীনাথ (০) ৩৪।

৩৪। শ্রীধর সুত ব্রজগোপাল ৩৫। সুত নলিনীমোহন ৩৬। কন্যা অন্নপূর্ণা ও নন্দরাণী ৩৭। নন্দরাণীর স্বামী দেবেন্দ্রনাথ পাঠক।

৩১। কৃষ্ণরাম সুত গোকুলচন্দ্র ৩২। সুত নীলমণি ৩৩। সুত স্বরূপ ও নিমাইচাঁদ ৩৪।

৩৪। স্বরূপচন্দ্র সুত রামকিশোর ৩৫। তৎসুত ব্রজগোপাল, গোপীনাথ, রামকানাই ও শ্রীবৃন্দাবন ৩৬।

৩৪। নিমাই সুত বিপিনচন্দ্র ৩৫। সুত শ্রীমধুসূদন ৩৬।

সর্ব্বানন্দ:—ইনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভার গ্রামে বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও তথায় বাস করিতেছেন।

জগমোহন:—ইনি পাবনা জেলায় গয়েশপুর গ্রামে বাস করেন তাঁহার বংশধরগণ এখনও তথায় বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণরাম:—ইনি ফরিদপুর জেলার গোপালপুর ও নটাখোলা গ্রামে বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও তথায় বাস করিতেছেন।

(ঘ) কেশবের (৩০) ধারা।

৩০। কেশব সুত **রমাকান্ত**, গোপীকান্ত, কৃষ্ণদেব, দর্পনারায়ণ, রসিকানন্দ ও পীতাম্বর (শ্যামবাজার, শান্তিপুর) ৩১।

৩১। রমাকান্ত সুত জগমোহন, রাধানাথ ও রাজচন্দ্র ৩২।

৩২। জগমোহন সুত আনন্দচন্দ্র ও মধুসূদন ৩৩।

৩৩। আনন্দ কন্যা দয়াময়ী ৩৪। মধুসূদন সুত গোপাল (০) ৩৪।

৩২। রাজচন্দ্র সুত মাধবচন্দ্র ৩৩। সুত সনাতন ও ব্রজনাথ ৩৪।

৩৪। সনাতন সুত যোগীন্দ্রনাথ ৩৫। সুত শ্রীযশোদানন্দ ৩৬।

৩৬। যশোদা সুত গৌর, নিতাই, নীলমণি, রতন ও নিমাই ৩৭। সাং রামজীবনপুর জেলা মেদিনীপুর।

৩১। গোপীকান্ত সুত জগজ্জীবন ও নন্দলাল ৩২। জগজ্জীবন সুত রামমোহন ৩৩। সুত বিশ্বম্ভর, যদুনাথ, গোরাচাঁদ (০) ও কন্যা দুর্গামণি (০) ৩৪। বিশ্বম্ভর সুত শ্রীরাম (০), বলভদ্র (০) ও রাধারূপ (০) ৩৫। যদুনাথ সুত রামধন (০) ও কৃষ্ণধন ৩৫। কৃষ্ণধন সুত প্যারীলাল (০) ৩৬। নন্দলাল সুত হলধর (০) ৩৩।

৩১। কৃষ্ণদেব সুত নন্দকুমার ও শুকচন্দ্র ৩২।

৩২। নন্দকুমার সুত গোপী (০), রাধাবিনোদ ও লালবিহারী ৩৩।

৩৩। রাধাবিনোদ সুত নীলমণি ও রাম ৩৪। নীলমণি সুত হারাধন ও প্রাণহরি ৩৫।

৩৫। হারাধন কন্যা মনোরমা ৩৬।

৩২। শুকচন্দ্র সুত বংশীবদন ৩৩। সুত কুঞ্জবিহারী ৩৪।

৩৪। কুঞ্জবিহারী সুত নৃসিংহপ্রসাদ ও অনন্তকৃষ্ণ ৩৫।

৩১। দর্পনারায়ণ সুত দুর্লভ ৩২। সুত ধরণীধর ৩৩। সুত গোরাচাঁদ (০) ৩৪।

৩১। রসিকানন্দ সুত চৈতন্য (০) ও নবকুমার ৩২।

৩১। পীতাম্বর (শ্যামবাজার শান্তিপুর) সুত নয়ানচাঁদ ৩২।

৩২। নয়ান সুত উদয়চাঁদ ৩৩। সুত রঘুনাথ ৩৪। সুত শ্রীগোপাল ও ও মহীন্দ্রলাল ৩৫।

৩৫। মহীন্দ্রলাল সুত মুটবিহারী ও গোষ্ঠবিহারী ৩৬।

৩৬। মুটবিহারী সুত বিনয়ভূষণ, বিজয়ভূষণ ও বিভূতিভূষণ ৩৭।

৩৬। গোষ্ঠবিহারী সুত বনবিহারী, রামসুন্দর, বিজনবিহারী, শ্যামসুন্দর, নদীয়ালাল, কাননবিহারী ও হাজু ৩৭।

রমাকান্ত:—ইনি দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ইনি গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের অনেক অভাব মোচন করেন। কিন্তু ইনি অল্প বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রসিকানন্দ:—ইনি মহাপুরুষ, পরম বৈষ্ণব ও মহাযোগী ছিলেন।

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট অনুসন্ধানে লিখিত। এপ্রিল, ১৯৩৯

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য (সিদ্ধ শ্রোত্রিয়) বংশাবলী।

শান্তিপুর বাঁশবুনিয়া গোস্বামী বাড়ী—সন্তোষের ধারা

প্রধান বিগ্রহ শ্রীশ্রী৺শ্যামসুন্দর জীউ।

অদ্বৈত ২৬। বলরাম ২৭। মথুরেশ ২৮। রামেশ্বর ২৯।

২৯। রামেশ্বর সুত সন্তোষ, রামকৃষ্ণ, গোপাল, হরিদেব ও কেশব ৩০।

৩০। সন্তোষ সুত গোপীরমণ (বাহাদুরপুর), রাধারমণ ও গোপীনাথ ৩১।

৩১। রাধারমণ সুত কৃষ্ণপ্রাণ, প্রাণকৃষ্ণ, কেবলকৃষ্ণ ৩২।

৩২। কৃষ্ণপ্রাণ সুত রাধানাথ ৩৩। সুত কৃষ্ণধন (০), নৃসিংহ, নীলমণি (০) ও ঠাকুরদাস ৩৪।

৩৪। নৃসিংহ সুত দীননাথ ও দুঃখীলাল ৩৫। দীননাথের দৌহিত্র বংশ আছে।

৩৫। দুঃখীলাল সুত বনমালী ও উপেন্দ্র ৩৬।

৩৬। বনমালী সুত কৃষ্ণচন্দ্র ৩৭। উপেন্দ্র সুত পঞ্চানন প্রভৃতি ৪ পুত্র ৩৭।

৩৪। ঠাকুরদাস সুত কমল (০) ৩৫।

৩২। প্রাণকৃষ্ণ সুত রাধামাধব ও চৈতন্য (•) ৩৩।

৩৩। রাধামাধব সুত রাধাকিশোর, রামকমল ও রামরতন (অঃ পুঃ) ৩৪।

৩৪। রাধাকিশোর সুত শ্রীনাথ (•), যদুনাথ (•) প্যারীনাথ (•) ও রাধিকানাথ (•) ৩৫।

৩৪। রামকমল সুত মথুরানাথ (•), যশোদানন্দন (•), গৌরগোপাল, পণ্ডিত নিত্যানন্দ (শান্তিপুর হিন্দু-বঙ্গ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা), ভগবানচন্দ্র (০) ও সীতানাথ ৩৫।

৩৫। গৌরগোপাল সুত প্রসন্নগোপাল ৩৬। সুত আনন্দগোপাল, নন্দদুলাল ও ফণীভূষণ ৩৭।

৩৫। নিত্যানন্দ সুত হরিষানন্দ ও সুধীরঞ্জন (•) (হাওড়া জেলা স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন) ৩৬। সীতানাথ সুত ননীগোপাল ৩৬।

৩২। কেবলকৃষ্ণ সুত কৃষ্ণনাথ ৩৩।

৩৩। কৃষ্ণনাথ সুত রামধন, রামতনু (০), রামরতন, রামগোবিন্দ ও রামযাদব ৩৪।

৩৪। রামধন সুত রামগোপাল ৩৫। সুত কুঞ্জ ও রাসবিহারী (০) ৩৬।

৩৬। কুঞ্জ সুত নলিন (•), সুরেন্দ্র ও দেবেন্দ্র ৩৭।

৩৭। সুরেন্দ্র সুত প্রভাস ৩৮। দেবেন্দ্রের কন্যা মাত্র ৩৮।

৩৪। রামরতন সুত জয়গোপাল ৩৫। জয়গোপাল দৌহিত্র প্রবোধচন্দ্র সান্যাল, শান্তিপুর।

৩৪। রামগোবিন্দ সুত মদনগোপাল, লালগোপাল ও নবগোপাল (০) ৩৫।

৩৫। মদনগোপাল দৌহিত্র সুরেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র মৈত্র, শান্তিপুর ৩৭।

৩৫। লালগোপাল সুত অশোকবিহারী, বনবিহারী, নিরদবিহারী, ভোলা (•) ও নিমাই (০) ৩৬।

৩৪। রামযাদব সুত ব্রজ ও হরিগোপাল (০) ৩৫।

৩৫। ব্রজ সুত বিপিনবিহারী, গোষ্ঠবিহারী (০) অটলবিহারী (০), বিনোদবিহারী (০), বঙ্কুবিহারী ৩৬।

৩৬। বিপিনবিহারী সুত রাধাশ্যাম, ঘনশ্যাম, সুধাশ্যাম ও শ্যামসুন্দর ৩৭।

৩৬। বঙ্কুবিহারীর জামাতা রমানাথ হালদার চাটখোলা পাড়া, শান্তিপুর।

শান্তিপুর বাঁশবুনিয়া গোস্বামী বাড়ী হইতে

শ্রীবনমালী গোস্বামী ও উপেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রদত্ত। ২১শে বৈশাখ, ১৩৪৬।

ভরদ্বাজ গোত্র মুখুটী বংশ।

ইহারা সিদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। কোন গাই জানা না থাকায় ভরদ্বাজ গোত্রের মুখুটী উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ইহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ ভঙ্গকুলে হওয়ায় সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের লক্ষণ স্পষ্ট উপলব্ধি হয় না।

পূর্ব্বনিবাস সুক্লাই সাবানপুর (পোঃ বাঁকুড়া) জেলা বাঁকুড়া।

এই বংশের ৺দুর্গাচরণ মুখুটী ব্যবসা উপলক্ষে রাঁচী জেলার তামার থানার ডিমুড়ি গ্রামবাসী হন। ইহার ভ্রাতা রামচন্দ্র (বংশ নাই)। তিনি ডিমুড়ি গ্রামের জলকষ্ট নিবারণ জন্য রাস্তার ধারে পুষ্করিণী, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা ও বাঙ্গলা দেশ হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণকে লইয়া যাইয়া উক্ত গ্রামে ব্রহ্মোত্তর জমী দান করিয়া তথায় বাস করাইয়াছেন। এই গ্রাম বি-এন্-আর্ রেল ষ্টেশন তিরুলডি হইতে ১০ মাইল। গরুর গাড়ীর রাস্তা আছে।

দুর্গাচরণ সুত লক্ষ্মীনারায়ণ, বিশ্বনাথ, কন্যা যজ্ঞেশ্বরী (স্বামী রাধামাধব চট্টোপাধ্যায়)।

লক্ষ্মীনারায়ণ সুত বেণীমাধব। তৎসুত ভোলানাথ, প্রহ্লাদ, কানাই ও বসন্ত। বিশ্বনাথ সুত সৃষ্টিধর ও রমানাথ।

বৈবাহিক সম্বন্ধ

৺রাধামাধব চট্টোপাধ্যায় (ভঙ্গ) বৰ্দ্ধমান জেলার সারুল (গোলসে পোষ্ট) গ্রামবাসী ছিলেন। তিনি রাঁচী জেলার ডিমুড়ি গ্রামবাসী ৺দুর্গাচরণ মুখুটীর কন্যা যজ্ঞেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করিয়া তামারের অধিবাসী হন।

রাধামাধব সুত সর্ব্বেশ্বর, গোপেশ্বর, পরমেশ্বর, নীলকলেবর এবং কন্যা মন্দাকিনী দেবী (স্বামী পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভঙ্গ) তৎপুত্র বৈদ্যনাথ, কাশীনাথ ও অবিনাশ)।

গোপেশ্বর সুত শ্রীপতি। পরমেশ্বর সুত পশুপতি, বাসুদেব ও আশুতোষ।

মন্দাকিনী দেবী তামারে পাষাণময়ী ৺শ্রীশ্রীকালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তৎপুত্র শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কালীমাতার মন্দির ও পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ প্রদেশে ৺কালীমূর্ত্তি পূজার প্রচলন ছিল না। বৈদ্যনাথ বাবুর এই মহৎ কার্য্যের জন্য আমরা তাহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

তামার গ্রাম তিরুলডি ষ্টেশন হইতে ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী। গরুর গাড়ীর রাস্তা আছে। এবং রাঁচী হইতে ১৭ মাইল—মোটর সার্ভিস আছে।

বৈদ্যনাথ বাবুর বংশ পরিচয় ১ম পরিশিষ্ট ১০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত। মার্চ্চ, ১৯৩৯।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্-এম্-এস্, এফ্-আর্-ই-এস্ মহাশয়ের বংশ পরিচয়

নিবাস ফরাসডাঙ্গা—Rue de Paris.

কলিকাতার নিজবাটী ১নং কলেজ রো

বর্ত্তমানে ইঁহারা বংশজ মধ্যে গণ্য

শ্রীহর্ষ ১। ধাঁধু প্রভৃতি ৪জন (২)। জলাশয় ৩। বাণেশ্বর ৪। প্রাণেশ্বর ৫। গুয়ী ৬। মাধবাচার্য্য ৭। কোলাহল ৮। উৎসাহ প্রভৃতি ৮জন (৯)। আহিত প্রভৃতি ১৫জন (১০)। উধো ১১। শিয়ো ১২। নৃসিংহ প্রভৃতি ৩জন (১৩)। গর্ভেশ্বর (১৪)। মুরারি প্রভৃতি ৩জন (১৫)। সৌরী প্রভৃতি ৮জন (১৬)। জটাধর প্রভৃতি ৭জন (১৭)। গঙ্গাধর ১৮। জিতু প্রভৃতি ২জন (১৯)। অনন্ত প্রভৃতি ৩জন (২০)। যাদব প্রভৃতি ২জন (২১)। শ্রীরাম ২২। রাধাকান্ত প্রভৃতি ২জন (২৩)। হরিহর ২৪। গোপীনাথ ২৫। শ্যামসুন্দর প্রভৃতি ২জন (২৬)।

শ্যামসুন্দর সুত গৌরীনাথ, ঘনশ্যাম ও শম্ভুনাথ ২৭। ঘনশ্যাম সুত দুর্গাপ্রসাদ (এমিন ও আবদল কোংর মুচ্ছুদ্দি ছিলেন) ২৮। সুত কেদারনাথ (এমিন আবদল ও হাওয়ার্ড কোংর মুচ্ছুদ্দি ছিলেন) ২৯। সুত যদুনাথ ও আশুতোষ ৩০।

আশুতোষ সুত ডাক্তার বারিদবরণ এল্-এম্-এস্, এফ্-আর্-ই-এস্, বিভুবরণ (ব্যবসাদার), ব্রহ্মবরণ Botanist ও Seeds merchant) এবং বিদ্যুৎবরণ বি-এল্ প্লিডার জজকোর্ট, আলিপুর ৩১।

বারিদবরণ সুত ৺শিববরণ, শম্ভুবরণ ও সরোজবরণ ৩২।

৺বিভুবরণ সুত অনিলবরণ ৩২।

ব্রহ্মবরণ সুত ৺শঙ্করবরণ, অসিতবরণ, অজিতবরণ ও তড়িৎবরণ ৩২।

বিদ্যুৎবরণ সুত বিশ্ববরণ ৩২।

বৈবাহিক সম্বন্ধ

দুর্গাপ্রসাদের দুই বিবাহ ১মা স্ত্রী চন্দননগর লালবাগানের ন্যায়রত্ন বাটী নিঃ সঃ, ২য়া স্ত্রী শিবসুন্দরী দেবী চন্দননগর গোন্দলপাড়ার চট্টোবংশের কন্যা। শিবসুন্দরীর ভ্রাতুষ্পুত্র কালীচরণ চট্টো। শিবসুন্দরীর পুত্র কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনিই ডাক্তার বারিদবরণের পিতামহ। দুর্গাপ্রসাদ হুগলী জেলার নাদাগ্রামে বাস করিতেন পরে অল্প বয়সেই ফরাসী চন্দননগরে লালবাগান পল্লীতে গঙ্গা তটে সুবিশাল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন। তিনি পাটের ব্যবসা দ্বারা প্রভূত ধন অর্জ্জন করেন। তাঁহার বাড়ীতে বারমাসে তের পার্ব্বণ লাগিয়া থাকিত। ইনি একজন বিশিষ্ট সামাজিক লোক ছিলেন।

বারিদবরণের ৫ কন্যা :—১মা ৺সুপ্রভা দেবীর স্বামী বীরভূম হেতমপুর নিবাসী ৺আনন্দগোপাল চট্টো বি-এ; বি-এল্। তৎপুত্র বিজয়গোপাল আই-এ পড়ে, কন্যা রেণুকা দেবীর স্বামী বেলেশিকরে ও আসানসোলের শম্ভুনাথ বিদ্যাবিনোদ।

২য়া কন্যা শ্রীমতী শশীপ্রভা দেবীর স্বামী হুগলী জেলার শ্যামবাজার, থানা বদনগঞ্জ, বর্ত্তমান চন্দননগর নিবাসী শ্রীসুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ গোল্ড মেডালিষ্ট, সাঙ্খ্যতীর্থ প্রফেসর ডুপ্লেক্স কলেজ, চন্দননগর।

৩য়া কন্যা শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা দেবীর স্বামী শ্রীকমলকিঙ্কর রায় চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্ হেড ক্লার্ক ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, কলিকাতা। জমিদার, সিমলাগড়, হুগলী জেলা। বর্ত্তমান ঠিকানা :—নিজবাটী ৭৭।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

৪র্থা কন্যা শ্রীমতী গীতাপ্রভা দেবীর স্বামী শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম্-বি মেডিক্যাল অফিসার গার্ডেন রিচ মিউনিসিপ্যালিটী, খিদিরপুর।

৫মা কন্যা রমাপ্রভা অবিবাহিতা।

বিভুবরণের কন্যা—শ্রীমতী কনকপ্রভা দেবী।

ব্রহ্মবরণের কন্যা—আশালতা অবিবাহিতা।

বিদ্যুৎবরণের কন্যার নাম লাবণ্যপ্রভা দেবী স্বামী শ্রীশ্যামমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ। আদি নিবাস বারাকপুরের নিকট রঙ্গপুর, বর্ত্তমান নিবাস ৬৩নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বারিদবরণের ভগ্নীগণের পরিচয়—

বৈমাত্রেয় ভগ্নী জ্যেষ্ঠা বসন্তকুমারীর স্বামী ৺বঙ্কুবিহারী বন্দ্যো। ইনি শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পুত্র কিন্তু বিধবা গর্ভজাত নহে। শ্রীশচন্দ্র প্রথমে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পরে জজ পণ্ডিত, তৎপরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হন।

শ্রীশচন্দ্র ২য় পক্ষে বিধবা বিবাহ করেন এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হন ও পিতামাতার নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীশ বাবুর পিতা কথকতার জন্মদাতা রামধন তর্কবাগীশ। রামধনের ভ্রাতুষ্পুত্র ধরণীধর শিরোমণি প্রসিদ্ধ কথক। নিবাস, খাটুরা, জেলা ২৪ পরগণা।

ধরণীধর সুত মুরলীধর বন্দ্যো, (ভূতপূর্ব্ব Principal Sanskrit College, Calcutta), মুরলীধরের পুত্র ৺জ্যোতীর্ম্ময় এম্-বি, প্রভাময় এম্-এ ও হিরণ্ময় I. C. S.

বারিদবরণের মধ্যমা ভগ্নী সুবর্ণনলিনী দেবীর স্বামী ৺উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (First Class Store-keeper Commissariat Department) নিবাস ঘোলা, সোদপুর, জেলা ২৪ পরগণা।

বারিদবরণের সেজ ভগ্নী ৺উষাঙ্গিণী দেবীর স্বামী ৺মহেন্দ্রনারায়ণ রায়, জমিদার বাজিতপুর, বীরভূম।

উষাঙ্গিণীর পুত্র সৌরিন্দ্রভূষণ রায়। সৌরিন্দ্র কন্যা দুর্গারাণীর স্বামী শ্রীঅতুলানন্দ মুখো ইন্‌কম্ ট্যাক্স অফিসর বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

বারিদবরণের ন ভগ্নী আভাসকুমারী দেবীর স্বামী কুমার ৺সত্যাঙ্গ ঘোষাল। পুত্র কুমার সত্যপ্রিয় ঘোষাল। সত্যপ্রিয়ের পাঁচ পুত্র সত্যনারায়ণ প্রভৃতি। ভূ-কৈলাস, খিদিরপুর।

বারিদবরণের ছোট ভগ্নী প্রভাসকুমারী দেবীর স্বামী ৺বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। বঙ্কিমের পিতা ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী (Supdt. পরে Offg. Asstt. Comptroller General Post offices, Calcutta.) বঙ্কিমের পুত্র বিনয়ভূষণ এ্যাসিষ্টাণ্ট ড্রাফট্‌স্‌ম্যান পোর্ট কমিশনার অফিস, কলিকাতা, বিজয়ভূষণ (কলিকাতা কর্পোরেশনে কর্ম্ম করেন) প্রভৃতি। নিবাস ৮০নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

কেদারনাথ:—ইনি কলিকাতার সওদাগরদিগের মুচ্ছুদ্দী হইয়া ও পাটের গাঁট বাঁধাইয়ের যন্ত্র স্থাপন করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। ইনি পিতৃপদ অনুসরণ করিয়া দুর্গোৎসব শ্যামাপূজা ইত্যাদি মহাসমারোহে করিতেন। বহু অনাথা বিধবাকে ইনি অভাবানুযায়ী অন্ন, বস্ত্র ও বৃত্তি দান করিতেন।

আশুতোষ:—ইনি ১৭ বৎসর বয়সে কলিকাতার সওদাগরের মুচ্ছুদ্দীর কাজ ২ বৎসর করেন। পরে দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীটে Ashutosh Mukherjee & Co. নামে এক সওদাগরী অফিস খুলেন, তাহাতে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় তাহার পিতা, আশুতোষের ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ পরিশোধ করেন। এই সময় ইনি "অবকাশ বন্ধু" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। Sheriff Rustomjee সাহেব তাঁহাকে ব্যবসা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া তাঁহাকে বর্দ্ধমানের সব্‌জজের সেরেস্তাদার পদ প্রাপ্তির সহায়তা করেন। ইনি ১৮৯৯ সালে পেন্সন লইয়া পুনরায় স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন। Continental Agency নাম দিয়া এজেন্সী ব্যবসায় পত্তন করেন। প্রথম প্রথম খুব লাভবান্ হয়েন, পরে লোকসানের আশঙ্কায় ১৯১০ সালের শেষে ব্যবসা বন্ধ করেন।

আশুতোষের তিনটী অপূর্ব্ব আবিষ্কার আছে। ১ম Scrub Eradicator, ২য় Pigmentum Amoveo বা Paint Remover, ৩য় Non-conducting Boiler Composition. ১ম দুইটী ব্যবহারে আমরা সন্তোষজনক ফল পাইয়াছি।

ইনি ফরাসী, ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন এবং সঙ্গীত বিদ্যায়ও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন এবং বিনামুল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন।

এই অক্লান্তকর্ম্মী পুরুষ-সিংহ ১৯১১ সালের জানুয়ারী মাসে ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

আশুতোষের দুই স্ত্রী, ৺জগত্তারিণী দেবী বারিদবরণের মাতা, ইনি টালা নিবাসী ৺কেনারাম বন্দ্যোর কন্যা ও মহামায়া দেবী চন্দননগর বারাসতের বন্দ্যো বংশের কন্যা।

আশুতোষের পুত্রগণের বিবাহ যে যে স্থানে হইয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

বারিদবরণের বিবাহ কালীঘাটের হালদার বংশের প্রিয়নাথ হালদারের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী নিহারবালা দেবীর সহিত। ৺প্রিয়নাথ বাবু প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের কমিশনার অফিসের সেকেণ্ড ক্লার্ক ছিলেন।

৺বিভূবরণের দুই বিবাহ—১ম বিবাহ বাগবাজার রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট্ কলিকাতা নিবাসী ৺মহেন্দ্রনাথ চট্টোর কন্যা নন্দরাণী দেবীর সহিত। নন্দরাণী নিঃ সঃ। মহেন্দ্র বাবুর ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত ও বৈমাত্র ভ্রাতা মন্মথ বাবু প্রভৃতি কলিকাতা হাইকোর্টের অফিসিয়াল এসাইনি অফিসের বড় বাবু ছিলেন।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোর জ্যেষ্ঠ ও তৃতীয় পুত্র মন্মথ বাবুর দুই কন্যাকে বিবাহ করেন।

২য়া স্ত্রী হরিঘোষ ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীঅম্বিকাচরণ চট্টোর কন্যা জয়ন্তীবালা দেবী। অম্বিকা বাবু বেঙ্গল এ-জি অফিসে কর্ম্ম করিতেন, বর্ত্তমানে পেনসন লইয়াছেন। এই বিবাহের সময় আশুতোষ জীবিত ছিলেন না।

ব্রহ্মবরণের স্ত্রী ৺বীণাপাণি দেবী। শ্বশুর ৺ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ ঘোষাল পল লেন শ্রীরামপুর। পূর্ব্ব নিবাস মালিকূল ৺তারকেশ্বরের সন্নিকট।

বিদ্যুদ্বরণের বিবাহ বেহালা নিবাসী ৺সিদ্ধিনাথ বন্দ্যোর কন্যা শ্রীমতী মলিনাবালা দেবীর সহিত। ৺সিদ্ধিনাথ বাবু জনায়ের প্রসিদ্ধ জমিদার চন্দ্রকান্ত মুখোর কনিষ্ঠ দৌহিত্র। এই বিবাহের সময় আশুতোষ জীবিত ছিলেন না।

ডাক্তার **শ্রীবারিদবরণ** মুখোপাধ্যায়ঃ—জন্ম ২রা ফাল্গুন ১২৮০ সাল। এণ্ট্রান্স (১৮৯১ খৃঃ অঃ), এফ্-এ (১৮৯৫ খৃঃ অঃ) কলেজের পরীক্ষায় তিনি অঙ্কশাস্ত্র ভিন্ন সকল বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এল্-এম্-এস্ (১৯০১ খৃঃ অঃ), এফ-আর-ই-এস্ (১৯১৫ খৃঃ অঃ)। ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ডাক্তারী ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। কুসুমের সৌরভ কখনও পত্রান্তরালে লুক্কায়িত থাকিতে পারে না, ধীর পবনে তাহা দিগ্-দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়ে। তেমনি বাস্তবিক গুণশালীর গুণরাজী জগতে বিকসিত হইয়া পড়ে। বারিদবরণের চিকিৎসা নৈপুণ্যের কথা অতি অল্প সময়ের মধ্যে লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে তিনি কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত এবং সমৃদ্ধ পরিবারের গৃহ চিকিৎসক নিযুক্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহার যশঃ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন।

কঠিন পীড়ায় হোমিওপ্যাথি ঔষধই যে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্যকারী এইটি উপলব্ধি করিয়া তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন। বর্ত্তমানেও তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। এবং তাঁহার আলোক-সামান্য প্রতিভায় এই চিকিৎসায় বহু উন্নতিসাধনে সমর্থ হইয়াছেন এবং নিত্য বহু দুরারোগ্য রোগীকে রোগ মুক্ত করিতেছেন। তাঁহার চিকিৎসা ব্যবসায় কেবলমাত্র কলিকাতার মধ্যে আবদ্ধ নহে পরন্তু কলিকাতার বাহিরে বাঙ্গালা দেশের বহু জেলার সহরে ও পল্লীতে এবং বাঙ্গালার বাহিরে বহু প্রদেশে রাজা মহারাজা ও স্বাধীন নৃপতির চিকিৎসার্থ আহুত হইয়া তিনি স্বীয় আলোকসামান্য চিকিৎসা নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

দরিদ্রের চিকিৎসার্থ কলিকাতার কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকের ও তাঁহার উৎসাহ ও যত্নে কলিকাতা হোমিওপ্যাথি হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা। তিনি স্বয়ং ঐ হাসপাতালের Consulting Physician এবং প্রারম্ভ হইতেই ঐ হাসপাতালের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য এবং উপর্যুপরি ৪ বার নির্ব্বাচিত Vice-President, ১৯৩৭ সাল হইতে তিনি কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক হস্‌পিটাল সোসাইটীর সম্পাদক (Secretary) মনোনীত হন এবং এক্ষণেও সেই কার্য্য সম্মানের সহিত করিতেছেন। ইনি গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের গভার্ণিং বডীর মেম্বর এবং Member of the Advisory Committee of the State Faculty of Homeopathic Medicine.

ডাক্তার বারিদবরণ, পিতা আশুতোষের ন্যায় বহুমুখী প্রতিভার-আধার। কেবলমাত্র ডাক্তারী শিক্ষায় ও ব্যবসায়ে প্রতিভার পরিসমাপ্তি হয় নাই। পরন্তু বহুদিকে তাঁহার প্রতিভার উজ্জ্বল রশ্মী নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। অক্লান্ত অধ্যয়নানুরাগী জ্ঞানপিপাসু বারিদবরণ স্বীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে বহুভাষায় ব্যুৎপন্ন। এতদ্ভিন্ন অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যায়, সঙ্গীত ও অন্যান্য বহুতর কলাবিদ্যায় যথেষ্ট কৃতবিদ্য।

ইনি অসাধারণ জ্ঞানপিপাসু। এত কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও ইনি আজীবন বঙ্গভাষার সেবক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সাহিত্য সভা, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, রামমোহন লাইব্রেরী, চন্দননগর পাব্লিক লাইব্রেরী, কলিকাতা রিসার্চ এসোসিয়েসন প্রভৃতি সভার তিনি বহু পুরাতন সভ্য। ইঁহার বহু সুচিন্তিত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ "দ্বিজেন্দ্রলাল রায়", দাসরথী রায়, "চিকিৎসা ও জ্যোতিষ" "হিন্দু সঙ্গীত ও তাহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি" "ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বাঙ্গালার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার এত আদর কেন।'

অর্থনীতিক শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের জন্য তিনি ১৯১৫ সালে লণ্ডনের

মহামান্য Royal Economic Societyর আজীবন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

তিনি স্বীয় ১এ ও ১ বি, কলেজ রো ভবনে যে অমূল্য গ্রন্থরাজী সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন বিষয়ের বহু প্রয়োজনীয় ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক এত বহুল পরিমাণে সংরক্ষিত হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে হৃদয় অপূর্ব্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহার পুস্তক সংখ্যার পরিমাণ ৮০ হাজার।

ইনি সরল মিষ্টভাষী শান্তপ্রকৃতি পরহিতাকাঙ্ক্ষী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। আমরা এই পরহিতাকাঙ্ক্ষী বারিদবরণের দীর্ঘজীবন ও মঙ্গল কামনা করি এবং আরও প্রার্থনা করি তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হউক।

বংশাবলীর প্রথমাংশ শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘটকরত্ন প্রদত্ত তালিকা দৃষ্টে এবং শেষাংশ ডাক্তার শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধানে লিখিত। জুন, ১৯৩৯।

বল্লভী মেল দুর্গাবর পণ্ডিত বংশ
প্রাণনাথ সুত নন্দরামের ধারা
নিবাস শান্তিপুর ঘোড়াঘেটে পাড়া

দুর্গাবর ২২। শ্রীনিবাস ২৩। রামচন্দ্র ২৪। রমানাথ ২৫। গোপীকান্ত ২৬। রঘুনাথ ২৭। প্রাণনাথ ২৮। নন্দরাম ২৯। রূপনারায়ণ ৩০।

রূপনারায়ণ সুত ভবানী (ভঙ্গ) ও দীনবন্ধু ৩১। দীনবন্ধু সুত পদ্মলোচন ও হরিশ্চন্দ্র ৩২। পদ্মলোচন সুত রামকুমার ৩৩। সুত রামচন্দ্র ও রাজচন্দ্র ৩৪।

রামচন্দ্র সুত নবকৃষ্ণ ও ব্রজকৃষ্ণ ৩৫। নবকৃষ্ণ সুত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন

৩৬। সুত বিভূতি, শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, বলাই ও কাশী ৩৭। শম্ভুচন্দ্র. সুত লক্ষ্মীকান্ত ৩৮।

ব্রজকৃষ্ণ সুত অঘোর, ষষ্ঠী ও ন্টু (০) ৩৬। অঘোর সুত সুধীর ও গিতু ৩৭। ষষ্ঠী সুত নিমাই ৩৮।

রাজচন্দ্র সুত বিষ্ণু ও গিরীশ ৩৫। বিষ্ণু সুত পূর্ণ ৩৬। চারুচন্দ্র ৩৭। পঙ্কজ ৩৮। নবকুমার ৩৯। গিরীশ সুত হরিনাথ (০) ৩৬। এই বংশ কএক পুরুষ হইতে ভঙ্গ।

শান্তিপুরে কাশীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের টোল আছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রদত্ত। বৈশাখ, ১৩৪৬।

শীতল গ্রামের ধনঞ্জয় পাটের সেবাইত মুখোপাধ্যায় বংশ

উপাধি চৌধুরী ও মুখোপাধ্যায়—নৃসিংহের সন্তান—বংশজ।

ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ব্রজকুমার (১) শীতল গ্রামে সেবাইত বংশে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করেন। ব্রজকুমার সুত মথুরানাথ ২। সুত নিত্যানন্দ (ইনি খেঁয়াই গ্রামে জয়মুনি দেবীকে বিবাহ করেন) ৩।

নিত্যানন্দ সুত উমেশ, বিশ্বনাথ, মহেন্দ্র ও গোপাল (০) ৪।

উমেশ সুত রামরেণু স্মৃতিতীর্থ ও রামপদ ৫। রামরেণুর ৩ পুত্র—ক্ষুদিরাম, গোবর্দ্ধন ও সনাতন ৬।

বিশ্বনাথ সুত রামরঞ্জন ও রামরাম ৫। রামরঞ্জন সুত ত্রিভঙ্গ, গোলক, বংশী ও নবকুমার ৬। রামরাম সুত শ্রীধর ৬।

মহেন্দ্র সুত রামসত্য ও রামকিঙ্কর ৫। রামসত্য সুত দেবনারায়ণ ও কন্যা সরস্বতী ৬। রামকিঙ্কর সুত বিনয়কৃষ্ণ ৬।

বৈবাহিক সম্বন্ধ

৺উমেশচন্দ্র কামারপাড়া নিবাসী ৺গোস্বামীদাস রায়ের কন্যা কুসুম-কামিনীকে বিবাহ করেন।

রামরেণু জাঁবুই গ্রামে ৺মহেন্দ্র বন্দ্যোর কন্যা রাধারাণীকে বিবাহ করেন।

ক্ষুদিরাম বাজার গ্রাম নিবাসী কার্ত্তিকচন্দ্র অধিকারীর কন্যা গুরুদাসীকে বিবাহ করিয়াছেন।

৺বিশ্বনাথ বেলুই গ্রাম নিবাসী ৺শ্যাম গোস্বামীর কন্যা গোবিন্দসুন্দরীকে বিবাহ করেন।

রামরঞ্জন গিধগ্রামের ৺মণীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কন্যা শক্তিরূপিণীকে বিবাহ করেন।

রামরাম বলরামপুরের দ্বারিক ভট্টাচার্য্যের কন্যা মহামায়া দেবীকে বিবাহ করেন।

৺মহেন্দ্র শীতলগ্রাম নিবাসী ৺মহানন্দ চট্টোর কন্যা অকিন্দবালাকে বিবাহ করেন।

রামসত্য বড়বেলুনে বিবাহ করেন।

রামকিঙ্কর কাঁটারডিহি গ্রামে বিবাহ করেন।

৺গোপালচন্দ্র জাগেশ্বরডিহি নিবাসী ৺শিবদাস অধিকারীর কন্যা রাধিকা দেবীকে বিবাহ করেন।

রামরেণুর পিতামহ ৺নিত্যানন্দ শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভ রাধারাণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

রামরেণুর খুল্লতাত ৺গোপালচন্দ্র শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভ জীউর বাড়ীতে জলকষ্ট নিবারণের জন্য একটি ইন্দারা দান করিয়াছেন।

ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বিষয় ১ম পরিশিষ্ট ২৬৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বর্দ্ধমান জেলার শীতলগ্রামের ধনঞ্জয় পাটের সেবাইত

শ্রীরামরেণু স্মৃতিতীর্থ প্রদত্ত। ১৯ চৈত্র, ১৩৪৫।

সাখুয়াইগ্রামী ভরদ্বাজ বংশ বিবরণ।

(ইহারা কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহা আমাদের অজ্ঞাত)

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত সুসঙ্গ পরগণায় "পুষ্করাক্ষ বাগীশ" অষ্টম শতাব্দীর শেষ কিম্বা নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ফুলপুর থানার অধীন সাখুয়াই গ্রামের অনতিদূরে পীকাগ্রামে প্রথম বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। বোধ হয় তিনি তদানীন্তন সুসঙ্গের নৃপতিকে দীক্ষা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে প্রথম এদেশে আসেন। পুষ্করাক্ষের দুই পুত্র তন্মধ্যে ১ম কমল সার্ব্বভৌম এবং ২য় নারায়ণ পঞ্চানন।

কমল সার্ব্বভৌমের বংশধরগণ ভট্টাচার্য্য এবং নারায়ণ পঞ্চাননের বংশধর 'চক্রবর্ত্তী' উপাধিতে ভূষিত। কমল সার্ব্বভৌমের পুত্র মহাদেব সিদ্ধান্ত, তৎপুত্র মুকুন্দ। ইনি পাণ্ডিত্যের গৌরবে "ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী" এই দুইটী উপাধী লাভ করিয়া ছিলেন। একদিন তাঁহারই অসামান্য প্রতিভা বলে দিগ্‌দিগন্তর আলোকিত হইয়াছিল। আজও "বঙ্গে খ্যাতৌ কমল কুমুদৌ সর্ব্বদেশে মুকুন্দঃ" এই কবিতাংশটী বৃদ্ধদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

মুকুন্দ পুত্র রামভদ্র তর্কবাগীশ ও রামগোবিন্দ। তর্কবাগীশের সময় নির্ব্বাচন করা সুকঠিন ও সময় সাপেক্ষ। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, তদানিন্তন সুসঙ্গাধিপতি রাজা রামজীবনের সমসাময়িক। ইহা উভয় নামীয় ১০০০ শতাব্দীর সনদ দর্শনে বিবেচিত হয়। তিনি সাখুয়াই গ্রামে আবাস ভূমি স্থাপনের স্থান নির্ব্বাচন করেন।

রামভদ্র তর্কবাগীশের পুত্র রঘুনাথ বিদ্যানিবাস। ইনি ১০৮২ সনের লোক। রাজা রামসিংহ হইতে উক্ত সনের ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত সনদ দর্শনে জানা যায়।

রঘুনাথ পুত্র রামনাথ ন্যায়ালঙ্কার বহু ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হন এবং ১০৯৪—১১৫৩ সন পর্য্যন্ত ইহার কার্য্যকাল দেখা যায়। এই বংশের অধিষ্ঠাত্রী

দেবী ৺দশভূজা। সুসঙ্গের ৺দশভূজার সনসাময়িকই সম্ভব। মুকুন্দ ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তীর ২য় পুত্রের দুইটী শাখা হইয়াছে। দুই শাখাতেই ৺দশভূজা বর্ত্তমান আছেন। বোধ হয় মুকুন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সময় কিম্বা তাহার পূর্ব্বে একটী ৺দশভূজা স্থাপিতা ছিল। বিভাগকালে বোধ হয় তর্কবাগীশ মহাশয়ের বংশতেই পূর্ব্বতনা ৺দশভূজা ছিলেন। পক্ষান্তরে ১ম ৺দশভূজা না পাইয়া ২য় ৺দশভূজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

রামনাথ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সময়ে কোন বিশেষ ঘটনায় রাজা জীবনসিংহকে দীক্ষা প্রদান করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় তাহারা নাকলজোড়া ভট্টাচার্য্য হইতে মন্ত্র গ্রহণ করেন। রামনাথ পুত্র সীতারাম সার্ব্বভৌম রাজা রণসিংহ হইতে ১১৬০ সনে প্রথম ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হন। তৎপুত্র শিব ভট্টাচার্য্য ঋষি তুল্য লোক ছিলেন। শিব ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামমোহন সিদ্ধান্ত। তাঁহার মত পণ্ডিত তৎকালে অতি বিরল ছিল। তিনিই এদেশে প্রথম রঘুনন্দন স্মৃতির পুষ্টি সাধন করেন, তাঁহার লিখিত পুস্তক দৃষ্টেই তাহা অনুমানিত হয়।

রামমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার সর্ব্বদা নিদ্রাযোগে অভিভূত থাকিয়াও পাঠ্য পুস্তক, সমগ্র স্মৃতি, ব্যাকরণ ও মেদিনীকোষ প্রভৃতি স্বহস্তে লিখিয়া অধ্যয়ণ করিয়াছিলেন। তিনি কাওয়াখালা নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর নিমাই শিরোমণির অদ্বিতীয় স্নেহাস্পদ ছাত্র ছিলেন। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য প্রভাবে পণ্ডিত সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘে ও বলিষ্ঠে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার দেহের লম্বার পরিমাণ ৭ ফিট ছিল। পূর্ব্বে রেল ষ্টিমারাভাবে কাশী গয়া, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ পদব্রজে তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ব্রজকান্ত বিক্রমপুরে ন্যায় ও স্মৃতি পড়িয়া “ন্যায়রত্ন” উপাধী লাভ করেন এবং ১২৮৭ সনে প্রথম কলিকাতায় গভর্ণমেণ্ট ও ঢাকার সারস্বত পরীক্ষা

দিয়া "স্মৃতি পঞ্চানন" উপাধী লাভ করেন। তিনি পাঠ্যাবস্থাতেই "লোহিত্য জ্ঞানদিপীকা" নাম্নি একখানি ব্রহ্মপুত্র মাহাত্ম্য পুস্তক মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন এবং পৌরাণিক স্ত্রী আচার, প্রাদেশিক ভাষা ও বাঙ্গালা ধাতু প্রভৃতি সংগ্রহাবস্থায় অমুদ্রিতভাবে আছে, অধিকন্তু তিনি বৈদিক মন্ত্রাদির অভাব পুরণ করিয়া ছন্দাদি নির্ণয় করেন। স্মৃতি পঞ্চানন মহাশয়ের জীবনের শেষ কাজ বোধ হয় একটী মধ্য বাঙ্গালা স্কুল স্থাপন।

মৈমনসিংহের সাখুয়াই গ্রামী ভরদ্বাজ বংশাবলী।

পুষ্করাক্ষ বাগীশ বা একদণ্ড বাগীশ (আদি সাখুয়াই ভরদ্বাজ) ১। তৎপুত্র কমল সার্ব্বভৌম ও নারায়ণ পঞ্চানন ২।

আমুয়াবাড়ী।

কমল সুত মহাদেব সিদ্ধান্ত ৩। তৎসুত মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী ৪। তৎসুত রামভদ্র তর্কবাগীশ ও রামগোবিন্দ ৫। রামভদ্র সুত রঘুনাথ বিদ্যানিবাস ও রাজীবলোচন ৬। রঘুনাথ সুত রামনাথ ন্যায়ালঙ্কার ৭। সীতারাম সার্ব্বভৌম ৮। শিব ভট্টাচার্য্য (তেন্দ্রেশ্বর), রামকিশোর (অঃ পুঃ), কল্যাণ ও দেবীপ্রসাদ (অঃ পুঃ) ৯। শিব সুত রামমোহন সিদ্ধান্ত, গৌরীদাস (অঃ পুঃ) ও শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার ১০। রামমোহন সুত জয়নাথ (অঃ পুঃ), ব্রজনাথ তর্কলঙ্কার, রাধানাথ (অঃ পুঃ) ও কৃষ্ণনাথ (অঃ পুঃ) ১১। ব্রজ সুত যদুনাথ, জানকীনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ১২। শ্রীকান্ত সুত তারিণীকান্ত (অঃ পুঃ) ও ব্রজকান্ত স্মৃতি পঞ্চানন, ন্যায়রত্ন ১১। ব্রজকান্ত স্মৃতি পঞ্চানন সুত চন্দ্রকান্ত স্মৃতি বিশারদ ওগিরিজাকান্ত ১২।

মঠবাড়ী।

রাজীবলোচন স্মুত কৃষ্ণদেব বিশারদ ও রামদেব তর্কবাগীশ ৭। কৃষ্ণ স্মুত হরিপ্রসাদ ও কৃষ্ণানন্দ (অঃ পুঃ) ৮।

রামদেব তর্কবাগীশ স্মুত কৃষ্ণরূপ ও কৃষ্ণপ্রসাদ চূড়ামণি ৮। কৃষ্ণরূপ স্মুত কালীপ্রসাদ ও কালীকিঙ্কর শিরোমণি ৯। কালীপ্রসাদ স্মুত কালীলোচন ১০। তৎস্মুত রাজকিশোর পঞ্চানন (নিঃ সঃ) ১১। কালীকিঙ্কর স্মুত রামচন্দ্র ১০। তৎস্মুত জয়চন্দ্র ১১। তৎস্মুত শশীকুমার, উমেশ ও দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র ১২।

কৃষ্ণপ্রসাদ স্মুত কালীকান্ত ও আরাধন ৯। কালীকান্ত স্মুত গঙ্গাচরণ (অঃ পুঃ) ১০। আরাধন স্মুত বিশ্বেশ্বর ১০। তৎস্মুত প্রাণনাথ (অঃ পুঃ) ও ঈশান চন্দ্র ১১। ঈশান স্মুত রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য B. A., B. L. (এই বংশে ইনিই প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও বেতনগ্রাহী) ও অশ্বিণী ১২।

ভরদ্বাজ গোত্র বিষ্ণুঠাকুর স্মুত নারায়ণ ঠাকুরের ধারা

ফুলিয়া মেল স্বভাব নৈকষ্য

যাহারা ভঙ্গ হইয়াছেন তাহাদের নামের পর ভঙ্গ
লিখিয়া দেওয়া গেল।

মুখ-বংশে কুলীনগণের আহিত ও মহাদেব হইতে পর্য্যায় সংখ্যা গণনা হয় তদনুসারে বিষ্ণু ঠাকুরের পর্য্যায় ১৪। যথা—

উৎসাহ (প্রথম কুলীন বল্লালী মর্য্যাদা প্রাপ্ত) ২পৃঃ দেখুন। আহিত পর্য্যায় ১। উদ্ধব ২। শির ৩। নৃসিংহ ৪। গর্ভেশ্বর ৫। মুরারি ওঝা ৬। অনিরুদ্ধ ৭। লক্ষ্মীধর হালদার ৮। মনোহর (মেল বন্ধনের কুলীন) ৯। গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য ১০। রামাচার্য্য ১১। রাঘবেন্দ্র ১২। নীলকণ্ঠ ১৩। বিষ্ণু ঠাকুর ১৪। ২—৪ পৃঃ দেখুন।

অপ্রকাশিত পুঁথি কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠে জানা যায় যে নৃসিংহ ওঝা পূর্ব্ববঙ্গের দনৌজ মাধবের মহাপাত্র ছিলেন। মুসলমান বিপ্লবে রাজা দনৌজ

মাধবের অতুল প্রতাপ খর্ব্ব হইলে মহাপাত্র নৃসিংহ ওঝা পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। যথা—

পূর্ব্বেতে আছিল দনুজ মহারাজা।
তার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা॥
দেশে যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গ ভোগে ভুঞ্জে তিহঁ সুখের সংসার॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥
গ্রাম রত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥

(অপ্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ আদিকাণ্ড)

নৃসিংহ ওঝা দনুজ মহারাজার মহাপাত্র থাকায় পূর্ব্ববঙ্গে তাহার বসবাস অসম্ভব নহে। ইহাও সম্ভব হইতে পারে তাহার আদি নিবাস ফুলিয়া গ্রাম ছিল। যিনি মুসলমান বিপ্লব ভয়ে পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম (সল্ল ফুলিয়াবাসী) ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্যাকর (কাচনাবাসী) প্রভৃতির সহিত একত্র বাস না করিয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বাস করিবার কারণ দেখিনা। সে যাহাই হউক নৃসিংহ হইতে বিষ্ণুঠাকুর এবং তদীয় অধস্তন কয়েক পুরুষ ফুলিয়া বেলগড়িয়া বাসী ছিলেন। ধীরে ধীরে বিষ্ণু ঠাকুরের অধস্তন বংশধরগণের অধিকাংশ কার্য্যোপলক্ষে, বিবাহ উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গ ও নানা স্থানের অধিবাসী হইয়াছেন। এক্ষণে ফুলিয়া বেলগড়িয়া জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে।

যাহারা মুখ বংশের আদি পুরুষ শ্রীহর্ষ হইতে পর্য্যায় সংখ্যা জানিতে ইচ্ছুক তাহারা এই সংখ্যার সহিত ১৩ সংখ্যা যোগ করিয়া লইবেন।

১৪। বিষ্ণু ঠাকুর সুত রামদেব (ইনি বড় ঠাকুর বলিয়া খ্যাত) ও নারায়ণ (ছোট ঠাকুর বলিয়া খ্যাত) ১৫।

১৫। নারায়ণ সুত রামকান্ত, মুলুকচাঁদ ও শঙ্কর ১৬।

১৬। রামকান্ত সুত রামসুন্দর (ইনি ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত আধুনিক পদ্মানদীর গর্ভস্থ তারপাশা নিবাসী নোয়াখালী জিলার ভলুয়া পরগণা ও অন্যান্য জমিদারীর মালিক কাশ্যপ গোত্র অম্বুলীগাই শ্রোত্রিয় প্রসিদ্ধ জমিদার ৺জয়নারায়ণ রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তারপাশা গ্রাম প্রায় ৫০ বৎসর পদ্মা নদীতে নিমজ্জিত হইয়াছে, বর্ত্তমানে লৌহজঙ্গ ষ্টীমার ষ্টেশনকে তারপাশা বলা হয়)।

দ্বিতীয় পুত্র রামকিশোর ও তৃতীয় পুত্র কানাই ১৭।

১৭। রামসুন্দর সুত কাশীনাথ, হরিনাথ ও বৃন্দাবনচন্দ্র ১৮।

বৃন্দাবনচন্দ্র তারপাশা মহাশয় বংশের দৌহিত্র। ইনি তাঁহাদের প্রদত্ত কতক ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করতঃ তারপাশা বাসী ছিলেন।

১৮। বৃন্দাবন সুত কৃষ্ণচন্দ্র, **রাসমোহন, স্বরূপচন্দ্র, শ্যামসুন্দর,** রাধাচরণ, ঈশ্বরচন্দ্র ও ভগবানচন্দ্র ১৯।(২৭১ পৃঃ)। আমরা এখানে রাসমোহন স্বরূপচন্দ্র ও শ্যামসুন্দরের ধারা বর্ণনা করিব। অন্য ধারাগুলি পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ২৭১-২৭৮, ২৮৬-২৯৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বৃন্দাবন সুত স্বরূপচন্দ্রের (১৯) ধারা

১৯। স্বরূপচন্দ্র সুত হরিচরণ (ইচ্ছাপুর) ও উমাচরণ (বানরিপাড়া) ২৩।

বৃন্দাবন প্রমুখ রাসমোহন সুত রামেশ্বরের ধারা।

২০। রামেশ্বর সুত নিশিকান্ত (বজ্রযোগিণী, পুরোহিত পাড়া), অনাথবন্ধু (নকাড়া বজ্রযোগিণী পুরোহিত পাড়া) ও লালমোহন কাইচাইল (ভঙ্গ কালীপাড়া) ২১।

২১। নিশিকান্ত সুত নলিনীকান্ত (ভঙ্গ কলসকাটী বংশাভাব) ; অনুকূল চন্দ্র ও নারায়ণচন্দ্র ২২।

২২। অনুকূলচন্দ্র সুত পাঁচু, সুবোধ (A. S. I., Calcutta Police), অনিল, জ্যোতি ও গণেশ ২৩।

২০। হরিচরণ সুত বিনোদলাল ও চিন্তাহরণ (ভঙ্গ কলসকাটী) ২১।

২১। বিনোদলাল সুত মণীন্দ্রচন্দ্র ২২।

২১। চিন্তাহরণ সুত ভোলানাথ ও সোমনাথ ২২।

২০। উমাচরণ সুত রাজেন্দ্রলাল (ভঙ্গ কালীপাড়া), দ্বিজেন্দ্র, জিতেন্দ্র ও মতিলাল ২১।

২১। রাজেন্দ্রলাল সুত হীরেন্দ্র, ক্ষিতেন্দ্র, সুধীর, সুশীল, সুবোধ ও সুবল ২২।

২২। ক্ষিতেন্দ্র সুত মনোরঞ্জন ও চিত্তরঞ্জন ২৩।

বৃন্দাবন সুত শ্যামসুন্দরের (১৯) ধারা।

১৯। শ্যামসুন্দর সুত গোপালচন্দ্র (বংশাভাব), দীননাথ (ভঙ্গ কালীপাড়া), আনন্দচন্দ্র (রামভদ্রপুর) ও ফটীকচন্দ্র ২০।

২০। আনন্দচন্দ্র সুত শশিভূষণ (নেড়া), কুঞ্জলাল (ভঙ্গ কাউলীপাড়া) ও নেপালচন্দ্র ২১।

২১। শশিভূষণ সুত সতীশচন্দ্র (ভঙ্গ হেমনগর), নিবারণ ও বিশ্বেশ্বর (কালামৃধা) ২২।

২২। সতীশচন্দ্র সুত সতীরঞ্জন, সারদারঞ্জন, সবিতারঞ্জন ও সুধাংশু-রঞ্জন ২৩।

২১। কুঞ্জলাল সুত জিতেন্দ্র ২২।

২১। নেপালচন্দ্র সুত হীরালাল (শোলক), চুনিলাল (শোলক) ও সুশীল (জয়দেবপুর) ২২।

২০। ফটীকচন্দ্র সুত হেমচন্দ্র (রোয়াইল), মাখনলাল (বংশাভাব) ও গোবিন্দচন্দ্র এম্‌ এ, বি-এল (জয়দেবপুর অধিপতি রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের জামাতা, বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক) ২১।

ভ্রম সংশোধন :—২৭১ পৃঃ গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল রাজ জামাতা ঠিক নহে। উপরোক্ত শ্যামসুন্দরের ধারার গোবিন্দচন্দ্র প্রকৃত রাজ জামাতা।

২১। হেমচন্দ্র সুত হরিলাল ২২।

২১। গোবিন্দচন্দ্র সুত জিতেন্দ্রনাথ বি-এ, ক্ষিতীশচন্দ্র ও দিতীশচন্দ্র ২২।

২২। জিতেন্দ্র চন্দ্র সুত বিমলেন্দুভূষণ, অমরেন্দ্র, নিখিলেন্দুভূষণ ও উৎপলেন্দু-ভূষণ ২৩।

বৃন্দাবন প্রমুখ রাসমোহন সুত কালীকুমারের ধারা।

২০। কালীকুমার সুত বৈকুণ্ঠনাথ (বজ্রযোগিনী, আটপাড়া), রজনীনাথ (কোলা) ও সীতানাথ (বংশাভাব) ২১।

২১। বৈকুণ্ঠনাথ সুত আশুতোষ ও অনন্তনাথ (দিঘলী) ২২।

২২। আশুতোষ সুত অক্ষয় ও সুরেশচন্দ্র বি-এ ২৩।

২৩। অক্ষয় সুত অবনীমোহন (কালামৃধা) ২৪।

২২। অনন্তনাথ সুত প্রফুল্ল, গোবিন্দ ও পূর্ণেন্দু ২৩।

২১। রজনীনাথ সুত মতিলাল, সতীশচন্দ্র, (স্থল-বসন্তপুর), অন্নদাচরণ ও চন্দ্রশেখর (পঞ্চসার) ২২।

২২। মতিলাল সুত সুবোধচন্দ্র, সুধাংশুমোহন, সুধীরচন্দ্র ও সুধন্য-মোহন ২৩।

২৩। সুবোধ সুত সুশীল ২৪।

২২। সতীশচন্দ্র সুত ননীগোপাল ও প্রভাংশুগোপাল ২৩।

২৩। ননীগোপাল সুত নিত্যগোপাল ২৪।

২২। অন্নদাচরণ সুত অমৃতলাল (আরিয়ল) ২৩।

২২। চন্দ্রশেখর সুত অঘোরনাথ, হিরন্ময় ও নিরঞ্জন ২৩।

নারায়ণ ঠাকুর সুত রামকান্ত, তৎসুত রামকিশোর, তৎসুত শিবপ্রসাদ। এই শিবপ্রসাদ সম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিত লিখিত হইতেছে। ইনি ফরিদপুর জেলান্তর্গত কালামৃধার জমিদার পূর্ব্বতন আঁধার মাণিকের প্রসিদ্ধ চৌধুরী বংশের দৌহিত্র ছিলেন। ইনি তারপাশার জমিদার ৺সদানন্দ রায় মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তারপাশা বাসী হইয়াছিলেন।

শিবপ্রসাদ ও বৃন্দাবনচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গের কুলীন সমাজে একনামে পরিচিত। কুলীন ও শ্রোত্রিয় সমাজে ইহারা যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও ইহাদের সন্তানগণ মহামাণ্য পাইয়া থাকেন।

রামকিশোর সুত শিবপ্রসাদের ধারা (২৮৬—২৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

শিবপ্রসাদ সুত রাজীবলোচনের শাখা।

১৯। রাজীবলোচন সুত বিশ্বচন্দ্র (স্থল-নহাটা) ২০।

২০। বিশ্বচন্দ্র সুত প্যারীমোহন ও হারাণচন্দ্র ২১।

২১। প্যারীমোহন সুত রসিকচন্দ্র ও রোহিণীকুমার ২২।

২২। রসিক সুত মণিমোহন, রাধিকামোহন ও রাইমোহন ২৩।

২২। রোহিণীকুমার সুত কুমুদমোহন, ধরণীমোহন, রেবতীমোহন, ষোড়শী-মোহন, মদনমোহন, মুরারিমোহন ও বিরজামোহন ২৩।

২১। হারাণচন্দ্র সুত যোগেশচন্দ্র (বংশাভাব) ২২।

শিবপ্রসাদ সুত ত্রিলোচনের ধারা

১৮। শিবপ্রসাদ সুত কমললোচন, রাজীবলোচন ও ত্রিলোচন ১৯।

শিবপ্রসাদ সুত কমললোচন ও ত্রিলোচন তারপাশা গ্রামে মাতামহ বংশ "মহাশয়" জমিদারগণের ভূসম্পত্তি পাইয়া তারপাশাতে বাস

করিতেন। কিন্তু রাজীবলোচন ঢাকার অন্তর্গত রোয়াইলের জমিদার বংশে বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক সন্তানগণ সহ তথায় বাস করেন।

১৯। ত্রিলোচন সুত গিরীশচন্দ্র ও জগচ্চন্দ্র ২০।

২০। গিরীশচন্দ্রের ৩ পুত্র :—

প্রথম পুত্র ত্রিপুরাচরণ বল্লালী কুলীন সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন খ্যাতনামা পুরুষ। শৈশব হইতেই ইঁহার জনপ্রিয়তা, গুণাবলী ও বিদ্যানুরাগ বিদ্যমান। সামাজিক কুলকার্য্য ও আচার-নীতিতে ইনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ধর্ম্মালোচনা ও সামাজিক সংস্কার তাঁহার একটা দৈনন্দিন কার্য্য।

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

ইহাঁর জন্ম সম্ভবতঃ ইংরাজী ১৮৫৭ সাল। শৈশবে মাতৃহারা এবং পরবর্ত্তী সময়ে অর্থকষ্টে অতিশয় জর্জ্জরিত হইয়া মাতুলালয়ে (কাইচাইল-ঢাকা) থাকিয়া পড়াশুনা করেন। ইহাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও বিদ্যানুরাগই সম্বল ছিল। ছাত্র-বৃত্তি ও পরে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অতিশয় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তি পান। ক্রমান্বয়ে তিনি ইংরাজী ১৮৮৪ কিম্বা ১৮৮৫ সালে বি-এ পাশ করিয়া প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষকতার কাজ করেন। পরে শিক্ষাদান কার্য্যের দক্ষতার জন্য শিক্ষাবিভাগে কুমিল্লা, নোয়াখালী, মৈমনসিংহের গবর্ণমেণ্টের জেলা স্কুল সমূহে শিক্ষকতা করেন।

প্রায় ৭ বৎসর শিক্ষকতা করিয়া আসাম সবরডিনেট এক্জিকিউটিভ্ সার্ভিসে কমপিটিটিভ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সাব-ডেপুটী কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন। ঐ পদে প্রায় ৭ বৎসর সুনামের সহিত চাকুরী করার পর তৃতীয় শ্রেণী হইতেই একেবারে Executive serviceএ উন্নীত হইয়া শ্রীহট্ট জিলায় মৌলবীবাজার মহকুমার এক্‌ষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার নিযুক্ত হন। সেখানে ১ বৎসর কাজ করার পর তিনি শিলংএ বদলী হইয়া তথাকার ইন্সপেক্টর-জেনারল-অব-পুলীশ সাহেবের পারসোন্যাল এসিষ্ট্যাণ্টের

পদ প্রাপ্ত হন। সেখানে তিনি পুলীশ, জেল, আবগারী ও ষ্ট্যাম্প এই কয় বিভাগের পারসোন্যাল এসিষ্ট্যাণ্টের কার্য্য এবং এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর-জেনারল-অব-রেজিষ্ট্রেশনের কার্য্য করেন। তৎপর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুলীশ বিভাগে নিযুক্ত করেন। ঐ বিভাগে তিনি স্থায়ী পুলীশ সুপারিন্-টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করেন। ঐ চাকুরী ৭ বৎসর করিয়া এখন তিনি পেন্‌সন ভোগ করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্টের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিশেষ সুখ্যাতির সহিত ৬ বৎসর ময়মনসিংহ জেলার আমবেড়িয়া এষ্টেটের খ্যাতনামা জমিদার ৺হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ম্যানেজারী করিয়াছিলেন।

গিরীশচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র দীনেশচন্দ্র (ভঙ্গ কলসকাটী অঃ পুঃ)
ঐ তৃতীয় পুত্র রমেশচন্দ্র (আরিয়ল) ২১।

দীনেশচন্দ্র বাখরগঞ্জ জেলার প্রসিদ্ধ জমিদার ৺বরদাকান্ত রায়ের কন্যা বিবাহী।

২১। ত্রিপুরাচরণের ৭ পুত্র :—১ম পুত্র কৌশিকীচরণ,

২য় পুত্র প্রমদাচরণ বি-এ ; ইনি বর্ত্তমানে I. B. বিভাগে Deputy Superintendent of Police এর কার্য্য করিতেছেন।

৩য় পুত্র—প্রফুল্লচন্দ্র, ৪র্থ পুত্র—কুমুদচন্দ্র,

৫ম পুত্র—কামাখ্যা বি-এস্-সি,এম্-বি—ইনি বি-এস্-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ৫০৲ টাকা বৃত্তি পান এবং বর্ত্তমানে কলিকাতায় ডাক্তারী করেন। ইনি ঢাকা জেলার রোয়াইলের জমিদার বংশে বিবাহ করিয়াছেন।

৬ষ্ঠ পুত্র অন্নদাচরণ বেঙ্গল P. W. Dতে কার্য্য করিতেছেন।

৭ম পুত্র ভবানীচরণ এম্-এস-সি। ইনি ২৪ পরগণা জেলায় সব-ইন্সপেক্টরের কার্য্য করেন। ইনি স্থল নিবাসী সিদ্ধ শ্রোত্রিয় রায় বাহাদুর রঘুপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। পর্য্যায়—২২।

২২। কৌশিকী সুত নীহাররঞ্জন, নারায়ণরঞ্জন বি-এস-সি (এম্-এ পরীক্ষা দিয়াছে), নিখিলরঞ্জন (বি-এস্-সি পড়িতেছে), অনিলরঞ্জন, অসীতরঞ্জন, অজিতরঞ্জন, সুখরঞ্জন ও মঙ্গল ২৩।
২৩। নীহার সুত প্রণবরঞ্জন ২৪।
২২। প্রমদাচরণ সুত মধুসূদন ২৩।
২২। প্রফুল্ল সুত রাজরাজেশ্বরীপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ ২৩।

শিবপ্রসাদের পাল্‌টী সন্তানের পরিচয়ঃ—

বন্দ্য বংশোদ্ভব শ্রেষ্ঠ কুলীন মহেশ্বর হইতে একাদশ পুরুষে শ্রীপতি বন্দ্যো৷ ফুলিয়া মেল প্রাপ্ত হন। তৎপুত্র দুর্গাদাস কুল-প্রাধান্য দ্যোতক "চক্রবর্ত্তী" উপাধি বিশেষণে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র রাঘব, রামকৃষ্ণ রামেশ্বর ও রমাকান্ত তন্মধ্যে রাঘব শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সন্তানগণ এখনও শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া পরিগণিত। রাঘবের পৌত্র রঘুরাম কুলীন সমাজে প্রসিদ্ধ। রঘুরামের চৌদ্দ পুত্র মধ্যে রবিলোচন ও দুর্গারাম কুলক্রিয়ায় শ্রেষ্ঠ। এই রবিলোচনের পুত্র কৃষ্ণকিশোর বর্দ্ধমান জিলাভুক্ত গোপীপুর গ্রামে বসতি করিতেন। রবিলোচন সন্তানগণ বহু পুরুষ যাবৎ শিবপ্রসাদের পাল্‌টী। কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষা স্রোতে ধ্বংশমান কুলীন সম্প্রদায়ের কোন কোন শাখা পাণ্টী পরিবর্ত্তন করিয়াছেন ও করিতেছেন। উপযুক্ত পাত্রাভাবে ও বরপণের কাঠিন্যবশতঃ কেহ কেহ বাধ্য হইয়া নিম্ন মর্য্যাদাসম্পন্ন কুলীনে কন্যা দান করিতেছেন।

ভ্রম সংশোধন:—৩৩০ পৃষ্ঠার ৫-১২ পংক্তি ৩৩২ পৃষ্ঠার ১৯ পংক্তির নিম্নে পাঠ কর।

২৪ পরগণার পুলীশ সব-ইন্সপেক্টর শ্রীভবানীচরণ মুখোপাধ্যায় এম্-এস্-সি প্রদত্ত তালিকা দৃষ্টে এবং অবসরপ্রাপ্ত পুলীশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কাইচাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ত্রিপুরাচরণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট অনুসন্ধানে লিখিত। মে, ১৯৩৯।

মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়, C.I.E.
মহাশয়ের বংশাবলী
(মুং খড়দহ কামদেব বংশ)

কামদেব পণ্ডিতের অধস্তন ১১শ পর্য্যায় সন্তান লোকবিখ্যাত প্রসিদ্ধ বিদ্বান্, পুণ্যবান্ ও বদান্য মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় C. I. E. মহোদয়ের পুত্র গোবিন্দদেব ও মুকুন্দদেব পর্য্যন্তেও বিদ্যা-বিনয়াদি যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এখানে কামদেব পণ্ডিতের বংশের একদেশ এবং কারিকা দেখান গেল।

কামদেবের পিতা হরি মিশ্র শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২০শ পুরুষ। ধারাবাহিক অধস্তনে ক্রমিক সংখ্যা-পাত করা গেল। কামদেব (২১)। শ্রীধর, শ্রীকণ্ঠ, অনিরুদ্ধ, মধুসূদনাচার্য্য, ভাস্কর, ভরত, বাণীনাথ, মৃত্যুঞ্জয়, বৈকুণ্ঠ, সুধাকর ও সুনন্দ (২২)। মধু সুত সন্তোষ ও অনন্ত (২৩)। সন্তোষ সুত রমাকান্ত, রাজীব ও চণ্ডিদাস (২৪)। রমাকান্ত-সুত গোবিন্দ, গোপীবল্লভ, রামচন্দ্র, মদন, রত্নেশ্বর, বাণেশ্বর, কাশী, শ্রীকৃষ্ণ ও নন্দ (২৫)। গোপীবল্লভ-সুত রামকানাই (২৬)। রামেশ্বর (২৭)। হরিনারায়ণ (২৮)। বিশ্বনাথ-রামায়ণ-প্রণেতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ (২৯)। সামাজিক প্রবন্ধাদি গ্রন্থ-প্রণেতা ভূদেব (৩০)। গোবিন্দদেব ও মুকুন্দদেব M. A., Dy. Magistrate (৩১)। গোবিন্দ সুত বটুকদেব M. A., রামদেব ও ভবদেব (৩২)। মুকুন্দ-সুত গণদেব, কুমারদেব ও সোমদেব (৩২)।

বর্ত্তমানে ইহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ভঙ্গ কুলীনে হইয়া থাকে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—১২৩১ সালে ফাল্গুন মাসে (ইং ১৮২৫ সালে) কলিকাতার হরীতকীবাগানে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতায় থাকিয়া সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজে পাঠ শেষ করেন, কিন্তু পরে

তিনি চুঁচুড়ায় গিয়া বসতি স্থাপন করেন। এই সময় তিনি স্থানে স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়া বাঙালীর ছেলেদের শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি চন্দননগরে প্রথম এইরূপ একটি স্কুল স্থাপন করেন এবং নিজে তথায় শিক্ষকতা করেন। লোকের উৎসাহ ও যত্নের অভাবের সহিত নিজের অর্থাভাববশতঃ তাঁহাকে এই মহদুদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতে হয়। তৎপরে তিনি ৫০৲ টাকা বেতনে গভর্ণমেণ্টের স্কুলে শিক্ষকতা করিতে নিযুক্ত হন এবং পর পর পদোন্নতি হইয়া অতিরিক্ত ইনস্পেক্টর অব স্কুলস্ পদ প্রাপ্ত হন। পরিশেষে ইন্‌স্পেক্টর ও কিছুদিনের জন্য বাংলার অস্থায়ী Director of Public Instruction পদে অধিষ্ঠিত হইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

প্যারীচরণ সরকার এডুকেশন্ গেজেটের সম্পাদন-ভার ত্যাগ করিলে ভূদেববাবু দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ে পাঠ্য বহু পুস্তক এবং "সামাজিক প্রবন্ধ", "পারিবারিক প্রবন্ধ" প্রভৃতি কতিপয় গভীর পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ দানশীলতা দুর্ল্লভ। সংস্কৃতশাস্ত্রের চর্চ্চাকল্পে তিনি প্রায় দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, "বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফাণ্ড্" নামে একটি ফাণ্ড্ গঠন করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া "বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী" নামে একটি টোল ও "ব্রহ্মময়ী-ভেষজালয়" নামে দাতব্য বৈদ্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি একজন প্রকৃত নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই মনীষা, চরিত্রবত্তা ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাং ১৩০১ সালে (ইং ১৮৯৪ সালে) তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

(কলিকাতা পরিচয় হইতে এই জীবনী গৃহীত)

কামদেব পণ্ডিত সুত শ্রীধরের ধারা মেল খড়দহ।

কামদেব ২১। শ্রীধর ২২। জগদানন্দ ২৩। রামকৃষ্ণ ২৪। শ্রীনন্দন ২৫। বিশ্বেশ্বর ২৬। রামনাথ ২৭। বিনোদ ২৮।

বিনোদ সুত তিতুরাম ও ভবানী ২৯।

তিতুরাম সুত নীলমণি ৩০। ভোলানাথ ৩১। সুত রাও **কান্তিচন্দ্র** বাহাদুর (ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী জয়পুর) ৩২। কান্তিচন্দ্র সুত মহাদেব ও ঈশান ৩৩।

ভবানী সুত উদয়নারায়ণ ৩০। বিশ্বম্ভর ৩১। সুত রঙ্গলাল (বিশ্বকোষ অভিধান প্রবর্ত্তক) ও ত্রৈলোক্যনাথ ৩২। মুখবংশ ৯৪—৯৫ পৃঃ

খড়দহ মেল মুং বিং কামদেব পণ্ডিত (২১) প্রমুখ

হৃদয় সন্ততির ধারার একদেশ। (স্বভাব নৈকষ্য)

৯৭ পৃষ্ঠার পর পাঠ্য।

শ্রীধর ২২। হৃদয় ২৩। বল্লভ ২৪। গৌরীকান্ত অথবা গৌবীদাস ২৫। মথুরানাথ ও পরমানন্দ ২৬। মথুরা সুত রাজীব, নরোত্তম ও রামনাথ ২৭। রাজীব সুত আত্মারাম, ইন্দ্রনারায়ণ ও রামচন্দ্র ২৮। আত্মারাম সুত জগন্নাথ, বলরাম, আনন্দিরাম, রামকৃষ্ণ ও কৃষ্ণচন্দ্র ও নন্দকুমার ২৯। নন্দকুমার সুত বলুচন্দ্র ৩০। কমললোচন ৩১। পরেশনাথ ও শ্রীনাথ ৩২। শ্রীনাথ সুত জানকীনাথ ৩৩। সুত ভূতনাথ বি-এ (ইনি সব-রেজিষ্ট্রার ছিলেন), অঘোরনাথ বি-এ ও প্রিয়নাথ ৩৪। ভূতনাথ সুত রবীন্দ্রনাথ ও সচীন্দ্রনাথ ৩৫।

বৈবাহিক সম্বন্ধ।

জানকীনাথ মালদহ জেলার লালবাথানী গ্রামের সিদ্ধ শ্রোত্রিয় শিমলায়ী কাশ্যপ গোত্র মজুমদার বংশের গুরুনারায়ণের কন্যা কৈলাসবাসিনী দেবীকে বিবাহ করেন। ইহার নিবাস মালদহ জেলার নসীপুর পুখুরিয়া। ৺ভূতনাথ, অঘোরনাথ প্রভৃতি গুরুনারায়ণ মজুমদারের দৌহিত্র।

ভূতনাথের পত্নী ইন্দুমতী দেবী বাৎস্য গোত্রীয় শিমলাল সিদ্ধশ্রোত্রিয় মধুসূদন হাজরার সন্তান শান্তিপুর নিবাসী ৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্যের পৌত্রী ও বিশ্বেশ্বরের কন্যা।

অঘোরনাথ, প্রফেসর শ্রীকুমারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এস-সির ভগ্নী (ভাগলপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্‌সিপ্যাল শান্তিপুর নিবাসী ৺হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী)কে বিবাহ করেন।

মুং কামদেব পণ্ডিত বংশ

দুর্গাচরণের (৩২) ধারা

(মেল খড়দহ চাঁদবল্লভী)

মহাদেব (১০০ পৃঃ ১৩ পংক্তি) ২৭। সুত কৃষ্ণদেব, বাসুদেব, হরিদেব ও বলরাম ২৮। বাসুদেব সুত শুকদেব ও নীলকণ্ঠ ২৯। নীলকণ্ঠ সুত জয়নারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও রামশঙ্কর (মুলনা ফরিদপুর)।

রামশঙ্কর সুত রবিলোচন, রাধামোহন, রাজকৃষ্ণ, রতনকৃষ্ণ, জীবনকৃষ্ণ, রাজকিশোর ও কালাচাঁদ ৩১।

রাধামোহন সুত দুর্গাচরণ বাহেরক ৩২।

৩২। দুর্গাচরণের (বাহেরক) সুত চন্দ্রকান্ত (ইনি চাঁদপুরে উকিল ছিলেন) ও উমাকান্ত ৩৩।

৩৩। চন্দ্রকান্ত সুত উপেন্দ্র, যোগেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও জীতেন্দ্র ৩৪।

৩৪। উপেন্দ্র সুত হেমচন্দ্র, প্রতুল ও শম্ভু ৩৫।

৩৪। যোগেন্দ্র সুত তারকেশ্বর বি-এ, ভূপেন্দ্র ও সত্যেন্দ্র ৩৫।

৩৫। তারকেশ্বর সুত গৌরীশঙ্কর ও কিরণশঙ্কর ৩৬।

৩৪। সুরেন্দ্র সুত রবীন্দ্র প্রভৃতি ৩৫।

৩৩। উমাকান্ত সুত জ্ঞানেন্দ্র, রমেশ ও সুধীর বি-এ ৩৪।

৩৪। জ্ঞানেন্দ্র সুত ধীরেন্দ্র, ভূপেন্দ্র, বীরেন্দ্র, জগবন্ধু ও বলরাম ৩৫।

৩৪। রমেশ সুত ঋষিকেশ ৩৫।

৩৪। সুধীর সুত সুশীল ৩৫।

শ্রীকালীভূষণ, মুখো কবিভূষণ, নাট্যবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত। জুন, ১৯৩৯।

---

২৪ পরগণা জেলার গোবরডাঙ্গার জমিদার বংশ।

সর্ব্বানন্দী মেলপ্রাপ্ত যোগেশ্বর পুত্র জানকী (২২) মুখোপাধ্যায়ের ধারার একদেশ।

জানকীনাথ ২২। অনন্ত ২৩। রাজীব (সর্ব্বানন্দী মেলে গত) ২৪। কালীদাস ২৫। রঘুদেব (৮১ পৃঃ) ২৬। রামচন্দ্র, রামভদ্র যাদবেন্দ্র ও রাজেন্দ্র ২৭। রামচন্দ্রের পুত্র হরিরাম ২৮। পৌত্র প্রসিদ্ধ খেলারাম মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গার জমিদার ২৯। তৎসুত কালীপ্রসন্ন বাবু ৩০। তৎসুত সারদাপ্রসন্ন বাবু ৩১। তৎসুত গিরিজাপ্রসন্ন, অন্নদাপ্রসন্ন, জ্ঞানদাপ্রসন্ন ও প্রমদাপ্রসন্ন ৩২।

এই জমিদার বংশের অনেকেই প্রসিদ্ধ শিকারী।

রামভদ্র ২৭। নীলকণ্ঠ ও শ্রীরাম ২৮। নীলকণ্ঠ সুত রামানন্দ ২৯। রামলোচন, রামনাথ ও শিবচন্দ্র ৩০। ইহাদিগের নিবাস কুল্যাগ্রাম, জেলা যশোহর।

রামলোচন ৩০। গৌরমোহন ও দীপচন্দ্র ৩১। গৌরমোহন সুত রামপ্রাণ, কালীমোহন, হলধর ও মহিমচন্দ্র ৩২। রামপ্রাণ সুত তারকনাথ ৩৩। রামনাথ (নিবাস বিল্বগ্রাম) ৩৪। তৎসুত শ্যামানাথ ৩৫।

কালীমোহন সুত শ্রীগোপাল ৩৩। ননীগোপাল, বিনয়গোপাল, শরৎগোপাল ও কৃষ্ণগোপাল ৩৪।

হলধর সুত হারাণচন্দ্র ৩৩। মহিমাচন্দ্র সুত আশুতোষ ৩৪।

দীপচন্দ্র সুত কালাচাঁদ ৩২। অক্ষয় ও বামনদাস ৩৩। অক্ষয় সুত বিধুভূষণ ও বিভূতিভূষণ ৩৪। বামনদাস সুত ভূপতিভূষণ ৩৪।

রামনাথ সুত গোবিন্দলাল ও দ্বারকানাথ ৩১। গোবিন্দ সুত যোগেন্দ্র ৩২। দ্বারকা সুত মহেন্দ্র ও সুরেন্দ্র ৩২। মহেন্দ্র সুত জ্ঞানেন্দ্র ও হরেন্দ্র ৩৩। সুরেন্দ্র সুত বীরেন্দ্র ৩৩।

শিবচন্দ্র সুত ভৈরবচন্দ্র ৩১। অম্বিকাচরণ ও ক্ষেত্রনাথ ৩২। অম্বিকা সুত সারদাচরণ ও প্রমথনাথ ৩৩। প্রমথ সুত বিনয়গোপাল ৩৪। ক্ষেত্রনাথ সুত যতীন্দ্রনাথ ৩৩।

জেলা যশোহর, যাদবপুর পোষ্ট B. C. R.
কুল্যাগ্রাম নিবাসী শ্রীরামনাথ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত তালিকা।

ডাক্তার শ্রীননিগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশাবলী

১৩০ বি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা নিবাসী

২৯। সদাশিব—সুত নিত্যানন্দ (১১ পৃষ্ঠা) ৩০। নিত্যানন্দ সুত জগদীশ ৩১।

জগদীশ—সুত গঙ্গাচরণ ৩২। গঙ্গাচরণ সুত দীননাথ (ভঙ্গ) ৩৩।

দীননাথ—সুত চণ্ডীচরণ ও আশুতোষ; কন্যা মুক্তকেশী, এলোকেশী, দীর্ঘকেশী, নিত্যকালী ও মহেশ্বরী ৩৪।

চণ্ডীচরণ—সুত ননিগোপাল (বৃত্তি চিকিৎসা সহর কলিকাতায়); নিবাস মহিন্দর, থানা জামালপুর, জেলা বৰ্দ্ধমান ৩৫।

ননিগোপাল—সুত রমেন্দ্র, রাজেন্দ্র, রবীন্দ্র, রণেন্দ্র ও রামেন্দ্র; কন্যা—পুষ্প, কল্যাণী ও গায়ত্রী ৩৬।

আশুতোষ—সুত ভবতোষ ও কালিদাস (উপস্থিত পেন্সন্ ভোগী) ৩৫।

৩৫। ভবতোষ—সুত রাম, লক্ষ্মণ ও বিষাদ; কন্যা—কামাখ্যাদাসী, সিদ্ধেশ্বরী ও অন্নপূর্ণা ৩৬।

৩৫। কালিদাস শিবপুর হইতে পরিক্ষোত্তীর্ণ হইয়া আসানসোলের সন্নিকট শ্রীপুর কলিয়ারীতে কৰ্ম্ম করেন।

নিবাস—মাতামহাশ্রয়, করন্দা গ্রাম, মহাপ্রভুর বাড়ি, জেলা বৰ্দ্ধমান।

কালিদাস সুত শান্তিময়, সুধাময় ও অমৃতময় এবং কন্যা জয়া, পূর্ণিমা ও বাসন্তী ৩৬।

চণ্ডীচরণ :—সাধক, পরোপকারী, দাতা, দয়ালু ও যোগীপুরুষ ছিলেন। তাঁহার অনেক আখ্যায়িকা আছে। পুস্তকের আকার বৃদ্ধি হইবে, একারণ উহা দেওয়া হইল না।

বৈবাহিক সম্বন্ধ

৩৩—দীননাথের কন্যা মুক্তকেশী ৩৪। বৰ্দ্ধমান জেলায় জাড়গ্রাম নিবাসী ৺দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। নিঃসন্তান।

৩৪। এলোকেশী—বর্দ্ধমান জেলায় জামালপুর গ্রামে ৺তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। সুত—অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যো ৩৫। ই-বি রেলে বহুদিন কর্ম্ম করিয়াছেন।

৩৬—অন্নদা সুত—কৃপাশঙ্কর, গৌরীশঙ্কর ও হরিশঙ্কর বন্দ্যো। কৃপাশঙ্কর, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, বোলপুর।

গৌরিশঙ্কর—এসিষ্টেন্ট স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, বর্দ্ধমান।

৩৫—নিত্যকালী—বর্দ্ধমান জেলা পাঁচরা গ্রাম নিবাসী ৺ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। সুত সনৎকুমার ৩৬।

ডাক্তার শ্রীননিগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত

১৩০বি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, শ্যামবাজার, কলিকাতা। জুন, ১৯৩৯

ভরদ্বাজ গোত্র ডিংসাই শ্রোত্রিয় বংশাবলী

ফরিদপুর জেলার আমগ্রামের বিখ্যাত জমিদার রায় চৌধুরী বংশ।

শ্রীহর্ষ ১। ধান্দু, জন, লাল ও রাম ২। জন সুত বেদগর্ভ ৩। নীলাম্বর ৪। কর্ণ খাঁ ৫। কানাই ৬। গোবিন্দ, শ্রীমন্ত ও শ্রীনিবাস আচার্য্য ৭।

৭। শ্রীনিবাস সুত কর্পূরচন্দ্র রায়, গোপাল রায় ও পরেশ রায় ৮।

৮। কর্পূরচন্দ্র সুত কৃষ্ণচন্দ্র রায় ৯।

৯। কৃষ্ণচন্দ্র সুত গৌরীনাথ রায়, পার্ব্বতীনাথ রায় ও বাণীনাথ ভট্টাচার্য্য ১০।

১০। গৌরীনাথ রায় সুত রামানন্দ ব্রহ্মচারী ১১। সুত রামচন্দ্র খাঁ ১২। সুত শ্রীমন্ত খাঁ ১৩।

১৩। শ্রীমন্ত স্নুত শ্রীনারায়ণ রায় (ইহার সন্তানগণ ধীরমোহন বাসী), শ্রীকৃষ্ণ (বার্থী নিবাসী), মহেশ (আমগ্রাম নিবাসী) ও বিষ্ণু (ইহার সন্তান কটকস্থল) ১৪।

মহেশের (১৪) ধারা (আমগ্রাম)।

১৪। মহেশ স্নুত রমাবল্লভ, গোপীবল্লভ (নয়াবাড়ী), হরিরাম (উত্তরের বাড়ী), চরণ (মাঝের বাড়ী), দেবাই (০) ও রামেশ্বর ১৫।

১৫। গোপীবল্লভ স্নুত রামকৃষ্ণ, রুদ্ররাম, মুকুন্দরাম ও রাজারাম ১৬। নয়াবাড়ী।

১৫। হরিরাম স্নুত কামদেব ১৬। উত্তরবাড়ী।

১৫। চরণ স্নুত রামগোবিন্দ ও মধুসূদন ১৬। মাঝের বাড়ী।

১৫। রামেশ্বর স্নুত রূপরাম, রঘুদেব (০) ও কৃষ্ণরাম ১৬।

১৬। রূপরাম স্নুত গোবিন্দরাম (ক), গঙ্গারাম (খ), রত্নেশ্বর (গ), দুর্গারাম (ঘ) ও জয়দেব (ঙ) ১৭।

রামেশ্বর পৌত্র (ক) গোবিন্দরামের (১৭) ধারা।

১৭। গোবিন্দরাম স্নুত নিধিরাম, নরোত্তম ও হরিনাথ ১৮।

১৮। নিধিরাম স্নুত কালিদাস (০), রামমোহম (০) ও রাধাকৃষ্ণ ১৯।

১৯। রাধাকৃষ্ণ স্নুত কৃষ্ণানন্দ ২০।

২০। কৃষ্ণানন্দ স্নুত রাজিবলোচন, পদ্মলোচন ও মদনমোহন ২১।

২১। রাজীব স্নুত অমরচাঁদ ২২।

২২। অমরচাঁদ স্নুত শ্যামাচরণ (০), যাদবেন্দ্র (০) ও বেণীমাধব ২৩।

২৩। বেণীমাধব স্নুত মণিভূষণ ২৪।

২১। পদ্মলোচন স্নুত বিষ্ণুচরণ ও গোবিন্দচন্দ্র ২২।

২২। বিষ্ণুচরণ স্নুত অমূল্যরতন ২৩।

২২। গোবিন্দচন্দ্র সুত গোপালচন্দ্র, নেপাল, আশু, জগদীশ ও অসীতা-রঞ্জন ২৩।

২৩। গোপালচন্দ্র সুত তারক ২৪।

২১। মদনমোহন সুত নীলকান্ত ও জনার্দ্দন ২২।

২২। নীলকান্ত সুত রঙ্গলাল ২৩।

২২। জনার্দ্দন সুত জগজীবন ২৩।

১৮। নরোত্তম সুত জাতিজীবন ও দয়ারাম ১৯।

১৯। দয়ারাম সুত দুর্গাচরণ ও শিবচরণ ২০।

২০। দুর্গাচরণ সুত চন্দ্রকুমার ২১। সুত জয়ন্ত (০) ও বসন্ত ২২।

২২। বসন্ত সুত সতীশ প্রভৃতি ২৩।

২০। শিবচরণ সুত দীননাথ ও অনাথ (০) ২১।

২১। দীননাথ সুত ত্রৈলোক্য, রসরাজ, মাখম ও হীরা ২২।

১৮। হরিনাথ সুত রমানাথ (০) ও বৈদ্যনাথ ১৯।

১৯। বৈদ্যনাথ সুত ভবানীশঙ্কর, শম্ভুচন্দ্র ও তিলকচন্দ্র ২০।

২০। ভবানী সুত বিশ্বেশ্বর, পীতাম্বর ও আত্মারাম ২১।

২১। পীতাম্বর সুত রাজমোহন ও প্যারীমোহন (০) ২২।

২২। রাজমোহন সুত মনোমোহন ২৩।

২১। আত্মারাম সুত শীতলচন্দ্র (০) ২২।

২০। শম্ভুচন্দ্র সুত কাশী, রামনারায়ণ (০) ও মাধব (০) ২১।

২০। তিলকচন্দ্র সুত কালীনাথ (০), দেবনাথ (০), শিবনাথ, মথুরানাথ (০), ব্রজনাথ (০), কেদারনাথ (৭), কৃপানাথ ও অনন্তনাথ (০) ২১।

২১। শিবনাথ সুত যদুনাথ (০), পার্শ্বনাথ (০), মধুসূদন (০), বৈকুণ্ঠ (০), গুরুচরণ (০), পূর্ণ (০) ও যোগেশ ২২।

২২। যোগেশ সুত টিকেন্দ্রজীৎ ২৩।

২১। কৃপানাথ সুত কালীপদ ২২।

রামেশ্বর পৌত্র [খ] গঙ্গারামের [১৭] ধারা।

১৭। গঙ্গারাম সুত কৃষ্ণকিঙ্কর ও বিষ্ণুরাম ১৮।

১৮। কৃষ্ণকিঙ্কর সুত সোনারাম, শিবপ্রসাদ, সহস্ররাম (০) ও চণ্ডীপ্রসাদ (০)

১৯। সোণারাম সুত কার্ত্তিকচন্দ্র (০) ও নিত্যানন্দ (০) ২০।

১৯। শিবপ্রসাদ সুত মৃত্যুঞ্জয় (০) ২০।

১৮। বিষ্ণুরাম সুত রামচাঁদ ১৯। ১৯। সুত ফটীকচন্দ্র রায় (০) ২০।

রামেশ্বর পৌত্র [গ] রত্নেশ্বরের [১৭] ধারা।

১৭। রত্নেশ্বর সুত রামকমল, রামশঙ্কর, আনন্দীরাম ও রামধন (০) ১৮।

১৮। রামকমল সুত কালাচাঁদ, ভোলানাথ, হরিশ্চন্দ্র, শিবচন্দ্র (০) ও মেঘনারায়ণ ১৯।

১৯। কালাচাঁদ সুত প্রাণকৃষ্ণ ২০। সুত ঈশ্বর (০) ২১।

১৯। হরিশ্চন্দ্র সুত লক্ষ্মীকান্ত (০) ও জগৎচন্দ্র ২০।

২০। জগৎচন্দ্র সুত উগ্রকণ্ঠ (০) ও দীনেশচন্দ্র (০) ২১।

১৯। মেঘনারায়ণ সুত রামকানাই (০), বলরাম (০) ও গোকুল (০) ২০।

১৮। রামশঙ্কর সুত দ্বীপচন্দ্র ১৯। সুত রামলোচন, জয়চন্দ্র ও পঞ্চানন ২০।

২০। রামলোচন সুত শ্রীনাথ (০) ২১। জয়চন্দ্র সুত অশ্বিনী ও অক্ষয় ২১।

২১। অশ্বিনী সুত অমূল্য ২২। সুত আরাধন রায় ২৩।

২০। পঞ্চানন সুত প্রতাপ, শরৎ (০) ও গগন (০) ২১।

২১। প্রতাপ সুত চীরঞ্জীব ২২।

রামেশ্বর প্রপৌত্র (ঘ) দুর্গারামের (১৭) ধারা।

১৭। দুর্গারাম সুত কালীকণ্ঠ রায় ১৮।

১৮। কালীকণ্ঠ সুত গদাধর, রঘুনাথ, রামদুলাল, কৃষ্ণনাথ, নন্দকিশোর ও নন্দদুলাল (০) ১৯।

১৯। গদাধর সুত রাধানাথ (০), কালীশঙ্কর (০), ভবানীশঙ্কর (০) ও বংশীবদন (০) ২০।

১৯। রঘুনাথ সুত গৌরসুন্দর ও রামকানাই ২০।

২০। রামকানাই সুত যজ্ঞেশ্বর ২১।

২১। যজ্ঞেশ্বর সুত রাজেন্দ্র, মহেন্দ্র (০), জ্ঞানেন্দ্র (০) ও গুণেন্দ্র (০) ২২।

১৯। কৃষ্ণনাথ সুত তিলকচন্দ্র (০), রামহরি রায় ও কমলাকান্ত (০) ২০।

২০। রামহরি সুত রাজকুমার, চন্দ্রকুমার ও সূর্য্যকুমার (০) ২১।

২১। রাজকুমার সুত বৈকুণ্ঠনাথ ২২। সুত কৃষ্ণচন্দ্র ২৩।

২১। চন্দ্রকুমার সুত রমণীমোহন ২২। সুত রেবতী ও রাধিকামোহন ২৩।

১৯। নন্দকিশোর সুত রত্নকৃষ্ণ (০), গোপাল ও গোরাচাঁদ (০) ২০।

২০। গোপাল সুত মদনমোহন, যদুনাথ, ঈশান ও রামচন্দ্র ২১।

২১। মদনমোহন সুত সুরেশ, হেম ও আশু ২২।

২১। যদুনাথ সুত কৃষ্ণলাল, বিনোদলাল ও গোবিন্দলাল ২২।

২১। ঈশান সুত কেশব ও হরিচরণ ২২।

২১। রামচন্দ্র সুত বাসুদেব, সুশীল ও মহাদেব ২২।

রামেশ্বর পৌত্র (৬) জয়দেবের (১৭) ধারা।

১৭। জয়দেব সুত অঘোররাম রায় ১৮।

১৮। অঘোররাম সুত মুক্তারাম, রামকান্ত ও রাজচন্দ্র ১৯।

১৯। মুক্তারাম সুত রামসুন্দর, গোপীনাথ, ভরতচন্দ্র, বৃন্দাবন (০), নীলমাধব (০), রামরতন (০), রাধাকিশোর (০) ও জগন্নাথ (০) ২০।

২০। রামসুন্দর সুত রামজয় ২১।

২১। রামজয় সুত কালীমোহন (০), হরি, লব ও কুশ ২২।

২০। গোপীনাথ সুত হরনাথ ২১। সুত সীতানাথ ২২।

২২। সীতানাথ সুত খগেন্দ্র ও মণীন্দ্রনাথ ২৩।

২০। ভরতচন্দ্র সুত কৈলাসচন্দ্র (•) ২১।

১৯। রামকান্ত সুত দীননাথ (•) ২০।

১৯। রাজচন্দ্র সুত নেহালচন্দ্র (•), গোলকচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ২০।

২০। গোলকচন্দ্র সুত উমেশচন্দ্র ২১।

২১। উমেশ সুত বিপিন, অবিনাশ (•) ও অমৃতলাল ২২।

২২। বিপিন সুত উপেনচন্দ্র ও বৈদ্যনাথ ওরফে বিজনচন্দ্র রায় চৌধুরী ২৩।

২২। অমৃতলাল সুত কালীপ্রসন্ন ২৩।

২০। নবীন সুত শ্রীনাথ ২১। সুত প্রমথনাথ ২২।

রামেশ্বর সুত কৃষ্ণরামের (১৬) ধারা

১৬। কৃষ্ণরাম সুত রতিরাম, নন্দরাম, রুদ্ররাম ও কালীচরণ ১৭।

১৭। রতিরাম সুত রামরাম, অযোধ্যারাম, কেবলরাম ও নরনারায়ণ ১৮।

১৮। রামরাম সুত পরশুরাম (০) ১৯।

১৮। অযোধ্যারাম সুত শ্যাম, বলরাম (•) ও তারাচাঁদ (•) ১৯।

১৯। শ্যাম সুত হরশঙ্কর (অযোধ্যারামের পৌত্র) ২০।

১৮। নরনারায়ণ সুত শ্যাম রায়, রাধানাথ (০), সভারাম (০) ও কীর্ত্তিচন্দ্র (•) ১৯। শ্যাম সুত কৃষ্ণকিশোর ২০। ইনি নরনারায়ণের পৌত্র।

১৭। নন্দরাম সুত পরাণ রায় ১৮। রুদ্ররাম সুত তুষ্টরাম ১৮।

১৭। কালীচরণ সুত কাশীনাথ ১৮।

১৮। কাশীনাথ সুত জয়চন্দ্র (০), রাজদুর্লভ (•), গৌরসুন্দর ও কমলাকান্ত (০) ১৯।

১৯। গৌরসুন্দর সুত নীলকান্ত ২০।

২০। নীলকান্ত সুত যামিনী, রমণী, জগত্তারণ ও লালমোহন ২১।

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়

কবিভূষণ নাট্য-বিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত। ২রা জুন, ১৯৩৯

ভরদ্বাজ গোত্র মহাকবি ভারতচন্দ্র রায়।

ইনি ফুলিয়ার মুখুটী, ভঙ্গ। হুগলী জেলার পাণ্ডুবাগের (পাণ্ডুয়ার) অন্তর্গত ভুরস্নুট (ভূরিসৃষ্ট) গ্রামে ইহার পৈতৃক বসতি। ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষ মুরারি ওঝা, তিনি ফুলের মুখুটী নৃসিংহের পৌত্র। নৃসিংহের সহোদর রাম ও দ্যাকর। মুরারির পুত্রগণের মধ্যে বনমালীর পুত্র প্রসিদ্ধ কবিবর কৃত্তিবাস পণ্ডিত। বনমালীর সহোদর মদন-বংশে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর জন্ম পরিগ্রহ করেন। মদন ভঙ্গ তদ্ধেতুক মদন হইতে "কুলপরিচায়ক গ্রন্থে" মদনের সন্ততিবর্গের নামোল্লেখ নাই। সেইজন্যই ভারতচন্দ্র নিজের ঊর্দ্ধতন পরিচয় দানে ক্ষান্ত হইয়া কেবল ভূপতি রায়ের বংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মদন পুত্র রাঘব, পৌত্র দেবানন্দ, প্রপৌত্র প্রয়াগ, বৃদ্ধপ্রপৌত্র জগদীশ, অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র গোপাল, বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র রামনারায়ণ, তৎপুত্র রামকান্ত রায়, ইনি ভারতচন্দ্রের পিতামহ। পিতার নাম রাজা নরেন্দ্র রায় [রায় উপাধি ধনবত্তা জ্ঞাপক]। পিতামহ রামকান্ত ভূমিপাল হইয়া ভূপতি এই উপাধি ধারণ করেন। তন্নিবন্ধন ভূপতি রায়ের বংশ বলিয়াছেন। রামকান্ত ভূপতি নামেই প্রসিদ্ধ। ভারতচন্দ্র হইতে মূলাজোড়ে বাস।

রায় গুণাকরের পুত্রগণ মধ্যে ভগবতীচরণ ও রামতনু প্রসিদ্ধ। ভগবতী নিঃসঃ, রামতনুর পুত্র তারক। তৎসুত অমরনাথ, তৎপুত্র পূর্ণচন্দ্র ও গোবিন্দ।

ভারতচন্দ্রের আত্ম-পরিচয় যথা—

ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ,
সদা ভাবে হত কংস, ভুরসুটে [ভূরিসৃষ্টে] বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতী-যুত,
ফুলের মুখুটি খ্যাত, দ্বিজ-পদে সুমতি॥ অন্নদামঙ্গল।

ভরদ্বাজ গোত্র বিষ্ণু ঠাকুর সুত রামদেব প্রমুখ
কৃষ্ণজীবনের ধারা (ফুলিয়া মেল স্বভাব)।

২৭। বিষ্ণু সুত রামদেব ও নারায়ণ ২৮।

২৮। রামদেব সুত শ্যাম, সীতারাম, খেলারাম, কন্দর্প, কৃষ্ণজীবন, রাজকিশোর ও পাঁচু ২৯।

২৯। কৃষ্ণজীবন সুত মধুসূদন, শিবনারায়ণ, বাসুদেব, নন্দগোপাল, জয়গোপাল, রামগোপাল ও মদনগোপাল ৩০। (সুরেশ বাবুর তালিকায় শিব, নন্দ ও জয়ের নাম নাই)।

৩০। মধু সুত কানু ৩১। সুত কাশীচন্দ্র, উমাশঙ্কর, ঈশ্বরচন্দ্র ও জগমোহন ৩২। আধুনিক পাকড়াশী নিমৃতা গ্রামবাসী রামচরণ চক্রবর্ত্তীর কন্যার সহিত কাশীচন্দ্রের বিবাহ হয়। উমাশঙ্কর সোঁদার-কুল-কন্যা-বিবাহী।

৩০। বাসুদেব সুত চণ্ডীচরণ, পার্ব্বতীচরণ (১মা স্ত্রী শঙ্কর হালদারের কন্যা নিস্তারিণীর গর্ভজাত) ও দুর্গাপ্রসাদ (২য়া স্ত্রীর গর্ভজাত) ৩১। বাসুদেবের দেবীচরণ, রাধাচরণ ও অভয়াচরণ নামে আরও ৩ পুত্র ছিল, উহা সুরেশ বাবুর তালিকায় দৃষ্ট হয় না।

৩১। চণ্ডীচরণ সুত ঈশ্বরচন্দ্র ৩২। সুত শিবচন্দ্র (০), উদয়চাঁদ, রমানাথ ও নবীনচন্দ্র ৩৩। শিবচন্দ্র ও রমানাথ ১ম পক্ষের স্ত্রীর, উদয়চাঁদ ও নবীনচন্দ্র ২য় পক্ষের স্ত্রীর। উদয় সুত গোবিন্দ (অঃ পুঃ) ৩৪।

৩৩। রমানাথ সুত দীননাথ (০), গোপীনাথ (০) ও হরিনাথ ৩৪।

৩৪। হরিনাথ সুত কালীপদ (০) ও তারাপদ ৩৫।

৩৫। তারাপদ সুত গোপাল ৩৬। রামানন্দ লেন, কলিকাতা।

৩৩। নবীনচন্দ্র (সকৃতভঙ্গ) সুত প্রিয়নাথ ও খোকা ৩৪।

৩৪। প্রিয়নাথ সুত কেশব ৩৫। সাং সানগর, কালীঘাট, কলিকাতা।

৩৪। খোকা সুত নাম অজ্ঞাত ৩৫।

৩১। পার্ব্বতীচরণ (কোণা নিবাসী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা-বিবাহী) সুত আনন্দচন্দ্র ৩২। তৎসুত কৈলাসচন্দ্র রায় বাহাদুর (Registrar Judicial, Political and Appointment Departments of Bengal Secretariat) ও হরচন্দ্র ৩৩।

৩৩। কৈলাসচন্দ্র (মৃত্যু ১৯০০ খৃঃ অঃ) সুত ক্ষেত্রমোহন (ব্রাহ্ম) অঃ পুঃ ৩৪।

৩৩। হরচন্দ্র সুত অবিনাশচন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (মৃত্যু ১৯৩২ খৃঃ অঃ) ও রাজকুমার (অঃ পুঃ মৃত) ৩৪।

৩৪। অবিনাশ সুত সুরেশচন্দ্র উকীল ৩৫।

৩৫। সুরেশচন্দ্র সুত সুধীরচন্দ্র এম্-এ, প্রফুল্লচন্দ্র Asstt. to the Cashier G. P. O., Calcutta), বিমানচন্দ্র এম্-এস্-সি পরীক্ষার্থী ও অরুণচন্দ্র ৩৬। সুধীর সুত সুখেশচন্দ্র ৩৭।

৩১। দুর্গাপ্রসাদ সুত উমানাথ, ভগবান্ (তারিণীপ্রসাদ), জগচ্চন্দ্র, রামচন্দ্র ও অন্নদাপ্রসাদ ৩২।

৩২। ভগবান্ সুত অম্বিকা ও দীননাথ ৩৩। অম্বিকা সুত সুরেন্দ্র (০) ৩৪।

৩৩। দীননাথ সুত ত্রৈলোক্যনাথ ও হরিনাথ ৩৪। ত্রৈলোক্য সুত সাত-কড়ি (০), কালাচাঁদ ও গোকুলচন্দ্র ৩৫।

৩৫। কালাচাঁদ সুত মন্মথ ৩৬। (সাং ফুলিয়া বেলগড়িয়া, নদীয়া)।

৩২। জগচ্চন্দ্র সুত লালবিহারী (পোষ্য) ৩৩। সুত পরেশ ৩৪।

৩২। অন্নদাপ্রসাদ সুত রাখাল ৩৩। সুত রাজকৃষ্ণ, উমেশ ও গোবিন্দ (০) ৩৪। উমেশ সুত গোপাল ৩৫।

৩০। রামগোপাল সুত হরিহর ৩১। সুত গৌরীপ্রসাদ ও প্রাণনাথ ৩২।

বৈবাহিক সম্বন্ধ

চণ্ডীচরণের শ্রোত্রিয় গৃহে দুই বিবাহ হয়। ১মা স্ত্রী গদখালির ভারতীদের কন্যা দিগম্বরী দেবী (নিঃ সঃ), ২য়া স্ত্রী প্রতাপখালির ভারতীদের কন্যা ব্রহ্মদেবী—পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র।

ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রোত্রিয় গৃহে ২ বিবাহ হয়। ১মা স্ত্রী শোভাবাজারের চক্রবর্ত্তীদের কন্যা বরদাসুন্দরী—পুত্র শিবচন্দ্র, রমানাথ ও কন্যা কামিনী। কামিনীর জয়পুর নিবাসী শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। ২য়া স্ত্রী কোণার চৌধুরীদের কন্যা লক্ষ্মীমণি। লক্ষ্মীমণির পুত্র উদয় ও নবীন।

পার্ব্বতীচরণের শ্রোত্রিয় গৃহে ২ বিবাহ হয়। ১মা স্ত্রী কোণা চৌধুরীদের কন্যা। ২য়া স্ত্রী শোভাবাজার চক্রবর্ত্তীদের কন্যা।

আনন্দচন্দ্রের শ্রোত্রিয় গৃহে দুই বিবাহ হয়। ১মা স্ত্রী আনন্দময়ী দেবী চুপী মহাশয়দের জ্ঞাতি, জমিদার মহাশয়দের কন্যা ছিলেন। তৎকন্যা কাশীশ্বরী পুত্র কৈলাসচন্দ্র ও হরচন্দ্র। পূর্ব্বে হরচন্দ্রের মৃত্যু হওয়ায় কৈলাসচন্দ্র উত্তরাধিকারী সূত্রে মাতামহের সমস্ত সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। আনন্দময়ী সয়দাবাদের (জেলা মুর্শিদাবাদ) জমিদার বিনোদীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপন মামাত ভগ্নী ছিলেন। ২য়া স্ত্রী শোভাবাজার চক্রবর্ত্তীদের কন্যা। ঈশ্বরচন্দ্রের কন্যা কামিনীর ও আনন্দচন্দ্রের কন্যা কাশীশ্বরীর জয়পুরের শ্রীনাথ বন্দ্যোর সহিত বিবাহ হয়। ইনি কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান ছিলেন।

কৈলাসচন্দ্রের শ্রোত্রিয় গৃহে ক্রমান্বয়ে চারি বিবাহ হয়। ১মা স্ত্রী বৌবাজারের পাকড়াশীদের কন্যা। পুত্র ক্ষেত্রমোহন ও কন্যা নগেন্দ্রবালা। ক্ষেত্রমোহন নকীপুরের জমিদার শ্রোত্রিয় প্রিয়নাথ রায় চৌধুরীর কন্যা রাজলক্ষ্মীকে বিবাহ করেন। ক্ষেত্রমোহন কন্যা সুমতিবালা দেবী। নগেন্দ্রবালার জয়পুর নিবাসী শ্রীনাথ বন্দ্যোর কনিষ্ঠ কালীনাথ বন্দ্যোর কনিষ্ঠ পুত্র যদুনাথের সহিত বিবাহ হয়। ২য়া, ৩য়া ও ৪র্থা স্ত্রী ত্রিবেণীর স্বনামধন্য ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বৃদ্ধপ্রপৌত্রী ছিলেন।

হরচন্দ্র শ্রীবরার মণ্ডলঘাটের শ্রোত্রিয়—ভট্টাচার্য্যের কন্যা গণেশ-জননীকে বিবাহ করেন। গণেশজননীর ভ্রাতার নাম নীলমণি ভট্টাচার্য্য। (জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় নীলমণির পিসতুত ভাই ছিলেন)। হরচন্দ্রের

১ পুত্র ও ৩ কন্যা থাকমণি, অবিনাশচন্দ্র, নিস্তারিণী ও ভবতারিণী। এই তিন কন্যার বিবাহ জয়পুর নিবাসী কালীনাথ বন্দ্যোর জ্যেষ্ঠ পুত্র জগবন্ধুর সহিত হয়।

অবিনাশচন্দ্রের সাতক্ষিরার বিখ্যাত শ্রোত্রিয় জমিদার প্রাণনাথ রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বৈদ্যনাথের কনিষ্ঠা কন্যা জ্যোতিঃপ্রবাহিণী দেবীর সহিত বিবাহ হয়। পুত্র সুরেশ, যোগেশ ও কিরণচন্দ্র, কন্যা অচলনন্দিনী। যোগেশ ও কিরণ শৈশবে মৃত হয়েন।

অচলনন্দীর বিবাহ রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথের পুত্র নগেন্দ্রনাথের সহিত হয়। অচলনন্দিনী নিঃ সঃ।

সুরেশচন্দ্রের ২ বিবাহ। ১ম বিবাহ স্থল-নওহাটার জমিদার তারকচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মধ্যমা কন্যা চারুশীলা দেবীর সহিত হয়। তাহার কন্যা দয়াময়ী দেবীর বিবাহ খামারগাছীর বর্ত্তমান হাজারীবাগের তারিণীচরণ বন্দ্যোর ৫ম পুত্র ধরণীধর বন্দ্যো এম্-এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত হয়। ধরণীধর রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান।
২য় বিবাহ কলিকাতা ৬৬।২ নীমতলা ষ্ট্রীট্ নিবাসী রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান ভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোর তৃতীয় কন্যা ননীবালা দেবীর সহিত হয়। সুরেশচন্দ্রের সন্তান সুধীরচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, আভাময়ী, বিমানচন্দ্র, দীপ্তিময়ী, প্রীতিময়ী ও অরুণচন্দ্র।

সুধীরচন্দ্রের বিবাহ বেহালা নিবাসী শ্রোত্রিয় সৌরীন্দ্রনাথ রায়ের ২য়া কন্যা প্রতিমা দেবীর সহিত হয়।

প্রফুল্লচন্দ্রের লক্ষ্মীপাশা নিবাসী কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান ৺বিহারীলাল বন্দ্যোর কনিষ্ঠা কন্যা শেফালিকা দেবীর সহিত বিবাহ হয়।

দীপ্তিময়ীর বিবাহ গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র বন্দ্যো এম্-এ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র বন্দ্যো M.A.)double)এর সহিত হইয়াছে। রমেশচন্দ্র রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান।

আভাময়ী দেবী অঃ বিঃ মৃতাঃ। ৩য়া কন্যা প্রীতিময়ী অবিবাহিতা।

বাসুদেব মুখোপাধ্যায় :—ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী শঙ্কর হালদারের কন্যা নিস্তারিণী দেবীকে বিবাহ করেন। নিস্তারিণী দেবী ফুলিয়া বেলগড়িয়ায় বাস করিতে সম্মত না হওয়ায় বাসুদেব মুখোপাধ্যায় কলিকাতায়, বর্ত্তমান ৩০ নং বিডন রোতে জমি খরিদ করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করেন এবং তথায় বাস করেন। বাসুদেবের বংশধর সুরেশ বাবু পুত্রপৌত্রাদিসহ পুরুষানুক্রমে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সেই বাড়ীতেই বাস করিতেছেন। এই ধারার কেহ কেহ অন্যত্র বাস করিতেছেন।

শঙ্কর হালদারের পরিচয় ৩য় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৩০ নং বিডন রো কলিকাতা নিবাসী

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকীল মহাশয়ের অনুকূল্যে প্রাপ্ত। মে, ১৯৩৯

সর্ব্বানন্দী মেল বসুদেব বা বাসুদেব মুখো (২০) বংশাবলী।

৮৪ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

বসুদেব বা বাসুদেব সুত পৃথ্বীধর ও পরাশর ২১। পৃথ্বীধর সুত শ্রীকান্ত, দেবরাজ, মুরারি (সর্পবিদ্যাবিষারদ), নীলকণ্ঠ ও মাধব ২২। দেবরাজ সুত কাশীনাথ, রামনাথ, সুধাকর, ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয়, পুষ্পরাক্ষ (পুষ্পরাক্ষ হইতে শান্তিপুরে বাস), পুণ্ডরীকাক্ষ ও জনমেজয় ২৩। পুষ্পরাক্ষ সুত যদুনাথ, রঘুনাথ ও বাণীনাথ ২৪। [রঘুনাথ সুত রাজীব ২৫। তৎসুত গোপাল, মধু ও রাঘবেন্দ্র ২৬। (মতান্তর ২৫৮পৃঃ দ্রষ্টব্য)]।

যদুনাথ সুত রত্নেশ্বর, রামেশ্বর, কৃষ্ণ ও শিব ২৫। শিব সুত রাজেন্দ্র বিদ্যা-বাগীশ ২৬। তৎসুত রামচন্দ্র, (রাউইগাছী, শান্তিপুর), কৃষ্ণরাম সার্ব্বভৌম, সদাশিব তর্কালঙ্কার (লক্ষ্মীতলা, শান্তিপুর) ও হরিদেব ন্যায়ালঙ্কার ২৭। সদাশিব সুত রামজীবন ২৮।

বাণীনাথ সুত রাঘব, হরিরাম, কৃষ্ণমোহন ও মদনমোহন ২৫। মদনের ১ম পক্ষের পুত্র বিনোদবিহারী অধিকারী ২৬। তৎপুত্র নিমাঞি, চৈতন্য ও দুলাল ২৭। নিমাঞি সুত বিশ্বম্ভর ২৮।

মদনের ২য় পক্ষের পুত্র জয়কৃষ্ণ, রামচন্দ্র, গোপীকান্ত, কাঙ্গ, বিজয়রাম, তেকড়ী ও রাজবল্লভ ২৬। জয়কৃষ্ণ সুত সুবল ২৭। রামচন্দ্র সুত দেবীদাস ও গণেশ ২৭। গোপীকান্ত সুত গিরিধর, শ্যামচাঁদ, কন্দর্প ও মণিরাম ২৭। গিরিধর সুত কৃষ্ণকিঙ্কর, পাঁচু, মধু ও নিধিরাম ২৮।

শান্তিপুরের সর্ব্বানন্দী মেলের মুখোপাধ্যায় বংশ।

(মতান্তর)

রঘুনাথ সুত শ্রীকৃষ্ণ, শিবরাম ও রামেশ্বর ২৫। শিবরাম সুত রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ২৬। সুত সদাশিব, কৃষ্ণরাম ও হরিদেব ২৭। সদাশিব সুত রামসুন্দর ও রামনাথ ২৮। রামসুন্দর সুত ভগবতীচরণ, তারিণী ও কৃষ্ণ-কুমার ২৯। কৃষ্ণকুমার সুত রামতারণ ও হরগোবিন্দ ৩০। রামতারণ সুত গুরুদয়াল ৩১। গুরুদয়াল সুত নগেন্দ্র, যতীন্দ্র, ব্যোমকেশ, গঙ্গেশ ও দেবেন্দ্র ৩২। নগেন্দ্র সুত খগেন্দ্রনাথ আমেরিকা বাসী ৩৩। যতীন্দ্র সুত সুধীন্দ্র ৩৩। হরগোবিন্দ সুত পঞ্চানন ও পরেশ ৩১। পঞ্চানন সুত সুকুমার ৩২। পরেশ সুত সুরেশ ৩২। সাং সর্ব্বানন্দী পাড়া।

কৃষ্ণরাম সুত কৃষ্ণগোবিন্দ ২৮। রামজীবন ২৯। মদন ৩০। হরনাথ ৩১। নীলমণি ৩২। ইহাদিগের নিবাস আমাদের অজ্ঞাত।

রামেশ্বর সুত গঙ্গাধর ২৬। সুত রঘুদেব (মতিগঞ্জ, শান্তিপুর) ও রামদেব ২৭। রামদেব সুত পরমানন্দ, নারায়ণ, রামকৃষ্ণ ও রামকান্ত ২৮। পরমানন্দ সুত রামরাম ও রামনাথ ২৯। রামনাথ সুত রামকেশব ও কৃষ্ণানন্দ ৩০। কৃষ্ণানন্দ সুত রামধন বিদ্যাবাগীশ ও রামনৃসিংহ ৩১।

রামধন সুত দ্বারিকানাথ ও রামযাদু ৩২। দ্বারিকা সুত হরিনাথ ৩৩। তৎসুত লালবিহারী ৩৪। রামযাদু সুত হরিমোহন ৩৩। হরিমোহন সুত রাসবিহারী ও রামচন্দ্র ৩৪।

রামনৃসিংহ সুত রামতারণ, শ্রীরাম, শ্রীপতি, ব্রজনাথ ও দীননাথ ৩২। রামতারণ সুত বিহারী, বনমালী, রামেন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র ৩৩। বিহারী (ইনি শান্তিপুর, মিউনিসিপ্যাল স্কুলের মাষ্টার ছিলেন) সুত ললিতমোহন, রঘুমণি (ইঞ্জিনিয়ার), রামহৃদয় ও অমূল্যরতন ৩৪। রামেন্দ্র সুত নারায়ণদাস ও হরিদাস ৩৪।

শান্তিপুরের সর্ব্বানন্দী মেলের মুখোপাধ্যায় বংশ।

যদুনাথের ধারা

পৃথ্বীধর ২১। দেবরাজ ২২। পুষ্পরাক্ষ ২৩। রঘুনাথ ও যদু ২৪। যদু সুত শিবরাম ও রামেশ্বর ২৫।

শিবরাম সুত রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ২৬। সুত রামচন্দ্র (বাউইগাছী) ও সদাশিব (লক্ষ্মীতলা বা সর্ব্বানন্দী পাড়া) ২৭।

রামেশ্বর সুত লক্ষ্মীধর (৩৫৮পৃষ্ঠায় গঙ্গাধর আছে) ২৬। রঘুদেব (মতিগঞ্জ) ২৭। রঘুদেব সুত পরমানন্দ ও নারায়ণ ২৮। (৩৫৮পৃষ্ঠায় ইহারা রামদেব সুত লেখা আছে)।

পরমানন্দ সুত রামনাথ ২৯। কৃষ্ণানন্দ ৩০। রামধন বিদ্যাবাগীশ ও রামনৃসিংহ শিরোমণি ৩১।

রামধন সুত রামযাদু ৩২। হরিমোহন ৩৩। রাসবিহারী (স্বভাব) ও রামচন্দ্র (স্বভাব) ৩৪। রামনৃসিংহ সুত রামতারণ বিদ্যারত্ন ও শ্রীরাম ৩২। রামতারণ সুত বিহারী, বনমালী, রামেন্দ্র ৩৩। বিহারী সুত রঘুমণি (ভঙ্গ), চিন্তামণি (ভঙ্গ) ও অজিত (ভঙ্গ) ৩৪। রামেন্দ্র সুত নারায়ণ, প্রকাশ ও দুলাল ৩৪। শ্রীরাম সুত শশিভূষণ ৩৩। তৎসুত সুরেশ ৩৪।

নারায়ণ (২৮) সুত কৃষ্ণচন্দ্র ২৯। হরশঙ্কর, শিবশঙ্কর, শম্ভুশঙ্কর ও ভবশঙ্কর ৩০। হরশঙ্কর সুত পার্ব্বতী ন্যায়বাচস্পতি ৩১। পার্ব্বতীর ১ম পক্ষে-মহেশ ও কালীচরণ, ২য় পক্ষে-দিগম্বর, অন্নদাপ্রসাদ ও নীলমণি ৩২। মহেশ সুত প্রসন্ন ৩৩। সুত বিপিন (রানাঘাট বাসী) ৩৪। সুত অশ্বিনী প্রভৃতি ৩৫। কালিচরণ সুত উমাচরণ ও আশুতোষ ৩৩। উমাচরণ সুত সত্যরঞ্জন ৩৪। আশুতোষ সুত ললিত ৩৪। অন্নদাপ্রসাদ সুত আশুনাথ (সকৃতভঙ্গ) ৩৩। নন্দলাল বি-এ ৩৪। অরুণনারায়ণ, প্রভাতনারায়ণ ও কিরণনারায়ণ ৩৫। অরুণনারায়ণ সুত লক্ষ্মীনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, রাম-নারায়ণ ও দেবনারায়ণ ৩৬। নীলমণি সুত তারাপদ ৩৩। সুত শিবকালী (স্বভাব) ৩৪। ভবশঙ্কর সুত দেবীচরণ ৩১। ঈশ্বর ৩২। কেদার ৩৩। ননীগোপাল ৩৪। কালিদাস (আমড়াতলা) ও কালীপদ ৩৫।

সংক্ষিপ্ত পরিচয় :- নন্দলাল বি-এ হেডমাষ্টার, শান্তিপুর মাদ্রাসা হাই স্কুল, অরুণনারায়ণ এম্-এ, বি-এল, বি-টী হেডমাষ্টার, প্রভাতনারায়ণ বি এস্-সি (শিক্ষক রাণাঘাট এইচ, ই, স্কুল) কিরণনারায়ণ বি-এ পড়িয়া এসিষ্ট্যাণ্ট ক্যাসিয়ার of Messrs. Place Siddons & Gough Co., Calcutta, রঘুমণি Asst. Engineer, Malda, D. B., অজিত হোরমিলার কোম্পানীর কর্ম্মচারী, অশ্বিনী অবসরপ্রাপ্ত পোষ্টমাষ্টার এবং সুরেশ পরিব্রাজক, বৃন্দাবন।

শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায় বি-এ, শান্তিপুর প্রদত্ত। ২০।১২।৩৭

সর্ব্বানন্দী মেলের মুখোপাধ্যায় বংশ

রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সুত রামচন্দ্রের ধারা

(বাউইগাছী—শান্তিপুর) ৩৫৯পৃঃ

রামচন্দ্র ২৭। রামানন্দ ২৮। রামশঙ্কর ২৯। রামকুমার (স্ত্রী প্রসন্নকুমারী নন্দোৎসবের দিন সহমরণ যান) ৩০। শ্রীরামচন্দ্র ৩১। হরিচরণ ও শ্রীশচন্দ্র ৩২। হরিচরণ সুত বামাচরণ, কালীচরণ, ষষ্ঠীচরণ ও সারদাচরণ ৩৩।

বামাচরণ সুত ভগবতীচরণ, গঙ্গাচরণ, তেজনারায়ণ, শ্যামাচরণ ও শক্তিচরণ ৩৪।

ষষ্ঠীচরণ সুত মনসাচরণ ও হারাধন ৩৪।

সারদাচরণ সুত তুলসীচরণ, কমলাকান্ত. গোপাল, সুকুমার ও বুধু ৩৪।

শ্রীশচন্দ্র সুত পূর্ণচন্দ্র, সুরেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র ৩৩। সুরেন্দ্র সুত শশধর ৩৪। সুত খোকা ৩৫।

সর্ব্বানন্দী মেলের মুখোপাধ্যায় বংশ

রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সুত হরিদেবের (২৭) ধারা।. (৩৫৭ পৃঃ)

হরিদেব সুত রামগোপাল, রামনারায়ণ, বিশ্বনাথ প্রভৃতি ২৮। রামগোপাল সুত রামজয় ও রাজকুমার ২৯। রামজয় সুত জগন্মোহন ৩০। নীলমণি ও নবীন ৩১। রাজকুমার সুত কালীমোহন ও গৌরমোহন ৩০।

রামনারায়ণ সুত পদ্মলোচন, তারাচাঁদ, চন্দ্রমোহন ও রাসবিহারী ২৯। তারাচাঁদ সুত সীতানাথ, মথুর, রামতারণ, হীরালাল ও গৌরীশ ৩০। সীতানাথ সুত যদুনাথ ৩২। সাং মহাদেবপুর, জেলা দিনাজপুর।

মথুর সুত রামগোপাল ও শ্রীগোপাল ৩১। দেবগ্রামবাসী এক্ষণে বিল্বগ্রামবাসী।

বিশ্বনাথ সুত রামচাঁদ ২৯। সুত কালীনাথ ৩০। সুত নীলচন্দ্র ৩১। সুত বিহারীলাল, পুলিনবিহারী ও রাসবিহারী ৩২।

সর্ব্বানন্দী মেলের মুখোপাধ্যায় বংশ।

প্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টার কে, এল্, মুখার্জ্জি

সর্ব্বানন্দী পাড়া—শান্তিপুর—নদীয়া জেলা।

সদাশিব সুত রামনাথের (২৮) ধারা। (৩৫৮ পৃঃ)

সদাশিব সুত রামনাথ ২৮। সুত পার্ব্বতীনাথ ও নীলকমল ২৯।

পার্ব্বতী সুত গঙ্গাধর, কেদার ও দ্বারিক ৩০। গঙ্গাধর সুত পূর্ণ ৩১।

নীলকমল সুত কিশোরীলাল, শ্যামাচরণ ও শশিভূষণ ৩০।

কিশোরী সুত ব্রজলাল, প্যারীলাল, পান্নালাল ও যোগেন্দ্রলাল ৩১।

ব্রজলালের ৩ কন্যা—ক্ষিরবালা, বুনা ও সুশীলা ৩২।

প্যারীলাল সুত সুধালাল ও কুমুদলাল ৩২।

সুধালাল সুত কানাইলাল (রাসবিহারী এভিনিউ বাসী) ৩৩। কুমুদলাল সুত কুঞ্জলাল, কমললাল, কনকলাল ও কাঞ্চনলাল ৩৩।

পান্নালাল সুত প্রকাশলাল, প্রশান্তলাল, প্রভাতলাল, পৃথ্বীলাল, প্রতাপলাল ও প্রদ্যোৎলাল ৩২। প্রকাশলাল সুত গোবিন্দলাল ও গোপাললাল ৩৩। প্রশান্তলাল সুত কল্যাণকুমার ৩৩।

যোগেন্দ্রলাল সুত প্রমোদলাল, প্রিয়লাল ও প্রফুল্ললাল ৩২।

শ্যামাচরণ সুত অমৃতলাল ও চুনিলাল ৩১। অমৃতলাল পুত্র সুবোধলাল (শিবপুর) ৩২। তৎপুত্র অক্ষয়লাল ৩৩। তৎপুত্র অজয়লাল ৩৪।

চুণিলাল সুত প্রবোধলাল (শিবপুর) ৩২। তৎসুত মিহিরলাল, সুনীতিলাল ও রবিলাল ৩৩।

কিশোরীলালের বংশধরগণ ভঙ্গ, শ্যামাচরণের বংশধরগণ স্বভাব।

বৈবাহিক সম্বন্ধ।

কিশোরীলালের ১মা কন্যা গিরিবালার স্বামী ৺কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ধর্ম্মদহ বর্ত্তমানে শান্তিপুরবাসী)। ২য়া কন্যা ৺সরোজিনীর স্বামী ৺হরিদাস গঙ্গো। হরিদাসের কন্যা নন্দরাণীর স্বামী শ্রীশ্যামলাল মুখোপাধ্যায় প্রফেসর মেট্রোপলিট্যান কলেজ, কলিকাতা, নিবাস গোবরাপুর জেলা নদীয়া।

ব্রজলালের ১মা কন্যা ক্ষিরবালার স্বামী শ্রীঅরুণচন্দ্র চট্টো (রায় বাহাদুর অতুলচন্দ্র চট্টো ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পুত্র, শালকিয়া। ২য়া কন্যা ৺বুনার স্বামী ৺অহিন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বড়বাজার, কলিকাতা। ৩য়া কন্যা সুশীলার স্বামী ৺কিশোরীমোহন বন্দ্যো।

প্যারীলালের ১মা কন্যা ৺শৈলবালার স্বামী ৺বিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যো, ঝামাপুকুর, কলিকাতা। ২য়া কন্যা কুন্দবালার স্বামী শ্রীহরিবিনোদ বন্দ্যো ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। ৩য়া কন্যা তরুবালার স্বামী শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত জজ, পাটনা হাইকোর্ট। ৪র্থা কন্যা নিথরবালার স্বামী ৺বাণীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাগ্‌বাজার, কলিকাতা। ৫মা কন্যা ৺ঈশানী বালার স্বামী শ্রীবিরেশ্বর চট্টো, খিদিরপুর।

পান্নালালের ১মা কন্যা মৃণালিনীর স্বামী শ্রীগৌরলাল গোস্বামী, কানলা মহাপ্রভু বাড়ী। ২য়া কন্যা নলিনীর স্বামী শ্রীসুধিরপদ চট্টো, হালিসহর। ৩য়া কন্যা নির্ম্মলার স্বামী শ্রীক্ষেত্রনাথ পাঠক, ডাক্তার, নাগপুর বাসী।

পান্নালালের স্ত্রী সরোজবালা শান্তিপুর তরফদার পাড়া ৺কালীচরণ তরফদারের কন্যা।

যোগেন্দ্রলালের ১মা স্ত্রী ৺ইন্দুমতী হরিপদ চট্টোর কন্যা, ২য়া স্ত্রী সরযূবালা (অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ, বি-ইর কন্যা)

শান্তিপুর সর্ব্বানন্দীপাড়া নিবাসী

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে সংগৃহীত। ডিসেম্বর, ১৯৩৭।

কিশোরীলাল ও শ্যামাচরণ (শ্যামকিশোর ভট্টাচার্য্য):—উভয় ভ্রাতাই কণ্ট্রাক্টারী ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন। পরে ই-বি ও ই-আই রেলওয়ের একচেটিয়া কণ্ট্রাক্টার হইয়া শিয়ালদহ হইতে বগুলা ও হাওড়া হইতে হুগলী লাইনের যাবতীয় construction করিয়াছিলেন। হুগলীর সুবৃহৎ লৌহসেতু ইঁহাদের কণ্ট্রাক্ট ছিল। সেই সময় লেশলী সাহেব ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁহার সহায়তায় ইঁহাদের ভাগ্যোদয়ের সূত্রপাত। কিশোরীলাল বাবু কে, এল, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং নামক সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারিং ফারমের প্রতিষ্ঠাতা। ইহাই বাঙ্গালীর এই সম্বন্ধীয় প্রথম কারবার। ঐ ফারম Messrs. Burn & Co.র ন্যায় সুবৃহৎ ছিল। আমাদের অনুমান হয় যে,

কিশোরীলাল বাবুর উপার্জ্জিত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১ কোটী ৯০ লক্ষ মুদ্রা। তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ ৺শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা প্রভৃতি হিন্দুর সর্ব্ববিধ ক্রিয়াকাণ্ডে অপরিমিতরূপে ব্যয় হয়। তিনি জ্ঞাতি ও আত্মীয়গণের অভাব মোচনে মুক্তহস্ত ছিলেন। ইঁহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের ইয়ত্তা নাই। উভয় ভ্রাতায় এতই সদ্ভাব ছিল যে আজিও শান্তিপুরের অনেকেই শ্যামকিশোর বাবুদ্বয়কে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। এরূপ ভ্রাতৃপ্রেমের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। উভয় ভ্রাতাই দীর্ঘজীবী ছিলেন না। তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইলে শান্তিপুরবাসী নানাপ্রকারে উপকৃত হইতেন। তাঁহাদিগের সন্তানগণ সদাশয় মহৎ ও দরিদ্র প্রতিপালক। বর্ত্তমানে কে, এল্, মুখার্জ্জির সেই ফারমের কোন অস্তিত্ব না থাকিলেও তাঁহাদের পুত্র এবং পৌত্রগণ বাঙ্গলা দেশে ও নানা স্থানে বড় বড় কণ্ট্রাক্টারী কার্য্যে লিপ্ত আছেন। যাহারা ইঁহাদের সংশ্রবে আসিয়াছেন তাহারাই ধনবন্ত হইয়াছেন। কিশোরীবাবুর জন্ম ১২৪৫ সাল, মৃত্যু ১২৯৪ সাল।

কলিকাতা আহিরীটোলার মুখো বংশের

৺সুরেশ্বরী দেবী:—কলিকাতার আহিরীটোলাস্থ সুরেশ্বরী আউটডোর ডিস্পেনসারী নামক দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী সুরেশ্বরী দেবীর মহাপ্রয়াণে উক্ত পল্লীর প্রায় সকলেই যারপরনাই মর্ম্মপীড়িত। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন ঐ দাতব্য চিকিৎসালয়টি স্থাপিত হইয়াছিল, তখন কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে এখনকার মত এত সেবাসদন বা দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল না। ঐ পরদুঃখ-কাতরা কারুণাময়ীর প্রাণ পল্লীবাসী নর-নারীর দুঃখ-কষ্টে আকৃষ্ট হওয়াতেই তিনি সর্ব্বসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় ঐ বিশেষ অভাবটীর অন্ততঃপক্ষে কতকটা নিবারণ করিতে পারিবেন ভাবিয়া বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ ও চিকিৎসার জন্য আহিরীটোলার ১০২ নং নিমু গোস্বামীর লেনে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। অদ্যাবধি

কিছু কম লক্ষাধিক দুঃস্থ রোগী ঐ প্রতিষ্ঠান হইতে চিকিৎসিত হইয়াছে। তাঁহার অবর্ত্তমানে, ভবিষ্যতেও যাহাতে উহা চলে তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

তিনি যুগাবতার ভগবান রামকৃষ্ণদেবের লীলা সহচর লাটু মহারাজের (স্বামী অদ্ভুতানন্দের) বিশেষ কৃপাপাত্রী ছিলেন। লাটু মহারাজ যখন বসুমতীর স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে মাসের পর মাস সর্ব্বদাই যাওয়া আসা করিতেন, তখন পরমহংসদেবের পরম ভক্তা সুরেশ্বরী দেবী ও তাঁহার পুত্র অনুরূপকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সর্ব্বদাই তাঁহার চরণ-সেবা ও তাঁহার পবিত্র সঙ্গলাভ করিবার অবসর পাইয়া ধন্য হইতেন। এমন কি তাঁহার কৃপা ও অনুকম্পা লাভের আশায় বহুবার তাঁহারা কাশী-ধামে তাঁহার আশ্রমে গিয়াছেন। তিনি স্বামী মহারাজের একান্ত অনুগতা ভক্তা ছিলেন এবং তাঁহার গুরুকৃপা ও সাধন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতেন।

তিনি যেমন নিষ্ঠাচারিণী, তেমনি কঠোর বারব্রতপরায়ণা ছিলেন। ভারতের তাবৎ তীর্থস্থানই বারবার তিনি পর্য্যটন করিয়া আসেন। বহু ব্যয়সাধ্য যে সব ক্রিয়াকলাপ—একবার নয়, বহুবার তাহার অনুষ্ঠান করেন। তিনি পরমা বিদুষী ছিলেন। শ্রুতি, স্মৃতি, সাংখ্য-পাতঞ্জল তাঁহার কণ্ঠস্থ থাকিলেও, সম্পূর্ণ নিরভিমানা ছিলেন। দয়া, শ্রদ্ধা, পরদুঃখ-কাতরতা, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, স্বাধ্যায় এই মহাপ্রাণা মহিলার অঙ্গের ভূষণ ছিল। পল্লীবাসী নর-নারীর কোন কিছুর বিধান লইবার প্রয়োজন হইলে, প্রায় সকলেই তাঁহার নিকট ছুটিয়া যাইত, এমন কি পুরোহিত প্রদত্ত অনুষ্ঠান ফর্দ্দও একবার তাঁহাকে না দেখাইয়া লইতে পারিলে, সন্তুষ্ট হইতে পারিত না।

শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সংস্কৃতাধ্যাপক 'রাধাকান্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের কুলবধূ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনুরূপকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের মাতা এই দানশীলা মহাপুণ্যবতী সুরেশ্বরী দেবী তাঁহার ঐ একটিমাত্র পুত্র, একটি কন্যা ও দৌহিত্র, দৌহিত্রাদি রাখিয়া ৭৫ বর্ষ বয়সে সম্প্রতি মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। ৩১শে চৈত্র মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন তাঁহার আদ্যকৃত্য, বেদপাঠ, বৃষোৎসর্গ, ষোড়শদান, পণ্ডিত বিদায়, ভূরি-ভোজন, কাঙ্গালী বিদায়, মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

শ্রাদ্ধবাসরে পণ্ডিত জানকীনাথ সাহিত্যশাস্ত্রী, হরিহর শাস্ত্রী, দাশরথী স্মৃতিরত্ন, হরিপদ মীমাংসাতীর্থ, চণ্ডীচরণ তর্কতীর্থ ও যামিনীকান্ত বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি বেদাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ এবং বসুমতীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জমিদার গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, বলাইচাঁদ দত্ত, এটর্ণী চণ্ডীচরণ বসু, হাইকোর্টের এডভোকেট অনিলচন্দ্র দত্ত, পশুপতি ভট্টাচার্য্য, বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়, উকিল বাবু জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাক্তার সুবলচন্দ্র দে, পি, সি, নন্দী, অনিলবিহারী সেন, ইঞ্জিনিয়ার এস, সি, চ্যাটার্জ্জি, এ, সি, ধর, কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন সেন, ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তারবাবু এবং তাঁহার ভাগিনেয় প্রভৃতির সৌজন্যে সকলেই আপ্যায়িত হইয়াছেন।

আনন্দবাজার, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬

বল্লভী মেল দুর্গাবর পণ্ডিত প্রমুখ গোপী সার্ব্বভৌমের ধারা (৫০ পৃঃ)

দুর্গাবর ২২। শ্রীনিবাস ২৩। রামচন্দ্র ২৪। গোপাল মজুমদার ২৫। নারায়ণ চক্রবর্ত্তী ২৬। গোপী সার্ব্বভৌম ২৭।

২৭। গোপী সার্ব্বভৌম সুত মহাদেব তর্কপঞ্চানন, শিবরাম সিদ্ধান্ত বাচস্পতি, রামভদ্র সিদ্ধান্ত, গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ ও রত্নেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ২৮।

২৮। মহাদেব তর্কপঞ্চাননের ধারা ৫০—৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য

২৮। শিবরাম সিদ্ধান্ত সুত রাঘব, ভুবনেশ্বর, রামেশ্বর, বিশ্বেশ্বর (বিরেশ্বর) ও যজ্ঞেশ্বর ২৯। ভুবনেশ্বর সুত নন্দরাম ৩০। সুত রামসুন্দর, রাধাকান্ত ও নীলমণি ৩১। সাং নপাড়া, মূলাজোর। রাধাকান্ত সুত রামজীবন (ভঙ্গ) ৩২। রামসন্তোষ ৩৩। গঙ্গানারায়ণ ৩৪। ইনি কাঁঠালপাড়ার রামলোচন চট্টোর কন্যাকে বিবাহ করিয়া তথাকার অধিবাসী হয়েন) ৩৪।

৩৪। গঙ্গানারায়ণ সুত মাধবচন্দ্র ও ভোলানাথ ৩৫। মাধব সুত নবীনচন্দ্র, শ্যামাচরণ (হুগলী কলেজের শিক্ষক), গোপাল (০), বেচারাম (০), ঈশানচন্দ্র ও প্রসন্নকুমার ৩৬। নবীনচন্দ্র সুত শরৎচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র ৩৭। শরৎ সুত সতীশ ও বিনয় ৩৮। পূর্ণচন্দ্র সুত চারুচন্দ্র (০), নলিন, নিবারণ*, হৃষীকেশ, কালীপদ, প্রবোধ, বিভূতি ও সুবোধ (* ইহাদিগের বাড়ী গৌরীপুর মিল ক্রয় করিয়াছে) ৩৮। নবীন সুত বেণীমাধব ৩৯। প্রবোধ সুত পান্নালাল ৩৯। শ্যামাচরণ সুত নন্দলাল, মতিলাল, অমৃতলাল, অক্ষয়কুমার, সিদ্ধেশ্বর ও যজ্ঞেশ্বর ৩৭। মতিলাল সুত হীরালাল, অবিনাশ, মণিলাল, ফণিলাল ও তারক ৩৮। সিদ্ধেশ্বর সুত বিজয়কৃষ্ণ, ললিতমোহন, বৈদ্যনাথ, বিশ্বনাথ ও প্রমথনাথ ৩৮। বিজয়কৃষ্ণ সুত সীতেন্দ্র (হাঃ সাং শুকসনাতনতলা চন্দননগর) ৩৯। প্রসন্নকুমার সুত কেদারনাথ ৩৭। সুত যতীন্দ্র বি-এ, বি-এল ৩৮। সুত সুধাবর্ষণ, কৌমদীরঞ্জন, নীহার, অমিয় ও সুরভীরঞ্জন ৩৯।

২৯। বিশ্বেশ্বর সুত রামশরণ, রামচরণ (চন্দ্র), রামজীবন তর্কালঙ্কার ও বেচারাম ৩০। রামশরণ সুত রুক্মিণীকান্ত ৩১। রামজীবন সুত বৈদ্যনাথ ৩১।

২৮। রামভদ্র সিদ্ধান্ত সুত বৈদ্যনাথ ও নারায়ণ ২৯।

২৯। নারায়ণ সুত রত্নেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার, চন্দ্রচূড় (চন্দ্রশেখর) বিদ্যালঙ্কার, রামরাম, জয়দেব ও মনোহর ৩০।

৩০। রত্নেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার (নারায়ণের পুত্র) সুত হরিদেব, কৃষ্ণদেব, রামকিশোর, ব্রজকিশোর ও আনন্দীরাম তর্কালঙ্কার ৩১।

৩১। হরিদেব সুত রাধামোহন (ষষ্ঠিদাস) ৩২। শম্ভুনাথ ৩৩। রামমোহন (মনোহর) ও রামগোবিন্দ ৩৪। রামমোহন সুত কাশীশ্বর (কাশীনাথ) ৩৫। রাজকুমার (পূর্ব্বে বাদকুল্যা-বাসী ছিলেন পরে শান্তিপুরবাসী) ৩৬। চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদেব (বর্ত্তমান নিবাস ১০ নং নন্দকুমার চৌধুরী লেন সিমলা, কলিকাতা) ৩৭।

৩১। আনন্দরাম তর্কালঙ্কারের চারিপুত্র—রামলোচন, নবকুমার, রামমোহন ও তারিণীচরণ ৩২। রামলোচন সুত রামপ্রসাদ, গুরুপ্রসাদ ও রাজনারায়ণ ৩৩। রাজনারায়ণ (শ্রীবরাবাসী) সুত মৃত্যুঞ্জয় (ইনিই প্রথম শ্রীবরা হইতে সাতঘরা আসিয়া বাস করেন) ৩৪। সুত অঘোর (সাং সাতঘরা, ২৪ পঃ) ও উমেশ (জয়নগর, ২৪ পঃ) ৩৫। অঘোরনাথ পুত্র সত্যেন্দ্রনারায়ণ (সাতঘরা) ও ভূপেন্দ্রনারায়ণ (ভঙ্গ) ৩৬। উমেশচন্দ্র সুত যতীন্দ্রনারায়ণ ৩৬।

৩২। নবকুমার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র ও মথুরামোহন ৩৩। মথুরামোহন সুত প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৪। সাং বরাহনগর (কলিকাতা)।

শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ—ইনি দুর্গাবর পণ্ডিতের অধস্তন বংশের রত্ন। তৎকালীন ইংরাজী ভাষার সংবাদপত্রের লেখকদিগের অগ্রণী এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অধিকাংশ বঙ্গীয় সংবাদপত্র পরিচালকগণের লিখন-শিক্ষার গুরু এবং বঙ্গদেশের ভূষণ-স্বরূপ ছিলেন।

দুর্গাবর পণ্ডিত প্রমুখ জয়গোপালের ধারা

৫৫ পৃঃ ৫ পংক্তি দ্রষ্টব্য

জয়গোপাল (ভঙ্গ) সুত ঠাকুরদাস ৩১। শ্রীরাম ৩২। রামতরণ ৩৩। দ্বারিক, মথুর (অঃ পুঃ) ও যদু ৩৪। দ্বারিক সুত মণি ৩৫। দ্বিজেন্দ্র ও প্রকাশ ৩৬।

যদু সুত জ্ঞানেন্দ্র, জিতেন্দ্র (অঃ পুঃ) ও নরেন্দ্র ৩৫। জ্ঞানেন্দ্র সুত সত্যেন্দ্র, নৃপেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, গৌরেন্দ্র ও অমরেন্দ্র ৩৬। নরেন্দ্র সুত দুলাল ৩৭।

শান্তিপুর পঞ্চরত্নতলা নিবাসী শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মুখো প্রদত্ত। ৪।৯।৩৯

কামদেব পণ্ডিত প্রমুখ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি-আই-ই মহাশয়ের বংশধারার অবশিষ্টাংশ

৩৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য

৺রামদেব এম্-এ সুত অনিলদেব ও কন্যা মীরা ৩৩।

ভবদেব কন্যা রেণুকা ও পুত্র গৌরদেব *৩।

মুকুন্দদেব (মৃত্যু ১৯শে মে, ১৯২২) সুত গণদেব, কুমারদেব, সোমদেব ও ভাস্করদেব ৩২।

গণদেব সুত ভৃগুদেব ৩৩। কুমারদেব সুত হরদেব ও কন্যা নীলিমা ৩৩। ভাস্করদেব কন্যা মিনতি ও রেবা ৩৬।

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়, চুঁচুড়া প্রদত্ত। ১২।৭।৩৯

মুখোপাধ্যায় বংশ (ভঙ্গ)।

জেলা নদীয়া, গ্রাম বেতনা, পোঃ হাঁসখালি।

বর্ত্তমান নিবাস মাতামহাশ্রয়, শান্তিপুর দত্তপাড়া।

নসীরাম ১। শীতলচন্দ্র ২। রাখালচন্দ্র ৩। রামকৃষ্ণ (গুডস্ ক্লার্ক বি-এন্-আর, হাওড়া)। ও তারাপদ (অঃ বিঃ মৃত) ৪।

রামকৃষ্ণ সুত অনিলকুমার (A. S. I. of Police), গোবিন্দলাল, লক্ষ্মী-নারায়ণ, সুন্দরীমোহন, দেবনারায়ণ ও ডাকু ৫।

রামকৃষ্ণ কলিকাতা আহিরীটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত মনসাচরণ বন্দ্যোর প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করেন। ৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি রামকৃষ্ণের আপন মেসোমহাশয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত। জুন, ১৯৩৯

কালাম্বুধার ৺শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র বংশ

২৭৫ পৃঃ পর পাঠ্য

শশিভূষণের কন্যা কুলকামিনী ও বিনোদিনী (উভয়ে বন্দ্য রঘুরাম চক্রবর্ত্তী বংশে রবিলোচনের ধারায় ৺বিপিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহিতা)

কুলকামিনী সুত ধীরেন্দ্র বি-এ, সত্যেন্দ্র, রবীন্দ্র ও কন্যা সুভাষিনী (বেলঘরিয়ার কৃষ্ণজীবন-মুখো বংশে বিবাহিতা, স্বামী পরেশ মুখো)

ধীরেন্দ্র সুত নৃপেন্দ্র বি-এ, জিতেন্দ্র এম্-এ, রাজেন্দ্র ও মণীন্দ্র বন্দ্যো।

সত্যেন্দ্র সুত সুধীন্দ্র, সরোজেন্দ্র ও সমরেন্দ্র।

সুভাষিণী সুত শচীন্দ্র মুখো ও বিশ্বনাথ মুখো।

বিনোদিনী সুত রমেন্দ্র বন্দ্যো।

কুমারী উষারাণী মুখোপাধ্যায়

এই বালিকা ঢাকার স্বায়ত্ত-শাসন পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এক মাত্র কন্যা। ১৯৩৯ খৃঃ অব্দে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের পঞ্চম স্থান ও বালিকাদের মধ্যে ২য় স্থান অধিকার করিয়া ১৫৲ টাকা বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা এই বালিকার পদ্য রচনা দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি এবং ইহার ভবিষ্যত উন্নতি কামনা করি।

কুমারী উষারাণীর একটী কবিতা নিম্নে দিলাম।

"বিফল পূজা"

বিফল মোদের ভজন পূজন,
ভক্তি মোদের নয় অচলা ;
মন্দির দ্বার রুদ্ধ মোদের,
বৃথাই গাঁথি পূজার মালা।
প্রভুরে আমরা প্রেম নাহি দেই,
নাহি করি মোরা ভকতি দান ;
অরঘ মোদের পাপে কলুষিত,
শুধুই করিগো দিবার ভান।
যেদিন অবোধ আমরা বুঝিব,
রাজেন তিনি ব্যথার মাঝে ;
রৌদ্র, জলে, দুঃখ-দৈন্যে,
বিরাজিত তিনি মলিন সাজে।
যেদিন আমরা পূজিব তাঁহারে,
দিয়ে প্রেম-প্রীতি-পুষ্প মালা ;
(মোদের) মন্দির দ্বার খুলবে পুনঃ,
অন্ধ হৃদয় হইবে আলা।

চন্দ্রশেখরী (বা চন্দ্রপতি) মেল
কলিকাতা হাইকোর্টের য়্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশাবলী।

(ইঁহারা রামের সন্তান)

সাং রুপুস্পুর ধর্ম্মধাম, পোঃ গোপালপুর, জেলা বীরভূম

ও

১৫ নং যদু ভট্টাচার্য্য লেন, লক্ষ্মীনারায়ণ ভবন, কালীঘাট পোঃ, কলিকাতা।

৬৬ ও ১৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য

বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চারি পুরুষ উর্দ্ধতন অভয়চরণ মুখোপাধ্যায়ের নাম পাওয়া যায়। ইনিই বঙ্কিমচন্দ্রের বৃদ্ধপ্রপিতামহ। অভয়চরণের উর্দ্ধতন পুরুষের নামগুলি অনুসন্ধানের জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। আরও কএকটী উর্দ্ধতন পুরুষের নাম পাইলে আমাদের অনুসন্ধানের বিশেষ সহায়তা হইত।

অভয়চরণ ১। সুত হারাধন ২। তৎসুত পূর্ণানন্দ (ভঙ্গ) ৩। পূর্ণানন্দ সুত রামসদয় ও রামরঞ্জন ৪।

[রামরঞ্জন বাঁকুড়া জেলার মালিয়ারা গ্রাম নিবাসী কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী গিরিবালা দেবীকে (পীতাম্বর চট্টোর কন্যা) বিবাহ করেন। পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায়, জজ দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। দিগম্বর সুত গুণময় চট্টো (Personal Assistant to the Commissioner, Burdwan Division), রূপময় Sub-Judge, Howrah) ও সুখময় (আসানসোলের উকীল)।

গুণময় সুত পুরুষোত্তম (Advocate, Calcutta High Court), দ্বিজোত্তম ও নরোত্তম উভয়ই বি-এ ও উভয়েই ল পড়িতেছেন]

রামরঞ্জন মুখোপাধ্যায় সুত হেমচন্দ্র ও কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাত-নামা য্যাডভোকেট **বঙ্কিমচন্দ্র** মুখোপাধ্যায় ৫। বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী (তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা)।

বঙ্কিমচন্দ্রের ২ কন্যা ও ৪ পুত্র। প্রথমা কন্যা নিরুপমা (স্বামী শ্রীমুক্তি-পদ চট্টো, এড্‌ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট, নিবাস সন্ধ্যাজোল, বীরভূম) দ্বিতীয়া কন্যা নারায়ণী (স্বামী শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যো, লাভপুরের জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র)। বঙ্কিমচন্দ্রের পুত্র সুবোধ (প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এস্-সি পড়িতেছে), প্রবোধ (প্রেসিডেন্সী কলেজে আই-এ পড়িতেছে), অলিল ও সুশীল ৬।

বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

(সংক্ষিপ্ত জীবনী)

মজফরপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৺পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায় ইঁহার মাতামহ। মজফরপুর মাতামহ বাটীতে ১২৯৪ সালের দুর্গানবমী তিথিতে (ইং১৮৮৭ সাল) ইঁহার জন্ম। ইনি মজফরপুর হইতে এণ্ট্রান্স্ পাশ করেন। তৎপর মজফরপুর কলেজ হইতে First Arts পাশ করিয়া গভর্ণমেণ্ট বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ পাঠ করেন। বি-এ পরীক্ষায় Physics, Chemistry ও Mathematicsএ Honours লইয়া ৪০৲ টাকা বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। প্রেসীডেন্সী কলেজ হইতে Chemistryতে এম্-এ পাশ করিয়া মাসিক ১০০৲ টাকা Research Scholarship প্রাপ্ত হন। পরে বি-এল্ পাশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ১৯১১ সালের জুলাই মাসে ওকালতী আরম্ভ করেন। হাইকোর্টে ওকালতী করার কএক বৎসর পরে ১৯২৪ খৃঃ অব্দে কালীঘাটে নিজ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। ঐ বাড়ীর নাম দিয়াছেন লক্ষ্মীনারায়ণ ভবন। ৺পুরীধামেও তাঁহার নিজবাটী আছে।

ইনি নিজ রূপুস্পুর বাটীতে একটী অবৈতনিক ইউ-পি গার্লস্ স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। ঐ স্থানের গরীব গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্য নিজ হইতে অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিয়া একটী Co-operative Health Society খুলিয়াছেন। মাতৃভক্তির নিদর্শন স্বরূপ কালীঘাটে গিরীবালা গার্লস্ স্কুল নামে একটী উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বীরভূম সম্মেলন, Birbhum Relief Committee, All India Cow-Conference ইত্যাদি অনেক প্রতিষ্ঠানে সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলায় ইনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি দয়ালু, মিষ্টভাষী ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। দেশের এবং দশের কল্যাণ জন্য ইনি স্বোপার্জ্জিত অর্থের এবং নিজ প্রতিভা ও বিদ্যার যথাযথ সদ্ব্যবহার করিয়া সর্ব্বসাধারণের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কে-টি, এম্-এ, বি-এল্, ডি-এস্-সি, পি-এইচ-ডি, ডি-এল সরস্বতী, সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বংশ পরিচয়

রাম ফুলিয়া মেল

পুরুষোত্তমের ধারা

শ্রীহর্ষ ১। শ্রীগর্ভ ২। শ্রীনিবাস ৩। আরব ৪। ত্রিবিক্রম ৫। কাক ৬। ধাঁধু ৭। জলাশয় ৮। সুরেশ্বর (বা বাণেশ্বর) ৯। গুহ ১০। মাধবাচার্য্য ১১। কোলাই ১২। উৎসাহ ১৩। আহিত ১৪। উদ্ধব ১৫। শির (শিয়) ১৬। রাম (সল্ল ফুলিয়া বাসী) ১৭। সুযো ১৮। লক্ষ্মীপতি ১৯। দিগম্বর ২০। ধনপতি ২১। মাধব ২২। সুরানন্দ ২৩। রাঘব ২৪। কুমুদ ২৫। হরিদেব ২৬। রামনারায়ণ ২৭। কৃষ্ণবল্লভ ২৮। পুরুষোত্তম ২৯। (৬৩ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তি দ্রষ্টব্য)

২৯। পুরুষোত্তম (দিগসুই) সুত রামরাম ৩০।

৩০। রামরাম সুত বলরাম ন্যায়ালঙ্কার ৩১।

৩১। বলরাম সুত হরেকৃষ্ণ, রামজয় (দিগসুই) ও রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার (বৈদ্যবাটী)। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বেদান্তের অধ্যাপক ছিলেন ৩২।

৩২। হরেকৃষ্ণ সুত কৃষ্ণমোহন ও শম্ভুচন্দ্র ৩৩।

৩২। রামজয় সুত বিশ্বনাথ (জন্ম ১৮ই অক্টোবর ১৭৮৭, মৃত্যু ১৫ই অক্টোবর ১৮৪৯) ৩৩।

৩৩। বিশ্বনাথ (জীরাট)—স্ত্রী ব্রহ্মময়ী ১ম সন্তান থাকমণী (কন্যা) নিঃ সঃ ও পুত্র দুর্গাপ্রসাদ, হরিপ্রসাদ (নিঃ সঃ), গঙ্গাপ্রসাদ (জন্ম ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৩৬, মৃত্যু ১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৮৯) ও রাধিকাপ্রসাদ ৩৪।

দুর্গাপ্রসাদের (৩৪) ধারা

৩৪। দুর্গাপ্রসাদ কন্যা বিনোদা, পুত্র সতীশ (বর্ত্তমান নিবাস ২৭নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা) ৩৫।

৩৬। সতীশ কন্যা অমিয়া, পুত্র চারু, হিমাদ্রী ও বিজন ৩৬।

৩৬। চারু (স্ত্রী বাণী), কন্যা রেখা, পুত্র সোমনাথ, কন্যা মঞ্জু ও পুত্র আলোকনাথ ৩৭।

৩৬। হিমাদ্রী (স্ত্রী জ্যোৎস্না), কন্যা গোপা, অল্পা ও পুত্র অমরনাথ ৩৭।

বৈবাহিক সম্বন্ধ

বিনোদার স্বামী সুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী (কুড়ুলগাছী—নদীয়া)। বিনোদার ৪ কন্যা ও ২ পুত্র—১মা কন্যা ইন্দুবালার স্বামী যোগীন্দ্র চট্টো, ২য়া সরোজ বালার স্বামী হিরালাল বন্দো (কালীঘাট), ৩য়া নিহারবালার স্বামী দ্বিজেন্দ্র মুখো (বংশবাটী), ৭র্থা মনোরমার স্বামী তারাকিশোর মুখো (মেদিনীপুর) নিঃ সঃ।

বিনোদার ২ পুত্র সন্তোষ ও সুকুমার (স্ত্রী সুনিশা)

ইন্দুবালার ৪ পুত্র ও ৩ কন্যা। পুত্র শান্তিকুমার, পাঁচুগোপাল, অমলকুমার ও গোরা। কন্যা—উমারাণী ও অপর দুইজন।

সরোজবালার কন্যা পরিমল (মৃত), পুত্র প্রবোধ ও পঙ্কজ ও কন্যা নন্দরাণী।

সন্তোষ কন্যা সুষমা।

সুকুমার পুত্র সুশীল, মণ্টু ও কন্যা শিউলী।

নিহারবালার কন্যা রমা ও ৩ পুত্র।

গঙ্গাপ্রসাদের (৩৪) ধারা

৩৪। গঙ্গাপ্রসাদ (জন্ম ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৩৬, মৃত্যু ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৮৯) সুত স্যার আশুতোষ (জন্ম ২৯শে জুন ১৮৬৪, মৃত্যু ২৫ মে ১৯২৪), হেমন্তকুমার (জন্ম ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৬৬, মৃত্যু ১লা নভেম্বর ১৮৮৭ অঃ বিঃ মৃত) ও কন্যা হেমলতা (জন্ম ১২ই মে ১৮৭৪, মৃত্যু ৭ জানুয়ারী ১৯০৩) ৩৫। গঙ্গাপ্রসাদ হইতে ভবানীপুর, কলিকাতায় বাস।
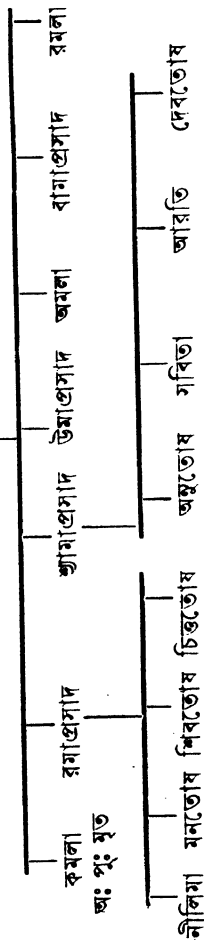
ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৮৩৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদের জন্ম হয়। ইনি একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন এবং ঐ ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ ও যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় দয়ালু ছিলেন। দরিদ্র রোগীদিগকে তিনি বিনামূল্যে সযত্নে চিকিৎসা করিতেন। তিনি অসাধারণ মনুষ্যত্ব, তেজস্বীতা ও সত্যপ্রিয়তা গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি কিছুদিন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিয়া ডাক্তারী করেন, পরে ভবানীপুর রসা রোডে (বর্ত্তমানে ৭৭নং স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড) বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। ১৮৮৯ সালের ১৩ই ডিসেম্বর এই মহাত্মা স্বর্গারোহন করেন।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়— বাংলার উজ্জ্বলতম রত্ন বাণীর বরপুত্র আশুতোষ ১৮৬৪ সালের জুন মাসে বহুবাজার, কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। প্রবেশিকা হইতে এম-এ পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই তিনি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আসিয়া প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন এবং পরে বি-এল ও ডি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার ন্যায় মেধাবী ও প্রতিভাবান্ ছাত্র অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হাইকোর্টে প্রবেশ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ব্যবহারাজীবীরূপে তাঁহার দক্ষতা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে ১৯০৪ সালে হাইকোর্টের জজের পদ প্রাপ্ত হন। কিছুদিন তিনি অস্থায়ী ভাবে প্রধান বিচারপতির আসনও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ম্মবীর আশুতোষের প্রসিদ্ধি ইহাতেই শেষ হয় নাই, তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং ইহার সংস্কার ও উন্নতিসাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান কীর্ত্তি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, উচ্চ পরীক্ষা সকলের প্রধান পরীক্ষক এবং ইহার প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও বড়লাটের সভার সদস্যপদ

তিনি পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। তৎপরে ১৯০৭ সালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদে মনোনীত হন। তিনি অশেষবিধ সংস্কার সাধন দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়কে একেবারে নূতন সজ্জায় সজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত। আট বৎসর কাল উক্ত পদে আসীন থাকিয়া তিনি উহা ত্যাগ করেন। পরে বড়লাট কর্ত্তৃক ইউনিভার্সিটি কমিশনের সভ্য মনোনীত হন। আজ তাঁহারই চেষ্টায় বঙ্গভাষা এম-এ পরীক্ষার পাঠ্য হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-স্থিত তাঁহার মর্ম্মরমূর্ত্তিতে তাহা স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে।

আশুতোষের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় অল্পে দেওয়া বা তিনি যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত সংস্পৃষ্ট ছিলেন তাহার সম্যক উল্লেখ সম্ভবপর নহে। তাঁহার উপাধি-তালিকাও বহু। তিনি সি-আই-ই, নাইট্, সরস্বতী, বাণী-বিনোদ, সম্বুদ্ধাগম-চক্রবর্ত্তী, শাস্ত্র-বাচস্পতি, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। ১৯২৪ সালে পাটনায় অকস্মাৎ এই মহাপুরুষের দেহান্ত ঘটে। একমাত্র চিত্তরঞ্জন দাশ ভিন্ন আর কাহারও মৃত্যুতে সমগ্র ভারতকে এরূপ শোকাচ্ছন্ন করে নাই। তাঁহার নশ্বর দেহ কলিকাতায় আনীত হইলে যেরূপ সমারোহের সহিত তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয় তাহাও অপূর্ব্ব। কলিকাতার 'রসা রোড' নামক বিস্তৃত রাজপথটির নাম 'আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড' রাখা হইয়াছে এবং ধর্ম্মতলার নিকট তাঁহার একটি পূর্ণাঙ্গ ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বাড়ীটি "আশুতোষ বিল্ডিং" নামে অভিহিত। ভবানীপুরে হাজরা পার্কে আশুতোষ কলেজ ও স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। আশুতোষ মনে-প্রাণে, আহারে-পরিচ্ছদে সর্ব্বাংশে একজন আদর্শ বাঙালী ও হিন্দু ছিলেন। (কলিকাতা পরিচয়)

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল,

স্যার আশুতোষের জেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদের নাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইনি এম-এ ও বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে সুখ্যাতির

সহিত ওকালতি করিতেছেন। ইনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার হিসাবে বহু জনহিতকর কার্য্য করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ইনি নিয়তই সচেষ্ট। স্বীয় মাতৃদেবীর স্মরণার্থে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই অর্থ হইতে দুইজন কৃতিছাত্রকে দুইটী সুবর্ণ-পদক দেওয়া হয়। ইনি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, বার-এ্যাট্-ল, এম-এল-সি।

স্যার আশুতোষের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ I. A. হইতে M. A., B. L. পর্য্যন্ত প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে ১৯২৭ খৃঃ বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার-এ্যাট্-ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। ১৯৩৪ সালের ৮ই আগষ্ট কলিকাতা ইউনিভারসিটির ভাইস চেন্সেলার নিযুক্ত হইয়া ইনি পরপর ঐ পদ দুইবার অলঙ্কৃত করেন। ইনি ভাইস চেন্সেলার হওয়ার পূর্ব্বেও কলিকাতা ইউনিভারসিটির ফেলোরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন এবং ইহাঁরই একান্ত চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষা প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইউনিভারসিটিতে শিক্ষার বাহন রূপে গৃহীত হইয়াছে। যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্ররূপে ইনি পিতার আরব্ধ কার্য্য ও মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। ইহাঁর ন্যায় সুযোগ্য ভাইসচেন্সেলার অতি অল্পই দেখা যায়।

বৈবাহিক সম্বন্ধ

গঙ্গাপ্রসাদের স্ত্রী জগত্তারিণী দেবীর পিতা ৺হরিলাল চট্টো, ভুবনমোহন চ্যাটার্জ্জি লেন, কলিকাতা।

স্যার আশুতোষের স্ত্রী যোগমায়া দেবী। ইহঁার পিতা ৺রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, পূর্ব্বনিবাস গুপ্তিপাড়া। পরে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর।

হেমলতার স্বামী সতীশচন্দ্র রায় (আদিবাস ভাটপাড়া, বর্ত্তমানে কাঁটালপাড়া নৈহাটী), কন্যা অন্নপূর্ণা, পুত্র শ্রীশ, কন্যা মহামায়া, পুত্র বঙ্কিম, কন্যা অচলা ও শৈলবালা (মৃত)

রমাপ্রসাদের বিবাহ শ্রীযুক্ত ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের (নিবাস কয়া—কুষ্টিয়া, বর্ত্তমানে সুধানিলয় গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর) প্রথমা কন্যা শ্রীমতী তারা দেবীর সহিত হইয়াছে।

শ্যামাপ্রসাদের বিবাহ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চক্রবর্ত্তীর (কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর পুত্র) প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সুধা দেবীর (মৃত) সহিত হয়। বেণীমাধব বাবুর পূর্ব্ব-নিবাস নিমতলা, কলিকাতা। বর্ত্তমানে ২৬নং টাউনসেণ্ড রোড্, কলিকাতা।

শ্রীমতী অমলা দেবীর স্বামী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যো, নিবাস চোরপুনি, কাটোয়া, বর্ত্তমানে ৬৯এ হরিশ মুখো রোড, কলিকাতা। পুত্র পূর্ণেন্দুকুমার, কন্যা প্রতিমা, প্রতিভা, অনিমা, পুত্র শুভেন্দু, কন্যা মিনতি, পুত্র দিব্যেন্দু ও কন্যা সুমিত্রা।

শ্রীমতী রমলা দেবীর স্বামী ডাঃ অনাথনাথ চট্টো, আদি নিবাস খড়দহ, বর্ত্তমানে ২৮ নং ইন্দ্র রায় রোড, ভবানীপুর—কলিকাতা।

রমলার কন্যা মীরা, মীনা ও মিতা এবং পুত্র অমিতাভ।

রাধিকাপ্রসাদের (৩৪) ধারা

৩৪। রাধিকাপ্রসাদ সুত গিরীন্দ্র ও ফণীন্দ্র ৩৫।

৩৫। গিরীন্দ্র (স্ত্রী কিরণ) কন্যা মণি মৃত, পুত্র করুণা (অঃ বিঃ মৃত), কন্যা শিবরাণী, পুত্র তারা (অঃ বিঃ মৃত), কন্যা প্রফুল্লনলিনী মৃত, মহামায়া, পুত্র জ্যোতিপ্রসাদ, কন্যা প্রতিমা, পুত্র দেবীপ্রসাদ ৩৬।

৩৫। ফণীন্দ্র (স্ত্রী কিরণ) কন্যা অনিলা (মৃত), পুত্র পঞ্চানন অঃ বিঃ মৃত ৩৬।

রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের (৩২) ধারা

৩২। রামচন্দ্র (বৈদ্যবাটী) পুত্র নন্দগোপাল, মদনগোপাল, রামগোপাল, হরগোপাল, নবগোপাল, আনন্দগোপাল ও জীবনগোপাল ৩৩।

৩৩। মদনগোপালের ২ পুত্র ও ১ কন্যা

৩৩। নবগোপালের ৪ পুত্র ও ২ কন্যা

৭৭নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড হইতে শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ এডভোকেট কলিকাতা হাইকোর্ট প্রদত্ত। জুন, ১৯৩৯।

ভরদ্বাজ গোত্র (ভঙ্গ)।

জেলা বীরভূম, থানা ইলামবাজার, গঙ্গাপুর গ্রামস্থ মুখোপাধ্যায় বংশের পরিচয়।

মুখোটী খরদহ (অধুনা সর্ব্বানন্দী) আদি নিবাস পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগমণের সময় অজ্ঞাত।

ইঁহারা কালনা, বাঘনাপাড়া (বর্দ্ধমান) প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া তথা হইতে গঙ্গাপুরে (বীরভূম) স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করেন। এবং তথায় নীল ও গালার (Lac) কুঠি স্থাপনা করিয়া বিশেষ বিত্তশালী হন। ইঁহারা যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান মুকুন্দদেবের ধারা। যোগেশ্বরই প্রথম ভঙ্গ কুলীন। মুকুন্দদেবের ধারা। মুকুন্দের ২ পুত্র পদ্মলোচন ও রামলোচন। উভয়েই গঙ্গাপুরে বাস করেন। পদ্মলোচনের পুত্র ধনকৃষ্ণ, তৎপুত্র ভগবান ও কালী, ভগবান পুত্র হরিদাস তৎপুত্র জীবন, কালিপুত্র নিরঞ্জন।

রামলোচনের ৬ পুত্র, সীতানাথ, দ্বারকানাথ, বেণীমাধব, কাঙ্গাল, নবীন ও সাতকড়ি। দ্বারকানাথের ৩ পুত্র, দীনবন্ধু, মথুরানাথ ও নীলমাধব। দীনবন্ধুর ৪ পুত্র, বিশ্বেশ্বর, জগৎরাম, জগদীশ ও কৃষ্ণচন্দ্র। বিশ্বেশ্বর পুত্র, দেবেন্দ্রনাথ ও আগুনাথ। দেবেন্দ্রনাথ পুত্র যতীন্দ্রমোহন ও রামরেণু, যতীন্দ্রমোহন পুত্র সত্যনারায়ণ Asst. Medical Officer, I. I. & S. Co. Burnpur) ও জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ। সত্যনারায়ণ পুত্র সনৎকুমার। আগুনাথ পুত্র অনাদিনাথ ও শম্ভুনাথ, অনাদি পুত্র রবীন্দ্রনাথ। জগৎরাম পুত্র বনবিহারী ও নিত্যগোপাল, জগদীশ পুত্র রাধাবিনোদ, কৃষ্ণচন্দ্র পুত্র থাকহরি ও রাখহরি, রাখহরি পুত্র জ্ঞানেন্দ্র। দ্বারকানাথ পুত্র নীলমাধবের ৪ পুত্র বৈগুনাথ, আশুতোষ (Pleader Dhanbad) গঙ্গাধর ও পশুপতি। আশুতোষ পুত্র ভোলানাথ (Pleader Dhanbad) ও প্রমথনাথ। পশুপতি পুত্র হরিহর (Doctor Jharia) ও হরগোপাল।

রামলোচনের পুত্র, বেণীমাধব তৎপুত্র ফকির, তৎপুত্র তিনকড়ি ও হরেরাম। কাঙ্গাল পুত্র (৩) রামদাস, যোগেশ ও নবগোপাল। রামদাস পুত্র মিণ্টু যোগেশ পুত্র দেবব্রত। নবগোপাল পুত্র সন্তোষ (বিশিষ্ট Electrical ব্যবসায়ী কলিকাতা) ও সনৎকুমার।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত।

বিষ্ণুঠাকুর প্রমুখ কৃষ্ণজীবনের ধারার একদেশ

ভুবনমোহনের বংশ (স্বভাব)

ভুবনমোহন সুত সিদ্ধেশ্বর (৩৪) তৎসুত চুণিলাল, কিশোরীলাল, আশুতোষ ও গণেশ (৩৫) চুনিলাল সুত পান্নালাল (৩৬) পান্নালাল সুত জহরলাল, হারাধন, পতিতপাবন ও কৃষ্ণ (৩৭) কিশোরীলাল সুত সত্যনারায়ণ, মণিলাল ও উপেন্দ্রলাল (৩৬) সত্যনারায়ণ সুত মোহনলাল, রাম ও লক্ষ্মণ (৩৭) মণিলাল সুত বিশ্বনাথ (৩৭) আশুতোষ সুত শান্তি (৩৬) গণেশ পুত্র রবীন্দ্রনাথ ও নিতাই (৩৬)।

(বংশাবলী ও কুলপরিচয় ১৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—১২২১ সালে আষাঢ় মাসে, ইং ১৮১৪ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ডিরোজিও সাহেবের ইনি একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ইনি প্রথমে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স কলেক্টর, পরে বাংলার নবাব নাজিমের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। তৎপরে বর্দ্ধমানের ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮৫১-৫২ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ গমন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করার জন্য লর্ড ক্যানিং রায়বেরেলির অন্তর্গত শঙ্করপুর তালুক জায়গীর-স্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করেন এবং পরে রায় উপাধি দান করেন। ইঁহারই চেষ্টায় "আউধ তালুকদার এসোসিয়েসন" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইনিই উহার প্রথম সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। "লক্ষ্ণৌ টাইম্‌স" নামক সংবাদপত্র ক্রয় করিয়া উহাকে তালুকদার-দিগের মুখপত্ররূপে পরিণত করেন। কলিকাতার বেথুন্ বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে তিনি বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন এবং এজন্য জমি দান করিয়াছিলেন। ১২৮৫ সালে আষাঢ় মাসে (১৮৭৭ সালে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

নীলকমল মুখোপাধ্যায়—ইনি ১৮৩৯ সালে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথম কৃষ্ণনগর ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ইনি ব্যাঙ্কে একটি সামান্য কার্য্য গ্রহণ করিয়া পরে ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্থান, চায়না এবং জাপানে দেওয়ানের পদ পাইয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়—ইঁহার আদি নিবাস হুগলী জেলার ভাঙ্গামোড়া গোপীনাথপুর। ইনি জাষ্টিস্ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ। ইঁহার নামে পাথুরিয়াঘাটায় একটি পথ আছে। (বংশাবলী ও কুলপরিচয় ১৫৬ ও ১৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। (কলিকাতা পরিচয়)

অতিরিক্ত ব্যক্তি সূচী

অতিরিক্ত বংশ সূচী